মহানায়ক

লেনিন

বেদুইন

বেঙ্গল পাবলিশিং—কলিকাতা ১

প্রথম প্রকাশ : লেনিন জন্ম শতাব্দী ১৯৭০

প্রকাশক : সুধাংশু দে
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

পরিবেশক : দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

মুদ্রক : শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬-বি শুঁড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

সর্বহারা মেহনতী মানুষদের

"রাশিয়া বহুদিন থেকেই বড় বড় ওলোট পালটের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই পেকে উঠেছে।" —মার্কস

"Great Lenin, a short, stocky figure, with a big head set down in his shoulders, bald and bulging, little eyes, a snubbish nose, wide, generous mouth and heavy chin, clean-shaven now, but bristle with the well-known beard of his past and future. Dressed in shabby clothes, his trousers much too long for him. Unimpressive, to be the idol of a mob, loved and revered as perhaps few leaders in history have been" —John Reed.

MAHANAYAK LENIN

(Biography)

Bedouin

এই লেখকের :

পথে প্রান্তরে ১ম ও ২য় পর্ব

শতাব্দীর অভিশাপ

গ্ল্যামার গার্ল

মাও সেতুং একটি নাম

মন্ত্রীপতন (২য় মুদ্রণ)

আমি চে গুয়েভারা

সিয়া একটি গোপন চক্র

নর্তকীর আত্মকথা

ভঙ্গ বঙ্গ চোদ্দ রঙ্গ

অনু বোষ্টুমির আখড়া

হ্যানয় থেকে সায়গন

ইত্যাদি ইত্যাদি

নদীর নাম ভলগা। দেশের নাম রাশিয়া। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বালটিক সাগর অবধি বিরাট ভূখণ্ড। তার অধীশ্বর মহামান্য জার। সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আজ এই দেশটির ওপর। আজ থেকে শতবর্ষ আগে কিন্তু এমনটা ছিল না।

নদী বেয়ে চলেছে কোন্ অজ্ঞাত দিন থেকে, পুষ্ট করছে রাশিয়ার ভূমি। বিরাট সে নদী। কাসপিয়ান সাগরে এসে গা এলিয়ে দিয়েছে বিশ্রামের আশায়। নদীর উভয় তীরে গড়ে উঠেছে জনপদ। জনপদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রামীন শিল্প। বিশ্বের দরবারে রাশিয়া ছিল পশ্চাদ্‌পদ দেশ; সারা ইউরোপে যখন শিল্প-বিপ্লব চলেছে তখন তার সামান্য আঘাত এসে লাগছিল দেশটায়। শিল্প তখনও ভাল হয়ে গড়ে ওঠেনি, কৃষিই তখন উপজীব্য।

সেরানভ গ্রামের কৃষক, ভূমি বলতে তার নেই এক একরও, কিন্তু চাষ করে সে। অপরের জমির দাস সে। তার মত ভূমিদাসে ভর্তি রয়েছে গোটা দেশটা, সংখ্যায় তারা কয়েক কোটি। মুখ্যত জমির মালিক যে কুলাকশ্রেণী তাদের আদেশে ও নির্দেশে ভূমি-দাসের জীবন হয়ে উঠেছে অসহ্য, অত্যাচারে অত্যাচারে তাদের মানবিকতাবোধ তখন চূর্ণপ্রায়। সেরানভ তার স্ত্রী নীনা সকালে উঠে যায় কুলাকের ঘরে, সারাদিন পরিশ্রম করে পায় পোড়া রুটি আর কিছু সেদ্ধ সবজী। তার বেশি আশাও করে না, তারা ভুলেই যেন গেছে আরও প্রয়োজন আছে তাদের জীবনে। রাতের বেলায় ফিরে আসে মাটি, পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরী তাদের ঝুপড়িতে। প্রচণ্ড শীতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে বুকে টেনে নেয় দেহকে উষ্ণ

রাখতে। কোন রকমে সংগৃহীত জ্বালানী দিয়ে কোন কোন দিন ঘর গরম করার হাস্যজনক চেষ্টাও করে।

সেরানভ আর নীনার সংসারে অতিথি এসেছে। বুকের সঙ্গে জাপটে রাখে নীনা। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হিম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সন্তানকে।

সংবাদ পেয়েছে গ্রামের পাদরি।

গির্জায় ব্যাপটাইজ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেরানভ দম্পতিকে। নীনা তার সন্তানকে নিয়ে যায় গির্জার পুরোহিতের কাছে। সন্তানের নামকরণ করে দেয় পুরোহিত। সন্তানের প্রথম নাম গ্রেগরী। গ্রেগরীর মঙ্গল কামনা করে একটুকরো মোমবাতি জ্বেলে দিল গির্জার বেদীতে। পুরোহিত চোখ বুঁজে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করল নবজাতকের মঙ্গলকামনা করে। খুশী মনে ফিরে আসে নীনা সেরানভের হাত ধরে।

আজকাল নীনা আর কাজে বের হতে পারে না। কাঁচা পোয়াতি। মনিব কিন্তু দুজনের আহার্য দিতে অস্বীকার করে। যে মেহনত করবে তারই জন্য খাবার, যে সন্তানকে বুকে করে ঘরে বসে থাকবে তার পেটের ভাত জোগাবার দায় মোটেই গ্রহণ করতে চায় না মালিক।

সেরানভ পড়ল বিপদে।

অনেক ভেবে-চিন্তে বলল, বছরের যে বেতন সেটা যদি হুজুর দিতেন তা হলে আমার এই দুর্দিনে আমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করতে পারতাম।

কুলাক সিসিলভ মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোর পাওনা কত হয়েছে রে?

তা হুজুর বিশ রুবল তো হবেই।

বিশ রুবল, চমকে উঠল সিসিলভ।

আবার বলল, কতদিন কাজ কামাই করেছিস তা জানিস?

রোজ যদি দু কোপেক কাটা যায় তা হলে তোদের পাওনা পাঁচ রুবলও হবে না। যাক্ পরে হিসাব হবে। এই নে একটা রুবল। বউটার ব্যবস্থা করে আসবি। রোজ রোজ তোর নাকে কাঁদুনি শুনতে পারব না। আমাদের ডিমিট্রেট তার চাষীদের নগদ কড়ি মোটেই দেয় না, আমি ভাল মানুষ বলেই তোকে একটা রুবল দিচ্ছি। খবরদার, বেশির দিকে নজর দিস না।

সেরানভ আমতা আমতা করে বলল, ডিমিট্রেটের চাষী নিকারসন বলছিল সে নাকি মাসে দু' রুবল করে মজুরী পায়।

সেই বাটপাড় নিকারসনের কথা বলছিস। ওর কথা মোটেই বিশ্বাস করিস না। বেটাকে দিয়েছিলাম শূকরের চার্জ। বেটা দু-দুটো শূয়োর মেরে খেয়েছে। তাতে কত ক্ষতি হয়েছে জানিস। তা প্রায় পঞ্চাশ রুবল আমার লোকসান করেছে। তাইতে তাকে তাড়িয়েছি। গেছে ডিমিট্রেটের ঘরে। ডিমিট্রেট আমার মত সোজা লোক নয়। কড়ায় গণ্ডায় ক্ষতিপূরণ আদায় করার মত শক্ত লোক। এবার যদি তার কোন ক্ষতি হয় তাহলে দেখবে আমার মত সিসিলভ নয়। দেখবে বাছাধন কত ধানে কত চাল। আমি জানি না, বললেই হল। আগে রুবলের মুখ দেখুক সে তারপর তোর কথা শুনব।

তা হুজুরের ইচ্ছা। আমার পাওনাটা মিটিয়ে দিলেই ভাল হত। আমার বড় বিপদ।

তোদের বিপদ কোনদিনই কাটবে না। এখন বের হয়ে যা। নিজের কাজ কর। মাগী পোষার সখ আছে, ভাত দেবার ক্ষমতা নেই। যা দূর হয়ে যা। যত জুলুম মালিকের ওপর। ভেবেছিস কখনও এত পয়সা পাব কোথায়। রাক্ষসের মত গিলিস তো কম নয়। তার ওপর নগদ টাকা! আশ্চর্য। বেইমানদের ভাল করতে নেই কোন দিন। যা যা এখান থেকে।

মনিবকে চটালে আখেরে অমঙ্গল তা ভাল করেই জানে

সেরানভ। নগদ এক রুবলের নোট পেয়ে কিছুটা কৃতার্থও হল। তাড়তাড়ি মনিবের কোপদৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে খামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরল ঘরের দিকে। সারাটা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে এক রুবল ভাঙ্গিয়ে নীনার জন্য কি কি কিনবে। নীনা অনেকদিন মাংস রুটি খায়নি। ভূট্টার আটা আর শূয়োরের মাংস কিনতে হবে দশ কোপেকের। ছোট্ট ছেলেটার জন্য একটা গরম জামা দরকার। তাও কিনতে হবে। ঘরের জানালা ভেঙ্গে গেছে, ভাঙ্গা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে, সেটাও মেরামত করতে হবে। লাল রংয়ের একটা গরম কাপড়ের টুপি যদি ছেলেটাব জন্য কেনা যায় তাহলে কেমন সুন্দর হয়। নীনার ফ্রকটা ছিঁড়ে এসেছে। তারও ব্যবস্থা করতে হয়। নিজের মোজা জোড়া আর চলছে না। ওভার কোটটা ছিঁড়ে ফাতা ফাতা হয়েছে। বিছানা নেই, জ্বালানী কাঠও নেই। মাত্র এক রুবল! তার প্রযোজনেব দশ ভাগেব এক ভাগও মিটবে না ; উপরন্তু যতদিন নীনা কাজে বেব হতে পারবে না ততদিন তার খাবার দরকার। সেইজন্যই তো পাঁচটা রুবল দরকার। একটা রুবল দিয়ে কি হবে!

ভাবতে থাকে কি চামার এই সিসিলভ। বিশ রুবল তাদেব দুজনের সারা বছরের পাওনা অথচ একটা রুবল দিতেই তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। তার এই বিপদের দিনে মনিব যদি সদয় ন' হয তাহলে শেষ পযন্ত নীনাকে হয়ত বাঁচাতেই পারবে না। যাক ভগবান যীশু রয়েছে। দুর্দিনে যীশুই পথ দেখাবে। ভাগ্যকে রোধ করতে কে পারে বলত!

সারা রাস্তা এই সব ভাবতে ভাবতে যখন ঘরে পৌছল তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। আকাশে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘ। শীতটাও যেন বেশি। নদীর কিনারা দিয়ে আসতে আসতে বাতাসের বেগটাও বেশি মনে হচ্ছিল। জোর পা চালিয়ে দেহটা গরম করেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। দরজা খোলাই ছিল। বাহির থেকে ডাকল, নীনা।

সেরানভের প্রতিবেশী সবই ভূমিদাস। বাড়িঘর সবারই সমান, আর্থিক অবস্থাও একই পর্যায়ের। যাদের বাড়িতে উপরি দু' একজন পুরুষমানুষ বা সমর্থ মেয়েছেলে আছে তারা কিছু নগদ কড়ি উপার্জন সিমব্রিকস্ শহরে গ্রামের তাজা শাক-সবজী বিক্রি করে। শহর এক কিলোমিটারও নয়। পায়ে হেঁটেই যায় ভূমি-দাসেরা। ভূমির মালিকরা শহরে যায় তাদের পণ্য ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে। বিকেল বেলায় গ্রামের মানুষ কাজ শেষ করে ফিরে আসে, গ্রাম তখন বেশ কর্মচঞ্চল মনে হয়।

সেরানভ যখন নীনার নাম ধরে ডাকছিল তখন গ্রামের সবাই এসে গেছে নিজের নিজের ঘরে। বৃদ্ধ অসিলক্ পাইপ টানতে টানতে তার ঘরের দিকেই আসছিল। সেরানভ তাকে দেখতে পায় নি। নীনার জবাব না পেয়ে সেরানভ আরেকবার ডাক দিয়ে ঘরে ঢুকতে উপক্রম করতেই অসিলক্ বলল, তোর ছেলের খবর কি সেরানভ ?

ভালই তো দেখে গেছি যাবার সময়। এই তো এলাম কাকা। নীনা বোধহয় ঘুমিয়েছে। ডাক শুনতে পায়নি। এস, দেখ তোমার নাতিটি কেমন হল।

অসিলক্ পাইপে জোরে একটা টান একগাল ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাইপটা এগিয়ে দিল সেরানভের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বলল, চল তোর ছেলেকে দেখে আসি। ক'দিন বয়স হল ? এগার দিন। ভাল ভাল।

নীনার শরীরটা মোটেই ভাল নেই কাকা। ছেলেটা হওয়া অবধি কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

সব মেয়েরই তাই হয়। কোন সালসা-টালসা খাওয়াতে হয়। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করলে তো পারিস।

বুঝি তো সবই কিন্তু পয়সা কোথায়। দু'জনে মেহনত করে সারা বছরে বিশ রুবল পাই। মনিবকে বললাম, আমার বড় বিপদ,

বছরের পাওনা টাকাটা দাও। সে বললে, কত কামাই করেছিস জানিস। তোর পাওনা পাঁচ রুবলও নয়। এই বলে একটা রুবল ছুড়ে দিল। তারপর অকথ্য ভাষায় গালও দিল।

বুড়ো অসিলক্ চোখ বড় বড় করে বলল, আমাদের কপালই ওরকম। সেবার আমাদের কেরানস্কি তার মনিবের ওপর চোখ রাঙ্গিয়ে ছিল। পরদিন কসাককে ডেকে এনে এই চাবুক না সেই চাবুক। সেই থেকে বেচারার একটা চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। কারও কিছু বলার ক্ষমতা আছে। সরকারী পুলিশ আর কসাক সৈন্যরা মনিবদের মুঠোতে। হুকুম পেলেই চাষীদের ওপর চাবুক চালায়। নইলে কয়েদ করে। এর কোন প্রতিকার নেই বাপ্। যাক, তাও তো তুই একটা রুবল পেয়েছিস। আমার প্রথম খোকা যেবার হল সেবার যে কি শীত তা আর বলার নয়। না ছিল জ্বালানী, না ছিল কাপড়-জামা। বাধ্য হয়ে মনিবের খামার থেকে এক বোঝা জ্বালানী কাঠ নিয়ে এসেছিলাম। তার পর! আর বসিল না বাপ্। আমার ঝুপড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশে। তিন দিন হাজতে। মুক্তি পেলাম দাসখত লিখে দিয়ে। খোকাকে আর কোলে নিতে পারলাম কই, ফিরে এসে দেখি খোকা জমে বরফ হয়ে গেছে। তোর কাকীমা কোনরকমে বেঁচে উঠল। ওসব দুঃখের কথা বাদ দে। এখন বউ আর ছেলে কি ভাবে বাঁচে সেটাই দেখ।

কথা বলা শেষ না হতেই দুজন ঢুকে পড়ল ঘরে। নীনা তখনও ঘুমোচ্ছে। তার বুকের কাছে শুয়ে আছে শিশু। স্তনে তার মুখ। দুধ খেতে খেতে শিশুও ঘুমিয়ে পড়েছে। অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেরানভ মা ও শিশুর দিকে। মনে জেগে উঠল মাদার মেরীর কোলে যীশুর ছবি। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল তার।

বুড়ো অসিলক্ বেশ খুশীর আমেজে বলে উঠল, বেশ সোনার চাঁদ ছেলেটিতো। ভগবান যীশু তোর দিকে মুখ তুলেছে। তোর এই

ছেলে কসাকদের নেতা হবে রে, আমি বলছি হবেই দেখিস।

সেরানভের কানে বুড়ো অসিলকের কথাগুলো প্রবেশ করল, বোঝা গেল না। সে তখনও মাতা মেরীর কথাই হয়ত ভাবছিল। বুড়োর খন্‌খনে গলার শব্দ নিস্তব্ধ ঘরটায় তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

সেরানভ ডাকল, নীনা, ও নীনা।

নীনা যেন অনন্ত শয্যায়। ঘুম ভাঙ্গার কোন লক্ষণই নেই। সেরানভ ভয় পেয়ে গেল। ছুটে গেল নীনার পাশে। গায়ে হাত দিয়ে দেহের উত্তাপ অনুভব করল। মানুষের হাতের স্পর্শে নীনাও চোখ মেলে তাকাল।

বাপ্‌রে কি ঘুম তোমার। কতক্ষণ থেকে ডাকছি।

নীনার শুকনো গালে সামান্য রক্তিম আভা দেখা দিল। অতি মৃদুস্বরে বলল, শরীরটা ভাল নেই। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেহটা ক্রমেই যেন অসাড় হয়ে আসছিল। ভাগ্যি তুমি এসে ডাকলে, নইলে হয়ত এ ঘুম আর ভাঙ্গত না। আরে, আমাদের অসিলক্ খুড়ো এসেছে। বসতে দাও। কম্বলটা পেতে দাও। বস খুড়ো।

না না বসতে হবেনা বেটি। তোর শরীরটা ভাল নয় শুনে এলাম। দেখতে এলাম তোর ছেলেকে। এখন কেমন আছিস? ভয় নেই। সব মায়েরই ওরকম হয়। আবার দু-পাঁচদিন পেট ভর্তি খেতে পেলে বেশ সুস্থ সবল হয়। বলছিলাম, একটা সালসা খেতে পারলে দুদিনেই চাঙ্গা হতে পারতিস। বুঝলি সেরানভ, একটা সালসা। তোর কাকীমাকে আমি শহর থেকে পুষ্টিকর সালসা এনে খাইয়েছি প্রত্যেকবার। কম তো নয়, এগারটা সন্তানের মা। ভগবান নারাজ নইলে ছটা কি আর মরত। তা প্রায় অর্ধেকটা তো বেঁচেছে।

বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল অসিলক্। দেওয়ালের পাশে ধপাস করে বসে মাথাটা পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল।

নীনা চোখ বুঁজেই ছিল। সেরানভ তার পাশে গিয়ে বসতেই বলল, ছেলেটা কেমন যেন করছিল তখন। কোন ডাক্তারকে দেখাতে পার না, দেখ না ওর দেহটা নীল হয়ে গেছে।

বুড়ো অসিলকের কানে গেল কথাগুলো। উত্তেজিতভাবে বলল ওরকম হয়েই থাকে। গরম সেঁক দাও বেটি। অলিভ অয়েল গায়ে মালিশ করে কম্বল গরম করে চাপা দাও। দেখবে এখুনি ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তার তো শহরে। তুমি একা থাকতে পারবে তো নীনা। তা হলে আমি ডাক্তারের কাছে যেতে পারি। কাকা, তুমি একটু খবর রাখবে কি। দু' ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

নীনা মৃদু স্বরে বলল, দু' ঘণ্টা।

ভয় নেই বেটি, তোর খুড়িমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে এসে সেকতাপ করবে। যা শীত। শিশুগুলোও যেন বরফের পিণ্ড। জমে যায়, গলবে যে কখন তাও ঠিক নেই। আমি চললাম তোর খুড়িকে ডেকে আনতে।

বুড়ো অসিলক্ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, ভয় নেই। তোর খুড়ি এসে এখুনি সব ঠিক করে দেবে। এগারটা সন্তানের পোয়াতি। সব জানে।

সেরানভ বুড়োর চলার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বুড়ো তার পুরানো মন নিয়েই আছে। আমি যাচ্ছি সিমব্রিসকে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসছি। অনেক অনেক নতুন ডাক্তার নাকি এসেছে শহরে।

পয়সা আছে তো। ডাক্তাররা হাঙ্গর। পঁচিশ কোপেক তো নেবে কথা বলতেই। অত টাকা কোথায় পাবে। হাঁ গো, মনিবের কাছে টাকা চাইতে পারলে না। এই বিপদের সময় তার কাছে পাওনা টাকা চাইতে লজ্জা কিসের।

চেয়েছিলাম। বললাম আমাদের পাওনা বিশ রুবল। মনিব

বলল, কত কাজ কামাই করেছিস তা জানিস। পাঁচ রুবলের বেশি সে দেবেই না। তাও দিলে না নীনা। এক রুবলের নোট ছুড়ে দিল। সম্বল ঐ একটা রুবল। রুবল ভাঙ্গিয়ে তোমার ব্যবস্থা এখন তো করতে পারব।

সারাদিন তোমার খাওয়াও হয়নি। আমি যে দুটো রুটি তৈরী করে রাখব সে ক্ষমতাও যে নেই।

খুড়ি তো আসছে। তাকেই বলব রুটি তৈরী করে দিতে। আটা আছে তো।

আছে। সেই যে গত বছর গ্রীষ্মে মকাই পেয়েছিলাম। সেগুলো ভাঙ্গিয়ে রেখেছি দুদিনের জন্য। একটু তেত হয়ে গেছে। তাতে কি। পেট তো ভরবে।

সেরানভ নীনার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করল মনে মনে।

বুড়ো অসিলক্ তার স্ত্রীকে পাঠিয়েছিল নীনার পরিচর্যা করতে। তার হাতেই ঘরের সব দায় ছেড়ে দিয়ে সেরানভ বেরিয়ে পড়ল শহরের পথে। ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাত করেই আসতে হবে, ওষুধ পথ্য কিনতে হবে। ছেলেটার জন্য বড়ই মায়া জমেছে তার মনে।

শহরে পা দিয়েই হতভম্ব হয়ে পড়ল সেরানভ। বড় রাস্তাটা জনশূন্য। রাস্তার আলোগুলো কেউ তখনও জ্বালেনি। বহুবার মনিবের শস্য নিয়ে তাকে আসতে হয়েছে শহরে। এরকম জনশূন্য অবস্থা কখনও সে দেখেনি। তার গা ছমছম করে উঠল। কোন অঘটন তো ঘটেনি। রাস্তায় লোক নেই, থাকলে জেনে নিতে পারত কেন এমন জনশূন্য হয়েছে শহরটা। দূরে দু'রাস্তার সংযোগস্থলে ক'জন লোককে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখল। সাহস করে এগিয়ে চলল তাদের দিকে। একটা বাড়ির দোতালার আলো এসে পড়েছে তাদের ওপর। আবছা দেখা যাচ্ছে।

শুনতে পেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। বন্দুকের আওয়াজ।

সেরানভ থমকে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল কোথাও হয়েছে। আবার বন্দুকের শব্দ। শহরে ডাকাত পড়ল নাকি! চিন্তা করার অবসর নেই আর। শুনতে পেল দূরের লোকগুলো চিৎকার করছে, পালাও, পালাও।

পেছন ফিরে তাকাল সেরানভ। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। তবে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে। ওদিকে যারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল তারা তারস্বরে চিৎকার করছে, পালাও, পালাও। কসাক আসছে। খুন করবে, মেরে ফেলবে। পালাও।

সেরানভ আর কিছু ভাবতে পারছিল না। অন্ধকারে চোঁ-চ দৌড় দিল। কোথায় যাচ্ছে তাও জানে না। ছুটতে ছুটতে একটা বাড়ির সামনে এসে দেখে বাইরের দরজাটা অর্ধেক খোলা। পেছন পেছন ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। ক্রমশই আওয়াজটা কাছে শোনা যাচ্ছে। আবার বন্দুকের শব্দ, পরপর অনেকগুলো।

সেরানভ খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল দরজা।

ওপর থেকে মেয়েলি গলা শোনা গেল, কে, কে? দেখত সেরাজোভ, কে এসে ঢুকল বাড়িতে। বাইরে গোলমাল। কোন চোর ঢুকল কি না ভাল করে দেখতো। কি আপদ। শহরে আর শান্তি নেই। রোজই গোলমাল আর রোজই কসাকের ছুটাছুটি। দেখ দেখ কে এল। এদিকে কর্তাও তো বাড়ি ফেরেনি। দরজা বন্ধ রাখলেই ভাল হত।

সেরানভ শুনতে পেল সব। ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে, সে চোর নয়। আশ্রয়প্রার্থী। সে কিছু বলার আগেই লণ্ঠন হাতে করে নেমে এল সেরাজোভ, হাতে তার শক্ত পাকা লাঠি।

এই কে রে?

আমি সেরানভ।

এখানে কেন?

কসাকে তাড়া করেছে। বাইরে থাকলে গুলিতে প্রাণ দিতে হবে।

ওঃ, তুই বুঝি সেই মজুরদের দলের। তা বাপু মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে বেড়াস কেন!

আজ্ঞে আমি মজুর নই।

তার কথা বলা শেষ করার আগেই নেমে এল মহিলাটি। সেরানভের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, মজুর নয়, তা হলে কসাক দেখে পালাচ্ছ কেন?

আজ্ঞে আমি গ্রাম থেকে নতুন এসেছি এইমাত্র। কসাকরা তাড়া করেছে। রাস্তাঘাট চিনি না। দৌড়ে পালাচ্ছিলাম, ওরাও গুলি করছিল। দরজা খোলা পেয়ে আশ্রয়লাভের আশায় ঢুকে পড়েছি।

লণ্ঠনের আলোতে সেরানভের মুখখানা ভাল করে দেখল মহিলা। অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে বলল, ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখ সেরাজোভ। যদি ভাল মানুষ হয় তা হলে বাড়ি যেতে দিবি, তা যদি না হয় পুলিশ ডেকে তুলে দিবি পুলিশের হাতে। যাও বাইরের ঘরে বসে থাক। এদিকে কর্তাও তো আসছে না দেখছি। কি মুসকিল। এত রাত অবধি বাইরে থাকা মোটেই পছন্দ করি না। আচ্ছা যাও।

মহিলাটি তর্-তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেরানভকে বাইরের বসার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় তালা দিল সেরাজোভ। তালা দিতে দিতে বলল, কাল সকালে তোর পরিচয় নেব তারপর ছুটি, না হয় হাজতবাস। বুঝলি সেরানভ।

রাত বাড়ছে। দুশ্চিন্তায় সেরানভ সারা ঘরে পায়চারি করছে। ওদিকে নীনা তার পথ চেয়ে আছে। সারাদিন পেটে একটা দানাও

পড়েনি। পিপাসাও পেয়েছে। সেরানভ অকারণে বন্দী। কিন্তু কাকে জানাবে তার মনের কথা। কে দরদ দিয়ে তার ব্যাথার উপশম ঘটাবে। অস্থির হয়ে উঠল সেরানভ।

দরজায় ধাক্কা পড়ল।

কে ?

আমি গো আমি।

চারিদিকে অশান্তি। এর মধ্যে কেউ বাইরে থাকে। তোমার আক্কেল যে কবে হবে। আমরা ভেবে মরছি। বলতে বলতে মহিলাটি এসে দরজা খুলে দিল।

বাইরের ঘরে কেউ আছে না কি ?

হঁ্যা। একটা লোক বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। তাকে আটকে রেখেছি। চোর কি ডাকাত কে জানে।

উহু। জানার চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিছু বলেছে সে ?

বলছিল, গাঁয়ের মানুষ। শহরে এসেছে। কসাক তাড়া করতেই আশ্রয়লাভের আশায় ঢুকে পড়েছে আমাদের বাড়িতে। পরিচয় তো জানি না। সকাল অবধি আশ্রয় দিয়েছি।

ভালই করেছ কিন্তু তাকে তালা বন্ধ করে রেখেছ কেন ? ও তো কয়েদী নয়। তালা খোল। দেখি কে !

অত তাড়াতাড়ি কিসের। খেয়ে দেয়ে নাও তারপর কথা বলবে।

তা হয় না মেরিয়া। লোকটা হয়ত খেতেও পায় নি। তাকে উপোসী রেখে আমি খেতে যাব একি ভাল দেখায়। যে তোমার আশ্রয়ে এসেছে সে তোমার অতিথি। তাকে তালাবন্ধ ঘরে রেখে অন্যায় করেছ মেরিয়া, তার ওপর তাকে যদি অনাহারে থাকতে হয় তা হলে আরও অন্যায় করা হবে। দরজা খোল সেরাজোভ। আগে লোকটার সঙ্গে কথা বলব তারপর অন্য কথা।

সেরাজোভ দরজা খুলতেই লণ্ঠন হাতে করে ঘরে ঢুকল গৃহকর্তা।

পেছন পেছন ঢুকল সেরাজোভ আর মেরিয়া। গৃহকর্তা ঢুকতেই সেরানভ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল।

গৃহকর্তা চেয়ার টেনে বসে সেরানভকে বসতে বলল আর একটা চেয়ারে।

কি নাম তোমার ?

সেরানভ।

কোথা থেকে আসছ ?

পাশের গ্রাম থেকে।

এখানে এলে কি করে ?

আজ্ঞে আমি ডাক্তার খুঁজতে এসেছিলাম শহরে। ঢুকেই দেখি শহরের রাস্তায় লোকজন নেই। এর মধ্যে চিৎকার শুনলাম, পালাও পালাও কসাক আসছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, বন্দুকের আওয়াজও শুনলাম। দিলাম দৌড়। আত্ম-রক্ষার আশায় দরজা খোলা দেখে এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। আমি চোর নই কর্তা। গ্রামের গেঁয়ো ক্ষেতমজুর।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গৃহকর্তা দেখল সেরানভকে। হঠাৎ প্রশ্ন করল, ডাক্তার কেন ?

আমার স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।

সেরানভের গলা ধরে গেল, কথা শেষ করতে পারল না।

গৃহকর্তা বলল, তোমার স্ত্রী অসুস্থ বুঝি ?

হাঁ। ছেলেটিও।

গম্ভীর হয়ে গেল গৃহকর্তা।

মেরিয়ার মুখের চেহারা বদলে গেল। কেমন একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠল তারও মুখে।

গৃহকর্তা বলল, আমাদের দু'জনের খাবার দাও মেরিয়া।

সেরানভ বলল, আমার খিদে নেই কর্তা।

আছে, আছে। তোমার ওপর গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে।

তবে ওদেরও দোষ নেই। বাড়িতে কোন অভিভাবক নেই। এমন ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া উচিত। তবে একটু বেশি সাবধান হয়েছে। রাগ কর না। দেশের অবস্থা তো দেখছ। এরকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় সব সময়।

মেরিয়া দুটো প্লেটে গরম স্যুপ আর রুটি, কিছুটা পনীর আর কয়েক টুকরো মাংস এনে দিতেই গৃহকর্তা বলল, একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। এই হতভাগা শহরের যা অবস্থা, এত রাতে ডাক্তার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাড়াতাড়ি হাত চালাও ভাই।

ভাই! চমকে উঠল সেরানভ। তার মত লোককে চেয়ারে বসিয়ে সুখাদ্য খাইয়ে কেউ ভাই বলতে পারে, এ ছিল তার কল্পনার বাইরে। কেমন একটা চাপা উত্তেজনার ছাপ দেখা গেল তার চেহারায়।

খাওয়া শেষ হতেই গৃহকর্তা ইলিয়া বের হল সেরানভকে নিয়ে। পেছন পেছন সেরাজোভ লণ্ঠন আর লাঠি হাতে করে চলল। রাস্তাঘাটে লোক নেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তিনজন সদর রাস্তা পেরিয়ে গলিপথ ধরল। অনেকটা পথ চলার পর একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে ইলিয়া ডাকল, ডাক্তার আছ নাকি হে।

কে?—দোতালার জানালা ফাঁক করে প্রশ্ন করল একজন।

আমি। আমি ইলিয়া নিকোলয়িভিচ্ উলিয়ানভ। অঙ্কের মাষ্টার

আরে মাস্টার যে। এত রাতে কেন?

আর বল না ভাই। আমার একজন অতিথির স্ত্রী আর পুত্র খুবই অসুস্থ। তোমার কাছে এসেছি তাকে নিয়ে।

দাঁড়াও, আসছি।

ডাক্তার দরজা খুলতে খুলতে বলল, আর বল না মাষ্টার। দেশের যা অবস্থা। ছোটলোকদের গোলমালে আমাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হবার উপক্রম। যত সব বদলোকের আস্তানা হয়েছে এই ছোট্ট শহরটায়। এস বস।

সেরানভের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, এই তোমার অতিথি।

হাঁ। বড়ই গরীব চাষী। ওর স্ত্রীর প্রসব হয়েছে কয়েকদিন আগে। ছেলে ও ছেলের মা দুজনেই অসুস্থ। কিছু ব্যবস্থা করে দাও।

কঠিন গলায় ডাক্তার কি হয়েছে জানতে চাইল।

সেরানভ মোটামুটি রোগীর অবস্থা বর্ণনা করতেই ডাক্তার বলল, আসল রোগ হল আহার্যের অভাব। আরে বাপু তোরা খেতে পাস না পেট ভর্তি তবুও তোরা বিয়ে করবি। তোদের বউরা বছর গেলে বিয়োবে। এতে মরবে বই কি।

আহা রাগ করছ কেন। ওদের ওপর রাগ করা অন্যায়। আমরা কি ওদের মানুষের মত করে বাঁচতে দিয়েছি।

ডাক্তার কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বলল, এটা কিনে খাওয়াবে। খাবার পর দু'চামচ করে দেবে তোমার বউকে। আর ছেলের জন্য এই পাউডার। এক চিমটি তুলে জিবে ঘষে দেবে।

ইলিয়া বলল, এত রাতে কোথায় ওষুধ পাব বলত। শহর তো কবরখানার মত। সবাই ঘরে দরজা দিয়ে বসে আছে। তোমার কাছে ওষুধ যদি থাকে তাহলে দাও।

দেখি বলে ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই এসে বলল, ষাট কোপেক দাম পড়বে।

সেরানভ তার ছেঁড়া ওভারকোটের পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত রুবলটা বের করে দিতেই ইলিয়া বলল, তোমাকে দাম দিতে হবে না। আমিই দেব দাম। ওটা আমার খরচ।

আপত্তি জানাল সেরানভ।

ডাক্তার বলল, তার চেয়ে কিছু ফল কিনে নিয়ে যেও। তোমার বউকে ফল দিও, দুধ দিও, মুরগীর ঝোল দিও।

ইলিয়া একটু হাসল।

ওষুধটা নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনজনই পথ ধরল।

এত রাতে ফল কোথাও তো পাবে না ভাই। এই দুটো রুবল তোমার কাছে রেখে দাও। কাল শহরে এসে ফল আর পথ্য কিনে নিয়ে যেও।

সেরানভ হাত বাড়িয়ে রুবল দুটো কিছুতেই নিতে পারছিল না। তার হাত দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে। কোনরকমে বলল, আপনার অনেক দয়া পেয়েছি কর্তা। আর চাই না। আপনি মহত, আপনি দেবতার তুল্য।

ইলিয়া হেসে বলল, ওকথা বলতে নেই সেরানভ। মানুষের কাজ হল মানুষকে সাহায্য করা। আমি কতটুকু করতে পারি বল। যেটুকু করেছি বলে তুমি মনে করেছ সেটুকু তোমার প্রাপ্য, অবশ্য প্রাপ্য অনেক বেশি কিন্তু সামর্থ্য আমার কম। তাই সামান্য নিয়েই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। নাও রুবল দুটো।

আমাকে মাপ করতে হবে। এটা ভিক্ষা নয়। মনে কর ঋণ। যদি সুসময়ের মুখ দেখ তা হলে শোধ দিও, আর যদি সুসময় না আসে তা হলে মনে কর রুবল দুটো পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলে। কেমন!

তবুও হাত বাড়িয়ে রুবল দুটা নিতে পারছিল না সেরানভ।

তোমার স্ত্রীকে বল তার একটা ভাই তার ভাগ্নের জন্য পাঠিয়েছে এই সামান্য সাহায্য। আমার বাড়ি এসে গেছে। তুমি অন্ধকারে একা যেতে পারবে তো তোমার গ্রামে। সেরাজোভকে সঙ্গে দেব কি? এই তো এক কিলোমিটার পথ। সেরাজোভ লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসবে। কেমন! কালকে একবার খবর দিও।

দরকার নেই মহান কর্তা। আমি একাই যেতে পারব। আপনার স্নেহের ঋণ জীবনে ভুলতে পারব না। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি যাচ্ছি।

ইলিয়া জোর করে তার পকেটে রুবল দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা ঠেলে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

সেরানভ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেরানভ তখন ছুটছে। তার মনে আশঙ্কা, নীনা আর তার ছেলে তখনও বেঁচে আছে কি না! অসিলকের বুড়ি বউ নীনাকে পাহারা দিচ্ছে তো! অন্ধকার পথ চলতে মাঝে মাঝে পায়ে আঘাত লাগছে, মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়বার উপক্রম হচ্ছে। উঃ কি শীত!

এই শীতেও ছুটতে ছুটতে ঘেমে উঠছে সেরানভ। আর বেশি দূর নয়। সামনেই গ্রাম। গ্রামে ঢুকতেই পথের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গ্রামের ঝুপড়িগুলোর দরজা বন্ধ। সেরানভ ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দম নিল। ডাকল, নীনা!

উঁ! দরজা খোলা। ভেতরে এস। এত দেরী হল কেন? আমিতো ভয়েই মরি। ছেলেটা সেঁকতাপে একটু সুস্থ হয়েছে মনে হচ্ছে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল। ওষুধ পেলে।

বলছি বলছি। ব্যস্ত হতে হবে না। সব বলছি।

সেরানভ ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে শোনাল তার শহর যাবার অভিজ্ঞতা। নীনা সব শুনে চোখ বুঁজে বলল, ভগবান যীশু ওদের মঙ্গল করুক। নীনার চোখের পাশ বেয়ে জল নেমে এসে গাল ভিজে গেল। অতি সন্তর্পণে গালের জল মুছিয়ে সেরানভ নীনার গালের ওপর তার গরম গাল চেপে ধরল।

আমার ভুল হয়েছে ইলিয়া। আমি দুঃখিত।

ভুল তোমার হয়নি মেরিয়া। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষ যা করে তুমিও তাই করেছ। যদি আমি রাতের বেলায় ফিরে না আসতাম তাহলে বেচারার কি অবস্থা হত বলত। তুমিতো ডাক্তারের মেয়ে। প্রাচুর্যে তোমার জীবন কেটেছে পিতৃগৃহে।

তবুও মানুষের ব্যাথা বেদনার সঙ্গে তোমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। অবশ্য তুমি ছিলে তোমার বাবার বৃহৎ পরিবারের একজন। সব কিছু পাওনি। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের তার সবটা তো পূরণ হয় না। তোমাদের গ্রামে তো বিদ্যালয় ছিলনা, তাই লেখাপড়া তোমাকে শিখতে হয়েছে ঘরে বসেই। বাহিরের জগতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে কিছুটা ক্ষীণ। সেইজন্য অনেক সময় অনেক ভুল করতে পার, সে-ভুল সংশোধন করার যথেষ্ট সুযোগও তুমি পাবে। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে লাভ নেই। আমাদের যুগ্ম জীবনের এইতো প্রভাত। এখন দ্বিপ্রহং সন্ধ্যা, রাত্রি আসতে অনেক দেরী। ততদিনে আমরা কত শিখ্য, কত জানব। এরজন্য কোন সময়ই আত্মবিশ্বাস হারিও না। তার চেয়ে একটা গান শোনাও মেরিয়া।

তুমি কি পাগল! রাত শেষ হতে চলল। রাস্তায় জনমানব নেই, শহরের সব মানুষ ঘুমে অচৈতন্য। এমন সময় পিয়ানো বেজে উঠলে লোকে কি বলবে। অপরের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে।

ঠিক বলেছ মেরিয়া। এত রাতে পিয়ানো বেজে উঠলে লোকে বিরক্ত হবেই। তার চেয়ে বাইবেল থেকে কটা লাইন আমরা দু'জনে আবৃত্তি করি। আমরা প্রার্থনা করি ঐ গরীব চাষী সেরানভ সুখী হোক।'

বলতে বলতে চোখ বুঁজে হাত জোড় করে ইলিয়া প্রার্থনা জানাল পরমপিতার দরবারে। মেরিয়াও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রার্থনা শেষ করে বলে উঠল, আমেন, তাই হোক, তাই হোক।

সকালের আলো ফুটে উঠল আকাশে।

গাছের মাথায় পাখিরা গা ঝাড়া দিয়ে প্রভাত সূর্যকে অভ্যর্থনা জানাল।

সিমব্রিসকের উলিয়ানোভ পরিবারের দ্বিতলে বেজে উঠল পিয়ানো। মেরিয়া আনেকজান্দ্রানোভ উলিয়ানোভ তখন পিয়ানোর

সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঈশ্বরের মহিমা গান করতে থাকে, পাশে বসে তার স্বামী ইলিয়া অপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

গান শেষ হলেই ইলিয়া বলল, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম আমার অতীত। আমার অতি নিম্নবিত্তের পিতৃদেবকে মনে পড়ছিল। আমার মা-ও হয়ত তোমার মতই সুকণ্ঠী ছিলেন কিন্তু আমার বাবার ছিলনা পিয়ানো কিনে দেবার সঙ্গতি। বংশ পরম্পরায় আমরা বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাকে আশ্রয় করেই আমাদের পূর্বপুরুষদের দিন কেটেছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মেটাবার মত অর্থ উপার্জন করতে পারতেন না তারা। আমার পাঠ্যজীবনের কথা ভাবলে আজও গা শিউরে ওঠে। আমি সেদিন বুঝতে শিখেছিলাম, অতি নিম্নবিত্তের মানুষ দুমুঠো আহার্য সংগ্রহ করলেও তার সন্তানদের মানুষ করে তোলার মত অর্থ তাদের থাকে না। যারা তা পারে না, তাদের স্বাভাবিক জীবন হয়ে ওঠে দুঃখময়। সন্তানদের কেউ হয়ত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, আবার কেউ নেমে যায় নরকে। সামনে থাকে প্রলোভন অথচ সে প্রলোভন জয় করা সম্ভব হয় না। যারা প্রলোভন জয় করতে পারে না তারা সমাজের পঙ্কে দূষিত হয়ে পড়ে।

ইলিয়া থামতেই মেরিয়া বলল, ওসব পুরানো কথা শুনতে আমার ভাল লাগেনা ইলিয়া। আতঙ্কে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। যে জীবন চলে গেছে সে জীবনের স্মৃতি যদি ভয়ঙ্কর হয় তার ছায়াটুকুও মানুষকে চিন্তিত করে। সে চিন্তা যে কত কষ্টদায়ক তা আমি জানি। তুমি অন্য বিষয় আলোচনা কর।

ইলিয়া বলল, অতীতকে বাদ দিয়ে কি আমরা চলতে পারি মেরিয়া। আমার অতীতই আমার ভবিষ্যত গড়ে দেয়, একথা ভুললে চলবে কেন! দারিদ্রের কি জ্বালা তা আমি জানি। আমার পাঠ্য-জীবন, আমার বাল্য-জীবন ও কৈশোর হল শুধু সংগ্রাম। অস্ট্রাখানে আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ ছিল পুরোহিত, কেউ ছিল ছোট মুদি,

কেউ ছিল দলিল লেখার মোহরার (Raznochintsi) অর্থাৎ ছোট-খাট বুদ্ধিজীবির জীবন যাপন করত তারা। আমি প্রাথমিক পড়া শেষ করে এলাম কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ডিগ্রিলাভ করতে না পারলে আজ আমাকেও ঐ ছোটখাট বুদ্ধিজীবিদের মত অস্ট্রাখানের কোন গির্জায় অথবা কোন জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করতে হত। সে কথা ভুলতে পারি না মেরিয়া। আমার দারিদ্র আমাকে শিখিয়েছে অপরের দারিদ্রকে অনুভব করতে, অপরের জন্য জমিয়ে রাখতে পেরেছি একটা মোলায়েম অনুভূতি। তাই মাঝে মাঝে তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অতীতের কথা মনে পড়ে। তোমাকে জার্মান ভাষার বই এনে দিয়েছিলাম, পড়ছ কি ?

মেরিয়া বলল, পড়ছি। অনেকটা অগ্রসর হয়েছি। শুধু জর্মান নয় ইলিয়া, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ ও ইটালিয়ান ভাষা শিখতে হবে। সারা ইউরোপের ভাষা শেখার প্রয়োজন। অত হয়ত পারব না। এই কটা ভাষা আর তুর্কী ভাষা শিখতে হবে। তুমি আমাকে বই দিয়ে সাহায্য কর, দেখবে এক বছরেই আমি দু-একটা ভাষা শিখতে পেরেছি।

শিক্ষাই জাতিকে বড় করে। ব্যক্তিগত ভাবেও মানুষ বড় হয় উচ্চশিক্ষা লাভ করলে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। অথচ শিক্ষাকে ধনীর কবলে রাখা হয়েছে। যাদের অর্থ নেই তাদের শিক্ষার পথ চিররুদ্ধ। ধনীর ছেলে বকাটে হলেও তার জন্য ব্যয় করবে তাদের পিতামাতা কিন্তু দরিদ্রের মেধাবী সন্তান অর্থের অভাবে লেখাপড়া শিখতে পাবে না। এর চেয়ে দুঃখের কি আছে। দেশের জনসাধারণের মাঝে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। যতই শিক্ষার প্রসার ঘটবে, মানুষ ততই আত্মসচেতন হবে, ততই তারা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবে।

কাজ তো খুব সহজ নয়।

তা জানি মেরিয়া। শুধু কেতাবী বিদ্যাই তো যথেষ্ট নয়।

দেশের মানুষ ডুবে আছে কুসংস্কারে। তাদের কুসংস্কার থেকে বাঁচাতে হবে, বিশেষ করে চাষীদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার আছে তা থেকে তাদের মুক্ত করতে না পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাদের সবার আগে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন শিক্ষার দরকার। তারপর তাদের হাতে তুলে দিতে হবে উচ্চশিক্ষার চাবিকাঠি। তবেই জাতির মুক্তি।

মেরিয়া সমর্থন করল তার স্বামীকে। নিজেও যেমন নানা ভাষার বই নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করল, তেমনি তার বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশিকে লেখাপড়া শেখার দিকে আগ্রহী করে তুলল।

মেরিয়া যতই সচেষ্ট হোক শিক্ষাবিস্তারে তার কাজ বাধা পেল তার সন্তানদের জন্য। মেরিয়া তার সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব বহন করে অপরকে শেখাবার সময় পেত কম। বহু সন্তানের জননী মেরিয়া সমান দৃষ্টি রাখত প্রতিটি সন্তানের ওপর। তার কাছেই তার সন্তানরা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করত, তার কাছেই তার সন্তানরা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করত। মেরিয়া সার্থক নারী ও জননী।

মেরিয়া তার নিজের জীবনে কখনও বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়নি। সে দুঃখ ছিল বরাবর তার মনে। সেজন্য সন্তানদের লেখাপড়া সম্পূর্ণ করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করত। গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে মেরিয়া ছিল পরিচিত, তার সব কাজের মধ্যেই ছিল গ্রাম্য সরলতা। তার সারল্য প্রতিভাত হয়েছিল প্রত্যেকটি সন্তানের চরিত্রে।

ইলিয়া কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে নি।

বিদ্যালয়ে অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যা পড়াত ইলিয়া। পড়াতে পড়াতে সব সময়ই ভাবত, এই সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়ে দেশের খুব কিছু উপকার কোনদিনই হবে না। এদের অধিকাংশই হল ধনীর সন্তান। এরা নিজেদের প্রয়োজনে লেখাপড়া শিখতে এসেছে। এরা কেউ ছুটে যাবে না গ্রামে দেশের মানুষকে শিক্ষিত

করে তুলতে। এরা সরকারী চাকরি পাবে, অভিজাত হবে, জমিদারের ছেলে জমিদারীর হিসাব দেখবে। কিন্তু কোন সময়ই ওরা মানুষ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবে না। চাই শিক্ষার প্রসার, চাই সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা, চাই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা। বিশেষ করে যেসব চাষী-মজুর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে, তাদের সামনে জ্বেলে দিতে হবে জ্ঞানের প্রদীপ।

ইলিয়া তার শিক্ষকতা-জীবনে ভেবেছে এই সব কথা। কিন্তু তার পরিবেশ কোন মহত্ত্বর কাজে এগোতে দিচ্ছিল না। ভলগা নদীর কিনারায় বাস করত যে সব চাষী-মজুর তারা জন্মের দিক থেকে রাশিয়ান নয়, বিরাট দেশের শাসক রাশিয়ান হলেও রাশিয়ার সব অধিবাসী তো রাশিয়ান নয়। বিরাট সাম্রাজ্যে বাস করত বিভিন্ন সম্প্রদায়। তাদেরই একটা অংশ বাস করত ভলগা নদীর উভয় তীরে। এদের না ছিল কোন শিক্ষাদীক্ষা, না ছিল কোন উন্নত চিন্তাধারা। এদের মাঝে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এরা বন্য-জীবন যাপন করবে, যেমন বন্য-জীবন যাপন করছিল তখনও।

ইলিয়ার সাধনা হল শিক্ষার প্রসার করা।

শিক্ষকতা করে জনসাধারণের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ইলিয়া চিন্তা করছিল স্কুলের এই বাঁধাধরা জীবন থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যায়। কিছুকাল পেনজায়, কিছুকাল নিঝনি নোভোগোরদে শিক্ষকতা করার পর ক্লান্তি এল তার মনে। আরও বিলিয়ে দিতে হবে শিক্ষাকে জনসমাজে। এই চিন্তা তাকে শিক্ষকতা জীবন থেকে মুক্ত করল একদিন। জনতার সেবা করার পথ হল জ্ঞানের প্রসার ঘটানো। এই সত্য উপলব্ধি করে ইলিয়া আঠার শত ঊনষাট সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে জনশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করল।

ইলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পদলাভ করল। কিছু-

কাল পরে ডিরেকটারের পদে উন্নীত হল। এইতো সুযোগ! শিক্ষা বিস্তারের এর চেয়ে সুযোগ আর কি থাকতে পারে।

সিমব্রিকস গুবারনিয়া অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত গ্রহণ করে ইলিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করল। শিক্ষকদের উৎসাহিত করল চাষীঘরের সন্তানদের শিক্ষায় আগ্রহী করতে। ইলিয়া নিজেও ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষক। শিক্ষা বিস্তারে তার ছিল অপরিসীম পরিতৃপ্তি।

বিঘ্ন বহুল মানুষের জীবন। ইলিয়ার মহৎ কাজে বাধা দিল দেশের সরকারী কর্মচারীরা, বড় বড় জমিদার আর মধ্যসত্ত্বভোগী কুলাকরা (সম্পন্ন চাষী)।

সরকারী কর্মচারীরা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ছোটলোকদের মাঝে শিক্ষাবিস্তার ঘটলে তারাও ঢুকবে সরকারী কাজে। বড়লোক ও ছোটলোক একই মর্যাদায় পাশাপাশি কাজ করবে এতো অভিজাত ধর্ম নয়। ছোটলোকদের চিরকাল ছোটলোক রাখাই হল অভিজাত-দের কাজ। কোন রকমই তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিতে চায় না সরকারী কায়েমীস্বার্থের কর্মচারীরা। তারা তীব্রভাবে বাধা দিতে থাকে গ্রামের চাষী ছোটলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে। ইলিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে অনেক সময়ই তাদের ঘোরতর মত বিরোধও দেখা দিয়েছে। ইলিয়া তবুও পেছনে হাঁটেনি। যা ভাল মনে করেছে তাই করে চলেছে নির্ভীক ভাবে।

বড় বড় জমিদারদেরও সমস্যা প্রায় একই প্রকার। তাদের দারোয়ান পেয়াদার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে অথবা প্রজাদের ছেলেরা তাদের দাবী জানাতে আসবে, এতো অসহ্য। তারাও সচেষ্ট হল ইলিয়াকে বাধা দিতে। নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। বিদ্যালয়ের জন্য জমি পাওয়াও দুষ্কর হত অনেক সময়। চাঁদা তুলে বিদ্যালয়ের ছাউনী করতে দিতেও রাজি হত না অনেক সময়।

কুলাকদেরই সমস্যা সব চেয়ে বড়। যে সব ক্ষেতমজুরকে বেগার খাটিয়েছে এতকাল, যাদের সঠিক মজুরী কখনও দশ রুবল অতিক্রান্ত হতে দেয়নি তাদের সন্তানরা যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে তাদের দিয়ে বেগার খাটানো কঠিন হবে, দশ রুবল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না কেউ-ই। দাবী জানাবে বেশি মজুরীর। ভাগ চাইবে শস্যের। এসব ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তারজন্য প্রথম থেকেই কুলাকরা শিক্ষা প্রসারে সর্বতোভাবে বাধা দিতে লাগল।

ইলিয়াও বুঝে ছিল তাদের মাঝেই শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন যারা জারের অপশাসনে উৎপীড়িত, অভিজাত ধনী আর কুলাকদের হাতে যারা নিষ্পেষিত ও শোষিত। এদের প্রতি ইলিয়ার সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। এদের জন্য তার ক্ষমতার শেষ অংশটুকুও ব্যয় করতে ইলিয়া কোন সময়ই ত্রুটি করত না।

তার এই মহান ব্রতে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল প্রগতিশীল উন্নতমনা একদল শিক্ষক। স্বার্থহীনভাবে ইলিযার আদর্শ এরা অনুসরণ করত। এদের জীবনের ব্রতও ছিল দেশের ঐ সব নিগৃহীত পশ্চাদ্‌পদ মানুষদের শিক্ষিত করে তোলা। তার অনুগামী শিক্ষক-দের নতুন নামকরণ হয়েছিল, তাদের সবাই বলত, উলিয়ানোভাইট (Ulyanovites)-আদর্শবাহকের মর্যাদা বহন করতে এই নাম ইলিয়ার ব্রতশিষ্য শিক্ষকরা কপালে এ টে নিতে কোন প্রকার ভুলই করত না। এই বিরাট যজ্ঞে ইলিয়ার দান ছিল অপরিমেয়। বাইশ বছর ধরে ইলিয়া দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছে ভলগার উভয় তীরে। বহু দিন বহু রাত কাটাতে হয়েছে দূর দূরান্তে। কঠিন শীত, সুমধুর বসন্ত, হাস্যোজ্জ্বাল গ্রীষ্ম পেরিয়ে গেছে। সেদিকে তাকাবার অবসরও পায়নি ইলিয়া। ইলিয়া ধ্যানমগ্ন, ইলিয়া শিক্ষাবিস্তার ব্রতে আত্মসমর্পণ করে গৃহ-সংসার সব ভুলে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে।

নিষ্ফল হয়নি তার এই সাধনা।

বাইশ বছর ধরে যে সাধনা করেছে ইলিয়া তার ফল ফলেছিল ঠিকই। বাইশ বছরে চাষীদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল ইলিয়া।

এত অশান্ত কর্মযজ্ঞেও ইলিয়া সংসারজীবনে আদর্শ স্বামী ও পিতা। মেরিয়া ছিল আদর্শ গৃহকর্ত্রী ও সু-মাতা।

ইলিয়া বলত, আমরা আমাদের সন্তানের সামনে যে আদর্শ স্থাপন করব, সেই আদর্শ হবে সন্তানদের জীবনে পাথেয়। আমরা যে ভাবে গড়ে উঠতে দেব সন্তানদের তারই ফলভোগ করবে সন্তানরা। আমরা সন্তানদের তৈরী করব সৎ, পরিশ্রমী এবং জনতার সুখ-দুঃখের সাথী করে।

মেরিয়া পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে তাদের শেখাত সৎ ও পরিশ্রমী হতে, তাদের সামনে নিয়মানুবর্তী হবার আদর্শ তুলে ধরত। আমাদের সন্তানদের মানুষ করতে হলে আমরা মানুষের মত আচরণ করতে শিখব, তবেই তারা মানুষ হবে।—এই নীতিবাক্য সমানে স্বামী-স্ত্রী পালন করত।

জনতার মঙ্গলের জন্য ইলিয়া যে পরিশ্রম করত, যে ভাবে তার সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়োগ করত তা আদর্শ হয়েছিল সন্তানদের পরবর্তী জীবনে। সন্তানদের চরিত্র গঠনে যেমন পিতামাতার চেষ্টার অন্ত ছিলনা তেমনি তারা যাতে জ্ঞানপিপাসু হয় সেদিকেও নজর ছিল তাদের।

ইলিয়া সন্তানদের বলত, জীবনবোধ গড়ে তোল, নিজেকে জানো, অপরকে জানার চেষ্টা কর। তোমার প্রয়োজনকে তুমি বুঝতে শেখ, যে কাজ করবে তার দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত থেক। তোমরা যে কাজ করবে তা নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, সত্যবাদিতা হবে তোমাদের দৈনিক জীবনের ধর্ম।

ইলিয়া ছেলেদের উৎসাহিত করত, কবি প্লেশচিয়েভের কবিতা পড়ে শোনাত ঃ

"Brothers in spirit, side by side
In storm and batlle do we stand
And both will hate until our death
Th' oppressors of our native land."

একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ভ্রাতৃবৃন্দ আমরা ঝড়ঝঞ্ঝায় ও সংগ্রামে পাশাপাশি থেকে লড়াই করব।

আমরা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি যারা অত্যাচার করে তাদের মৃত্যুকাল অবধি ঘৃণা করব।

ইলিয়া উলিয়ানোভ ছিল দেশপ্রেমী গণতন্ত্রী বিপ্লবী। সেদিনে রাশিয়াতে যে চিন্তাধারা বিরাজ করত তা বিচার করলে ইলিয়ার চিন্তাধারা বিপ্লবাত্মক প্রগতিশীল ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। ইলিয়া স্বয়ং বিপ্লবের বীজ রোপণ করে গিয়েছিল তার সন্তানদের মনে। ভবিষ্যতে উলিয়ানোভরা যে ত্যাগস্বীকার করে রাশিয়ার মুক্তি এনেছিল তা সম্ভব হয়েছিল তাদের পিতামাতার শিক্ষায়।

আঠার শত উনষাট সালে ইলিয়া শিক্ষকতার দায়িত্ব ত্যাগ করে জনসেবার আত্মনিয়োগ করে। পর বৎসর এপ্রিল মাসে মেরিয়া তৃতীয় সন্তানের জননীত্বলাভ করে। সেদিন বাইশে এপ্রিল বসন্তের বাতাস সবে আলোড়ন এনেছে প্রকৃতির বুকে, মানুষের মনে নতুন জীবনের আহ্বান শোনা যাচ্ছে। এমন একটি দিনে ইলিয়ার দ্বিতীয়পুত্র তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। পিতামাতা তার নাম রাখল ভ্লাডিমির। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান **লেনিন**-ই ভ্লাডিমির।

তার জন্মের আগে আরও দুজন কোল আলো করেছিল মেরিয়ার। লেনিনের বড় ছিল এক বোন আর এক ভাই। বোনের নাম আন্না, ভাইয়ের নাম আলেকজান্দার। এর পরও আরও তিনটি সন্তানের মা হয়েছিল মেরিয়া। দুটি কন্যা ও একটি পুত্র। কন্যা ওলগা, তারপর পুত্র ডিমিট্রি, সর্বশেষে কন্যা মারিয়া।

উলিয়ানোভ পরিবার তখন আটজনের।

শিশুরা বড় হতে থাকে। পিতামাতা শিক্ষা দিতে তৎপর হয়। তাদের চিন্তা কি করে মানুষ করবে সন্তানদের। ইলিয়া ও মেরিয়ার সারাজীবনের সঞ্চয় যে নীতিবোধ তা দিয়েই গড়েপিটে তুলতে থাকে সন্তানদের।

শিশুরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করত পিতাকে। পিতা কোন সময় বিরক্তি প্রকাশ না করে প্রত্যেকটি প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত জবাব দিত, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিত প্রশ্নের উত্তরগুলো। শিশুরাও পিতৃ-সান্নিধ্যলাভে উৎফুল্ল হত। তারা মনে করত তাদের পিতার মত এমন গল্প বলিয়ে লোক আর হয় না। যেমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে পারত তেমনি চিত্তাকর্ষক করে তুলত ঘটনাগুলো। গল্পের শেষে সন্তানদের বলত, যতটা সাফল্যলাভ করেছ তোমরা তোমাদের কাজে আজ অবধি, তার চেয়েও এগিয়ে চলতে হবে। পিতার সাহচর্য শিশুদের বড় হবার পথ খুলে দিয়েছিল ; মা-ও কম নয়। মেরিয়া আলেকজান্দ্রানোভা যদিও শিশু প্রতিপালনের শিক্ষালাভ করেনি কোন স্কুল কলেজে তবুও জন্মগত অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার শিশুদের বড় করার। মেরিয়ার মেজাজ ছিল মধুর, সে ছিল সদা আনন্দ উজ্জ্বল, কখনও শিশুদের ওপর অনায্য কোন বাধানিষেধ আরোপ করত না কিন্তু নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করত সব সময়।

আলেকজান্দ্রানোভা যেমন ছিল মিতব্যয়ী, নিয়মানুবর্তী তেমনি ছিল পরিচ্ছন্ন ও নম্র। মায়ের সকল গুণের অধিকারী হয়েছিল প্রতিটি সন্তান।

লেনিনের জননীর সুখের দিন স্থায়ী হয় নি। সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উলিয়ানোভ পরিবারেও দেখা দিল বহু দুর্যোগ। সেই দুর্দিনে

মেরিয়া আলেকজান্দ্রোভনা যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল তার তুলনা বিরল।

গ্রামের নাম কোকুসকিনো।

গ্রীষ্মকালের আবহাওয়া বড়ই মনোরম এই গ্রামের।

ইলিয়া গ্রীষ্মকালে সপরিবারে এসে বাস করে এই গ্রামে। প্রকৃতিও তার অফুরন্ত সম্পদ দিয়ে তোষণ করে নবাগত অতিথিদের। লেনিন বড়ই চঞ্চল আর আবিষ্কারপ্রবণ।

গ্রামের হাটে যেত কখনও, কখনও যেত খোলা মাঠে খেলা করতে। যখনই যেত তখন বাড়িটা ঘুরে যেতে হত। এতে সময় লাগত বেশি। অথচ বাড়ির পেছনেই মাঠ।

লেনিন দেখল সহজ পথ হল জানালা দিয়ে মাঠে নেমে পড়া। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। লেনিন জানালা গলিয়ে মাঠে গেল। মেরিয়া লক্ষ্য করল ছেলের কাজ। ছেলে ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল, সামনের দরজা দিয়েই তো সবাই যাতায়াত করে, তুমি কেন জানালা দিয়ে গেলে।

লেনিন প্রথমে ভয় পেয়েছিল, পরক্ষণেই হাসতে হাসতে বলল, তুমি কিছুই বোঝ না মা। দরজা দিয়ে গেলে অনেকটা রাস্তা ঘুরে যেতে হবে মাঠে। আর জানালা গলিয়ে গেলে সোজা মাঠে যেতে পারব। তাতে সময় কম লাগবে, মেহনত কম হবে।

মেরিয়া রাগ করলো না।

রাগ করার মত মা সে নয়। শিশুর স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিয়ে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে সংকুচিত করা যে উচিত নয় তা বুঝবার মত ক্ষমতা তার ছিল।

তুমি রাগ করেছ মা ?

কেন ?

আমি জানালা দিয়ে গিয়েছি বলে।

নারে না। ভাবছি এত ছোট মানুষটির এত পাকা বুদ্ধি হল কি করে। তবে ওভাবে লাফিয়ে চললে পা ভাঙ্গবে। সেই তো ভাবনা।

একটা কাজ করলে কেমন হয় মা।

কি কাজ।

দুটো কাঠের সিঁড়ি করে দাও। একটা ঘরের ভেতর থাকবে, একটা থাকবে বাইরে। তাহলে আর পা ভাঙ্গার কোন ভয় থাকবে না।

ঠিকই বলেছিস ভ্লাডিমির। তোর বাবাকে আজই বলব।

সত্যিই পরদিন ইলিয়া মিস্ত্রি ডেকে জানালার দুপাশে দুটো কাঠের সিঁড়ি তৈরী করে দিল। এবার সহজেই শিশুরা অনেক পথ না ঘুরে মাঠে খেলতে যেতে পারত।

পরদিনই ছেলে-মেয়েরা বায়না ধরল।

মায়ের কাছে গিয়ে বলল, তোমরা তো অনেক বই, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা কিনছ। আমরা একটা পত্রিকা বের করব মা।

কে লিখবে ?

কেন আমরা সবাই। তোমরা দুজন আমরা ক' ভাই-বোন।

কিন্তু ছাপার খরচ যে অনেক।

বারে! আমরা বুঝি ছাপতে যাব। আমরা হাতে লিখব পত্রিকা। যে যার মত নিজের ক্ষমতা মত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখবে। ছবিও আঁকবে। তোমার সম্মতি আছে কি ? তোমার মত পেলেই আমরা কাজ আরম্ভ করব।

মেরিয়া সানন্দে বলল, এ ত ভাল প্রস্তাব। বেশ সবাই মিলেই লিখব। সবাই মিলে তৈরী করবে এই ঘরোয়া পত্রিকা। তোমাদের বাবা আসুক তাকেও বলব।

ইলিয়া ঘরে ফিরে এসে সন্তানদের প্রস্তাব শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আরম্ভ হল ঘরোয়া পত্রিকা লেখা। কেউ লিখল গল্প, কেউ লিখল কবিতা, কেউ লিখল প্রবন্ধ, কেউ আঁকল ব্যঙ্গচিত্র, কেউ আঁকল ল্যাণ্ডস্কেপ।

হাতের লেখা পত্রিকা যখন সম্পূর্ণ হল তখন সবাই খুশীতে ডগমগ। ইলিয়া ছেলেদের উৎসাহিত করতে সাধ্যমত পত্র-পত্রিকা আর বই কিনে আনত। কখনও সবাই গোল হয়ে বসে কোন বই পড়ত। একজন পড়ত সবাই শুনত। শুনতে শুনতে নানা প্রশ্নও করত। ইলিয়া ও মেরিয়া সন্তানদের সব প্রশ্নের জবাব দিতেও প্রস্তুত থাকত।

বই কেতাব পড়াই যে সব নয়। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি কি ভাবে হতে পারে তাও ভাবত মাঝে মাঝে।

মেরিয়া বলত, তোমাদের নিজেদের কাজ নিজেরা করবে। নিজেদের কাজ করে যে অবসর পাবে সে অবসর সময়টুকু কাটাবে বড়দের কাজে সাহায্য করে।

আন্না বলল, কি কাজ আমরা করব তা বলে দাও মা।

মেয়েদের কাজ হবে নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর ভাইদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এই কাজ তোমার আর ওলগার। যতদিন মারিয়া বড় না হয় ততদিন তাকেও তোমরা সাহায্য করবে।

আমরা কি ভাবে সাহায্য করব বড়দের? জানতে চাইল আলেকজান্দ্রা।

আমাদের বাগানটা শাকসবজীতে ভরে রাখতে হবে। বাগান পরিষ্কার করা, আনাজ তরকারীর বীজ লাগানো, তার যত্ন করা এগুলো তোমাদের অবসর সময়ের কাজ।

এ কাজতো রোজই করি। আর কিছু কাজ দাও মা।

গ্রীষ্ম কাল এল।

মেরিয়া ছেলেমেয়েদের ডেকে বলল, কুয়ো থেকে জল তুলে কলসী

বালতি সব বোঝাই করা তোমাদের কাজ। তোমাদের একজন পাম্প করে জল তুলবে আর সবাই মিলে বালতি বোঝাই করে জলের পাত্রগুলো ভর্তি করবে।

ছেলেমেয়েরা মায়ের নির্দেশমত কাজে নেমে পড়ল।

ইলিয়া ছেলেমেয়েদের কাজ দেখে খুশী হত। মেরিয়াকে বলত, এতো শুধু কাজ নয় মেরিয়া। এ থেকে জন্মাবে পরস্পরের সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার স্পৃহা, এতে থেকে জন্মাবে পরস্পরের প্রতি স্নেহপূর্ণ অনুরাগ।

মেরিয়া বলত, সন্তানদের পরস্পরের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে তা হলে ভবিষ্যতে সামান্য স্বার্থের জন্য ওরা মারামারি করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ইলিয়া মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ঠিক বলেছ মেরিয়া। কেতাবী বিদ্যা মানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে না। মানুষ যখন পরস্পরকে ভালবাসতে পারে, যখন হৃদয়ের মানবতাবোধগুলো বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায় তখনই মানুষ সত্যকার মানুষে পরিণত হয়।

সত্যকার মানুষ তৈরী করতে পিতামাতার যে প্রচেষ্টা তা ব্যর্থ হয় নি।

আজকের লেনিনকে আমরা মোটেই পেতাম না যদি না ইলিয়ার মত পিতা আর মেরিয়ার মত মাতার সাহচর্য সে না পেত। তার ভবিষ্যৎ জীবন তার পিতামাতারই ছায়া। লেনিনকে লেনিন করেছিল তার পিতামাতা।

সমাজবাদী দুনিয়ার অনেক ঋণ লেনিনের কাছে।

তার চেয়ে কম ঋণ তার পিতামাতার কাছে নয়। লেনিনকে স্মরণ করার আগে তার পিতামাতাকে স্মরণ করাই হল প্রকৃত ঋণ-শোধের পথ।

ছোটবেলা থেকে লেনিন তার পিতার অনুসরণ করেই চলত।

হাসিখুশী স্বাস্থ্যবান শিশুটি ছিল তার পিতার মত দেখতে, আচার আচরণেও ছিল তার পিতার মত। গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত লেনিন তার পিতামাতার প্রতি।

ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেলতে যেত লেনিন।

খেলতে গিয়ে কখনও মারামারি করত না তার সঙ্গীদের সঙ্গে।

অপরসঙ্গীরা মারামারি করলে লেনিন খেলা শেষ না করেই ফিরে আসত। বলত, This is not playing, it's disgusting, you can count me out—সঙ্গীদের বলত এটা খেলা নয়, এটা মারামারি। ওসব মারামারিতে আমি নেই, আমাকে তোমাদের দল থেকে বাদ দিতে পার। আমি খেলব না।

সঙ্গীরা তাকে নিজেদের দলে টানতে চেষ্টা করত।

লেনিন সব সময়ই বলত, খেলা খেলা। তাতে মারামারি করব কেন। তোমরা যদি মারামারি না কর তা হলে আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। মারামারি করলে আমি নেই। কোন দলেরই আমি নই।

শিশুকাল থেকেই এই হাস্যোচ্ছল বালকটি ছিল সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

ইলিয়া ছেলের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করত। মনে মনে আশা পোষণ করত ভবিষ্যতে মানুষের মত মানুষ হতে পারবে তার এই সন্তান।

বয়স তখন পাঁচ।

পাঁচ বছরের ছেলে লেনিন পড়তে বসল। পড়া নয় সাধনা। সেই বয়স থেকে বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত। অনেক সময় ইলিয়া এবং মেরিয়া তার কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে খেলা করতে পাঠাত। সব সময় পড়া, খেলাধুলা নেই। এতে শরীর ও মেধা দুটোই আঘাত পায়। কোনটাই ভাল নয়।

ছেলে বড় হয়। বয়স বাড়ে। পড়ার দিকে তার আগ্রহও বৃদ্ধি পায়।

মেরিয়া ইলিয়াকে ডেকে বলল, ভ্লাডিমিরকে স্কুলে দাও।

ইলিয়া বলল, না। আরও একটু বড় হোক। আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে এত কম বয়সের ছেলে কোন ক্রমেই পাঠ গ্রহণ করতে পারবে না। আরও কিছুকাল বাড়িতে পড়িয়ে ওকে উপযুক্ত করে তোলা উচিত।

মেরিয়া ভেবে দেখল ঠিকই তো। যেতে তো হবে গ্রামার স্কুলে। সেখানে ব্যাকরণের কচকচির সঙ্গে সাহিত্য ইতিহাস যা পড়ানো হবে তা মস্তিষ্কে গ্রহণ করার মত ক্ষমতা হয়ত নেই তার এই শিশুর।

বয়স তখন নয় বছর।

ইলিয়া তাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিল সিমব্রিকসের গ্রামার স্কুলে।

এই বয়স থেকেই লেনিনের কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল তার ভবিষ্যত জীবনের ছবি।

ঘড়ির কাঁটাতে তখন সকাল সাতটা।

লেনিন লাফ দিয়ে উঠল বিছানা থেকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল।

মেরিয়া হেসে বলত, না এক মিনিটও দেরী হয় নি। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। তোর দেখছি ঘুম ভাঙ্গে রোজই একই সময়ে।

সত্যি মা, কে যেন কানের কাছে সাতটার ঘণ্টা বাজায় রোজই। অমনি আমি লাফিয়ে উঠি বিছানা থেকে।

এটা অভ্যাসের ব্যাপার।

ঠিক তাই। কোন দিন ঘুম ভাঙ্গতে যদি বিলম্ব হয় তাহলে আমি হয়ত দম ফেটেই মরে যাব।

লেনিন ছুটে যেত মুখ ধুতে। মুখ ধুয়ে এসেই জামাকাপড় পরে বিছানা গুটিয়ে রাতের পড়াগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নিত। তারপর জলখাবার খেয়ে ছুটত স্কুলের দিকে।

স্কুলে পৌঁছেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখত ঠিক সাড়ে আটটা।

অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হত স্কুলে সেজন্য সময়ও যথেষ্ট দরকার হত কিন্তু কোন দিনই তার বিলম্ব হত না স্কুলে পৌঁছতে, কোন দিনই সে মুখ না ধুয়ে, পড়া তৈরী না করে, খাবার না খেয়ে যেত না বিদ্যালয়ে।

একদিন নয়, দুদিন নয়।

গ্রামার স্কুলের আট বছর পাঠ্যজীবনে একদিনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মাষ্টার মহাশয়রা খুবই প্রশংসা করে ভ্লাডিমিরের।

পাঠ্য বিষয় নিয়ে সব সময়ই লেনিন ছিল অত্যধিক সিরিয়াস।

তার প্রখর মেধা, নম্র স্বভাব ও সহপাঠীদের প্রতি কোমল ব্যবহার সবার প্রশংসা ও স্নেহ অর্জনে সাহায্য করত। সহপাঠীদের কেউ যদি কোন কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসত লেনিন তাকে আনন্দের সঙ্গে বুঝিয়ে দিত। কঠিন পাঠ্যবস্তু নিয়ে অপরে যখন বিপন্ন হত তখন লেনিন অনাহুত'ভাবেই তাদের কঠিন প্রশ্নগুলোর সমাধান করে দিত। তারজন্য তার কোন দম্ভ ছিল না। অপরে পড়া তৈরী করতে না পারলে লেনিন অস্বস্তিবোধ করত। কাঁচা পড়ুয়াকে পড়িয়ে দিতে কোন সময়ই বিরক্ত হত না। বন্ধুদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মিশত। কোন সময়ই তার মেধার উৎকর্ষতা নিয়ে অপরকে হেয় করার কোন চেষ্টাই করত না। তার মধুর স্বভাবের জন্য সবাই ভালবাসত।

প্রত্যেক ক্লাসেই শুধু সে কৃতিত্ব দেখিয়েছে এমন নয়। পাঠ্যবস্তু বাদেও অন্য বিষয়েও লেনিন ছিল করিতকর্মা। সহচরদের সঙ্গে সাঁতার কাটত পুকুরে, স্কেটিং করতে সবসময় ছিল উৎসাহী,

এবাদেও দাবা খেলত অভিনিবেশ সহকারে। খেলাই নয় পড়া-শোনায় লেনিন যেমন ছিল উৎসাহী তেমনি ছিল বন্ধুবৎসল।

আট বছর একইভাবে নিয়মানুবর্তী জীবন যাপন করতে করতে গ্রামার স্কুলের পড়া শেষ হল। প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রতিটি খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে লেনিন ছাত্র ও শিক্ষক মহলের ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছিল। প্রথম জীবনে সবচেয়ে বড় সঞ্চয় এইটুকুই।

ইলিয়া ও মেরিয়া ছেলের কৃতিত্বে আরও বেশি উৎসাহিত হল। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় তখন সচেষ্ট হল।

যে মানুষের ভাগ্যলিপি লেখা আছে সোনার অক্ষরে তার ভবিষ্যত গঠনে যতই সতর্ক হোকনা কেন তার পিতামাতা, সে লিপিকে মুছে ফেলার কোন উপায় ছিল না।

পাঠ্যজীবনে পিতামাতার অপরিসীম প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি লেনিন কিন্তু তার দাদা আলেকজান্দ্রা তার জীবনের গতিপথকে নিয়ে গিয়েছিল উচ্চতর চিন্তাধারার মাঝে।

লেনিন প্রথম জীবনে কিছুটা মুখাপেক্ষী ছিল তার বড় ভাইয়ের। সব সময়ই লেনিন তার দাদার নির্দেশমত চলত। এমন কি কেউ কিছু করতে বললে লেনিন বলত, আকেজান্দ্রা যদি এ কাজ করে তা হলে আমি করব। (I'd do what Alexander would do).

দাদা আলেকজান্দ্রা ও দিদি আন্না পড়ত সেণ্ট পিটার্সবার্গে। কলেজ ছুটি হলেই তারা বাড়িতে আসত। তখন সবাই মিলে নানা আলোচনা করত, খেলা-ধূলায় মেতে উঠত। রাজধানীর বিচিত্র খবর শোনাত লেনিনকে তার দাদা ও দিদি। সেই পনর-ষোল বছরেই লেনিন আগ্রহী হয়েছিল আরও বড় চিন্তায়।

দু ভাইয়ে বড়ই মিল।

দাদা আলেকজান্দ্রাও ভাইয়ের ভালবাসা পেয়ে ধন্য।

একদিন চুপি চুপি আলেকজান্দ্রা বলল, একটা বই এনেছি ভ্লাডিমির। পড়বি ?

লেনিন উৎসুকভাবে বলল, কি বই ?

দাস ক্যাপিট্যাল।

সে আবার কি ?

জানিস না বুঝি। একজন জর্মান অর্থনীতিবিদের লেখা। সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখা বই। লিখেছে কার্ল মার্কস। বইখানা সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কিন্তু রাশিয়াতে ওই বই নিষিদ্ধ। পড়বি !

পড়ব। কিন্তু মার্কস্ লোকটা কে ?

আলেকজান্দ্রা গম্ভীরভাবে বলল, মার্কস্ জার্মানের লোক। প্রুশিয়ার ত্রিয়া শহরে তার জন্ম। বাবা ছিল ইহুদী আইনব্যবসায়ী। মার্কস জন্মেছিল এই শতাব্দীর আঠার সালের পাঁচই মে। বাবাও ছিল দুঁদে লোক। যদিও আগে ছিল ইহুদী। ধর্ম পরিবর্তন করে হয়েছিল প্রটেষ্ট্যাণ্ট।

কি লিখেছে বইতে ?

লিখেছে সমাজ-ব্যবস্থার কথা। লিখেছে মানুষ কেন ধনী আর দরিদ্র। মানুষের দারিদ্র কি ভাবে মোচন করা যায়। সবটা পড়া শেষ হয় নি।

তুই পড়ে শেষ করে আমাকে দিস দাদা।

মার্কস ছিল ইতিহাস আর দর্শনের ছাত্র। কি করে যে সমাজ চিন্তা অর্থনৈতিক চিন্তা তার মাথায় ঢুকল তা ভেবে ঠিক করা কঠিন। করত কলেজের মাস্টারী ! চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিল সরকার। মার্কস জার্মান ছেড়ে ফ্রান্সের কলোন শহরে এসে বাস করতে থাকে।

অত আমি শুনতে চাই না। তুই বই পড়া শেষ করে আমাকে দিবি। তারপর দুজনে মিলে আলোচনা করব। এখন ও নিয়ে

মাথা ঘামাতে চাই না। আমাদের আর থাকা হবে না এই শহরে। স্কুলের পড়া শেষ। এবার বাইরে যেতে হবে পড়তে।

হাঁ শুনেছি। তা বলে পড়া বন্ধ করা চলবে না। জানিস ভাই, আজ দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে মার্কসীয় চিন্তাধারায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কিসের আন্দোলন?

শ্রেণী-সংগ্রামের আন্দোলন। অর্থবান মানুষরা, কায়েমীস্বার্থের মানুষেরা গরীবকে শোষণ করছে। এই শোষণ বন্ধ করতে হলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন। মার্কস সেই সব কথাই বলেছে তার বইতে।

দে বইখানা। আমি আজই পড়ে শেষ করব।

আলেকজান্দ্রা বই তুলে দিয়েছিল ভাইয়ের হাতে।

আন্নার সঙ্গেও আলেকজান্দ্রা আলোচনা করেছে। আলোচনায় দুজনে একমত হয়ে স্থির করেছে দেশে বিপ্লব ঘটাতে না পারলে গরীবের মুক্তি সম্ভব নয়।

মেরিয়া লক্ষ্য করত সন্তানদের চাল-চলন।

তাকে বলতে শোনা যেত, আমার আলেকজান্দ্রা গুরুতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। তার তুলনা মেলা কঠিন। তবে তার মত কর্তব্যপরায়ণ দয়ালু ছেলেও দেখা যায় না। অবশ্য বড় বেশী ভাবাবেগসম্পন্ন। আমার ভয় হচ্ছে, ভ্লাডিমির যেভাবে তার দাদার অনুকরণ করছে তাতে সেও শেষ পর্যন্ত তার দাদার মত না হয়ে পড়ে।

পড়াশোনায় আলেকজান্দ্রাও ছিল কৃতিত্বের অধিকারী। আন্নাও এমন কিছু কম নয়।

বিদ্যালয়ে রচনা লিখতে দিয়েছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী কি করে হওয়া যায়। আলেকজান্দ্রা লিখেছিল—"To be useful to society, a person should be honest and hard-working,

and in order that his work may yield the greatest possible, he must be intelligent and know his business, Honesty and a correct view of his duties towards those around him should be cultivated in a person from early youth······আলেকজান্দ্রার এই রচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তার পিতামাতার শিক্ষা ও তাদের গড়াতোলা চরিত্র। আলেকজান্দ্রা এই রচনাতেই বিশদ ভাবে লিখেছিল to be a truly useful member of society, a person should get so used to hard work as not to be daunted by any difficulties or obstacles, either those persented by enternal circumstances or those presented by his own failings and faith"—লেলিন ছিল দাদার অন্ধ-ভক্ত। আলেকজান্দ্রার যে চরিত্র ফুটে উঠছিল এই রচনায় তার ছায়াপাত ঘটেছিল লেনিনের চরিত্রেও। দাদাই ছিল লেনিনের জীবন আদর্শ।

দাদাকে ভালও বাসত লেনিন প্রাণ দিয়ে।

অলেকজান্দ্রা ও আন্নাকে ইলিয়া সেণ্ট পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে ছিল লেখাপড়া শিখতে। তাদের পড়া শেষ তখনও হয় নি। লেনিনের গ্রামার স্কুলের পড়াও তখনও শেষ হয়নি। আরও একটা বছর বাকি। এমন সময়!

আঠারশ' ছিয়াশি সালের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ ইলিয়া দেহত্যাগ করল চুয়ান্ন বছর বয়সে। আলেকজান্দ্রা তখন বাইরে, বাড়িতে বড় ছেলে তখন লেনিন। তার ঘাড়ে চাপল সংসারের দায়িত্ব। বাবার মৃত্যুতে লেনিন যেমন হারাল আশ্রয় তেমনি হারাল একজন পরম বন্ধু ও শিক্ষক।

সেই কঠিন শীতের দিনে রুগ্ন পিতার শয্যাপার্শ্বে উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকত লেনিন। তার মায়ের চিন্তাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে উঠত প্রচণ্ড ঝড়।

কিছুতেই ইলিয়াকে ধরে রাখা যায় নি।

সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। জনসেবায় উৎসর্গীকৃত একটি মহৎ প্রাণ ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ইলিয়ার মৃত্যু-সংবাদ শুনে শোকপ্রকাশ করতে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল। তাদের পেছন মধ্যবয়সী একজন চাষী এসে নীরবে দাঁড়িয়েছিল। শোকাহত মেরিয়ার দৃষ্টি তার দিকে পড়তেই এগিয়ে এসে বলল, আমরা পিতৃহারা হলাম। মেরিয়া চিনতে পারল তাকে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে আশ্রয়লাভের আশায় এই লোকটিই এসেছিল রাতের অন্ধকারে। এ সেই সেরানভ।

শীতের সেই দুঃখজনক দিনটির কথা ভুলতে পারে নি লেনিন।

তখনও গ্রামার স্কুলের পড়া শেষ হয় নি।

আরও একটা বছর!

সিমব্রিকসেই মায়ের তত্ত্বাবধানে বাস করতে হল লেনিনকে। সংসারের দায় দেনাও কম নয়। সবদিক রক্ষা করা বিধবা মেরিয়ার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

তখনও আলেকজান্দ্রা ও আন্নার পড়া শেষ হয় নি।

রসায়ন ও জীববিদ্যা নিয়ে আলেকজান্দ্রা সেণ্ট পিটার্স বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিল। তার মত কৃতী ছাত্র খুব কমই ছিল সে যুগে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তার সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সোনার পদক দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

মেরিয়া আশা করছিল তার সন্তান আলেকজান্দ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে অচিরেই অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করবে এবং তাদের আর্থিক দুর্গতিও মোচন হবে।

ভ্লাডিমির কৃতিত্বের সঙ্গে গ্রামার স্কুলের পড়া শেষ করল।

মেরিয়া সাতাশী সালের জুন মাসে সিমব্রিকস ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেল সন্তানদের নিয়ে। তার মাতামহদের বাড়ী ছিল

কোকুশকিনো গ্রামে। তার স্বামীর জীবিতকালে মাঝে মাঝে এখানে এসে বাস করেছে। এবার তাকে আসতে হয়েছে স্বামীকে হারিয়ে। কোকুশকিনো পুরানো দিনের মত আনন্দ সৃষ্টি করতে না পারলেও নিরাপদে মাথা গোঁজার স্থান মনে করেই এসেছিল সেখানে।

এই গ্রামেও বেশিদিন থাকা সম্ভব হয় নি। সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনে উলিয়ানোভ পরিবার কোকুশকিনো ছেড়ে চলে এল কাজানে। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশ্রেণীতে ভর্তি হল লেনিন।

আইনের চেয়ে অধিক আকর্ষণ ছিল রাজনীতি-অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে। সমাজবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হল লেনিন। কেন তার আগ্রহ তা জানা যায় তার নিজস্ব উক্তিতে, These days one must study law and political economy—লেলিনের বিপ্লবীমন ফাঁকা বিপ্লবের কথা বলে নি, মানুষের জীবন সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ না হলে কোনক্রমেই যে সমাজ-ব্যবস্থায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব নয় তা জানত বলেই লেনিন সমাজ-বিজ্ঞানে পাঠে বেশি আগ্রহী হয়েছিল।

সিমব্রিকসে থাকার সময়ই উলিয়ানোভ পরিবার আরেকটি গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল।

শহরের শিক্ষয়িত্রী কাসকাডামোভা একটা চিঠি পেল তার এক বান্ধবীর কাছ থেকে। চিঠিখানা লেখা হয়েছে সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে। (জার আমলে সেণ্ট পিটার্সবার্গ ছিল রাশিয়ার রাজধানীর নাম)।

চিঠিখানা পড়েই কাসকাডামোভা অস্থির হয়ে উঠল। এইমাত্র কিছুকাল আগে উলিয়ানোভ পরিবারের কর্তা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ্ উলিয়ানোভ দেহরক্ষা করেছে। সে শোক এখনও অপনোদন হয় নি। শোকের ধাক্কায় সবাই মুহ্যমান এমন সময় আরেকটি সাংঘাতিক সংবাদ এসেছে সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে। আর এই সংবাদ পরিবেশন করার অনুরোধ জানিয়েছে তাকেই।

কাসকাডামোভা মহা সমস্যার সম্মুখীন।

অনেক ভেবেচিন্তে ভ্লাডিমিরকে ডেকে পাঠাল তার বাড়িতে। তখন উলিয়ানোভ পরিবারে ভ্লাডিমির হল একমাত্র বয়স্ক পুরুষ (বয়স তখন ষোল বছর) যাকে সংবাদটি দেওয়া যায়।

লেনিনের জীবনে কঠিন পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। এতকাল হেসে খেলে বেড়িয়েছে। পাঠ্যজীবনের সঙ্গে নিজেকে বিশেষভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল। সংসারের কোন জ্ঞানই ছিল না তার।

· শিক্ষিকা কাসকাডামোভা কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে ভেবে পেল না। বেশ সহজভাবেই তার বাড়িতে হাজির হল।

কাসকাডামোভার চোখে জল। মুখে কিছু বলতে পারলো না। লেনিনের হাতে তুলে দিল তার বান্ধবীর চিঠি।

লেনিন পড়ল চিঠিখানা।

তার কপালে রেখা দেখা দিল। কোন কথা বলল না।

কাসকাডামোভা ডাকল, ভ্লাডিমির।

লেনিন উত্তর দিল, পড়েছি। জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে আমার দাদা আলেকজান্দ্রা ও দিদি আন্নাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই তো সংবাদ! তুমি বললেও পারতে।

পারি নি। তোমাদের মহাশোকে কোন সহানুভূতি যে জানাতে পারে না, সে কি আরও কঠিন আঘাত দিতে পারে। তুমি কথা বলছ না কেন ভ্লাডিমির ?

লেনিন শক্তভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে বোধহয় ভাবছিল তার দাদার কথা। সন্ত্রাস কতটা দেশের মুক্তি আনতে পারে তাও চিন্তা করছিল। শোষিত মানুষকে সন্ত্রাস দ্বারা রক্ষা করা যায় কি ? সেদিন লেনিন ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। দাদার কাজকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারে নি লেনিন। পরবর্তীকালে লেনিন বলেছিল, That is not the path—ওটা ঠিক পথ নয়। দেশের মুক্তির জন্য we won't take that path—আমরা ঐ পথ অবলম্বন করব না।

সংবাদটি মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হল সব চেয়ে কঠিন কাজ। মা তখন পতিবিয়োগে প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে এমন সময় এই সংবাদ দেওয়া কতটা সমীচিন তা ভেবে পেল না লেনিন।

সংবাদ তো চাপা থাকে না। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদ পৌঁছল মেরিয়ার কানেও। মেরিয়া কাঁদল না। শক্ত পাথরের মত আঘাতকে বুকে পেতে নিল।

আলেকজান্দ্রা ও আন্নার গ্রেপ্তার শুধু ঘটনা নয়। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল উলিয়ানোভ পরিবারের সর্বাংশে। শহরের যারা ভদ্র উদারমতাবলম্বী, যারা সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত এবং যারা ভবিষ্যত নিয়ে উজ্জ্বল পরিকল্পনা করছিল তাদের সন্তানদের জন্য তারা সামাজিক বয়কট করল উলিয়ানোভ পরিবারকে। লেনিন মানসচক্ষে দেখতে পেল এই কাপুরুষ বুদ্ধিজীবিদের আসল চেহারা। উলিয়ানোভ পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করলে রাজরোষে পড়তে হবে এই আশঙ্কায় এই সব তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা সযত্নে এই পরিবারকে পরিহার করে চলত।

মেরিয়া ভয় পাবার মত মহিলা নয়।

সাহসে ভর করে মেরিয়া আইনের লড়াই চালাতে প্রস্তুত হল।

লেনিনকে ডেকে বলল, আমি সেণ্ট পিটার্সবার্গে যাব।

কেন ?

বড়খোকার মামলা পরিচালনা করতে। আমি ভেবেই পাচ্ছি না কি করে বড় খোকা সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিল। এই তো গত গ্রীষ্মে বড় খোকা দিনরাত বই মুখে করে থাকত, থিসিস নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এমন একটি পড়ুয়া কখন যে বিপ্লবের চিন্তা করল তা ভেবেও পাচ্ছি না।

তুমি একা যাবে মা। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

এখন তোকে যেতে হবে না। আমি অবস্থাটা দেখে আসি।

পুলিশের কাগজপত্র য়্যাডভোকেটকে দিয়ে তাদের মতামত জেনে আসি তারপর তোদের নিয়ে যাব। মেয়েটাকে কেন গ্রেপ্তার করল বুঝতে পারছি না।

বড়দিও দাদার অনুবর্তী। দাদার দক্ষিণহস্ত। তাকেও সেজন্য গ্রেপ্তার করেছে।

মেরিয়া বিলম্ব না করে ছুটে গেল সেণ্ট পিটার্সবার্গে।

সংবাদ সংগ্রহ করল। পুত্রের সঙ্গে দেখা করল, মেয়ের সঙ্গেও কথা বলল। তখনও বিচার আরম্ভ হতে দেরী।

কাঠগড়ায় একুশ বছরের তাজা ছেলে আলেকজান্দ্রা। তার সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দর দিদি আন্নাও দাঁড়াল আসামীর কাঠ-গড়ায়। বিচারালয়ের এক কোনায় টুল পেতে বসে তাদের জননী।

বিচার চলল কয়েক দিন ধরে।

সরকারী উকিল নানা ঘটনা ও দলিল উত্থাপন করে বলল, এই যুবক সেণ্ট পিটার্সবার্গের স্টাডি সার্কেলের সক্রিয় সদস্য ছিল। তাদের কাজ হল শ্রমিকদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে উত্তেজিত করা। কলকারখানায় যাতে কাজ বন্ধ হয় তার জন্য শ্রমিকদের উস্‌কে দেওয়া। রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এইসব কাজ করার উদ্দেশ্য মহামান্য সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দারের শাসন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করা, তারচেয়ে এদের সর্বনাশা হল সম্রাট ও সম্রাট পরি-বারের লোকজন তথা রাষ্ট্রের মন্ত্রীসমেত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা করা। এই যুবক যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র তবুও তার ভবিষ্যত গড়ে তোলার চেয়ে দুষ্কার্যে বেশী উৎসাহী। আমাদের মহামান্য সম্রাট জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করতে গুলী নিক্ষেপ করে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এই আসামীর প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহ, হত্যার চেষ্টা,. আইন অমান্য ইত্যাদি চার্জ প্রমাণিত হয়েছে, এর উচিত ব্যবস্থা হল মৃত্যুদণ্ড। মাননীয় বিচারপতি সবকিছু বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিন, এটাই আমার প্রার্থনা।

বিচারপতি আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কিছু বলার আছে ?

আছে।

কি ?

আমি নিরপরাধ।

তা প্রমাণ সাপেক্ষ। তুমি মহামান্য সম্রাটকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে, সে বিষয়ে তোমার কোন বক্তব্য আছে।

আছে। আগামীকাল আমি আমার বক্তব্য পেশ করব মহামান্য আদালতে।

বিচারপতি আন্নার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?

না নেই। কারণ সরকারী উকিল আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই উত্থাপন করতে পারেনি, প্রমাণ করা তো অনেক দূরের কথা। আমার বিষয় বলবে আদালতের নথিপত্র।

সেদিনের মত আদালত কাজ শেষ করে উঠে গেল।

পরদিন আবার সেই একই দৃশ্য। আসামীর কাঠগড়ায় দুই ভাইবোন। কসাক সৈন্য আর পুলিশ পাহারা দিচ্ছে গোটা আদালত গৃহ। আদালতের শেষ কোনায় বসে রয়েছে জননী মেরিয়া একটা টুলে।

আলেকজান্দ্রা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে বলতে লাগল, মাননীয় বিচারপতির সামনে আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা আমি শুনেছি। আমি বলছি আমি নিরপরাধ। কেন নিরপরাধ সেইটেই আমি বলব।

আলেকজান্দ্রা ধীরে ধীরে বলতে থাকে রাশিয়ার ইতিহাস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করল। রাজতন্ত্রে যেভাবে শ্রেণী বিভাগ ঘটিয়ে

দরিদ্র মানুষকে শোষণ করা হয় তার স্বরূপ প্রকাশ করল উদাহরণ দিয়ে। রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র যে সবচেয়ে নক্কারজনক শাসন ব্যবস্থা তাও বুঝিয়ে দিল বিচারপতিকে। অবশেষে বলল, জনতার মুক্তি হতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায়। শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে হলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হল অবশ্য করণীয় কাজ। এই মহত কাজ করতে হয় ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, সে কাজেই সে আত্মনিবেদন করেছে। জনতার মুক্তির জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে সে বদ্ধপরিকর।

আলেকজান্দ্রা যেভাবে তার বক্তব্য পেশ করেছিল তা সত্যই অচিন্ত্যনীয়। মেরিয়া আদালতে বসে তার বড়খোকার ভাষণ শুনছিল, ভাষণ শেষ হবার আগেই আদালত গৃহ পরিত্যাগ করে চলে যায়। মেরিয়া নিজেই বলেছে, He was so convincing and eloquent. I never thought he could speak like that—মেরিয়া ভাবতেও পারেনি তার পুত্র ঐভাবে আদালতের সামনে বক্তব্য রাখতে পারবে।

আদালত অকরুণ।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল আলেকজান্দ্রাকে।

আঠার শত সাতাশী সালের মে মাসের আট তারিখে আলেকজান্দ্রাকে ফাঁসী দেওয়া হয়!

এ তো বীরের মৃত্যু!

রাশিয়ার ইতিহাসে এভাবে রাজতন্ত্রকে চ্যালেন্জ জানাতে সাহস পায় নি অনেকেই। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের দাবীতে প্রাণদান সেই হল প্রথম।

আন্না মুক্তি পেয়েছিল।

আন্নার ভাষায় এ মৃত্যু ছিল death of a hero—বীরের মৃত্যু।

আন্না আরও বলত, লেনিন যে বিপ্লবের পথে এগিয়ে গিয়েছিল, বিপ্লবকে সার্থক করেছিল তার পেছনে ছিল আলেকজান্দ্রার এই

মৃত্যু। এই প্রাণদান লেনিনকে পথ দেখিছিল রাশিয়ার মুক্তি আনতে।

লেনিনের পক্ষে এই মৃত্যু ছিল ভয়ঙ্কর শোকাবহ ঘটনা। লেনিন যেমন আঘাত পেয়েছিল তেমনি শক্ত করেছিল তার মনকে ভবিষ্যত সংগ্রামের উপযোগী করে। লেনিন সন্ত্রাসকে সমর্থন করে নি কিন্তু যে আদর্শ নিয়ে তার দাদা সন্ত্রাসের পথে এগিয়ে গিয়েছিল সেই আদর্শকে শ্রদ্ধা জানাতে কখনও ত্রুটি করে নি।

একদিকে পিতার মৃত্যু অপরদিকে ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড, তার মাঝে লেনিন শান্তচিত্তে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলছিল। বয়স তখন তার সতর বছর। সামনে তার পরীক্ষা। লেনিন কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষা পাশ করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কেউ ভাবতেও পারে নি এই পারিবারিক দুর্যোগের মধ্যে লেনিন পরীক্ষায় গৌরবময় ফল-লাভ করবে।

লেনিনের শান্তসমাহিত মনোভাব ও নির্ভীকতার এই দৃষ্টান্ত মেরিয়াকেও অবাক করে দিয়েছিল।

সে বছর যে সব ছাত্র স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তাদের মধ্যে লেনিন ছিল সর্বকনিষ্ঠ এবং একমাত্র সে-ই কৃতকার্যতার জন্য সোনার পদক লাভ করেছিল।

স্নাতক ডিগ্রিলাভ করেই লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান সংগ্রহে গেল কিন্তু সবাই জানত তারই বড়ভাই আলেকজান্দ্রার ফাঁসী হয়েছিল কিছুকাল আগে জার হত্যার চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করায়। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ শঙ্কিত হল। তারা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সাহস পেল না। তার স্বভাবচরিত্র যে ভাল তার প্রমাণ উপস্থিত করতে হল তার পুরাতন গ্রামার স্কুল থেকে। বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র জমা দেবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে স্থান দিল। লেনিন পড়তে গেল আইন।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় লেনিন জড়িয়ে পড়ল

প্রগতিশীল আন্দোলনে। অবশ্য হঠাৎ তা ঘটে নি, ধীরে ধীরে লেনিন অংশ গ্রহণ করেছিল এবং শেষ অবধি নেতৃত্বও গ্রহণ করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের একটা ক্লাব ছিল।

ক্লাবের নাম সামারা-সিমব্রিকস ক্লাব (Samara Simbrisk Club)।

এই ক্লাবের কার্যকলাপ জার-শাসনব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করত না। ক্লাবকে বে-আইনী ঘোষণা করেছিল সরকার। যারা এই ক্লাবের সদস্য তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করার বিধি ছিল। আঠার শত চুয়াল্লিশ সালের কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইনকে ছাত্ররা ঘৃণা করত। আবার সরকারী গোয়েন্দা বিভাগও সব সময় নজর রাখত কেউ এই ক্লাবে যোগ দিয়েছে কি না তা জানতে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এই গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্যও করত। লেনিন এই ক্লাবের ছাত্র-সদস্যদের মাঝেই খুঁজে পেয়েছিল সর্বাধিক প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন একদল ছাত্রকে এবং নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল ক্লাবের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে।

আঠার শত সাতাশী সাল।

তারিখ চৌঠা ডিসেম্বর।

স্থান কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের য়্যাসেমব্লি হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমবেত হল ঐ ঘৃণ্য আইনের প্রতিবাদ জানাতে। শুধু প্রতিবাদ নয়, এই ছাত্র-স্বার্থহানিকর আইন উঠিয়ে নেবার দাবী জানাল ছাত্র-সংসদ। দাবী করল এই ঘৃণ্য আইনে যে সব ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে এবং যারা তাদের বিতাড়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

ছাত্রদের এই জমায়েতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল লেনিন।

এতো কোন গোপন সভা নয়। খোলাখুলি আলোচনা করছে ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে এবিষয়ে শিক্ষা বিভাগের

কাছে রিপোর্ট পেশও করেছিল। সব চেয়ে মারাত্মক রিপোর্ট দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসপেকটার। তার রিপোর্টে ছিলঃ (Lenin) one of the most active participants in the meeting, who was to be seen in the front rows, very excited, almost with clenehed fists—লেলিন ছিল প্রথম সারিতে এবং সর্বাধিক সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। তাকে উত্তেজিত দেখা গেছে, এবং সব সময়ই ঘুঁষি পাকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে নিজের বক্তব্য পেশ করেছে।

তাইতো! ভাবতে বসল কাজানের শাসক সম্প্রদায়।

এরাতো চিরাচরিত বিধি মানতে চায় না! এরাতো রাষ্ট্রকে নস্যাত করতে চায়! এরাতো মহামান্য সম্রাটকে গ্রাহ্য করতে চায় না! এদের শায়েস্তা করতে হবে।

ডাকো সৈন্য বাহিনী।

সৈন্যবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের বাড়ির আঙ্গিনায় শিবির-স্থাপন করল।

এই যে অন্যায় তা সহ্য করতে পারল না লেনিন। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করল। সবশেষে স্থির করল আঠারশত চুয়াল্লিশ সালের আইন তথা সৈন্য দিয়ে ঘেরাও খুবই অন্যায়। এর প্রতিবাদে লেনিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করা স্থির করল।

স্থির করেই লেনিন ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটারের কাছে আবেদন পাঠাল।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সহ্য করতে পারছি না।

কষ্টদায়ক হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন।

আমি এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই না।

দয়া করে আমার নাম কেটে দিন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা থেকে। রাজকীয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি সহ্য করতে পারছি না।

পত্র পেল রেকটার।

ফল হল উল্টো।

এতো প্রতিবাদ নয়, এযে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ অচিরেই বিনাশ করতে হবে। নইলে সংক্রামিত হবে সকল ছাত্রদের মাঝে।

রেকটার অনুযোগ জানাল কাজানের শাসনকর্তার কাছে।

শাসনকর্তা (Governor) আদেশ দিল লেলিনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকাতে।

পুলিশ এল।

বন্দী করল লেনিনকে।

সহানুভূতির সঙ্গে পুলিশ অফিসার বলল, তোমার মত যুবক কেন বিদ্রোহ করছে। বিদ্রোহ করে লাভ কি! দেখতে পাচ্ছ সামনে বিরাট প্রাচীর?

লেনিন নির্ভীক ভাবে হাসতে হাসতে বলল, আমি দেখেছি এই প্রাচীরকে। প্রাচীর বটে কিন্তু পচে গেছে। জোরে ধাক্কা দিলে এই পচা প্রাচীর মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

শুধু লেনিন নয়, আরও অনেক ছাত্রকে বন্দী করে আটক করা হয়েছিল বন্দীশালায়। বন্দীশালায় ওরা সবাই পেল গভীরভাবে আলোচনার সুযোগ আর পেল ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্বাচনের অবসর।

শুধু তাদের বন্দী করাই হল না।

পাঁচই ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে লেনিনকেও বিতাড়িত করা হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পাঠ্যজীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংযোগ ছিল তা বর্তমানে ছিন্ন হল।

বন্দীজীবন বেশি দিন যাপন করতে হয়নি লেনিন ও সহকর্মীদের।

সাতই তারিখে একটা ঢাকা গাড়ি এসে দাঁড়াল বন্দীশালার দরজায়। পুলিশ লেনিনকে তুলে দিল সেই গাড়িতে, জানিয়ে দিল তাকে কাজান থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। পুলিশ প্রহরায়

লেনিনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোকুশকিনো গ্রামে। নির্বাসিত জীবনের আরম্ভ সেই দিন থেকেই।

কিন্তু লেনিন সেদিন থেকেই বিপ্লবকে করল জীবনের পাথেয়। সব কিছুর উর্ধে রইল বিপ্লব চিন্তা, জনতার মুক্তির সাধনা।

সতের বছর বয়সে বিপ্লবের বীজগুলি উপ্ত হল লেনিনের জীবনে। পরবর্তী জীবনে তাই শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে চিন্তায় বিস্তার লাভ করে লেনিন হয়েছিল সমগ্র রাশিয়ার ত্রাতা ও সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে সমাজবাদের সাফল্যের প্রথম গৌরবময় উদাহরণ।

আলেকজান্দ্রার মৃত্যুই যে শেষ নয় জার সরকার এই কঠিন সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। উলিয়ানোভ পরিবারের ছোট্ট শিশুটিকেও অবিশ্বাস করত সরকারী প্রশাসন যন্ত্র। লেনিনকে নির্বাসনে পাঠিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি পুলিশ কর্তারা। পুলিশ বিভাগের কর্তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তরুণ ভ্লাডিমির। কাজানের পুলিশ অধিকর্তাকে আদেশ পাঠাল কেন্দ্রীয় পুলিশ বিভাগ, সাবধান। ওটা বিচ্ছু! ওর ওপর কঠিন দৃষ্টি রাখবে। কোথায় যায়, কার সঙ্গে উঠাবসা করে সব কিছু নজর রেখ। কোকুশকিনোর ঐ নির্বাসিত তরুণ সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে।

নির্বাসিত জীবন মোটেই কষ্টদায়ক হয়নি লেনিনের পক্ষে।

চিঠি লিখল কাজানে তার একজন আত্মীয়কে, কিছু বই পত্র-পত্রিকা পাঠাও।

গাদা গাদা বই পত্র-পত্রিকা আসতে থাকে কোকুশকিনোর নির্বাসিত তরুণের কাছে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, এরকম বহুনীতির গাদা গাদা বই জমল কোকুশকিনোর সেই পল্লী কুটিরে। লেলিনের দুরন্ত অবসর। বইয়ের রাজ্যে ডুবে গেল লেনিন।

লেনিন নিজেই বলেছে, আমার এই নির্বাসিত জীবনে যত গ্রন্থপাঠ করেছিলাম, সারা জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে এত পড়ার অবসর

আর কখনও পাইনি। সেণ্ট পিটার্সবার্গের কয়েদখানায়, সাই-বেরিয়ার নির্বাসিত জীবনে পড়ার সুযোগ পেলেও সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একটানা বই পড়ার সুযোগ কাজান থেকে নির্বাসিত হবার পরই সবচেয়ে বেশি পেয়েছি। (I read voraciously from early morning till late at night).

এই সাধনা ব্যর্থ হয় নি। বিধিবদ্ধ ভাবে পাঠ, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য, তারপর পত্র-পত্রিকা উপন্যাস—কোন বিষয়ই সে বাদ দেয়নি। লেনিন বার বার তার প্রিয় গ্রন্থকারদের বই পড়ত, পড়ার শেষে নোট লিখত, মন্তব্য লিখত। রাশিয়ার খ্যাতনামা গণতন্ত্রী বিপ্লবী চেরনিশেভস্কির লেখা পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেত। এই বিখ্যাত লেখক কৃষক বিদ্রোহ, স্বৈরাচার বিতাড়ন, সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে চিন্তার পরিপোষকতা করত তা গভীরভাবে লেনিনের মনে দাগ কাটত। অবশ্য এই সব গ্রন্থ অনেক স্থলে অস্পষ্ট ছিল, রাজরোষ উপেক্ষা করে আইন বাঁচিয়ে কিছু লিখতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে অনেকক্ষেত্রেই বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে গেছে, তবুও শ্রেণীহীন সমাজবিপ্লবের চিন্তা উঁকি দিত চেরনিশেভস্কির লেখায়। লেনিন নিজেও তা স্বীকার করেছে।

দাদা আলেকজান্দ্রা ভালবাসত চেরনিশেভস্কির বই What is to be done, লেনিনও এই বইখানা বার বার পড়েছিল, প্রশংসাও করত বইখানার। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে যে ভাবে লেখক উপস্থিত করেছে পাঠকদের সম্মুখে সত্যিই তা ছিল অনবদ্য। চেরনিশেভস্কির আগে আর কোন লেখক সমাজবিপ্লবের আদর্শ এভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে দেয় নি, লেনিন কোকুশকিনোর নির্বাসিত জীবনে বইখানা বহুবার পাঠ করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল লেনিন, তার প্রশংসামুখর একখানা পত্রও পেয়েছিল লেখক।

বছর কেটে গেল।

অষ্টাশী সালের শরৎকাল।

পুলিশ কর্তারা কি জানি কোন কারণে নির্বাসিত লেনিনকে চলাফেরার স্বাধীনতা মঞ্জুর করল।

লেনিন ফিরে এল কাজানে।

আবার ফিরে যেতে চাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার ফিরে যেতে চাইল তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য জীবনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য আবেদন পেশ করল।

না। ওকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া যেতে পারেনা, কোন ক্রমেই তা হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বৈরতন্ত্রের একটা শাখা মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও পুলিশের দাপট। শিক্ষা বিভাগ তার দরখাস্তে মন্তব্য করল, ছাত্র হিসাবে খুবই মেধাবী, সাধারণজ্ঞান তার অতুলনীয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যা-লয়ের স্বার্থে এই আবেদনকারীকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। নীতিগতভাবে ও রাজনৈতিক দিক থেকে এমন ছাত্রকে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

আরও মতামত লিখল শিক্ষা বিভাগ ঃ

এই তো সেই আলোকজান্দ্রা উলিয়ানোভের ভাই। সেই সিমব্রিকস গ্রামার স্কুলের ছাত্র। উহুঁ, একে কোন ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা চলবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ।

শিক্ষাবিভাগ তথা প্রশাসন তার উচ্চ শিক্ষার পরিপন্থী ও বিরোধী।

নিরুপায় লেনিন স্থির করল, বিদেশে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করবে। লেনিন বিদেশে যাবার জন্য আবেদন করল সরকারের কাছে।

কাজানের শাসনকর্তা আবেদন অগ্রাহ্য করল।

কারণ, পুলিশ মন্তব্য করেছে, ভ্লাডিমির উলিয়ানোভকে কোন পাশপোর্ট দেওয়া যেতে পারে না।

স্বদেশেও পড়ার সুযোগ পেল না, বিদেশে পড়তে যাবার অনুমতি পেল না লেনিন। আগুন তো ছাই চাপা থাকে না।

বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ওপর নারোদনিকদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

নারোদনিকরা বিশ্বাস করত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাসবাদ অপরিহার্য। তারা মনে করত, রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে আকস্মিকভাবে, একে ভেঙ্গে সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে হলে প্রয়োজন কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটানো।

এইসব সন্ত্রাসবাদীদের দেশের লোক মনে মনে শ্রদ্ধা করত।

যুব-সম্প্রদায়ের মাঝেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এইসব চিন্তাধারা। যুবকরা বে-আইনী বই-পত্র পাঠেও বিশেষ আগ্রহী হয়েছিল, সন্ত্রাসবাদীদের বীরের বেদীতে বসিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করত। কিন্তু নারোদনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তববোধের বিশেষ অভাব ছিল। ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ হবার পর ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটতে থাকে, রাজধানীর চারপাশে নানা কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্র-প্রশাসন যন্ত্রকে মজবুত করতে দেশের প্রতিটি সীমান্তকে রাজধানীর সঙ্গে রেলপথের যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ ধনতন্ত্র আকস্মিকভাবে প্রসারলাভ করে নি, ইতিহাসের বিবর্তনেই তা ঘটেছে। ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হলেও ভূমিহীন চাষীর ও শ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাশিয়ার সর্বত্র সর্বহারা মানুষের আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

এই সময়েই লেনিনের আবির্ভাব।

লেনিন নারোদনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাস করত না। বাস্তবের সঙ্গে এই চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। রাশিয়ায়

সামাজিক যে বিবর্তন ঘটছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লেনিন তার মতবাদ দৃঢ় করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রত্যাখান করেছে, সরকার তার পাঠ্যজীবনে ছেদ এনে দিয়েছে। কিন্তু লেনিনকে কোন ক্রমেই স্তব্ধ করতে পারে নি।

লেলিন মার্কসীয় স্টাডি সার্কেলে যোগ দিল। কাজানে সেই সময় বিপ্লবপন্থী বহু সংগঠন ছিল। তারই একটি পরিচালনা করত নিকোলাই ফেডোসিয়েভ। লেনিন নিকোলাইয়ের মতবাদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যলাভ করেছিল স্টাডি সার্কেলে যোগ দিয়ে। মার্কস-এনজেলের লেখা বই অথবা তা থেকে উদ্ধৃত পাণ্ডুলিপি সেখানে পড়া হত, আলোচনা হত, মাঝে মাঝে গরম বক্তৃতাও দিত অনেকে বিশেষ করে প্লেখানভের রচনা সম্বন্ধে এবং নারোদনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে।

প্লেখানভ সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করত তার রচনায়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করত মার্কসীয় ধারায়। বিশেষ করে নারোদনিজম যে অসার তাও বুঝিয়ে বলা হত।

তিরাশি সালে প্লেখানভ তার সংগঠন গড়ে তুলল রাশিয়ার বাইরে। প্লেখানভের রচনা ছাপা হত বিদেশে সেজন্য সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়তে হত না কোন সময়ই। এই রচনাগুলো গোপন-পথে রাশিয়াতে আনা হত। সে সময় রাশিয়ার সর্বত্র বহু বিপ্লবী দল ছিল, বিশেষ করে কাজান এলাকায় এই সব বিপ্লবীদলের যথেষ্ট প্রভাবও ছিল।

নিকোলাই মার্কসবাদ প্রচারে অগ্রণী হলেও তার সৃষ্ট পাঠচক্রে যে সব সদস্য ছিল তারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকায় একটি চক্রের সদস্য অপর চক্রের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেত না। পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে এই গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। সবাই জানত নিকোলাই এই বিরাট সংগঠন পরিচালনা করছে, কিন্তু

ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে পরিচয় ছিল খুব কম লোকের, এমন কি এই পাঠচক্রে যোগ দিয়েও লেনিনের পক্ষে নিকোলাইয়ের সাক্ষাত ঘটে নি কোন সময়। বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী ও লেখক মাক্সিম গোর্কিও সে সময় মার্কসীয় পাঠচক্রের সদস্য ছিল, তার সঙ্গেও নিকোলাইয়ের সাক্ষাত ঘটে নি কোনদিন।

লেনিন পড়ত মার্কসের রচনা।

আলোচনা করত যুবক মার্কসপন্থীদের সঙ্গে।

কি ভাবে ধনতন্ত্র সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ধনতন্ত্রের দোষগুণ পরস্পরবিরোধী চিন্তা কি ভাবে সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, ধনতন্ত্রের পতন যে অবশ্যম্ভাবী ও সমাজতন্ত্রের গতি যে অপ্রতিরোধ্য—এ সব বিষয় নিয়ে মার্কস যে সব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছে তা গভীরভাবে পাঠ করত লেনিন, সেগুলো অনুধাবন করে বাস্তবজীবনে প্রয়োগের চিন্তা করত লেনিন, এই ভাবেই মার্কস দর্শন তার কর্মজীবনের পথ তৈরী করতে থাকে ধীরে ধীরে অথচ শক্তভাবে।

সর্বহারার ইতিহাস রাশিয়াতে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বহারার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। এই সর্বহারা মানুষরা একদিন ধনতন্ত্রীদের কবর রচনা করবে, নতুন শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে, মার্কস-দর্শনের এই তথ্য শুধু পাঠ করে সন্তুষ্ট ছিল না লেনিন, লেনিন তাকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে চিন্তাও করত এবং সেই সময় থেকেই পথ খুঁজত।

লেনিন কাজানে সঙ্গী পেল অনেক, সঙ্গীদের সবাই তখন মার্কসবাদে বিশ্বাসী।

তুমি কি মনে কর ভ্লাডিমির?—জানতে চেয়েছিল তার সঙ্গীরা।

লেনিন বলল, আমি মনে করি রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে সমাজচেতনা জাগ্রত করাই সবচেয়ে বড় শক্তি। যদি শ্রেণীচেতনা

জাগ্রত করা যায় তা হল জারের স্বৈরতন্ত্র অথবা ধনতন্ত্রীদের শাসন কোন মতেই সেই শক্তিকে রোধ করতে পারবে না।

লেনিন ভালবাসত দেশকে, ভালবাসত শ্রমিক শ্রেণীকে, ভালবাসত অত্যাচারিত কোটি কোটি মানুষকে। এই ভালবাসাই তাকে খেটে-খাওয়া মানুষকে পথ দেখিয়েছে, আর তাকে পরিচালনা করেছে মার্কসীয় দর্শন। যতই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তার মনে, তার উত্তর খুঁজে পেয়েছে মার্কসীয় চিন্তাধারায়। বই পড়ে খুশী হয়নি লেনিন। পড়তে পড়তে অনেক সন্দেহ জেগেছে মার্কসীয় তথ্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে, সেই সন্দেহের প্রকৃত জবাবও সে খুঁজে পেয়েছে মার্কস দর্শনে। যাচাই করেছে এমনি ভাবেই।

কাজানের জীবনে ছিল তার অনুসন্ধিৎসা, অর্জন করেছিল অনমনীয় আস্থা মার্কস তত্ত্বে। আবার তাকে কাজান পরিত্যাগ করে যেতে হল। তার গোটা পরিবার কাজান ছেড়ে আশ্রয় গড়ে তুলল সামারাতে।

উননব্বই সালের মে মাসের প্রথম দিকে উলিয়ানোভ পরিবার আলাকায়েকভা গ্রামের কাছে একটি খামার বাড়ীতে উঠে এল। লেনিনও পরিবারের সঙ্গে এল এই গ্রামে।

তার এই চলে আসাটা আকস্মিক ঘটনা। এই আকস্মিকতা তাকে রক্ষা করল দ্বিতীয় বার বন্দীত্বলাভ করা থেকে। রাশিয়ার গোয়েন্দাচক্র নিকোলাইয়ের গোপন আলোচনা চক্রের সন্ধান পেয়েছিল। পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে নিকোলাই ও আলোচনা চক্রের বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করল। এই আলোচনা চক্রের সদস্য ছিল লেনিন। সে যদি কাজান ছেড়ে সামারায় না যেত তাহলে সেদিন তাকেও বন্দী হতে হত।

লেনিন লেখাপড়া শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তবুও তার চেষ্টার শেষ ছিল না। এদিকে অর্থাভাব দেখা দিয়েছে

পরিবারে। কিছু কাজ না করলেও চলে না। লেনিন কাজ খুঁজতে থাকে, অবশেষে সামারা গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন দিল কাজ পাওয়ার আশায়।

"Former student seeks a lesson. Place away from home no obstacle. Write V U, C/o Yelizaror, Voznesenskaya Street, house of Sanshinka".

বিজ্ঞাপনটা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল। তারাও সতর্ক দৃষ্টি রাখল লেনিনের ওপর। হয়ত সামারার এই পল্লীতে বসে লেনিন কোন রাষ্ট্রদ্রোহকর কাজে লিপ্ত হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্থান না দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাও তো সম্ভব। বাড়িতে পড়াশোনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা জাগল মনে। যেমন মনে করা তেমনি কাজে লাগা। লেনিন পরীক্ষা দেবার জন্য আবেদন জানাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। আবেদনপত্র নানা বিভাগ ঘুরতে থাকে, ঘুরতে ঘুরতে কর্তৃপক্ষের করুণা হল। তারা নব্বই সালের বসন্তকালে অনুমতি দিল লেনিনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার।

একানব্বই সালে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরীক্ষায় বসল লেনিন। একটা পরীক্ষা হল বসন্তকালে, আরেকটা পরীক্ষা হল শরৎকালে। দুটো পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ মার্ক পেয়ে লেনিন কৃতিত্ব অর্জন করল এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। এই সাফল্যের পেছনে ছিল তার অক্লান্ত পরিশ্রম। গ্রামের সেই খামারবাড়ি সংলগ্ন বাগানের ছোট একটা ঘরে সকালবেলায় চা খেয়েই বইকেতাব নিয়ে বসত আর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করে তবেই বিশ্রাম নিত।

শুধুই পড়ত। না, না। পড়া বাদেও জীবনকে অন্যভাবেও দেখতে চেষ্টা করত লেনিন। তার ছোট বোন ওলগার সঙ্গে

গলা মিলিয়ে গান করত। ওলগা পিয়ানো বাজাত আর লেনিন দেশাত্মবোধক গান করত। ছোটবেলায় লেনিন গান গাইত কিন্তু বড় হয়ে গান গাইবার সময়ও পেতনা কিন্তু গানের সুর তার মনে যে বিশেষভাবে ঝঙ্কার তুলল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেণ্ট পিটার্সবার্গে পরীক্ষা দিতে এসে লেনিন খুঁজতে থাকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী যুবকদের। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মার্কসীয় চিন্তাধারা সম্বলিত বহু পত্রপত্রিকা পাবার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করেছিল। লেনিনের সঙ্গে রাজধানীর মার্কসবাদীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সৃষ্টি হল সেই সময়।

লেনিন উকীল হল।

ধরাচূড়া পড়ে লেনিন একদিন হাজির হল সামারার সার্কিট আদালতে।

আঠারশ' বিরানব্বই সালের জানুয়ারী মাসেই প্রথম আইনজীবির শামলা গায়ে জড়িয়ে তাকে দেখা গেল আদালতে। বয়স তখন বাইশ বছর পূর্ণ হতে তিন মাস বাকি।

হাঁ ; ওকালতি তাকে করতে হয়েছিল কিছুকাল।

কিন্তু উকিলের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিল না কোন ক্রমেই। মামলাও খুব কিছু ছিলনা। মামলা না থাকাই লেনিনের পক্ষে ছিল ভাল। মামলার নথিপত্রে জড়িয়ে পড়লে সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ পড়ার অবসর কম পেত। মামলা কম থাকায় পড়াশোনা করার বেশি সুযোগ পেল। মানুষের সব চেয়ে বড় প্রথম কাজ হল, জানা। শিশু জন্মেই সব জানতে শেখে না। ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে দেখতে থাকে, জানতে থাকে। জ্ঞান পরিপূর্ণ না হলে কোন কাজেই সাফল্য অথবা সম্পূর্ণতা আসে না। বিচার বিশ্লেষণ যাচাই ও বাস্তবসঙ্গতি সব কিছু মিলিয়েই জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হয়। তারপরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে সাফল্য নিশ্চিত। লেনিন প্রথম জীবনে শুধু বইয়ের পোকা ছিল না।

পাঠ্যবিষয় বিচার, বিশ্লেষণ যাচাই ও বাস্তবসঙ্গতি কতটা, তাও উপেক্ষা করেনি।

কাজানের মত সামারাতেও ছিল গোপন পাঠচক্র। এই সব পাঠচক্রের সদস্যদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র। সবাই ছিল বিপ্লবপন্থী। কিন্তু তাদের বেশি আস্থা ছিল নারোদনিক প্রদর্শিতপথ। সামারায় অনেক লোক ছিল যারা প্রথম জীবনে ছিল বিপ্লবের অনুরাগী, কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল বৈপ্লবিক কাজে। তাদের বয়ঃবৃদ্ধি হওয়াতে আর কোন রাজনৈতিক কাজে যেত না। অবসর জীবন যাপন করছিল তারা।

লেনিনের ভগ্নিপতি ইয়েলিজারভ সামারার বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে লেনিনের পরিচয় করে দিয়েছিল। বিশেষকরে আলোচনাচক্রের নেতা স্কাইআরেনকোর (Skhyarenko) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল লেনিন। মাঝেমাঝেই লেনিন যেত অবসরপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের কাছে। তাদের সঙ্গে আলোচনাও করত, তাদের সঙ্গে যা আলোচনা করত তা নিজেই বিশ্লেষণও করত।

আমাদের সময়, বলত বৃদ্ধ বিপ্লবী। বলতে বলতে থামত, তাকিয়ে দেখত এদিক ওদিক।

লেনিন বলত, আপনাদের সময় কি হত ?

সে কথা আর বলনা। আমাদের চারপাশে ছিল সরকারী গোয়েন্দা। আমাদের কাজের ওপর নজর ছিল তাদের। আমরা কোথায় যাই, এমন কি বাড়ীতে কি খাই তারও রিপোর্ট থাকত পুলিশের খাতায়।

আপনারা গোয়েন্দাদের চিনতেন ?

ঠিক চিনতাম বলতে পারিনা, তবে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। মাত্র কয়েকজনের মধ্যে আমাদের ইঙ্গিতে কথাবার্তা হত। যাদের বিশ্বাস করতে পারতাম না তাদের কোন গোপন তথ্য বা পরিকল্পনা জানতে দিতাম না।

লেনিন প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ বিপ্লবীদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলত, আপনাদের কাজ কি ছিল !

সেযে কত রকম তা বলে শেষ করা যায় না। তোমাদের যুগে সে সব কল্পনাও করতে পারবেনা। গ্রামে শহরে বিপ্লবের বাণী সম্বলিত প্রচারপত্র ছড়ানো ছিল বড় কাজ। একাজে ধরাও পড়ত কেউ কেউ।

বিচার হত তাদের ?

নিশ্চয়। তুমি তো ছোকরা উকিল, অনেক কিছুই জান না। আমাদের হয়ে কোন উকিল কেস নিতেও চাইতনা। পুলিশের খপ্পরে পড়ার ভয়ে তারা আসামীকে সমর্থনও করতে চাইত না। তার ওপর যারা ধরা পড়ত তাদের অনেকেই রাজসাক্ষী হত। ফলে দলের অন্যদের ধরতে পারত পুলিশ। সেজন্য আমরা একদলের সঙ্গে আরেক দলের পরিচয় করতে দিতাম না। আর সব রকম চেষ্টা করতাম নাম পালটে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে। এই ভাবেই বিপ্লব ঘটাতে চেস্টা করতাম।

অন্য কাজের গল্প বলুন।

আমাদের লক্ষ্যস্থান ছিল রাজকর্মচারী। ওদের তাড়াতে আমাদের হিংসার আশ্রয় নিতে হত। গোপনে রাজকর্মচারীদের হত্যাও করা হত।

একজন রাজকর্মচারীর বদলে আরেকজন তো আসত।

তা আসত।

সে হয়ত আরও বেশি অত্যাচারী।

তাও যে না হত এমন নয়। তারও মৃত্যুদণ্ড লেখা হত। আমাদের বহুজনকে বহু বৎসর কারাবাস করতে হয়েছে, কাউকে কাউকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে যেতে হয়েছে, বহুজনকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তারা বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গনও করেছে।

লেনিন শ্রদ্ধার সঙ্গে এদের বীরত্ব কাহিনী শুনত কিন্তু কোন সময়ই তাদের পথকে নির্ভুল পথ বলে স্বীকার করতে পারেনি। ব্যক্তিগত ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সমষ্টির কোন উপকার যে হতে পারে না এ সত্যে বিশ্বাস করত লেনিন। সমষ্টির সংগঠনই যে সর্বহারাদের মুক্ত করতে পারে ধনতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের শোষণ ও অত্যাচার থেকে— এই সত্যে বিশ্বাসী ছিল লেনিন।

অল্পদিনের মধ্যেই আলোচনাচক্রের সদস্যরা শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল এই বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন যুবক আইনবিদ্‌কে। আলোচনা-চক্রের সদস্যদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করল লেনিন। তার ব্যক্তিত্ব, বিচারবুদ্ধি, সহজ সরল ব্যবহার ও প্রতিভা অচিরেই আলোচনাচক্রের সদস্যদের মার্কসবাদ সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলল। নারোদনিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এমন কি নারোদনিক চিন্তাধারার নেতা Skhyarenko স্বয়ং লেনিনের যুক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে মার্কসবাদকে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হল এবং আলোচনাচক্রের সকল সদস্য তার অনুবর্তী হয়ে উঠল।

সামারায় লেনিন নারোদনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যেন জেহাদ ঘোষণা করল। প্রতিনিয়ত বক্তৃতা দিয়ে নারোদনিক চিন্তাধারার অবৈজ্ঞানিক ও স্থূল রহস্য ভেদ করে শ্রোতাদের আগ্রহী করতে সচেষ্ট হল মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রতি। অবশেষে আঠারশত বিরানব্বই সালে নারোদনিক চিন্তাধারার প্রবক্তা মিখাইলভসকি, ভোরোনস্ট, ইয়াজকভদের ভুল চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তা প্রচার করল আলোচনা-চক্রগুলোতে।

মার্কসবাদ কি?

সবার মুখে এক প্রশ্ন।

ভ্লাডিমির, তুমি তো মার্কস বলতে পাগল। বুঝিয়ে দাও মার্কস কি বলতে চায়।

লেনিন বলল, মার্কসবাদ বা মার্কসীয় দর্শন হল বস্তুবাদ। বাস্তব সত্য আবিষ্কার।

ভাল করে বুঝিয়ে বল বন্ধু। আমাদের কেমন ধাঁধা মনে হচ্ছে।

লেনিন বলল, তাতো মনে হবেই কিন্তু বিগত শতাব্দীতে ফ্রান্সে যখন সবরকম মধ্যযুগীয় জঞ্জালের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ও তাদের ধ্যান-ধারণায় নিহিত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জ্বলে উঠেছিল, তখন থেকে বস্তুবাদ দেখা দিয়েছে একমাত্র সঙ্গতিপরায়ণ দর্শন হিসাবে। এই দর্শন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত এবং কুসংস্কার, ভণ্ডামির শত্রু। গণতন্ত্রের শত্রুরা বস্তুবাদকে ছোট করতে নানাভাবে চেষ্টা করেছে। বস্তুবাদকে ধ্বংস করতে ধর্ম আধ্যাত্মিকতা এই সব বুজরুকি তুলে ধরেছে নিপীড়িত মানুষের সামনে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও অশিক্ষাকে মূলধন করে তাদের শোষণ করেছে।

বস্তুবাদই মার্কসীয় দর্শনের শেষ কথা নয়।

মার্কস বুর্জোয়া দর্শনের অসারতা প্রমাণ করতে নানা তত্ত্বও উপস্থিত করেছেন। মার্কস বস্তুবাদকে গভীরতর ও পরিবিকশিত করে সম্পূর্ণতা দান করেন। তার প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞানকে প্রসারিত করেন মানবসমাজের জ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক মতামতে যে শৃঙ্খলা ও খামখেয়াল এ যাবত চলে আসছে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে প্রয়োজন সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

শ্রোতারা আশ্চর্য হয়ে শুনতে থাকে লেনিনের ভাষ্য।

আবার বলতে থাকে লেনিন।

সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয় উচ্চতর ব্যবস্থা। সামন্ততন্ত্র থেকে জন্ম নেয় পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদ।

মার্কসের দর্শন হল সুসম্পন্ন দার্শনিক বস্তুবাদ। এ থেকে মানব-সমাজ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী লাভ করে সমাজবোধ, উন্নত করতে পারে তার জীবন ও জীবিকা।

মার্কস সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সোপান তৈরীর নির্দিষ্ট মতে এসেছেন, বলেছেন শ্রেণী-সংগ্রামই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।

আমাদের কাজ হল শ্রেণী-শক্তিকে আমাদের চারিদিকের সমাজের মধ্য থেকে আবিষ্কার করে তাকে শিক্ষিত ও সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করে তোলা।

যদি রাশিয়ার মানুষকে মানসিক দাসত্বমুক্ত করতে হয় তা হলে মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদকে আশ্রয় করা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। সর্বহারা মানুষ যতই সংগঠিত হবে, যতই তারা আত্মসচেতন হয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের সামিল-হবে ততই আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

শ্রোতারা নীরবে শুনেছে লেনিনের বক্তব্য ও ভাষ্য। তারা সমর্থন করেছে।

ক্রমেই লেনিন হতে থাকে জনপ্রিয়। সবার প্রিয়।

এই যুবক আইনজীবির নেতৃত্বও স্বীকার করে নিল অনেকেই।

প্রত্যেকটি আলোচনাচক্রে লেনিন মার্কসীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করেছে, কঠিন আঘাত করেছে নারোদনিক তত্ত্বকে।

সে সময় প্রগতিশীল আলোচনা ছিল রাশিয়াতে নিষিদ্ধ।

আলোচনা চক্রের সদস্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করা ছিল বড় কাজ।

প্রকাশ্যে কোন আলোচনা করতে সাহস পেতনা প্রগতিধর্মী যুবকরা।

আলোচনাচক্রের বৈঠক হবে।

কোথায়?

নদীর বুকে।

ভলগার বুকে।

নৌকা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ল আলোচনা চক্রের সদস্যরা। এ যেন নদীপথে বিলাস ভ্রমণ। দিনের পর দিন নদীর বুকে ভেসে বেড়াত আলোচনাচক্রের সদস্যরা। পুলিশের ভয় নেই, মনের কথা খুলে বলতে অসুবিধা নেই। সবাই আলোচনায় মত্ত হত নৌকাতে নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে। নদী ভ্রমণের আনন্দ যেমন উপভোগ করত তেমনি তারা সারাবিশ্বের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে আনন্দলাভ করত।

এতদিন যে ভাবে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে আলোচনাচক্রের সদস্যরা তার গতি পরিবর্তন হল লেনিনের সাহচর্যে। লেনিন বিরানব্বই সালেই প্রথম মার্কসদর্শন আলোচনাচক্র প্রতিষ্ঠা করল। এই আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছিল বাছা বাছা কয়েকজন কমরেড। এরা হল Skhyarenko, কুজনেৎসভ, শ্রীমতী লেবেডেবা ও বেলিয়াকোভ। লেনিন এই সময় মার্কসের কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো জর্মান ভাষা থেকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে তার পাণ্ডুলিপি পড়তে দিল তার সহকর্মী ও সমবিশ্বাসীদের মাঝে।

এরপরই আরম্ভ হল মার্কস দর্শনের প্রচার।

> Simplicity, tactfulness, a zest for life were remarkably combined in this twenty three-year-old man with dignity, profound knowledge, ruthless logical consistency, clear judgement and precision in definitions.

সারল্য ছিল লেনিনের সারা জীবনের পাথেয়। তেইশ বছরের এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব, বিচারবুদ্ধি, আলোচ্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান সহকর্মী ও সমবিশ্বাসীদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। মার্কসের দর্শন সম্বন্ধে লেনিনের কোন রক্ষণশীল মনোভাব কোন সময়ই

ছিল না। বরং এই দার্শনিক তথ্যকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে কোন রকম ত্রুটিই কখনও করেনি। মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তিতে লেনিন বিচার করতে থাকে রাশিয়ার অর্থ নৈতিক অবস্থা নিয়ে, কৃষকদের অবস্থা নিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করতেও কোনরূপ ত্রুটি না থাকায় নিপীড়িত কৃষকদের আসল অবস্থাও জানতে পেরেছিল।

রাশিয়ার কৃষকদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক তথ্য রেখেছিল। তার মধ্যে পোস্টনিকোভের "Peasants Farming in South Russia" বইখানাকে তথ্যমূলক মনে করলেও মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে তার যে সব ত্রুটি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করতে কখনও বিমুখ না হয়ে লেনিন কিভাবে পোস্টনিকভের গ্রন্থ দেশের উপযোগী হতে পারে সে বিষয়ে যথাযথ মন্তব্য উপস্থিত করেছিল তার সহকর্মীদের সম্মুখে।

রাশিয়ার ভূমি ব্যবস্থার যে রূপ ছিল সে সময় তাতে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক ও ধনবান কুলাক শ্রেণীর কৃষকের ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে। সবার চেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল ভূমিহীন কৃষক। কুলাক শ্রেণীই মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক ধারা বজায় রেখে চলত, সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল পুঁজিবাদ। রাশিয়ার পুঁজিবাদ যে কঠিন আকার ধারণ করছিল তা প্রত্যক্ষ করে লেনিন পুঁজিবাদীদের আংশিক সমর্থক নারোদনিক চিন্তাধারার ঘোরতর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

লেনিনের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় অতিবাহিত হয়েছে কাজান ও সামারার কর্মক্ষেত্রে। কাজান ও সামারায় বসবাস কালেই লেনিন গভীরভাবে মার্কস দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই পরিচয় গভীর ভাবে তার মনে আঁচড় কাটে।

একদিন দাদা আলেকজান্দ্রার হাতে যে বইখানা দেখেছিল, আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছিল তার বাস্তবমূল্য কাজানে ও সামারায়

অনুধাবন করতে পেরেছিল বলেই লেনিনের নামের সঙ্গে কাজান ও সামারা চিরকাল জড়িয়ে থাকবে।

সামরায় লেনিন মোটামুটি সহচর ও সমবিশ্বাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তার ভবিষ্যত বৈপ্লবিক জীবনের প্রথম সোপান গড়ে তুলেছিল। তাকে যে ভাবে বিশ্বের মানুষ আজ দেখছে, বিচার করছে, তার ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল সামারাতে।

সামরায় কাজ করার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। আরও বড় এলাকায়, বিশেষ করে শ্রমিক এলাকায় কাজ করার আগ্রহ জাগল মনে কিন্তু সেই আগ্রহ পূর্ণ করবার মত স্থান সামারা নয়। সেজন্য আঠারশত তিরানব্বই সালের আগষ্ট মাসে লেনিন সামারা পরিত্যাগ করে সেণ্ট পিটার্সবার্গে উপস্থিত হল।

রাজধানীর উপকণ্ঠে এমন কি খাস রাজধানীতে তখন নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ তখন কল-কারখানায় কাজ করছে। লেনিন বেছে নিল রাজধানীকে তার কর্ম্মকেন্দ্র গড়ে তুলতে।

রাজধানীর পথে লেনিন নিঝনি নোভগোরদ আর মস্কোতে যাত্রা বিরতি ঘটালো।

সেখানে খুঁজে পেল মার্কসদর্শন-বিশ্বাসী কমরেডদের।

তাদের সঙ্গে আলোচনা করল।

স্থির করল কি ভাবে বিভিন্ন শহরের মার্কসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

নিঝনিতে লেনিন আলোচনা করল মিটসেকভিচ্-এর সঙ্গে।

এত অল্প বয়সের একটা যুবকের সঙ্গে মার্কসবাদ নিয়ে কি আলোচনা করবে! মহা মহা রথী যে দার্শনিককে অনুসরণ করতে গলদঘর্ম হয় তা কিনা আলোচনা করবে একটা যুবক, যার ভাল করে দাড়িগোঁফ ওঠে নি। আশ্চর্য হল মিটসেকভিচ্ আলোচনা করতে বসে।

এতই বিমুগ্ধ হয়েছিল মিটসেকভিচ্ যে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিল, লেনিন "a man of great erudition, sound judgement and powerful intellect"—মিটসেকভিচ্ তখনই বুঝতে পেরেছিল এই যুবকই হবে দেশের সর্বজনমান্য ভবিষ্যত নেতা।

লেনিন মস্‌কোতে হাজির হল।

আগেই তার পরিবারের সবাই এসে মস্‌কোতে বসবাস করছিল। তার ছোট ভাইবোনেরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তাদের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনও ছিল। সেই সঙ্গে মস্‌কোর মার্কসপন্থীদের যোগাযোগের প্রয়োজনও ছিল।

পরিবার পরিজনের উষ্ণ পরিবেশে ভালই লাগল লেনিনের।

সেই ছোট্ট ভাই ডিমিট্রি আর ছোট্ট বোন মারিয়া।

তারাও খুশী হল লেনিনকে কাছে পেয়ে।

তাদের জননী মেরিয়া স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিল লেনিনের সর্বাঙ্গে। একবারও নিষেধ করল না তাকে তার ভাবধারা থেকে ফিরে আসতে, একবারও মন্তব্য করল না লেনিনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে। চোখের সামনে আদরের দুলাল বড়খোকা আলেকজান্দ্রার বিচারের প্রহসন দেখেছে, শুনেছে পুত্রের বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ। একটা ছেলে হারিয়েও ভীতি তার মনে আশ্রয় নিতে পারে নি। সার্থক জননী ছিল লেনিনের।

মা, ভাই-বোনের কাছে বিদায় নিয়ে লেনিন গেল সেণ্ট পিটার্সবার্গে।

এর আগেও লেনিন এসেছে রাজধানীতে আইনের পরীক্ষা দিতে। স্থানটি তার কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। একত্রিশে আগষ্ট লেনিন পৌঁছল সেণ্ট পিটার্সবার্গে।

পৌঁছান মাত্র জারের পুলিশের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর।

পুলিশের দপ্তরে লেখা হল তার উপস্থিতি। গোয়েন্দাদের নির্দেশ দেওয়া হল তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার।

লেনিন বুঝতে পারল তার উপস্থিতিকে মোটেই সুচক্ষে দেখবে না পুলিশ বিভাগ।

পুলিশ, বিশেষ করে বুর্জোয়াদের কায়েমীস্বার্থরক্ষাকারী পুলিশরা যেভাবে কাজ করে, সেইভাবেই জাল বিছিয়ে রাখল তার চারপাশে।

দোসরা সেপটেম্বর আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে লেনিন সেণ্ট পিটার্সবার্গ আদালতের একজন খ্যাতনামা আইনজীবির সহকারীর কাজ গ্রহণ করল। ওকালতী কোন সময়ই লেনিনকে আকর্ষণ করতে পারে নি, তবুও আইনব্যবসায়ীর ভেক না ধরলে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হবে, তাই তার দ্বিতীয় পথ তখন ছিল না।

নিঝনি থেকে লেনিন মার্কসীয় চিন্তাধারার পোষক কতকগুলো কমরেডের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে এনেছিল। সিলভিল ছিল তাদের অন্যতম। সিলভিলের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য একখানা চিঠিও সংগ্রহ করে এনেছিল।

সিলভিল একজন ছাত্র।

লেনিন একদিন হাজির হল তার পল্লীভবনে। চিঠিখানা এগিয়ে দিল তার সামনে।

সিলভিল প্রথমে কিছুই বলল না।

তোমার পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম। তোমার জন্য কি করতে পারি!

অনেক কিছু করতে পার।—জবাব দিল লেনিন।

সিলভিল বলল, আমি ছাত্র, তুমি উকিল। তোমারই বরং অনেক কিছু করার রয়েছে। আমার ঊষা, তোমার মধ্যাহ্ন।

লেনিন বলল, অতদূর এগিয়ো না বাপু। আমারও ঊষা, সূর্যোদয় এখনও হয়নি। আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। আমি চাই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে, নারোদনিক পন্থায় নয়, মার্কসীয় চিন্তা-ধারার অনুবর্তী হয়ে। কাজান ও সামারাতে আমরা মোটামুটি

আলোচনাচক্র গড়ে তুলে কিছুটা এগিয়েছি। রাজধানীতে যদি আমাদের চিন্তাধারা প্রসার ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি না করতে পারি তা হলে অনেক পিছিয়ে থাকতে হবে। একাজে তোমার সাহায্যই আমার প্রয়োজন।

সিলভিল সম্মত হল। পরিচয় করিয়ে দিল অনেকের সঙ্গে।

কিছুকালের মধ্যেই গড়ে উঠল আলোচনা চক্র। কারিগরি শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই অগ্রণী। তাদের মধ্যে ছিল রাডচেনকো, খ্রিজালোভস্কি, স্টারকভ, ক্রসিন, ভেলিয়েভ, ঝোপোরোঝেট, সিলভিল ও মালচেনকো। এই ছোট্ট দলটি মার্কসীয় দর্শন প্রচারে নেমে পড়ল অচিরেই।

মার্কস সম্বন্ধে এই সদস্যরা ওয়াকিবহাল থাকলেও তারা রাশিয়ার অর্থনীতিতে কিভাবে মার্কসীয় তথ্য কাজ করতে পারে, মার্কসবাদের ভিত্তিতে কিভাবে এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবৈষম্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা যায়—এসব বিষয়ে কারও কোন ধারণাই ছিল না। লেনিন এসে তাদের পথ দেখাল। নতুন জীবনের স্পন্দন দেখা দিল লেনিনের আবির্ভাবের পরে।

ঊনবিংশ শতাব্দী অস্তমিত প্রায়।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে উদয় হচ্ছে বিপ্লবের চিন্তাধারা।

তখন পুঁজিবাদও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় কারখানায়, রেলপথে, খনিতে তখন হাজার হাজার শ্রমিক ভীড় করেছে। তারা শুধু কালো রুটির বদলে অমানুষিক পরিশ্রম করছে। প্রতিদিন বার থেকে তের ঘণ্টা তারা পরিশ্রম করে, কোন কোন কারখানায় পনর থেকে ষোল ঘণ্টাও তাদের কাজ করতে হয়। বিনিময়ে যা পায় তা দিয়ে তারা পোষ্যদের পেটভর্তি খেতে দিতেও পারে না। তাদের যে একটা সামাজিক অথবা পারিবারিক জীবন আছে তাও তারা ভুলে গেছে। পুরুষদের বেতন ছিল নগণ্য, তবুও তাদের মনে করা হত বেশি

বেতনভোগী, সেজন্য কম মজুরীতে নারী ও শিশুদের নিযুক্ত করত কারখানায়, তাদের মজুরিতে একজনের পেট ভরানোও চলত না। নানা অজুহাতে তাদের বেতন কেটে নেওয়া হত। কারখানায় উৎপন্ন মাল বিক্রি করা হত শ্রমিকদের কাছে। মাল যতই খারাপ হোক বেশি মুল্যে তা কিনতে বাধ্য করত শ্রমিকদের।

লেনিন শ্রমিকদের মহল্লায় ঘুরত। শুনত তাদের হৃদয়বিদারক জীবনযাত্রা প্রণালী।

সহকর্মীদের ডেকে লেনিন বলল, শ্রমিকদের বাঁচাতে হবে বন্ধুগণ।

বাঁচাতে হবে কিন্তু কি ভাবে?

শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে।

সমাজবাদ সম্বন্ধে ওদের সজাগ করতে হবে।

তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের উদ্দেশ্য এবং কোন পথে সংগ্রাম সাফল্যলাভ করতে পারে।

উৎপাদন কে করছে?

উপসত্ত্ব কে ভোগ করছে?

কার মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে?

বর্দ্ধিত উৎপাদনের লভ্যাংশ কে পাচ্ছে?

কেন পাচ্ছে? কেন বৈষম্য?

বুঝিয়ে দিতে হবে এই সব মুক নিপীড়িত শ্রমিকদের। তাদের শেখাতে হবে দাবী জানাবার উপায়। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে শ্রেণীসংগ্রাম কি এবং কেন!

লেনিন সদলে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রচারে। সঙ্গী হল শ্রমিকদের মধ্যে যারা অগ্রগামী। তাদের মধ্যে ছিল ক্লিয়াজেভ, সেলগুনভ, বাবুশকিন, কোসতিল, মারকুলভ, ইয়াকোভলেভ, জিলোভিয়েভ, ডিমিট্রিয়েভ, ও বোরদ্রোভ ভ্রাতৃবৃন্দ।

কেবলমাত্র সেণ্ট পিটার্সবার্গেই নয়। তাদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ল অন্যত্রও। প্রতিটি কলকারখানায় লেনিনের সহকর্মীরা এগিয়ে গেল মার্কসীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীসংগ্রামের পথ খুলে দিত।

পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হলে উত্তেজনা ও হুমকি দিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব নয়। তাতে কোন মতেই সুফল আসতে পারে না। এই সংগ্রামের জন্য বিশেষ সংগঠন দরকার, বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে সংগ্রামী শ্রমিকদের মনে আশ্রয় যাতে পায় তা করা দরকার।

লেনিন শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ল। তাদের জীবিকার মান, তাদের শ্রমবিনিময়, তাদের মনোভাব—সব কিছু জানার জন্য শ্রমিক মহল্লায় ঘুরতে থাকে লেনিন। শ্রমিকদের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শুনত। কারখানার জীবন কিরকম কষ্টজনক তা জেনে নিত শ্রমিকদের কাছ থেকেই। আবার ছুটে যেত গ্রামে। সেখানে কুলাকদের অত্যাচারের কাহিনী শুনত চাষীদের মুখে। কৃষক ও শ্রমিকদের দুঃখজনক জীবনের কাহিনী যতই শুনত ততই উৎক্ষিপ্ত হত লেনিনের মন। ততই সে উৎসাহের সঙ্গে সংগঠন গড়ে তোলার কাছে আত্মনিয়োগ করত।

শ্রমিকদের লেনিন ছিল শিক্ষক ও বন্ধু। শ্রমিকরাও তাকে গভীরভাবে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত।

শেলগুনোভ ছিল লেনিনর অকৃত্রিম অনুগামী।

শ্রমিকদের মাঝে শেলগুনোভের কাজ ছিল বিরামবিহীন। অক্লান্তভাবে কাজ করেছে শেলগুনোভ, লেনিনও তার কাজকে উচ্চ প্রশংসা করেছে। বাবুশকিনও সংগঠন গড়ে তুলতে অক্লান্ত-ভাবে কাজ করেছে। লেনিনের মন্ত্রশিষ্য বাবুশকিন ছিল দরিদ্র কৃষকের সন্তান। দারিদ্রের ভীষণ রূপ দেখেছে, সে দেখেছে কিভাবে ধনী চাষীরা তথা কুলাকরা শোষণ করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ও ছোট্ট চাষীদের। ভাগ্য অন্বেষণে বাবুশকিন এসেছিল

রাজধানীতে। কারখানায় কারখানায় কাজ করে দক্ষ ফিটার হয়েছিল।

অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতাই বাবুশকিনকে গড়ে তুলেছিল শক্ত বিপ্লবধর্মী। জীবনে মরণে সে ছিল একজন পাকাপোক্ত বিপ্লবী।

আঠারশত চুরানব্বই পঁচানব্বই সালের শীতকাল।

ফেব্রুয়ারী চুরানব্বই সাল।

লেনিনের জীবনে নব বসন্তের বাতাস উঠল।

প্রথম দেখা হল শ্রীমতী কুরুপস্কায়ার সঙ্গে।

সুন্দরী এই যুবতী তখন বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করছে শ্রমিকদের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের সে ছিল শিক্ষিকা। বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা লেখাপড়া শিখত কুরুপস্কায়ার বিদ্যালয়ে। শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবার পর লেনিনের সঙ্গে কুরুপস্কায়ার পরিচয়। সামান্য সে পরিচয়। সেদিন দু'জনের মনে কোন রেখাপাত করেছিল কিনা আজ তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু দুজনের মতবাদ ও কার্যক্রম একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল যার ফলে দুজনের সান্নিধ্য সৃষ্টি করেছিল চিরসঙ্গী হবার প্রবল বাসনা।

প্রেম তাদের যৌন অবদান সৃস্ট নয়। প্রেম সৃষ্টি হয়েছিল উভয়ের একই কর্মধারা, চিন্তাধারা ও জীবনধর্মে।

কুরুপস্কায়া ভালবেসেছিল লেনিনকে। লেনিনও।

উভয়ে পেয়েছিল কর্মজীবনের সঙ্গী, গৃহজীবনের সঙ্গী, বিপ্লবের সঙ্গী, সুখ-দুঃখের সঙ্গী।

মনের বাসনা মনেই থেকে গেল।

কেউ নিজেকে অপরের কাছে খুলে ধরতে পারে নি।

কুরুপস্কায়ার বাবা ছিলেন সেই শতাব্দীর মধ্যযুগের বিপ্লবপন্থী। বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় সেই যুগ থেকেই চিন্তা করেছে সমাজকে শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করার বিষয়। তাদের কর্মধারায়

কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছিলনা, কিন্তু তাতে ছিল সমাজবোধ ও নিপীড়িত জনতার প্রতি দরদ। দরদী মানুষ ছিল কনস্‌টান্‌টিন কুরুপস্কি। তারই কন্যা নেদেঝদা কুরুপস্কায়া। বাল্য থেকেই সে বিপ্লবপন্থী পিতার সাহচর্যে বড় হয়েছে। তরুণ বয়সেই নানা-ভাবে বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গে কাজ করেছে। সেই শতাব্দীর শেষ দশকে যোগ দিয়েছিল মার্কসবাদী আলোচনা চক্রে। শ্রমিকদের জন্যই জীবন উৎসর্গ করে শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছিল সে।

ঠিক এই সময়েই তার পরিচয় হল লেনিনের সঙ্গে।

দুজনেই তখন কর্মপাগল। দুজনেই তখন মার্কসবাদ নিয়ে সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত। দুইটি স্রোতের জল একত্র হতেই ঘোরতর তরঙ্গ উঠল। শ্রেণীসংগ্রামের পুরোধা হয়ে দুজনেই এগিয়ে চলল। মানসিক যে ভালবাসা তার বহিঃপ্রকাশ বিশেষ দেখা না গেলেও কর্মক্ষেত্রে সর্বসময়ে কুরুপস্কায়াকে দেখা যেত লেনিনের পাশে।

লেনিন ছুটত বিভিন্ন জায়গায়। বক্তৃতা দিত। বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে কুরুপাস্কায়ার বাড়িতে এসে বিশ্রাম করত।

কুরুপস্কায়া বাস করত তার মায়ের সঙ্গে। লেনিন এসে দরজায় আঘাত করলেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিত। গোলাপী আভা ফুটে উঠত তার গালে। নিজেকে সংযত করে কুরুপ্‌স্কায়া সুরু করত তার স্কুলের গল্প। লেনিন মনোযোগ দিয়ে শুনত।

কুরুপ্‌স্কায়া বলল, স্কুলের কাজ আমি খুবই ভালবাসি।

তোমার ছাত্ররা সবাই বয়স্ক। তাদের পড়াতে অসুবিধা হয় না?

কেন অসুবিধা হবে। আমি শিক্ষিকা। আমার কাছে ছোট বড় সবাই সমান। তারা তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে আমাকে। আমি যেদিন কোন কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারি না সেদিন ওরাই ছুটে আসে আমার খবর নিতে।

কুরুপ্স্কায়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার স্কুলের গল্প করত।

লেনিন ধৈর্য সহকারে শুনত।

কুরুপ্স্কায়া শুধু মাত্র তাদের বই পড়াবার শিক্ষিকা নয়। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্রমিক জীবনের সংবাদ সংগ্রহ করত তার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। সেই সব খুঁটিনাটি গল্প শোনাত লেনিনকে। লেনিনও শ্রমিক জীবনের ছোটখাট ঘটনাগুলো একত্র করে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চেষ্টা করত। তা থেকে স্থির করত কি ভাবে বিপ্লবের প্রচার কার্য চালান হবে। কুরুপ্স্কায়াকে উৎসাহ দিত।

লেনিন সোস্যাল ডেমোক্রাট পার্টি গঠন করেছে এরই মধ্যে।

প্রথম তার প্রকাশ দেখা গেল সোমিয়ানিকভ কারখানার কর্মী বিক্ষোভে। শ্রমিকদের সময় মত বেতন দেওয়া হত না এই কারখানায়। শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ। তার প্রকাশ পেল সংগঠনের মাধ্যমে। বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা দেখা দিল কারখানায়।

এরপরই নোভি বন্দরের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল।

লেনিন ও সহকর্মীরা শ্রমিকদের দাবী ও নির্যাতনের কাহিনী ছেপে বিলিয়ে দিতে লাগল। এই ধর্মঘট বেশি দিন চলেনি, তবে শ্রমিকরা জয়লাভ করেছিল। শ্রমিকদের এই জয় শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে চেতনা জাগাল। তারা শ্রেণীসংগ্রামের মুলতত্ত্ব বুঝল, তারা সংগঠনকে আরও জোরদার করতে উঠেপড়ে লেগে গেল।

ভাল কাজ করলেই তা স্বীকৃতি দিতে চায় না তথাকথিত ভাল মানুষরা।

ছোটলোকদের নিয়ে লেনিনের কারবার। খুব ভাল চোখে দেখত না অনেকেই। একেই রাজরোষ ছিল, তার ওপর ছিল নারোদনিকদের আত্মঘাতী নীতি ও আইনানুগ মার্কসবাদীদের ঘৃণ্য ভূমিকা। লেনিনকে লড়াই করতে হল ত্রিমুখী শত্রুদের বিরুদ্ধে।

নারোদনিকরা বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিল বিপ্লবের পুরোভাগে। তাদের শৌর্য-বীর্য ও বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর প্রশংসা

করেছে লেনিন নিজেও। শতাব্দীর শেষ দশকে তাদের ভূমিকা হল উদারপন্থী বুর্জোয়াদের প্রতি আনুগত্য। তাদের শৌর্য-বীর্য আর ছিলনা, বিপ্লবী চিন্তাধারা তাদের কাছে যেন অজ্ঞাত বস্তু। মিখাইলভস্কি নিজেকে সমাজবাদী বলে প্রচার করত, সেই ছিল নারোদনিকদের নেতা। তার কার্য কলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে সাধারণ মানুষ। তাদের ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে তখন সরে গেছে, তারা উদারপন্থীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নারোদনিকরা তাদের বক্তব্য লোকের সামনে তুলে ধরত তথাকথিত জোরালো যুক্তি দিয়ে। তাদের পত্রিকা Russian Wealth-এ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধও প্রচার করত। লেনিন এই সব প্রচারের বিরুদ্ধে লেখনী তুলে ধরল—তার সুচিন্তিত অভিমত প্রচার করল "What the Friend of the People Are and How they Fght the Social Democrats"—প্রবন্ধে। নারোদনিকরা নিজেদের জনতার বন্ধুবলে প্রচার করত অথচ তারা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষকামী মনোভাব নিয়ে উদারপন্থী বলে পরিচিত। তারা সর্বহারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে পশ্চাৎভাগ থেকে সর্বহারার শত্রু বুর্জোয়াদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল।

লেনিন তার যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে জনসমক্ষে প্রমান করল, এরা সমাজবাদী গণতন্ত্রীদের প্রধান রাজনৈতিক শত্রু (politcal enemies of Social Democracy), এরা পাতিবুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষায় সব সময় ব্যস্ত এবং চাষীদের শত্রু কুলাকদের অতি বড় মিত্র—এরা কোন ক্রমেই জনসাধারণের বন্ধু নয়।

লেনিন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল মার্কসবাদ প্রচার ও তাকে ফলপ্রসূ করা ভিন্ন অন্য কোন ভাবেই জনসাধারণের বন্ধু কেউ হতে পারে না।

লেনিন বলল, পড়, প্রচার কর, সংগঠন গড়ে তোল। মার্কসবাদের ভিত্তিতে এই কাজ করলে এবং মার্কসবাদের মূলসূত্র ও বাস্তব

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখলে তবেই জনমুক্তি সম্ভব। মূল সূত্রকে হাতে কলমে কাজে লাগাও, জীবনের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা কর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তা যাচাই কর। তবেই অগ্রসর হতে পারবে মার্কসবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

লেনিন ভবিষ্যতবাণী শুনিয়েছিল দুনিয়ার মানুষকে। রাশিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষ যদি বর্তমান অর্থনৈতিক লড়াইকে সত্যকার শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত করতে পারে তা হলে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব জয়ী হবে।

> "It is on the working class that the Social Democrats concentrate all their attention and all their activities. When its advanced representatives have mastered the ideas of scintific socialism, the idea of the historical role of the Russian worker, when these ideas become widespread, and when stable organisations are formed among the workers to transform the workers' present sporadic economic war into concious class struggle—then the Russian worker, rising at the head of all the democratic elements, will overthrow absolutism and lead the Russian proletariat (side by side with the proletariat of all countries) along the straight road of open political struggle to the victorious communist revolution" (Lenin Collected Works, vol 1 page 300).

সত্যিই রাশিয়ার সর্বহারা খেটে-খাওয়া মানুষ বৈজ্ঞানিক ধারায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে রপ্ত করে শ্রেণী-সংগ্রামে এগিয়ে যেতে

পেরেছিল, তাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই পথে চললে পৃথিবীর সকল সর্বহারা মানুষেরই মুক্তি সম্ভব।

এই সব খেটে-খাওয়া মানুষ যাতে বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় দর্শনের নির্ভুল পথে না চলে তার জন্য নারোদনিক মতবাদীরা অপচেষ্টা করেছে। লেনিন তাদের অপচেষ্টাকে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছে এবং তাদের জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল।

বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়াই করার আগে প্রয়োজন স্বৈরতন্ত্রের অবসান। লেনিন এ বিষয়ে যে সব বক্তব্য রেখেছিল তা বে-আইনী বলে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নি। এমন কি নারোদনিকদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্যও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার পথে বাধা দিয়েছে সরকার। "What the 'Friends of the People' Are? তিনটি ভাগে বিভক্ত। এগুলো বে-আইনী প্রচারপত্র। এগুলো ছাপাবার কোন সুযোগ না থাকায় টাইপরাইটার মেসিনে ছেপে, হাতে লিখে, হেকটোগ্রাফ করে সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, ভিলনো, চেরিনগোভ, পোলতাভা, ভ্লাডিমির, পেলজা, রস্তোভ, কিয়েভ, তোমস্ক ও অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লেনিনের এই নিবন্ধ গণতন্ত্রী সমাজবাদীদের যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

লেনিনের অগ্রগতির পথে আরও একটি শত্রু তখন হাজির। ধনীর দুলালরা হঠাৎ মার্কসবাদ ভক্ত হয়ে পড়ল। মার্কসবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। সর্বহারা শ্রেণী যেমন এল Social Democrats-দের সঙ্গে, তেমনি ধনীর সন্তানরা মার্কসবাদী হয়ে নিজেদের মনোমত ব্যাখ্যা করে তারা সেজে বসল 'আইনানুগ মার্কসবাদী' (Legal Marxist). এরা নারোদনিকদের সমালোচনাও আরম্ভ করল, আবার Social Democrats-দের বিরুদ্ধেও প্রচার করেছিল।

ওরা বলত আমরা মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী অথচ ওরা প্রচার করত প্রগতিশীল পুঁজিবাদীরা বিপ্লবের বন্ধু। এই আইনানুগ

মার্কসবাদীরা বলত, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারার একনায়কত্ব ভূয়ো কথা। তাদের এই মিথ্যা বিভ্রান্তিকর প্রচার অনেক সময়ই সমাজচেতনা সম্পন্ন লোকদের ভুল পথে টেনে নিতে চেষ্টা করত। পুঁজিবাদ কোন সময়ই প্রগতিশীল নয় একথা তারা স্বীকার করত না। পৃথিবীর যে সব দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র রয়েছে, অথবা স্বৈরশাসন রয়েছে সে সব এ-দেশে সে দিনের রাশিয়ার মত একদল লোক আছে যারা মূলত বুর্জোয়া পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীজাত তারা এই রকম অপপ্রচার করে সমাজতন্ত্রলাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে যথেষ্ট। লেনিনের সময়ও ধনীর দুলাল অভিজাত মার্কসবাদীরা কায়েমীস্বার্থ বজায় রাখতে এই অপপ্রচারে নেমেছিল। লেনিনকে এদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল অক্লান্তভাবে।

লেনিন কিন্তু তার মতকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে অনেক সময় পথও পরিবর্তন করেছে।

যখন দেখল আইনানুগ মার্কসবাদীরা নারোদনিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে তখন স্থির করলো আইনানুগ মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নারদনিকদের উচ্ছেদ ঘটানো উচিত।

আইনানুগ মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নারোদনিকদের বিরুদ্ধে নেমে পড়ল লেনিন !

সবাই জানে এই আইনানুগ মার্কসবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল এবং শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী নয়। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে দেখে অনেকেই লেনিনকে প্রশ্ন করেছে, এটা কি করছ তুমি।

লেনিন তার উত্তরে বলেছিল, মিলিত ভাবে সাময়িক এই রকম কাজ করার প্রয়োজন আছে।

কেন ?

লেনিন তার বক্তব্য রাখল ঃ

"Only those who are not sure of themselves

can fear to enter into temporary alliances even with unreliable people; not a single political party could exist without such alliance."

যদি তোমার বুনিয়াদ শক্ত থাকে তা হলে যাদের ওপর তোমার আস্থা নেই তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে আপত্তি কি! কোন সাচ্চা রাজনৈতিক দল এই ভাবে মিতালি না করলে মোটেই বাঁচতে পারে না। যারা দুর্বল, যাদের কোন বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক তথ্য ও তত্ত্ব নেই তারা নির্মূল হয়ে যাবে মার্কসবাদী সাচ্চা রাজনৈতিক মতবাদ সম্পন্ন দলের প্রভাবে। এটা মোটেই অন্যায় অথবা ভুল নয়, তাই ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পথে চলেছি।

লেনিন যেমন নারোদনিক চিন্তাধারাকে পরাজিত করেছিল এই মিতালিতে তেমনি মার্কসবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার করতেও সক্ষম হয়েছিল।

রাশিয়াতে শোধনবাদীরূপে প্রথম দেখা গেল এই আইনানুগ মার্কসবাদীদের। মার্কসীয় দর্শন থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তাকে শোধনবাদ বলার কোন অর্থ হয় না, এবং তাদের অমার্কসীয় বলাই সঙ্গত। মার্কসের সঙ্গে এদের কোনভাবেই তত্ত্বগত মিল থাকতেই পারে না। বুর্জোয়াদের মার্কসবাদবিশ্বাসী বংশধররা মার্কসবাদকে মনের মত করে সাজিয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাই করেছে আইনানুগ মার্কসবাদীরা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মার্কসবাদীর নামাবলী গায়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজশত্রুরা মিঠে মিঠে কথা বলে। তাদের মিষ্টি বুলি শুনে বিভ্রান্তও হয় অনেকে। শোধনবাদী বলে তাদের কিছুটা সম্মান করা হলেও মূলত তারা মার্কসবাদ বিরোধী, চোরা বুর্জোয়া। লেনিনকে সংগ্রাম করতে হয়েছে এদের বিরুদ্ধে, এদের মুখোশ খুলে দিতে হয়েছে। এতে রুশীয় শোধনবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামেই

শেষ হয়নি, এর ফল দেখা গেছে পৃথিবীর সকল শোধনবাদীদের ক্ষেত্রেও।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মসকো, কিয়েভ এবং ভিলনোর সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সভা বসল সেণ্ট পিটার্সবার্গে।

লেনিন প্রস্তাব দিল, আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশেষ কতকগুলো অঞ্চলের বিশেষ কতকগুলো মানুষের মধ্যে আটকে রয়েছে। একে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ছড়িয়ে দেবার প্রকৃষ্ট উপায় হল ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বৃহৎ গণ্ডীতে নিজেদের স্থান গড়ে তোলা।

স্থান গড়ে তুলতে হলে সাধারণ লোকের সহজসাধ্য ভাষায় নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার প্রয়োজন। তাদের কি ভাবে মুক্ত করা যায় শোষণের হাত থেকে তাও জানান দরকার।

সেই সভাতেই স্থির হল বিদেশের মার্কসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

কাউকে পাঠাতে হবে বিদেশে।

কে যাবে?—সমস্যা দেখা দিল রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে। কার্যক্রমের নীতিতে একমত হতে না পেরে সবাই ঠিক করল কোন একজন যাবে না, দু'জন যাবে।

মসকো দলের তরফ থেকে যাবে স্পোনটি আর সেণ্ট পিটার্সবার্গ দলের তরফ থেকে যাবে লেনিন।

লেনিন বিদেশে যাবে স্থির কিন্তু যেতে পারল না সময় মত। নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে লেনিন শয্যাগ্রহণ করল। শরীর সুস্থ হতে দুমাস সময় কেটে গেল। পঁচানব্বই সালের এপ্রিলে লেনিন দেশ ছেড়ে বিদেশের পথে বের হল।

রাশিয়ার মার্কসবাদীদের অগ্রগণ্য ছিল প্লেখানভ। জেনেভায় থাকত প্লেখানভ। লেনিন জেনেভায় গিয়ে দেখা করল প্লেখানভের সঙ্গে।

লেনিন প্লেখানভের সঙ্গে আলোচনা করেছিল বহু বিষয়। সব বিষয়ে লেনিন সমর্থন জানায়নি প্লেখানভকে। কিন্তু প্লেখানভ গুণীর সমাদর করতে জানত। প্লেখানভ স্বীকার করেছে লেনিনের মত আর কেউ তার মনে এত উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমি মনে করি, বলেছিল লেনিন, শ্রমিক বা খেটে-খাওয়া মানুষ নেতৃত্ব দিতে পারবে খেটে-খাওয়া চাষীদের।

প্লেখানভ বলেছিল, শ্রমিক শক্তির ওপর এত বেশি আস্থা আমার নেই।

তুমি অবিশ্বাস করতে পার কিন্তু আমার যুক্তির ওপর আস্থা রাখতে অনুরোধ রাখছি।

তাদের শক্তি সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই, বিশেষ করে চাষীদের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা নেই শ্রমিকদের। তুমি চাষীদের বিপ্লবের সঙ্গী করতে চাও, আমার বিশ্বাস চাষীদের বিপ্লব ঘটাবার কোন ক্ষমতাই নেই, বরং উদারমতাবলম্বী বুর্জোয়ারা হয়ত কিছু করতে পারে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাই বিপ্লব ঘটাতে পারে।

আমি উদারপন্থী বুর্জোয়াদের বিশ্বাস করিনা। তারা যে শ্রেণী থেকে এসেছে সেই শ্রেণীচরিত্র বিপ্লবের পরিপন্থী। নারোদনিকরাও মনে করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করবে। আমার বক্তব্য জনসমক্ষে ইতিমধ্যে পেশ করেছি।

প্লেখানভ লেনিনের প্রবন্ধ পড়ে বলল, তুমি যাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ সেই উদারপন্থীদের ওপর আমরা নির্ভরশীল।

লেনিন বেশ আবেগের সঙ্গেই বলেছিল, ভুল, কমরেড ভুল। উদারপন্থী বুর্জোয়ারা কোনকালেই সর্বহারার বন্ধু নয়। কোন কালেই তারা নিজস্ব শ্রেণীচরিত্র বদল করতে পারে না।

মতদ্বৈধ রয়ে গেল। জেনেভার কাজ শেষ।

সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে লেনিন গেল প্যারিসে।

প্রথমেই দেখা করল কার্লমার্কসের জামাতা ও ফরাসী শ্রমিব পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পল লাফার্গের সঙ্গে। মার্কস ও এনজেলে অতি বিশ্বস্ত শিষ্য ও বন্ধু পল লাফার্গ; আন্তর্জাতিক শ্রমিব আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে লেনিন আবার ফিরে গেল সুইজারল্যাণ্ডে।

শরীর তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়।

নার্সিং হোমে ভর্তি হল বিশ্রাম ও চিকিৎসার প্রয়োজনে।

সুস্থ হওয়ামাত্র লেনিন চলল জার্মানে।

বার্লিন শহরের উপকণ্ঠে ঘরভাড়া করে জার্মান রাজকী গ্রন্থাগারে মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বহু গ্রন্থ পাঠ করে সময় কাটাতে থাকে। অবসর সময়ে জার্মান নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক দেখতে থাকে, ফ্রান্সেও এইভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে সচেষ্ট হয়েছিল। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতা লেইবনেচ-এর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছে। লেনিনের ইচ্ছা ছিল লণ্ডনে গিয়ে এনজেলের সঙ্গে দেখা করার।

এনজেল তখন রোগে শয্যাশায়ী।

বাধ্য হয়ে লেনিন লণ্ডন যাওয়ার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিল।

পঁচানব্বই সালের সেপটেম্বরে লেনিন ফিরে এল রাশিয়াতে।

যেমন ভাল মানুষের মত পাড়ি জমিয়েছিল তেমনি ভালমানুষের মতই ফিরে এসেছিল দেশে। রাশিয়ার নামজাদা গোয়েন্দারা তার হদিস করতে পারেনি। তাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে যেমন দেশত্যাগ করেছিল তেমনি প্রবেশ করেছিল দেশে।

পুলিশের ওপর নির্দেশ ছিল রাশিয়া প্রবেশকারী সব যাত্রী

মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাস করার। কোনক্রমেই কোন বে-আইনী বই যাতে রাশিয়াতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যই এই সতর্কতা। লেনিন বে-আইনী বহু পত্রপত্রিকা নিয়ে নিশ্চয়ই দেশে ফিরেছিল। তার স্যুটকেশের লাইনিং-এর কাপড়ের তলায় ছিল এইসব পত্রপত্রিকা। নানাভাবে পরীক্ষা করেও তা আবিষ্কার করতে পারেনি পুলিশ।

রাশিয়া ফিরে এসেই লেনিন গেল ভিলনো, মসকো প্রভৃতি শহরে তার পার্টির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে। সেণ্ট পিটার্সবার্গে এসেই বিদেশ থেকে চোরাইভাবে আনা পত্রপত্রিকা বিলিয়ে দিল সোস্যাল ডেমোক্রাট পার্টির সদস্যদের মধ্যে।

বিদেশ থেকে আসার পরই পুলিশের সদা জাগ্রত দৃষ্টি পড়ল তার ওপর।

পুলিশকর্তারা বলল, আমরা পেয়েছি উলিয়ানোভকে। মস্ত বড় অপরাধী। ওর ভাইয়ের ফাঁসী হয়েছিল। এরা খুনজখম সব করতে পারে। বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে বদমাশটা। আর বাছাধন বের হতে পারছেনা আমাদের হাত থেকে। এবার ওর জারিজুরি শেষ।

লেনিন নিজেও জানত তার বিপদ সব সময়। সেজন্য সর্বদা সতর্কও থাকত কিন্তু কোন সময়ই সে তার বিপ্লবাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকত না। সেণ্ট পিটার্সবার্গের সর্বহারাদের মাঝে লেনিনের কাজ চলতে থাকে সতর্ক নির্ভীকতার সঙ্গে। সে বছরই লেনিন রাশিয়ার সর্বহারাদের মুক্তির জন্য 'League of Struggle' প্রতিষ্ঠা করল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সদস্য হল ভালিয়েভ, জাপোয়োজেট, খ্রিজানভস্কি, কুরুপস্কায়া, মার্তব, পেত্রোসভ, রাদচেনকো এবং স্টারকভ।

কাজ বন্ধ কর।

দাবী না মানলে কাজ বন্ধ কর।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ ধর্মঘট। ন্যায্য অধিকার লাভের এইটেই হল প্রথম পথ।

থরটন কারখানার পাঁচশত তাঁতি একদিন কাজ বন্ধ করে দিল।

তাঁতিরা কাজ বন্ধ করলেই কাজ সম্পূর্ণ হয় না। তাদের সঙ্গীরা যদি ধর্মঘট না করে তা হলে সাফল্য আসবে কি?

কারখানার সব কর্মীকে ধর্মঘট করার আহ্বান জানাল লেনিন। "To the Working Men and Women of Thronton Factory" নাম দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে। সেই প্রচারপত্রে লেনিন খেটে-খাওয়া সর্বশ্রেণীর কর্মীকে আহ্বান জানাল ধর্মঘট করার।

খেটে-খাওয়া মানুষ তাদের দুরবস্থা মোচন করতে পারে।

তা পারে নিজেরাই।

সমবেতভাবে একই সঙ্গে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে শ্রমিক নিজেই নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে পারে। (we can improve our conditions only by one common and concerted efforts).

শ্রমিকদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে এই প্রচারপত্র।

শ্রমিকরা ভাবতে শিখল।

তাই তো!

আমরাই তো পারি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। আমরাই তো ধনীর ধন বৃদ্ধি করছি, অথচ আমরা খেতে পাচ্ছি না। কারণ? আমাদের ঐক্যবোধ নেই, সংহতি নেই, সমবেতভাবে নিজেদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা নেই।

সবাই হাতে হাত মিলিয়ে ধর্মঘটের সামিল হল।

মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হল। জয় হল শ্রমিকদের।

এই জয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। নতুন উৎসাহ জন্মাল শ্রমিকশ্রেণীর মাঝে। শ্রমিক বুঝতে শিখল কাজ আদায় করতে আর দাবী আদায় করতে হলে চাই সংহতি আর সমবেত-ভাবে কাজ করার ক্ষমতা।

এই রুটিরুজির লড়াইতে জয় হল ঠিকই কিন্তু সরকারও বুঝল, সোস্যাল ডেমোক্রাট যে ভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে তাতে ভবিষ্যতে সরকার বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ওপর। লেনিনও নিশ্চিন্ত মনে বসে ছিল না।

মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি এবং কার্যকারিতা ও বাস্তব উপযোগিতা বিষয়ে প্রচারপত্র লিখতে থাকে অনবরত। এই সব প্রচারপত্র গোপনে ছেপে বিলিয়ে দেওয়া হতে থাকে শ্রমিকদের মাঝে।

শ্রমিকদের জন্য প্রচারপত্র লিখতেই আমি ভালবাসি।—লেনিন নিজেই একথা বলেছেন সবাইকে।

আর্থিক উন্নতির জন্য শ্রমিকদের যে সংগ্রাম তার পেছনে রয়েছে জার-স্বৈরাচারীশাসন ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ইঙ্গিত এবং তা সম্পন্ন করতে League of Struggle কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়ল। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজবাদের সত্যকে জড়িয়ে নবজীবনের সন্ধান দিল লেনিন, এই চিন্তাধারা ছিল জনসমাজে অজ্ঞাত ও অভূতপূর্ব।

সর্বহারা একনায়কত্বের অন্যতম প্রবক্তা এঞ্জেল দেহত্যাগ করল।

মার্কসের পর এঞ্জেলই ছিল একমাত্র সর্বহারার শিক্ষক।
তাকে হারিয়ে সারা পৃথিবীর ঘটল অপূরণীয় ক্ষতি।
কুরুপস্কায়ার বাড়িতে সভা বসল।
সোস্যাল ডেমোক্রাট সদস্যরা হাজির।

লেনিন প্রস্তাব করল, আমাদের নিজস্ব একটি সংবাদপত্র দরকার!

ঠিক বলেছ উলিয়ানোভ। আমাদের বক্তব্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হলে একটি মুখপত্র দরকার।

কিন্তু তা সুনজরে দেখবে না সরকার। বে-আইনী ঘোষণা করবে।

ওদের আইন বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষা করার আইন। সে আইন অনুসারে আমাদের পত্রিকা হবে বে-আইনী পত্রিকা।

তবুও পত্রিকা চাই।

আইন হোক, বে-আইনই হোক পত্রিকা চাই। পত্রিকা ছাপার ব্যবস্থা আমরা করব। তুমি উলিয়ানোভ পত্রিকা সম্পাদনার ব্যবস্থা কর। প্রবন্ধ রচনা কর।

লেনিন সম্মত।

কমরেডরাও সম্মত।

জন্ম নিল শ্রমিকদের প্রাণ পত্রিকা Rabocheye Dyelo প্রথম সংখ্যার সব কিছুই লিখল লেনিন।

তার লেখার একটি নকল থাকল কুরুপস্কায়ার কাছে, আর মূল লেখাটি পাঠান হল প্রেসে ছাপতে।

কিন্তু পত্রিকা ছেপে বের হবার আগেই পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। Rabocheye Dyelo আর জনসমক্ষে হাজির করা গেল না। ডিসেম্বর মাসের আট তারিখে পুলিশ লেনিন সহ League of Struggle-এর বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করল। ভালিয়েভের বাড়ি তল্লাস করে Rabocheye Dyelo-র প্রথম সংখ্যার পাণ্ডুলিপি আটক করল।

প্রথমে লেনিনকে গৃহবন্দী করল পুলিশ।

কয়েকদিন পরেই লেনিনকে নির্জন সেলে আটক করল!

পুলিশ বেশ খুশী।

সরকারও খুশী।

অঙ্কুরেই বিষবৃক্ষ উৎপাটন করার আনন্দ। কিন্তু বিষবৃক্ষ নয় অমৃতবৃক্ষ, সে কথা যেমন না বুঝল পুলিশ তেমন না বুঝল প্রশাসক।

লেনিন নির্জন সেলে বসে লিখতে থাকে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচারপত্র। গোপন পথে সে সব কাগজ পৌঁছতে থাকে বাহিরের কর্মীদের হাতে। সেই সব পত্রিকা কখনও টাইপ রাইটারে ছেপে, কখনও মিমিওগ্র্যাফ করে শ্রমিকদের হাতে পৌঁছতে থাকে।

সেন্ট পিটার্স বার্গের জেলখানার নির্জন সেলে লেনিনের সঙ্গী কয়েকখণ্ড কাগজ ও কলম।

পৃথিবীর সর্বদেশেই মহনীয় চরিত্রের মানুষদের প্রতিক্রিয়াশীলদের কারাগারে বন্দী করলে তখনই তারা পায় অফুরন্ত অবসর তাদের প্রতিভা জনসমক্ষে তুলে ধরবার। লেনিনও সেই অবকাশ পেয়েছিল। পার্টির জন্য যেমন সে তৈরী করেছিল কার্যপ্রণালী তেমনি রাশিয়ার শ্রেণীচরিত্র, পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ, দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির পথ সম্বন্ধে মুল্যবান প্রবন্ধ রচনা করতে থাকে। বন্দী নিবাসের নির্জন নিবাসে বসেই লেনিন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ "The Development of Capitalism in Russia" গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করে।

পরবর্তীকালে লেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিল কমরেডরা, তুমি কি করে ছিলে জেলখানায়?

লেনিন হাসতে হাসতে বলেছিল, বন্দী হবার পর একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এল।

কি সেই পরিকল্পনা?

যতই দিন যেতে থাকে ততই আমি অস্থির হয়ে উঠলাম দেশের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে। আমি রাশিয়ার অর্থ নৈতিক

কাঠামোর উপাদানগুলো সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করতে থাকি। দেখলাম লেখা ক্রমেই বড় হচ্ছে। স্থির করলাম, এগুলো একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করব।

কোথায় পেলে উপাদান?

আমি একটা তালিকা তৈরী করে বাইরের কমরেডদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারাই ক্রমে ক্রমে বই সংগ্রহ করে পাঠাতে থাকে। বইগুলো আসত আত্মীয় ও বন্ধুদের মারফত। তার বিভিন্ন পাঠাগার থেকে বইগুলো নিয়ে আসত, আবার ফেরৎ পাঠাতাম। এইভাবে আমার পড়াশোনা যেমন অগ্রসর হত তেমনি তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমার গ্রন্থের কায়া বৃদ্ধি পেত।

তুমি তো একাই বন্দী হও নি। তোমার সঙ্গে আরও সহকর্মীরাও তো বন্দী হয়েছিল। তাদের বিষয় তোমার কি কিছু করণীয় ছিল না?

ছিল। ছিল বলেই আমি সব সময় তাদের কথাও চিন্তা করতাম। তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখতে সব সময় অনুরোধ করতাম। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটল। সবারই আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব আসত দেখা করতে কিন্তু এমন একজন কমরেড ছিল যার কোনই আপনজন ছিল না।

কিন্তু সে ছিল নির্জন সেলে।—বলতে থাকে লেনিন।

সেখানে এইভাবে বেশিদিন থাকলে পাগল হয়ে যেত সেই কমরেড।

একদিন একজন মহিলা এল জেল গেটে।

বলল, আমার প্রেমিকবন্ধু রয়েছে জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

জেলার অবাক। এতকাল যার সঙ্গে দেখা করতে কেউ আসে নি তার আবার প্রণয়িনী!

তবুও জেলার আপত্তি করল না।

মহিলাটি বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করে এমন অভিনয় করল যা থেকে জেলার-ওয়ার্ডার ভাবল, সত্যিই মহিলাটি পুরাতন প্রণয়িনী।

মহিলাটি বন্দীকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে কপালে চুমু দিতে দিতে ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমি পার্টি থেকে এসেছি। তুমি নির্জন সেলে আছ, তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, দেখা করতে আসে না কেউ তাই আমি তোমার প্রণয়িনীর ভূমিকা গ্রহণ করে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি, আবার আসব।

বন্দী বুঝতে পারল। সেও এমন নিখুঁত অভিনয় করল যার ফলে জেলারের আর কোন সন্দেহ রইল না।

লেনিন বলতে বলতে থেমে গেল।

শ্রোতারা মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

আবার বলেছিল, আমি চিঠি পাঠাতাম বন্দী কমরেডদের জেলখানার লাইব্রেরীর মারফত। যারা দেখা করতে আসত তাদের বলে দিতাম অমুক বইয়ের অমুক পৃষ্ঠা দেখ। এই ভাবেই আমার সাঙ্কেতিকপত্র পৌঁছে যেত বন্দীদের কাছে।

জেলখানার জীবন নিশ্চয়ই প্রীতিপ্রদ ছিল না।

সে তো সত্যি কথা কিন্তু নিজেকে জেলখানার উপযোগী করে তুলতে পারলে বন্দীজীবনের দুঃখকষ্ট সহ্য করা অসম্ভব হয় না। আমি কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতাম। সারা দিন কাজ করতাম, তাতে কোন ক্লান্তি ছিল না।

তারপর?

তারপর রাতের বেলায় শোবার আগে ব্যায়াম করতাম। এর ফলে কঠিন শীতেও আমার কষ্ট হত না। ব্যায়ামের ফলে শরীর উত্তপ্ত থাকত। শীতের রাতে যখন সাধারণ জীবনেই ঘুমানো ছিল কষ্টকর তখন আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতাম। কোন দিনই ঘুমের ব্যাঘাত হত না।

ছিয়ানব্বই সালের গোড়াতে পুলিশ বাবুশকিনকে গ্রেপ্তার করল।

বাবুশকিন ছিল লেনিনের অত্যধিক অনুরক্ত শিষ্য। তার গ্রেপ্তার সংবাদ পেয়ে লেনিন বেশ চিন্তিত হল কিন্তু মোটেই ভয় পেল না। তখনও লেনিন আগের মতই বা'হিরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল।

সরকার মনে করল, এইবার সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের লীগ অব্ স্ট্রাগলের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে লীগের ডাকে গ্রীষ্মকালে সেণ্ট পিটার্সবার্গের কলকারখানায় ধর্মঘট হল, এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল মস্‌কোতেও। লেনিনের শিক্ষায় শিক্ষিত কমরেডরা চুপ করে বসে ছিল না। তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছিল, তার দৃষ্টান্ত হল এই ধর্মঘট।

সরকার সচকিত হল।

আগস্ট মাসে লেনিনের ভাবী স্ত্রী কুরুপস্কায়াকে বন্দী করে নির্জন সেলে পাঠিয়ে দিল পুলিশ।

লেনিন অক্লান্তভাবে জেলখানার ভেতর থেকেই বাহিরের কর্মীদের কাছে তার নির্দেশ ও পরিকল্পনা পাঠিয়ে দিতে থাকে।

সেণ্ট পিটার্সবার্গের জীবনই লেনিনকে অগ্রগামী হবার সুযোগ দিয়েছিল।

লেনিন সর্বহারা খেটে-খাওয়া মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পেরেছিল এই শহরে। এখানে লীগ অব স্ট্রাগল প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়ে খেটে-খাওয়া মানুষদের জন্য সংগ্রাম করার প্রেরণা লাভ করেছিল, তারই প্রত্যক্ষ ফল দেখা গিয়েছে তার পরবর্তী জীবনে।

চোদ্দ মাস কেটে গেল জেলখানায়।

এই সুদীর্ঘ চোদ্দ মাস লেনিন তৈরী করেছে ভবিষ্যত কর্মপন্থা

সাতানব্বই সালের তেরই ফেব্রুয়ারী তার ভবিষ্যত ভাগ্য ঘোষণা করল প্রশাসকরা।

লেনিনকে দণ্ডিত করা হল। তিন বৎসরের জন্য নির্বাসন। সাইবেরিয়ার কঠিন বরফে পুলিশের হেফাজতে বাস করতে হবে লেনিনকে তিনটি বৎসর।

চৌদ্দ ফেব্রুয়ারী লেনিনকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেওয়া হল।

তিন দিন তাকে সময় দেওয়া হল সেণ্ট পিটার্সবার্গের কাজকর্ম মেটাবার।

এই তিনদিন তার কমরেডদের সঙ্গে মেলামেশা করা, সভা করা, ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করা ইত্যাদিতে কেটে গেল।

এই সব সভায় অনেক গুরুতর বিষয় আলোচনা হল।

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে গেল।

পুলিশ এসে দাঁড়াল দরজায়।

যেতে হবে।

সেই অজ্ঞাত সাইবেরিয়ার বরফ ঘেরা স্থানে।

জননী মেরিয়া আবেদন করল নিজের ব্যয়ে লেনিনের সঙ্গে সাইবেরিয়া অবধি যাবার। কর্তৃপক্ষ তার আবেদন মঞ্জুর করল।

সে যে কি কষ্টজনক যাত্রা! এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানা। আবার স্থান থেকে স্থানান্তর। কখনও রেলগাড়িতে, কখনও ঘোড়ার গাড়িতে, কখনও জলপথে। যাত্রা পথের যেন শেষ নাই। এই কষ্টদায়ক যাত্রাপথে মায়ের স্নেহময় সাহচর্য কিছুটা কষ্ট লাঘব করেছিল।

সতর ফেব্রুয়ারী যাত্রারম্ভ।

বাইশে ফেব্রুয়ারী রাতে মসকো থেকে যাত্রা। মার্চ মাসের প্রথমে পৌঁছল ক্রাসনোয়ারক্সে।

এখানে পোপোভের বাড়িতে সাময়িক যাত্রা বিরতি। সেখানে তার সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে হয়েছে বহুবার। পোপোভের বাড়ির সামনে সব সময় ভীড় জমে থাকত লেনিনকে দেখার জন্য এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় বিখ্যাত লেখক আলুচিনের সঙ্গে, দেখা হয়েছিল নির্বাসিত বাকসনিসের সঙ্গে, ক্রাসিকভের সঙ্গে।

চব্বিশে এপ্রিল তারিখে সরকার জানিয়ে দিল, তোমাকে সুশেনস্কোয়ে (Sushenskoye) গ্রামে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হবে।

এই গ্রাম ইয়েনিসেই প্রদেশের মিনুসিন্স্ক জেলায়।

তিরিশে এপ্রিল লেনিন ষ্টিমারে করে অপর দুজন নির্বাসিত ব্যক্তির সঙ্গে রওনা হল সাইবেরিয়ার পথে। ষ্টিমারে একসপ্তাহ কেটে গেল। অবশেষে তারা মিনুসিন্স্কিতে পৌঁছাল। সেখান থেকে দুজন দারোগার হেপাজতে তাকে রওনা হতে হল নির্দিষ্ট স্থানে। এই পথ যেতে হল গাড়িতে করে।

আটই মে তারিখে লেনিন সুশেনস্কোয়েতে পৌঁছল।

জেরিয়ানোভের অতিথি হল লেনিন।

জেরিয়ানোভ একজন দরিদ্র চাষী। তারই কুটিরে তাকে আশ্রয় দিল।

ছোট্ট একখানা ঘর।

মাঝে একটা তক্তপোষ। একটা টেবিল আর চারখানা চেয়ার।

এই নির্বাসিত জীবনের ব্যয় বরাদ্দ হল মাত্র মাসিক আট রুবল।

লেনিনের জীবনে কোন বিলাসিতা ছিল না। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল অত্যধিক কম। এই সামান্য মাসোহারাতে কোন রকমে তার দিনাতিপাত হত।

এই গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়া ছিল অসাধ্য।

রেলষ্টেশন থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ছয়শত মাইল। মধ্য রাশিয়া থেকে চিঠিপত্র পৌঁছাত প্রায় পনর দিন পরে। কোন সংবাদপত্র আসতনা সেখানে। অনেক চেষ্টার পর একখানা পত্রিকা প্রায় একমাস পরে পৌঁছল তার কাছে। অত্যধিক আগ্রহসহকারে পত্রিকার সব খবর বারবার পড়ে তার যেন পড়ার ক্ষুধা মিটতে চায় না।

গ্রামটা বেশ বড়। বড় বড় অনেকগুলো রাস্তা। পথ কাঁচা, ধুলোয় ভর্তি। কোন বাগান বা তরকারীর ক্ষেত নেই। কোন ফসল এখানে জন্মায় না।

লেনিনের সবচেয়ে কষ্ট হল তার সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। জেলখানায় বাস করার সময়ও সে সর্বহারাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছে কিন্তু এখানে আসার পর সেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

রাশিয়ার মানচিত্র খুলে দেখত মাঝে মাঝে। প্রথম প্রথম মানচিত্র দেখতে দেখতে দুঃখে তার বুক ফেটে যেত। অবশেষে সে অভ্যস্ত হয়ে গেল। প্রায়ই মানচিত্র খুলে রাখত তার চোখের সামনে।

লেনিন আশাবাদী। নির্বাসিত জীবনের মানসিক বিপযয়ের মাঝেও তার বিপ্লবী মনটা ছিল সর্বদা সক্রিয়। সাইবেরিয়াব বহুস্থানে ছড়িয়ে ছিল তার বিপ্লব সঙ্গীরা। তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করত সব সময়। কখনও সে পত্র পৌঁছাত কখনও পৌঁছাতনা কিন্তু কোন সময়ই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেস্টার কোন বিরাম ছিল না।

লেনিন তার দিদি আন্নার মারফত সর্বহারাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করত। তার পত্রাবলী সেণ্টপিটার্সবার্গ, মসকো, নিঝনি, ভেরোনেঝ প্রভৃতি স্থানের মার্কসবাদীর কাছে পৌঁছত।

পারিবারিক কর্তব্য থেকে লেনিন পেছনে হটে আসেনি কখনও এই নির্বাসিত জীবনেও তার আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে তা স্নেহময়ী মায়ের সঙ্গে পত্রালাপ করত অনবরত। মা-ও তা পুত্রের জন্য গর্ববোধ করত। একসময় এক পুলিশ অফিসার ব্য করে বলেছিল, তোমার সন্তানের জন্য নিশ্চয়ই তুমি গর্বিত। এ জনের ফাসিতে মৃত্যু হয়েছে, অপর জন ফাঁসির দড়ি গলায় দিতে অপেক্ষা করছে।

মেরিয়া মোটেই ক্ষুব্ধ হল না। গম্ভীরভাবে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, আমি আমার সন্তানদের জন্য গর্বিত।

মেরিয়া শুধু গর্ববোধ করত এমন নয়। গোটা উলিয়ানো পরিবার লেলিনের কাজকে সমর্থন করত এবং সক্রিয়ভাবে তা কাজে সাহায্য করত।

মাকে লেনিন গভীর শ্রদ্ধা করত। মা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিল, সন্তানও তদ্রূপ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। ম সব সময়ই লেনিনের বন্দী ও নির্বাসিত জীবনের কষ্ট যাতে লাঘব হ তার জন্য সচেষ্ট ছিল। যখনই ছেলের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দরখাস্ত করেছে তখনই বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়েছে ও তদ্বির করতে হয়েছে। বহুদিন জেলখানায় সাক্ষাত করা অনুমতি চেয়ে জেলখানার জাল-ঘেরা ঘরে বসে থেকেছে, কোন সময় যদি একবার মাত্র তার ছেলের মুখ দেখতে পায় সেই আশায় চঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপ করেছে জালের ওপারে।

নির্বাসিত জীবনে সাইবেরিয়ার কৃষকদের অবস্থা নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেয়ে লেনিন তাদের কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে অগ্রসর হল। রাজনৈতিক নির্বাসিত ব্যক্তি, সেজন্য কোন কাজে অংশ গ্রহণ করা তার পক্ষে ছিল নিষেধ তবুও বে-সরকারীভাবে চাষী দরিদ্র শ্রমিকদের নানাভাবে উপদেশ দিত। একবার সোনার খনির একজন মজুরকে ছাঁটাই করা হলে লেনিন তাকে নানাভাবে

সাহায্য করে তার প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেয়। এইসব নানা কাজে সাহায্য পেয়ে সবাই লেনিনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বহু লোক নানা বিষয়ে উপদেশ নিতে আসত তার কাছে। লেনিন নিজে উকীল। আইন-বিষয়ক পরামর্শ দেবার ক্ষমতা থাকলেও অধিকার ছিল না কিন্তু ঐ অঞ্চলে আইনগত পরামর্শ দেবার কোন লোক না থাকায় লেনিনের কাছেই লোকজন আসত পরামর্শ নিতে।

লেনিনের জীবনে ঘটল আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কুরুপস্কায়াকেও তিন বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিল স্বৈরাচারী জার।

সংবাদ পৌঁছে গেল লেনিনের কাছে।

লেনিন পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার কাছে আবেদন পাঠাল। কুরুপস্কায়া তার প্রণয়িনী। প্রণয়িনীকে কাছে পেতে লেনিন আগ্রহী।

পুলিশকর্তা অনেক বিচার বিবেচনার পর কুরুপস্কায়াকে সুশেনসকোয়াতে পাঠাবার অনুমতি দিল। কুরুপস্কায়াও আবেদন জানিয়েছিল। উভয়ের আবেদন বিবেচনা করেই এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

লেনিন কুরুপস্কায়াকে ভালবাসত।

কোনদিন নিজের মুখে তাকে প্রেম নিবেদন করতে পারে নি। যখন কুরুপস্কায়া জেলখানায় ছিল তখন অদৃশ্য কালিতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল কুরুপস্কায়ার কাছে। তাতেই ছিল তার ভালবাসার কথা। তাতেই সে জানিয়েছিল, লেনিন তার নির্বাসিত জীবনে কুরুপস্কায়ার সঙ্গে বিবাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করতে ইচ্ছুক।

কুরুপস্কায়া লেনিনকে গভীরভাবে ভালবাসত। সেও কখনও

তার মনের কথা জানায় নি। লেনিনের চিঠি পেয়ে কুরুপস্কায়া উত্তর দিল, তোমার বউ, বেশ তোমার বউ-ই হব।

লেনিন কুরুপস্কায়াকে কাছে পেতে অধীর প্রতীক্ষা করতেথাকে।

তারপর আটানব্বই সালের মে মাসে কুরুপস্কায়া এল লেনিনের কাছে, সঙ্গে তার মা।

গ্রামের লোক ভীড় করল এই নবাগতা যুবতীকে দেখতে। তারা এমন সুন্দরী মহিলা জীবনে কখনও দেখেনি। বিশেষ করে মেয়েরা তো অবাক হয়ে গেল কুরুপস্কায়াকে দেখে।

পুলিশ বড়ই কঠোর।

কুরুপস্কায়াকে বলল, আমাদের প্রতি কঠিন নির্দেশ আছে মাদাম।

কি নির্দেশ? জানতে চাইল কুরুপস্কায়া।

তুমি যদি অবিলম্বে বিয়ে না কর।

আমি নির্বাসনে এসেছি, বিয়ে করা গৌণ ব্যবস্থা। আমার ইচ্ছাধীন।

পুলিশ অফিসার মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, উহুঁ। তোমার বিয়েটাই মুখ্য। তুমি যদি অবিলম্বে বিয়ে না কর তাহলে লেনিনের কাছে তোমাকে রাখা নিষেধ।

নির্বাসিত জীবনে বিবাহ।

উপায় নেই মাদাম। নইলে তোমাকে উফাতে পাঠিয়ে দিতে হবে। বড়কর্তার নির্দেশ।

কুরুপস্কায়া হাসল।

হাসিই জানিয়ে দিল বিবাহের ব্যবস্থা করতে।

সাইবেরিয়ার সেই নির্বাসিত জীবনে লেনিন বিয়ে করল কুরুপস্কায়াকে। লেনিনের বয়স তখন আঠাশ বৎসর। কোন জ'াকজমকপূর্ণ উৎসব তো দূরের কথা, অতি সাধারণ ভাবে কয়েকজন গ্রাম্য পুরুষ-মেয়েদের সামনে অনুষ্ঠিত হল এই গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ।

জিরানোভের সেই কুটিরে সংসার পাতল লেনিন কুরুপস্কায়াকে নিয়ে। সংসারের দায়িত্ব নিল কুরুপস্কায়ার মা। নবদম্পতি তখন নতুন করে বিপ্লবকে সফল করার স্বপ্ন দেখছে।

কিছুদিন বাদেই এই দম্পতি উঠে গেল আরেকজন কৃষক রমণীর গৃহে।

পরের কুটীরে বাস করতে করতে হাঁপিয়ে উঠল দুজনে।

অবশেষে কৃষক রমণী পেত্রোভার কুটির ছেড়ে লেনিন নিজেই নিজের বাসস্থান তৈরী করে নিল গ্রামে। সেখানে গৃহের দায়িত্ব দেওয়া হল কুরুপস্কায়ার মাকে। এই ছোট্ট কুটিরের পাশে তারা গড়ে তুলল একটা বাগান ; বাগানে যেমন ফুলের গাছ লাগানো হল তেমনি লাগানো হল শাকসবজী। এই নবদম্পতি সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে থাকে তাদের মধুময় প্রথম জীবন।

আঠার শত অষ্টানব্বই সালে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয় মিনস্ক শহরে। নির্বাসিত জীবনে এই সংবাদটা পরিবেশন করেছিল কুরুপস্কায়া। লেনিন তার পার্টির অগ্রগতির সংবাদে খুবই আনন্দিত হল। কিন্তু জার তখন চিন্তিত। অবিলম্বে সকল পার্টি কর্মীদের গ্রেপ্তার করার আদেশ দিল জার। অত্যাচারের ফলে মার্কসবাদী সংগঠনগুলো বিচ্ছিন্ন হল, পার্টিতে তখন দেখা দিল নানা মত। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে যে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল তাতে আঘাত লাগল নানা ভাবে।

সংবাদ পেয়ে লেনিন খুবই ক্ষুব্ধ কিন্তু করার কিছু নেই।

দুজনে তখন বিদেশী গ্রন্থ সংগ্রহ করে তার অনুবাদে আত্মনিয়োগ করল। লেনিনের নিজের লেখাগুলোরও বহু নকল প্রস্তুত করল। কুরুপস্কায়াও তার বক্তব্য লিখল তার প্রথম প্রচার পত্র "The Working Women"-এ।

আজ কোন কাজ নেই, বলত লেনিন।

কুরুপস্কায়া বলত, আজ অনেক কাজ।

কি কাজ?

আজ সারা দিনে বেরিয়ে বেড়াব!

ঠিক বলেছ কুরুপস্কায়া। আজ আমরা বেড়াতে যাব বনে, নদীর ধারে, খোলা মাঠে। এই প্রচণ্ড শীতে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়ালে দেহটাও গরম হবে, মনটাও ভাল লাগবে।

দুজনে হাত ধারাধরি করে বেরিয়ে পড়ত।

কখন বনে, কখনও নদীর কিনারায়, কখনও খোলা মাঠে। কখনও রাজনীতি আলোচনা, কখনও অর্থনীতি, কখনও প্রণয় কথা, কখনও মুখে তাদের মধুর গান। প্রাণের প্রাচুর্যে তারা দুজনেই ভরপূর। লেনিন ভালবাসত সকালের পরিষ্কার কুয়াশাঢাকা আবহাওয়া, বেশি ভালবাসত ইনসি নদীর কিনারা, কখনও স্কেটিং করত বরফের ওপর, কখনও সময় কাটাত দাবা খেলে, কখনও বা শিকার করে। লেনিন শারীরিক পরিশ্রম করত দেহটাকে মজবুত রাখতে। লেনিন বিশ্বাস করত দেহ মজবুত না থাকলে কষ্টসাধ্য জীবনের মাঝ দিয়ে বিপ্লবীর জীবন পরিচালনা সম্ভব নয়। দেহ মজবুত থাকলে সর্বপ্রকারে কষ্ট সহিষ্ণু হতে পারে মানুষ, এটাই বিশেষ প্রয়োজন দেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তরুণদের।

মাঝে মাঝেই তারা একই বই বহুবার পড়ত দুজনে পাশাপাশি বসে। পুশকিন, লারমোনটোভ, নেকরাসোভ প্রভৃতি লেখকদের বই বহুবার পাঠ করেও তাদের ক্লান্তি আসত না। গভীর আগ্রহ সহকারে তারা ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করত।

নির্বাসিত জীবন মোটেই কষ্টকর মনে হয়নি তাদের এক জনেরও।

উপরন্তু মাঝে মাঝে বিপ্লবী নির্বাসিত সহকর্মীদের সঙ্গেও সাক্ষাত ঘটত। তাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করত। অনেক সভা ডেকে গুরুতর বিষয়েও তারা প্রস্তাব গ্রহণ করত।

দিন গড়িয়ে চলে।

লেনিন উৎসাহ নিয়ে রাশিয়াতে কিভাবে পুঁজি ব্যবস্থা গড়ে উঠল সে বিষয়ে গবেষণা করতে থাকে।

নির্বাসিত জীবনে লেনিন চিন্তা করেছে ইউরোপের ও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির কথা। লেনিন লক্ষ্য করছিল পশ্চিম ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা ক্রমেই সুবিধাবাদী হয়ে উঠছে। মার্কসবাদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবকে ব্যর্থ করার চেষ্টা চলছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ওরা বলছে, তোমরা আন্দোলন কর আন্দোলনের প্রয়োজনে, কিন্তু উদ্দেশ্য তোমাদের কিছুই নেই। এই সব মিঠে মিঠে কথা বলে জনতার বৈপ্লবিক চরিত্রকে ক্রমেই সুবিধাবাদী করে তোলার জন্য বেশ কিছু তথাকথিত মার্কসবাদী উঠে পড়ে লেগেছিল।

লেনিনের বোন মারিয়া উলিয়ানোভ বার্ণস্টেইনের এই রকম একখানা বই পাঠিয়েছিল লেনিনের কাছে। বইখানা পাওয়া মাত্র স্বামী-স্ত্রী দুজনে পড়তে আরম্ভ করল বইখানা। অর্ধেক পড়া শেষ না হতেই বার্ণস্টেইনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে সুবিধাবাদ প্রচারের এই অপচেষ্টা লেনিনকে গভীর আঘাত দিল।

নির্বাসনের সেই বিচ্ছিন্ন জীবনে লেনিন গভীরভাবে চিন্তা করেছিল একটি খাঁটি মার্কসবাদী দল গঠন করার। এই দল গঠনে প্রয়োজন, "the imperative need to improve revolutionary organisation and discipline and to perfect secrecy technique" (An Urgent Question—Lenin). সমস্ত মার্কসবাদী দলকে একই সূত্রে যুক্ত করাটাই হল সবচেয়ে বড় কাজ। এই সমস্ত ঘটাবার পরই এল রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব গ্রহণ তথা খেটে-খাওয়া মানুষদের পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ।

লেনিন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল।

প্রতীক্ষা করতে থাকে মুক্তির দিনটির জন্য। মুক্তিলাভ না

করলে কোন ক্রমেই সে তার বৈপ্লবিক কাজে অগ্রসর হতে পারবে না! মুক্তি চাই। কিন্তু কবে! দিনগুলো অলস ও মন্থর। কিছুতেই সেই শেষ দিনটি আর আসতে চায় না। রাতে তার ঘুম হত না। জারস্বৈরতন্ত্র অনেক সময় নির্বাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে বন্দীজীবনকে আরও বেশি কষ্টকর তুলেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এইসব চিন্তা করে লেনিন কিছুটা ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর একদিন!

জানুয়ারী মাস, নতুন শতাব্দীর প্রথম মাস।

পুলিশ বিভাগ থেকে আদেশ পত্র নিয়ে হাজির হল একজন অফিসার।

তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে সর্ত সাপেক্ষ।

কি সেই সর্ত?

রাশিয়ার রাজধানীতে বাস করতে পারবেনা। যে শহরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সে শহরে বাস করতে পারবেনা। যে শহরে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে বাস করতে পারবে না।

লেনিন আশ্বস্ত হল।

সর্ত মানতে সে রাজি। সে চায় মুক্তি। মুক্ত হতে না পারলে তার আরও কাজ অসমাপ্ত থাকবে, তার দলে ভাঙ্গন ধরবে।

বেশ তাই হবে। আমি পেশকভ শহরে বাস করব, ছোট্ট শহর, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই, বড় কোন শিল্পও নেই। ছোট্ট শহর রাজধানীর উপকণ্ঠে।

উনত্রিশে জানুয়ারী উনিশ শত সালের উষাকালে।

কুরুপস্কায়াকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল লেনিন। মমতাপূর্ণ চুম্বন দিল তার রাঙা ঠোঁটে।

আজ লেনিন মুক্ত। মুক্তির ছাপ দেহে মনে চিন্তায়।

আকাশে রোদের আলো ঝলমল করার আগেই সপরিবারে লেনিন সুশেনস্কোয়ে পেছনে রেখে এগিয়ে চলল।

কিন্তু !

লেনিনকে ভালবেসেছিল গ্রামের আপামর জনসাধারণ। স্ত্রী-পুরুষ সবাই জড় হয়েছিল লেনিন পরিবারকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে। এই মুক্তির সংবাদে সবাই আনন্দিত। গ্রামের মেয়েরা তাদের সাধ্যমত কেউ এনেছে ফুলের গোছা, কেউ এনেছে নিজের হাতে তৈরী অতি সামান্য বস্তু, সেগুলো কুরুপস্কায়ার হাতে তুলে দিয়েছে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ। সবাই হেসেছে, গোপনে প্রিয়জন বিয়োগব্যথায় চোখও মুছেছে। লেনিনের প্রিয় শিশু বন্ধু মিনকা লেনিনের পরিত্যক্ত বই খাতা, পেনসিল, ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে গেল তার ঘরে যেখানে তার নির্বাসিত পিতা লেটও অপেক্ষা করছিল মুক্তির দিনটির জন্য।

সাইবেরিয়ার নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি। নতুন জীবনে প্রবেশ।

বিংশ শতাব্দী তারই স্মারক বহন করছে আজও।

ত্রুটিহীন আনন্দ কোন কালেই সম্ভব নয়। মুক্তির এই আনন্দ সামগ্রিকভাবে উপভোগ করার কোন উপায় ছিল না। দুর্যোগ তখনও কাটে নি।

লেনিনের নির্বাসন কাল শেষ হলেও কুরুপস্কায়ার নির্বাসিত-জীবন শেষ হতে তখনও এক বৎসর বাকী। এই এক বৎসর কাল কুরুপস্কায়াকে থাকতে হবে উফায়।

আরও এক বৎসর !

কি ভাবে থাকতে হবে, কুরুপস্কায়ার একক জীবন কতটা কষ্ট-দায়ক হবে,—এইসব ভেবে লেনিন অস্থির হয়ে উঠল। সাইবেরিয়ার বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পেলেও পুরোপুরি মুক্তির আনন্দ তাতে ছিল না।

প্রত্যাবর্তনের পথে লেনিন থামল উফায়।

শাশুড়ি ও স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করতে কেটে গেল কয়েকটা দিন।

উফায় থাকার সময় বহু নির্বাসিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সাক্ষাত করল। তাদের সঙ্গে বহু বিষয় আলোচনাও করল। অন্যতম বিষয় ছিল একটি সংবাদপত্র প্রকাশ। পার্টির নিজস্ব একটি পত্রিকার প্রয়োজন। তার প্রস্তাব সমর্থন করল নির্বাসিত সহকর্মীরা। তারা এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করে নি। তাদের মনের অর্গল এতকাল বন্ধ ছিল, সেই অর্গল উন্মুক্ত করে লেনিন বিশুদ্ধ আলো বাতাস প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল।

কুরুপস্কায়াকে পেছনে রেখে লেনিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রওনা হল সেণ্ট পিটার্সবার্গের পথে। সে দিন প্রিয়তমা স্ত্রীর বাহুবন্ধন তাকে আটকে রাখতে পারে নি, সমাজের প্রতি তার বিরাট কর্তব্যবোধ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে।

কুরুপস্কায়া গোপনে অশ্রুমোচন করেছে। তার স্বামীকে কোন কাজেই বাধা দেয় নি। তাদের জীবন বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত। সংসার, প্রেম, যৌন আবেদন তাদের কর্মক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে নি। সব কিছুর উপরে তাদের কর্ম, যে কর্ম নিপীড়িত মানুষের দুঃখ মোচনে নিযুক্ত।

লেনিন গোপনে মস্‌কোতেই গিয়েছিল ফিরতি পথে। দেখা হয়েছিল ভেরা ঝাসুলিচের সঙ্গে। এই মহিলা বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরে এসেছিল। তার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করল Iskra (স্ফুলিঙ্গ) নাম দিয়ে একটি সংবাদপত্র বের করা এবং Zarya (প্রভাত) নাম দিয়ে একটি সাময়িক পত্রিকা বের করা।

ফেব্রুয়ারী মাসে লেনিন পেসকভে পৌঁছল।

সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগ তার ওপর নজর রাখতে আরম্ভ করল। কোনক্রমেই লেনিন যাতে পেসকভ ছেড়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গে না যায় সেদিকে নজর রাখা তাদের কাজ, উপরন্তু লেনিনের গতিবিধি

নিয়ন্ত্রণও তাদের কাজ।

লেনিন হাঁপিয়ে উঠল এই পুলিশী ব্যবস্থায়। তার কাজকর্ম বন্ধ হবার উপক্রম। অবশেষে গোপনে কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেনিন প্রাদেশিক সমীক্ষণ বিভাগে চাকরি নিল। যেন সে পেটের দায়ে চাকরি নিচ্ছে এইটেই বুঝিয়ে দিতে চাইল পুলিশকে। এই চাকরি-জীবনে সুযোগ পেল কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষাত করার এবং পরিকল্পনা স্থির করার।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা চাই। খোলাখুলিভাবে সমাজ-তন্ত্রের আদর্শ প্রচার ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার অস্ত্র হল সংবাদপত্র। লেনিন এই কাজে বেশি নজর দিল।

লেনিন মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ত বিভিন্ন শহরের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে, যোগাযোগ সৃষ্টি করতে। একবার গেল রিগায়, একবার গোপনে সেণ্ট পিটার্সবার্গেও গিয়েছিল। এবার স্থির করল বিদেশে যাবে। লেনিন দরখাস্ত পাঠাল সরকারের কাছে পাসপোর্টের জন্য।

পাসপোর্ট দেওয়া হল লেনিনকে সেই সঙ্গে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হল কঠোরতম নজর রাখার।

অনেক কাজ তখনও বাকি। পাসপোর্ট পেলেও লেনিনের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে যাওয়া সম্ভব হল না। বিশেষ করে সেণ্ট পিটার্সবার্গের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। লেনিন গোপনে দ্বিতীয়বার সেণ্ট পিটার্সবার্গে হাজির হল। পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে পারল না লেনিন। তাকে তখনি গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তারের সময় অদৃশ্য কালিতে বিদেশের বহু মার্কসবাদীর নাম ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ ছিল তার পকেটে। লেনিন শঙ্কিত হল কাগজখানা থেকে যদি পুলিশ পাঠোদ্ধার করতে পারে তা হলে সর্বনাশ হবে।

আবার তাকে বন্দীশালায় পাঠান হল।

বলতে গেলে লেনিন কিছুটা ঘাবরেও গিয়েছিল। তিন বছর পর সবেমাত্র মুক্তিলাভের পর সবেমাত্র কাজকর্ম আরম্ভ করেছে এমন সময় তাকে বন্দী করাতে তার স্বাধীনতা যেমন নষ্ট হল তেমনি তার কাজের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হল। আবার তাকে বন্দীশালায় ফিরে আসতে হয়েছে সামান্য ভুলের জন্য। তার ওপর যদি তার কাগজ খানার পাঠ উদ্ধার করতে পারে তা হলে বন্দীজীবন আরও দীর্ঘ হতেও পারে।

প্রমাণের অভাবে দশদিন পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হল।

গোয়েন্দা পুলিশ লেনিনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল পোদোলস্ক শহরে তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি গ্রেপ্তার হবার আগেই পেয়েছিল। সেণ্ট পিটার্স বার্গের পুলিশ লেনিনকে পোদোলস্কের পুলিশ-কর্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল। এখানেও অশান্তি। পুলিশ তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করবে বলে ধমকাতে থাকে, লেনিনও জানাল তার পাসপোর্টে হাত দিলে সেও পুলিশ বিভাগকে জানাবে এই অফিসারের বে-আইনী এই বাজেয়াপ্তকরণকে।

দেখতে দেখতে মাতৃসান্নিধ্যের দিনগুলো কেটে যায়।

কখনও গতি মন্থর কখনও গতি দ্রুত কিন্তু দিন আর বসে থাকে না।

জুন মাস এসে গেল।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। রাশিয়ায় তীব্র শীত তখন কম। এমন সময় প্রস্তাব দিল তার মা।

চল আমরা উফায় যাব।

দিদি আন্না বলল, তোর বউকে আমরা দেখিনি, চল তাকে দেখে আসি।

লেনিনও ক্রুপস্কায়াকে দেখতে উদ্‌গ্রীব ছিল মনে মনে প্রস্তাবটা সমর্থন করতে মোটেই বিলম্ব করল না।

মা ও দিদিকে নিয়ে লেনিন উফার দিকে রওনা হল।

পথে দাঁড়াল নিঝনি নোভোগোরদে। সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আলোচনা করল সংবাদপত্র প্রকাশের বিষয়। নিঝনি নোভোগোরদ থেকে জলপথ।

ভল্‌গার বুকে ষ্টিমার ভেসে চলল সবাই।

অবশেষে তারা উফায় পৌঁছল। প্রায় ছয় মাস পরে মিলিত হল স্বামী-স্ত্রী। সেই করুণ অথচ মনোহারী মিলনদৃশ্য উপভোগ করেছিল মাত্র দুই জন, আন্না আর তার মা।

মাত্র দু-সপ্তাহ উফায় থেকে আবার ফিরতিপথ ধরতে হল। কাজ, অনেক কাজ। কাজ পেছনে রেখে কোনক্রমেই স্ত্রীর উষ্ণ-বক্ষে মাথা রেখে দিন অতিবাহিত করা লেনিনের ধর্ম নয়। উভয়েই যে একই কর্মযজ্ঞের হোতা।

ফিরতি পথে সামারা, সিঝরাণ, স্মোলেনস্ক প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সময় কাটাল। বাবুশকিন তার প্রিয় ও বিশ্বস্ত কমরেড, তার সঙ্গেও দেখা করে সব বিষয় আলোচনা করল।

পরের মাসে লেনিন রাশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বিদেশ ভ্রমণে।

বিদেশেই কঠিন কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল লেনিনকে। কোন সময় বিনা পাশপোর্টে কোন কোন দেশে থাকতে হয়েছে, কোন সময় জাল পাশপোর্টে নাম বদল করে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হয়েছে। জার্মানের মিউনিক শহরে যখন তার গোপন কর্মকেন্দ্র স্থাপনের চিন্তা করছিল তখন তার আইনসঙ্গত কোন পাশপোর্টই ছিল না। বুলগেরিয়ার সোস্থাল ডেমোক্রাট পার্টি জারডোনভ নাম দিয়ে লেনিনকে পাশপোর্ট সংগ্রহ করে দেওয়াতে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হয় নি।

মিউনিকের একটা অস্বাস্থ্যকর ঘরে লেনিন বাস করত।

এমন সময় সংবাদ পেল কুরুপস্কায়া মুক্তিলাভ করেছে। সংবাদ

পেয়েই লেনিন তাকে কাছে নিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। লেনিন একবার প্রাগে, একবার ভিয়েনা ছুটতে লাগল রাশিয়ার কনস্যুলেটের সন্ধানে। তার দরখাস্তের ওপর কনস্যুলেটের স্বাক্ষর প্রয়োজন। সেজন্য ছোটাছুটি করে বেড়াতে থাকে লেনিন। চেকোশ্লোভাকিয়াতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। চেক ভাষা না জানার দরুণই এই অসুবিধা।

মিউনিকে থাকার সময় খাবার অসুবিধা ছিল। কোনো কোনো দিন খাবার জুটতই না। একটা টিনের মগে করে চা পান করেই তার দিন কাটত।

কুরুপস্কায়া সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বিদুষী। লেনিনের কর্মসঙ্গিণী। সে যে সুগৃহিণী তা জানা গেল ঊনিশ শ' এক সালের এপ্রিল মাসে। মিউনিকে উপস্থিত হল কুরুপস্কায়া। লেনিনের ছন্নছাড়া জীবনে ফিরে এল লক্ষ্মীশ্রী। কুরুপস্কায়া মিউনিক পৌছেই স্বামীর অসুবিধাগুলো ভাল করে অনুধাবন করল। সঙ্গে সঙ্গেই সে সংসারের দায়িত্ব তুলে নিল। সাইবেরিয়ার নির্বাসিত জীবনের প্রথম থেকেই তার মা সঙ্গে থাকায় কোন সময়ই সংসারের চিন্তা করতে হয় নি। বিবাহিত-জীবনের প্রথম দিনগুলোর আমেজও কিছুটা ছিল। কিন্তু মিউনিকে এসে সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কুরুপস্কায়া স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সংসারের সব কাজেই হাত লাগাল। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই অস্বাস্থ্যকর বাড়ি ছেড়ে মিউনিকের উপকণ্ঠে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করল। কিছু পুরাতন আসবাবপত্র কিনে মোটামুটি ঘরও সাজাল। কুরুপস্কায়ার জননীও তাদের সঙ্গী হল।

লেনিনের এই সাংসারিক জীবনে লেনিন তার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভিন্ন অন্য কারও সঙ্গে সাক্ষাত করত না। কুরুপস্কায়াও লেনিনের মত কঠোরতম গোপনতা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত। মাত্র একবার লেনিন রোসা লাকসেমবার্গের সঙ্গে মিউনিকে দেখা করতে গিয়েছিল।

ইস্‌ক্রা প্রকাশ করতে নানাভাবে সাহায্য করেছে অনেকেই। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট এডলফ ব্রাউন, পোলীশ বিপ্লবী জুলিয়ান মার্চলেউস্কি এবং বহু ছাপাখানার কর্মী ছিল সাহায্যকারী।

ইস্‌ক্রার প্রথম প্রকাশ লিপজিগে পরবর্তী প্রকাশ মিউনিকে। ইসক্রার প্রথম সংখ্যা বের হতে বিলম্ব ঘটেছিল। কাগজের বিষয় বস্তু উনিশ শ' সালের ডিসেম্বরে প্রস্তুত হলেও তা বের হয়েছিল উনিশ শ' এক সালের জানুয়ারীতে।

ইস্‌ক্রার উদ্দেশ্য ছাপা হল প্রথম সংখ্যায়—The Spark will kindle a flame.

সংবাদপত্র বের হল, তার নেতৃত্ব দিল লেনিন। লেনিন পত্রিকার আদর্শ ও পরিচালনা বিষয়ে সর্বময় দায়িত্ব বহন করত। পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব নিল কুরুপস্কায়া। পত্রিকা ছাপা হবার পরই গোপন পথে তা পাঠান হতে থাকে রাশিয়াতে। পত্রিকা নিয়মিত ভাবে ছেপে বের করা, তাকে সময় মত রাশিয়াতে পাঠিয়ে দেবার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হত কুরুপস্কায়াকে।

রাশিয়াতে জনজাগরণের ঢেউ এসেছে।

শহরে শহরে কলকারখানায় আওয়াজ উঠেছ Down with the autocracy (স্বৈরাচার ধ্বংস হোক)। দলে দলে মানুষ মিছিল করে বের হয়েছে সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মসকো, খারকভ, কিয়েভ প্রভৃতি বড় শহরে। সর্বত্রই একই ধ্বনি উঠেছে।

এমন সময় ইস্‌ক্রার আবির্ভাব।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেনিন বলেছিল, A newspaper is not a collective propagandist and a collective agitator, it is also a collective orgniser.

বহু শত্রু ও প্রতিবন্ধককে জয় করেই লেনিন তার পার্টি গঠন করে, পার্টিকেও বহু অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই অগ্রসর হতে হয়েছিল। সব সময়ই পার্টি সদস্যদের শত্রু পরিবেষ্ঠিত থাকতে হত। কখন বা

জেল হয়, কখন বা নির্বাসন বরণ করতে হয়, কখন বা ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নিতে হয়—এইভাবে অগ্রসর হতে হয়েছে। বহু সদস্যকে কারাবাস করতে হয়েছে, বহু সদস্যকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

রাশিয়ার গোপন পুলিশের রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেছে—there in no body bigger than Ulyanov in the revolution today.—লেনিনের চেয়ে বড় বিপ্লবী আর কেউ ছিল না। এই রিপোর্ট লিখে গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা কর্নেল ঝুবাতোভ সুপারিশ করেছিল, সত্বর উলিয়ানোভ (লেনিন)-কে হত্যা করা হোক।

এতকাল লেনিন "ভ্লাডিমির ইলিয়িচ উলিয়ানোভ" নামেই পরিচিত ছিল। ঊনিশ শ' এক সালের শেষের দিক থেকে তার লেখার শেষে ছদ্মনাম 'লেনিন' লিখতে আরম্ভ হল।

'লেনিন' এই নামটি কেন পছন্দ করল উলিয়ানোভ সে বিষয় বহু মতবাদ থাকলেও মনে করা হয় লেনিন তার ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিল তার নির্বাসিত জীবনের প্রাকৃতিক সহচর 'লেনা' নদীর নামকে স্মরণ করে। প্লেকানভ 'ভলগিন' ছদ্মনাম ব্যবহার করত 'ভলগা' নদীর নাম অনুকরণে। তেমনি লেনিনও দুঃখের দিনের সহচর 'লেনা' নদীকে বিস্মৃত হতে পারেনি বলেই 'লেনিন' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিল।

প্রথম এই ছদ্মনাম লোক সমক্ষে হাজির করল তার রচনা 'Critics of Marx',—রচনাটি বের হয়েছিল 'Zarya' পত্রিকায় সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে লেনিন ছদ্মনাম নিয়ে।

জার্মানে ছাপা হত ইসক্রা। তাকে রাশিয়া পাঠাবার গুরু দায়িত্ব বহন করতে যে সংগঠন দরকার তাও গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিশিনেভ শহরে গোপন ছাপাখানায় ইসক্রা ছাপা হত, তাকে পুণঃ মুদ্রণ করা হত ইয়েকাতেরিনোস্লাভে ও বাকুতে। বাকুর যে গোপন ছাপাখানায় ইসক্রা পুণঃ মুদ্রিত হত তার গোপন নাম ছিল নীনা।

জার্মান থেকে গোপন পথে ইসক্রা হাজির হত রাশিয়াতে। এর পথ ছিল লণ্ডন, স্টকহলম, জেনেভা, মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া এবং মার্সাই বন্দর হয়ে। মার্সাইতে স্মিডোভিচ ইসক্রাকে গোপন পুলিন্দায় ভর্তি করে বাটুমে যে সব জাহাজ যেত তাতে করে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করত। ইসক্রাকে জুরিচ থেকেও পাঠান হত। সেখানে ভারপ্রাপ্ত ছিল লিতভিনভ। গোপন পথে পাঠাবার জন্য ইসক্রা ছাপা হত অতি পাতলা অথচ শক্ত কাগজে।

এই ভাবেই ইসক্রা গন্তব্যস্থলে পৌছত। সেখানে পুণঃ মুদ্রিত হয়ে তা রাশিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে প্রচারিত হত। তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত পর্বত।

ইসক্রা পরিচালনা করতে লেনিনের সঙ্গে সহকর্মীদের মতভেদ ঘটেছে অনেক সময়।

প্লেকানভ, ভেরা ঝাসুলিচ, য়্যাক্‌সেলরড তার সহকর্মী।

পার্টির জন্য যে খসরা কর্মপন্থা লিখল প্লেকানভ তাতেই মত-বিরোধ দেখা দিল। খসরা আবার তৈরী হল। এবারও তাতে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' কথাটা বাদ রইল। এতে শ্রেণী সংগ্রামকে উপেক্ষা করে সর্বশ্রেণীর সর্বপ্রকার সংগ্রামকেই তুলে ধরা হয়েছিল। এই নিয়েই মত বিরোধ।

ভেরা প্লেকানভের সব বক্তব্যকে যেমন সমর্থন করতে পারেনি, তেমনি লেনিনের বক্তব্যও সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে রাজি হল না। য়্যাকাসলরেডও লেনিনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেনি।

কর্মক্ষেত্রে ও লেনিনের এই ভাবে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটেছে। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে পার্টি গড়ে তোলাই লেনিনের ব্রত। সহকর্মীদের সঙ্গে ঘোরতর মতভেদও হত তার নিজস্ব খসরাকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করতে।

পার্টির কৃষক শাখার কাজকে লেনিন বেশি গুরুত্ব দিত।

তার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্যদের আহ্বান জানাল খেটে-

খাওয়া মানুষদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে। জনমনে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগবে অর্থ নৈতিক সংগ্রামের মাঝ দিয়ে তারই সদ্ব্যবহার করে তাদের সোস্যাল ডেমোক্রাটদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। তার পার্টির আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সেক্রেটারীর গদী চেপে বসে থাকা নয়। তাদের কাজ হবে যেখানে শোষিত মানুষ সেখানে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। প্রশাসকদের অত্যাচার, পুঁজিবাদীদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে তারা সচেষ্ট হবে। প্রত্যেকটি এইরূপ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রত্যেক ঘটনার সুযোগে সমাজবাদী কার্য কলাপকে প্রসার ও গণতান্ত্রিক দাবীকে তুলে ধরার ক্ষমতা থাকা চাই। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া the world-historic significance of the struggle for the emancipation of the proletariat—সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের পৃথিবী ব্যাপী ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করাও তাদের কাজ।

বুর্জোয়াদের প্রভাব মুক্ত করা খুবই কঠিন কাজ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ভাবে সর্বহারারা বুর্জোয়ার পেষণে সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে সেই সত্ত্বাকে জাগ্রত করা খুবই কঠিন কাজ—বুর্জোয়ারা খেটে খাওয়া মানুষের ওপর সব সময়ই তাদের আদর্শ চাপিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থাকে রোধ করতে হলে প্রয়োজন শক্তহাতে হাল ধরা, বুর্জোয়া আদর্শের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়া। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন ধরণের আন্দোলন যে সর্বহারাদের বহুকাল দাসত্ব করার পথ খুলে দেয় লেনিন তা বুঝিয়ে দিল কর্মীদের। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আর্থিক কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায় মালিকদের কাছ থেকে, কখনও সরকারের কাছ থেকে, কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থার বাহিরে যাবার মত বিপ্লবী শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না। লেনিন বলল, মানুষ শ্রম বিক্রি করে পুঁজিবাদী সমাজে আন্দোলন করে কিছু সুবিধা আদায় করতে পারে কিন্তু যে সমাজ ব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষ শ্রম বিক্রি করে চিরকাল ধনীর

ধন বৃদ্ধি করে সেই সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেনা। আসল হল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। তার জন্যই শ্রেণী সংগ্রাম।

লেনিন বলল, প্রত্যেকটি কারখানাই আমাদের দুর্গ। তাকে দুর্গ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রত্যেক কর্মীর।

নির্বাসিত জীবন যাপন করছে লেনিন। স্বেচ্ছা নির্বাসন। দেশ থেকে অনেক দূরে জার্মান শহরে বিদেশীর পরিচয়ে।

কিন্তু দেশ?

তার সহকর্মী?

তার পার্টি?

কাউকে ভোলেনি লেনিন।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মসকো, কিয়েভ, ওডেসার স্থানীয় কমিটির সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করত, সব সময়ই প্রত্যেকটি সংগঠনের কাজে নজর দিত। কর্মীরা কোন ভুল করলে তা কি করে সংশোধন করা যায় তা পত্রদ্বারা জানিয়ে দিত। কি করে মার্কসবাদীরা বিপ্লবী সংগ্রাম করবে তার জন্য সবাইকে তার রচনা 'Where to begin' এবং "What is to be done" পড়তে নির্দেশ দিত।

রাশিয়া থেকেও গোপনে কর্মীরা আসত তার কাছে। এইসব কর্মী বিশেষ করে যারা ইসক্রা প্রচারে সচেষ্ট তাদের সঙ্গে লেনিন আলোচনা করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কুরুপস্কায়া তাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত। এইসব কর্মী যে সব সমস্যা নিয়ে আসত, যে সব প্রশ্ন করত তার সমাধান ও জবাব দিত হাসিমুখে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে ভাবে পড়ান হয় লেনিন সেই ভাবে এই সব কর্মীদের মার্কসবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দিত।

বিপ্লবী আন্দোলন ধীরে ধীরে গণচিত্ত দখল করল। আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হল। ইসক্রা যে অদ্ভুদ অচিন্ত্যনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল এ কথা না বললেও চলে।

জার্মান সরকার ইসক্রা সম্বন্ধে সজাগ হল। পুলিশ জোর করে

উনিশ শ' দুই সালে ইসক্রা প্রকাশ বন্ধ করে দিল। লেনিন নিরুপায় হয়ে লণ্ডনে উঠে যেতে বাধ্য হল। সপরিবারে লেনিন্ সেই বছর এপ্রিল মাসে মিউনিক ছেড়ে লণ্ডনে হাজির হল। লণ্ডন যাবার পথে কিছু সময়ের জন্য ব্রাসেলস, কোলোন ও লীজ শহরেও অপেক্ষা করেছিল।

লণ্ডনের সোস্যাল ডেমোক্রাট সংগঠন এগিয়ে এল লেনিনকে সাহায্য করতে। তাদের প্রেসেই ইসক্রা ছাপার ব্যবস্থা হল। কিন্তু ছোট্ট একটা ঘরে ছোট্ট একটা টেবিল আর চেয়ার, দ্বিতীয় চেয়ার বসাবার স্থান ছিলনা সেখানে। এমন একটি ক্ষুদ্র কুঠুরিতে বসে লেনিন তার ইসক্রা সম্পাদন করত।

লণ্ডনে এসে লেনিনকে নাম বদল করতে হল। তার নতুন নাম হল রিচটার।

প্রথমে কুরুপস্কায়াকে নিয়ে লেনিন ঘর বাঁধল একটা সাজানো বড় ঘরে। পরে দুখানা ঘর ভাড়া করে সেখানে উঠে গেল। এবারের বাসস্থান বৃটিশ মিউজিয়ামের অতি নিকটে।

সারাদিন কাজের পর লেনিন পথে বের হত লণ্ডনের মানুষকে জানতে। বৃটিশজাতির জীবনধারা দেখে লেনিন মাঝে মাঝেই বলত, এখানে দুটো nation বাস করছে। একটি ধনী অপরটি দরিদ্র।

'ওদের খেটে-খাওয়া মানুষদের জানতে হবে, দেখতে হবে।

লেনিন ছুটে যেত জেলায় জেলায়। শ্রমিকদের অবস্থা দেখত তাদের সভায় যোগ দিয়ে মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শুনত প্রথম প্রথম লেনিনের সব কিছু বুঝতে অসুবিধা হত, সেজন্য লেনি ইংরেজি ভাষা শিখতে মন দিল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ইংরেজী ভাষা শিখতে থাকে। বিনিম' তাদের শিক্ষককে রাশিয়ান ভাষা শেখাতে থাকে।

লেনিন সংবাদ পেল তার মা আর বোন ফ্রান্সে বাস করছে।

ইসক্রার গুরুদায়িত্ব পালন করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে লেনিন। মায়ের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে স্থির করল কিছুকাল ফ্রান্সে মায়ের সঙ্গে বসবাস করবে ও বিশ্রাম নেবে।

মাকে কাছে পেয়ে লেনিন ফিরে পেল নতুন উৎসাহ।

ফ্রান্সের উত্তর সীমানার সমুদ্রতীরের ছোট্ট শহর লেজিভিউ।

ছোট্ট একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তার মা।

লেনিন এসে হাজির হল মায়ের পাশে। মায়ের সঙ্গ ছাড়তে মোটেই ইচ্ছা হত না তার। সব সময়ই মাতৃসঙ্গ কামনা করত লেনিন। কিন্তু ছয়টি সন্তানের জননী (তখন পাঁচটি জীবিত) তার প্রত্যেক সন্তানের প্রয়োজন মেটাতে ছুটে বেড়াতে বাধ্য হত। কখন কোন সন্তান থাকবে কারাগারে, কোন সন্তান থাকবে নির্বাসনে, তার কোন ঠিকানা নেই। এতগুলো সন্তানের একটিমাত্র জননী, তার পক্ষে সম্ভব কি কোন একটি সন্তানের পাশে সব সময় থাকা।

লেনিনের গভীর মাতৃভক্তি এবং সন্তানের প্রতি অকৃপণ স্নেহের আধার জননী মেরিয়াকে কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এতই মহান এই মাতৃভক্তি আর সন্তানস্নেহ।

মহান সোবিয়েত রাষ্ট্রের মহান নেতা লেনিন তার কৃতিত্ব ও গৌরবের জন্য সম্পূর্ণভাবে ঋণী তার পিতামাতার নিকট। এমন জননী না হলে এমন সন্তান সম্ভব কি !

লেনিন লণ্ডনে ফিরে এল। আঠার মার্চ তারিখে লেনিন হোয়াইট চ্যাপেলে প্যারিস কম্যুনের বার্ষিক উৎসবের বিরাট জমায়েতে ভাষণ দিয়ে মার্কসবাদ ও খেটে-খাওয়া মানুষের শ্রেণী-সংগ্রামের বিষয় আলোচনা করল।

লণ্ডন থেকে লেনিন জেনেভায় এল তিন সালের শরৎকালে।

চার সালের শরৎকাল অবধি জেনেভার শহরতলীতে ছোট একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে সস্ত্রীক বাস করেছিল লেনিন। এই দোতালা বাড়ির নীচের তলায় ছিল রান্নাঘর আর বসবার ঘর। উপর তলায়

বাস করত লেনিন। তার সহকর্মীরা এলে বসবার ঘরেই বসে আলোচনা করত। লেনিন ও কুরুপস্কায়ার আতিথেয়তার সুনাম ছিল। যারা আসত তারা খুশী হত তাদের অমায়িক ব্যবহারে, খুশী হত তাদের সমস্যাসঙ্কুল বৈপ্লবিক জীবনের কর্মপন্থার দিগদর্শন লাভ করে। লেনিন জনতার একজন। যেমন ছিল তার মননশীলতা তেমনি সে ছিল হাস্যপরিহাস রসিক, সঙ্গীতে সমাজিক উৎসবে লেনিন ছিল অত্যধিক উৎসাহী। সময় পেলে স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে পড়ত সাইকেলে চেপে গ্রাম পরিভ্রমণে। প্রাণের প্রাচুর্যে উভয়েই ছিল ভরপূর। রবিবারে কুরুপস্কায়া তার মায়ের সঙ্গে সারা দিন বেরিয়ে বেড়াত। জেনেভা শহরের উপকণ্ঠে প্রায় সকল গ্রামেই লেনিন যেত ভ্রমণের নেশায় আর পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে পরিচিত হতে। আবার বাড়ি ফিরে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করতে বসত। কোন সময়ই ক্লান্তি অনুভব করত না।

তিন বছরে ইসক্রা যথেষ্ট স্থান গড়ে তুলেছিল রাশিয়াতে।

আমি চাই একটি জঙ্গী সর্বহারা সংগঠন, লেনিন বলেছিল তার সহকর্মীদের।

আবার বলল, আমি যে সংগঠন গড়তে চাই সেই সংগঠন ভবিষ্যতে বিপ্লবী খেটে-খাওয়া মানুষের সংগঠন গড়ে তুলবে সারা পৃথিবীতে।

পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। প্রথম কংগ্রেসে নয় জন প্রতিনিধি ছিল, দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল তেতাল্লিশ জন প্রতিনিধি।

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রাখা হল পার্টির প্রোগ্রাম, পার্টি সংগঠন, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী গঠনের সূচী।

লেনিনকে লড়াই করতে হল তার সহকর্মীদের সঙ্গে আদর্শ নির্ধারণে। এতদিন ইসক্রায় যে সব আদর্শ ও সংগঠন বিষয়ে লেনিন

প্রবন্ধ লিখেছে, সেই অনুসারে কর্মপন্থা স্থির করতে বাধার সম্মুখীন হতে হল। কেউ মধ্যপন্থী, কেউ অর্থনৈতিক বিষয়ে বেশি গুরুত্ব-দানকারী, কেউ নরমপন্থী। লেনিন চায় শক্ত জঙ্গী দল, এদের সংযোগ থাকবে বিরাট খেটে-খাওয়া জনতার সঙ্গে। শোধনবাদীদের চিন্তাধারার সঙ্গে লেনিনের চিন্তাধারার এই পার্থক্য অনেকেই সহজে গ্রহণ করতে পারছিল না।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রথম দিকে প্লেকানভ লেনিনকে সহজভাবে সমর্থন জানাতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত লেনিনের মতবাদকে গ্রহণ করেছিল। অর্থনীতির সমর্থক আকিমোভ প্লেকানভকে নিজের দলে ভেড়াতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেও প্লেকানভ লেনিনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়নি। লেনিনও প্লেকানভকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। (He (Akimov) is determind to divorce me from Lenin. But I refuse to divorce Linin, and hope that he, too, has no intention of divorcing me). সুবিধাবাদীরা এই কংগ্রেসে সর্বহারার একনায়ত্বকে কোন ক্রমেই স্বীকার করতে রাজী হয়নি, বিশেষ করে বানদিষ্ট নেতা লাইবার, অর্থনীতির পোষক আকিমোভ এবং মার্টিলোভ বাধা দিতে থাকে প্রথম থেকেই। লেনিনের নেতৃত্বে যারা ইসক্রার সমর্থক তারা সর্বহারার একনায়কত্বে বেশি মূল্য দিয়ে বিরোধীদের যুক্তিখণ্ডন করে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল। মার্কস ও এনজেলের মৃত্যুর পর এই সর্বপ্রথম জননেতারা বৈপ্লবিক কর্মপন্থা স্বীকার করল লেনিনের নেতৃত্বে। (the dictatorship of the proletariat was set down as the fundamental task of the party of the working class) পৃথিবীর শ্রমিক-কৃষক খেটে-খাওয়া মানুষদের ইতিহাসে এই কর্মপন্থা ও আদর্শ গ্রহণ নতুন যুগের সূচনা করল।

কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশিত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী গঠনেও লেনিনকে ঘোরতর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আমি চাই যারা বিপ্লবী এবং আমাদের আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাসী এমন সহকর্মীরাই কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবে আর থাকবে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে।

লেনিনের এই বক্তব্য সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারল না প্রতিনিধিদের অনেকেই।

মারতোভ মধ্যপন্থীদের অন্যতম। সেই বলল, তোমার প্রস্তাবমত যোগ্যতার যাচাই হবে কি ভাবে?

কাজ দিয়ে। প্রত্যেকের কাজের ফিরিস্তি দেখতে হবে। উত্তর দিল লেনিন।

কজন সদস্য থাকবে তোমার সম্পাদকমণ্ডলীতে।

আমাদের ইচ্ছা তিন জন সদস্য নিয়ে সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হোক।

আগের বোর্ড থাকাই উচিত মনে করি। প্রস্তাব দিল একজন।

লেনিন জোর দিয়ে বলল, তা হতে পারে না। আগের বোর্ডের সদস্য য়্যাকসেলরোড সারা বছরে তিন চারটির বেশি প্রবন্ধ লেখেনি। ভেরা ঝাসুনিচ ও পোত্রেসভ একটিও প্রবন্ধ লেখেনি। আমি আর প্লেকানভ লিখেছি সারা বছরের প্রবন্ধ। এটা সহজ কাজ নয়। আমি চাই আরও দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত ব্যক্তি।

গুঞ্জন উঠল।

অবশেষে তিনজন সদস্য নিয়েই গঠিত হল সম্পাদক মণ্ডলী। এতে রইল লেনিন, প্লেকানভ ও মারতোভ। আর কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হল। কেন্দ্রীয় কমিটীতে যোগ দিল নসকোভ, লেংনিগ ও ঝিঝালোভস্কি।

এই কংগ্রেসের উক্ত অভিজ্ঞতা লেনিনকে বিশেষ ব্যথিত করেছিল। প্রতিনিধিরা পরস্পরকে অহেতুক যেমন আক্রমন করছিল তেমনি কটুকথা ও ব্যক্তিগত কুৎসাতেও মেতে উঠেছিল। এরকম আচরণ পার্টির সহকর্মীদের মধ্যে থাকা মোটেই মঙ্গলদায়ক নয়।

প্রয়োজন ছিল একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। বিষয় সম্বন্ধে সবাইয়ের অভিমত নিয়ে শেষ মতামত গ্রহণ করা। আবার দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা। আবার আলোচনা, আবার মতামত। কিন্তু তা না হয়ে কথার পর কথা। নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের জন্য সর্বপ্রকারে কথার ঝড় উঠিয়ে কোন লাভ হয় না, কাজে ব্যাঘাত ঘটে। লেনিন খুবই অপছন্দ করে এই ভাবে কাজ করতে। যা আলোচ্য বিষয় তা বাদ দিয়ে সাইড টক করা একশ্রেণীর বিঘ্ন। 'এ থেকে মুক্তি না পেলে কোনক্রমেই আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারব না'।

পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের জয় কিন্তু সমস্যার সমাধান আনতে পারেনি। কদিনের মধ্যেই পার্টির অভ্যন্তরে কলহ দেখা দিল। মেনশেভিকরা নীরবে থাকার মত লোক নয়, তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছিল পার্টির ভেতরে থেকে পার্টির আদর্শকে ক্ষুন্ন করতে, পার্টির সংগঠনে ভাঙ্গন ধরাতেও তারা চেষ্টা করছিল, পার্টির কাজ যাতে অগ্রসর হতে না পারে তার জন্যও তাদের চেষ্টার শেষ নেই। তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দখল করা।

এতকাল সুবিধাবাদী ও অর্থনীতির প্রবক্তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হলেও লেনিন চিন্তিত হয়নি। মোটামুটি সুবিধাবাদীদের ও অর্থনীতির প্রবক্তাদের পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেলেও পার্টির অভ্যন্তরে আরেকটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তারা মেনশেভিক। প্লেকানভও সমর্থন করতে আরম্ভ করেছে এই উপদলকে। লেনিন শঙ্কিত হল ক্ষমতালিপ্সু মেনশেভিকদের কার্যকলাপে।

সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকলে পার্টির এই দুর্দিনে কোন কাজই করা সম্ভব নয়।

লেনিন স্থির করল, সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ দেবে, তা হলেই সংগঠনকে জোরদার করা সম্ভব। সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করার প্রয়োজন বেশি।

লেনিন ইসক্রা থেকে বিদায় নিল।

বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ইসক্রা পরিচালনার দায়িত্ব পেল মনশেভিকরা। তারা এই সুযোগ ভালভাবেই গ্রহণ করল। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তারা প্রচারে নেমে পড়ল, বিশেষ করে লেনিনের বিরুদ্ধে তারা কলম তুলে ধরল।

লেনিনও চুপ করে বসে ছিল না।

মেনশেভিকদের পার্টিবিরোধী, জনস্বার্থবিরোধী কাজের উপযুক্ত জবাব দেবার সময় আসন্ন।

সেই কাজ করতেই লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ দিল।

তখন থেকে তার কাজ হল প্লেকানভের মেনশেভিকপন্থী মনোভাব ও বলশেভিক বিরোধী কাজের প্রতিবাদ জানান।

লেনিন কেন সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেছে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে ইসক্রায় প্রকাশ করতে পাঠাল কিন্তু ইসক্রার বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী তা প্রকাশ করল না। তখন লেনিন নিজেই তা ছেপে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দিল।

সুবিধাবাদী মেনশেভিকরা যে বলশেভিক বিরোধী ও পার্টিস্বার্থের পরিপন্থী তা জনসমক্ষে উদঘাটিত করার দায়িত্ব নিল লেনিন। এতদিন লেনিন বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, মেনশেভিকদের কর্মধারা তাকে ক্রমেই পিছিয়ে দিচ্ছিল। লেনিন বিশেষ সমস্যায় পড়ল।

মারতোভ ফতোয়া দিল ধর্মঘটকারী সবাই পার্টির সদস্য বলে গণ্য হবে।

লেনিন বলল, অসম্ভব, তা হতে পারে না।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের কাজ হল সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যেকটি আন্দোলন পরিচালনা। তাদের সঙ্গে যারা কাজ করে তারা সবাই কি পার্টির সদস্য! তা হয় না, হতে পারে না। এতে সুবিধাবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে। লেনিন মেনশেভিকদের এই

তত্ত্বকে লজ্জাজনক ও নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করে নি। এই মতবাদ যদি পার্টিতে শেকড় গেড়ে বসে তা হলে পার্টির পক্ষে সর্বনাশ। এতে পার্টিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। পার্টির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ছিদ্র পথে পাতি-বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদীরা প্রবেশ করবে পার্টিতে, দেখা দেবে আদর্শচ্যুতি। যে সর্বহারার একনায়কত্বের বিপ্লব উদ্দেশ্য তা কখনই সম্ভব হবে না।

অথচ এতকাল যেভাবে লেনিন অগ্রসর হয়েছিল তাতে মোটামুটি আদর্শগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অথচ এই ঐক্যকে পেছনে টেনে আনার চেষ্টা করছিল মেনশেভিকরা। ইসক্রা এতকাল মার্কসবাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রচার করেছে অথচ মেনশেভিকদের হাতে সেই ইসক্রা সুবিধাবাদের কথা বলছে। জঙ্গী মানুষের বিপ্লবকে পিছিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে সুবিধাবাদীরা কিন্তু মেনশেভিক পরিচালিত ইসক্রার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। তারা বলল, হাঁ, এই তো শ্রেণীসংগ্রামের আসল কথা। এইভাবে তলে তলে পার্টিকে দুর্বল করে তোলার সব চেষ্টাই করতে থাকে তারা।

সবহারার একটি অস্ত্র—জনসংগঠন। তাদের সকল শক্তির উৎস হল জনমতগঠন করা। তাদের আদর্শকে প্রচার করে জনমত গঠন ও জনসংগঠন হল বড় কথা।

লেনিন তার প্রবন্ধ 'One Step Forward, Two Steps Back' দিয়ে মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী চরিত্রকে যেভাবে উদ্‌ঘাটন করেছিল তাতে মেনশেভিক মহলে বেশ সাড়া পড়ে গেল। তারা লেনিনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজে নেমে পড়ল। প্লেকানভ চাইল লেনিনের এই প্রবন্ধের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সম্পর্ক থাকবে না। কেন্দ্রীয় কমিটিও এই প্রবন্ধ ছেপে প্রচার করা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখল যাতে মীমাংসা কিছু করা সম্ভব হয়। তাদের এই চেস্টা ব্যর্থ হল। রাশিয়াতে লেনিনের এই প্রবন্ধ সম্বলিত বইটির চাহিদা বৃদ্ধি পেল। এর প্রচার বৃদ্ধি পেল খেটে-খাওয়া মানুষদের মাঝে।

পুলিশের কানেও উঠল এই প্রবন্ধের বিষয়। তারা নানা জায়গায় তল্লাসী আরম্ভ করল। তল্লাসীর সময় বহু বই পাওয়া গেল। বহু কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করল মস্কো, সেণ্ট পিটার্সবার্গে, কিয়েভে, বাকুতে, রিগায়, সারাটোভে, তুলায়, ওরেলে, উফায়, পাসে কোষ্টরোমায়, ডিগ্রিতে, সাভেলিতে ও অন্যান্য শহরে ও গ্রামে। এ থেকেই বোঝা যায় এই বই কি ভাবে সমাদৃত হয়েছিল রাশিয়ার উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

লেনিনের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হয়ে বলশেভিকরা আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ হল। তারা সংগঠনকে জোরদার করতে আরও সচেতন হল।

দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের পর এই সব ঘটনা ঘটলেও তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ রইল না।

মেনশেভিকদের সঙ্গে অক্লান্ত লড়াই চালাতে চালাতে লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়ল।

লেনিনের চোখে ঘুম নেই।

রাতের পর রাত জেগে লেনিন ক্রমেই স্নায়বিক দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়ছিল।

কুরুপস্কায়া খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

একটা কাজ করলে কেমন হয়?—বলল কুরুপ্স্কায়া।

লেনিন ক্লান্তিভরা চোখ তুলে দেখল তার মমতাময়ী স্ত্রীকে। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা।

ক'দিন পাহাড়ে পাহাড়ে বেরিয়ে তোমার মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে চাই। যাবে তুমি?

লেনিন যেন পথ খুঁজে পেল। সাগ্রহে কুরুপ্স্কায়াকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আর যেন পারছিনা। চল কদিন বেড়িয়ে বেড়াই।

কুরুপ্স্কায়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে ভর্তি করল। একটা

ব্যাগ বেঁধে দিল লেনিনের পিঠে, আরেকটা বেঁধে নিল নিজের পিঠে। পরিব্রাজকের মন ও ভঙ্গী নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল দূরের পার্বত্য এলাকা ভ্রমণে।

পরিবেশ পরিবর্তন। পার্বত্য জল হাওয়া। নির্জনতা। শারীরিক পরিশ্রম। এই সব মিলে ফিরিয়ে দিল রাতের ঘুম। আবার লেনিন ফিরে পেল তার উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা।

লেনিন আর কুরুপ্‌স্কায়া।

সুখী দম্পতি।

ল্যাক দ্য ব্রি গ্রাম।

বাস করছে দু'জনে।

লেনিন মজুরের কাজ নিয়ে বাগানের মাটি খুঁড়ছে। বাগানের ছোট গাছাটিকেও আদর করছে। লেনিন নতুন জীবনলাভ করেছে এই মনোরম পরিবেশে। কুরুপ্‌স্কায়া তার পাশে। সেও নিড়ানি দিয়ে বাগান পরিষ্কার করছে। লেনিন তার কঠিন কর্মজীবন থেকে মুক্ত কিছুকাল।

কিন্তু তা হবার উপায় নেই।

বগদোনভ আর অলমিস্কি হাজির সেখানে। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা আর ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা। লেনিন ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ল তার পুরানো জীবন ধারায়।

ল্যাক দ্য ব্রি-তে স্থির হল বিদেশে থেকে বলশেভিক মতবাদ প্রচারের জন্য নতুন একটি মুখপত্র দরকার। এবং তা প্রকাশ করে রাশিয়াতে আলোড়ন তুলতে হবে। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

শরৎকালে লেনিন আবার জেনেভায় ফিরে গল। পুরাতন বাসস্থান ছেড়ে শহরের মধ্যস্থলে নতুন বাড়িভাড়া করল। নিকটবর্তী পাঠাগারে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করে বহু গ্রন্থপাঠ আরম্ভ করল।

মেনশেভিকদের প্রতিক্রিয়াশীল কাজের দরুণ আবার লেনিনকে নামতে হল সংগ্রামে।

ইসক্রা তখন মেনশেভিকদের হাতে। মেনশেভিকরা গভীর ষড়যন্ত্র করছে লেনিনকে চিরতরে উৎখাত করতে। তাদের গোপন পত্রে এই চক্রান্তের বিষয় পাওয়া গেছে। ইসক্রা প্রকাশের দায়িত্ব পেয়েই মেনশেভিকরা লেনিনের বিরুদ্ধ অভিযান শুরু করেছে। পরপর বহু প্রবন্ধে লেনিনকে আক্রমন করে সচেষ্ট হল লেনিনকে বিচ্ছিন্ন করার। তারা স্বীকার করল: If he (Lenin) is to be blown up let him be blown up completely, methodically, systematically"—এ থেকে জানা যায় কি গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছিল লেনিনের বিরুদ্ধে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও লেনিনকে বিতাড়নের চক্রান্ত চলছিল নেপথ্যে। মেনশেভিকরা হঠাৎ কোন কিছু না করে লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচার ব্যবস্থা প্রবল করে জনমতকে তার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

এক দিকে প্রবল প্রতাপ রাশিয়ার স্বৈরাচারী জার। তার সঙ্গে পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। অপর দিকে দলের অভ্যন্তরে সুবিধাবাদীদের অনুপ্রবেশ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। এই দুই সমস্যা ও শত্রু নিয়ে লেনিন ব্যতিব্যস্ত। সবচেয়ে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল মেনশেভিকদের পার্টি বিরোধী কার্যকলাপে। লেনিনকে অকুতোভয়ে লড়াই করতে হয়েছিল মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে।

লেনিন বলশেভিকদের আহ্বান জানাল মেনশেভিকদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিতে। কে পার্টির স্বার্থ রক্ষা করবে, কে পার্টি স্বার্থ বিরোধী আর কে মধ্যপন্থী—এসবের ফয়সালা করার প্রয়োজন বুঝেই এই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস।

আরও প্রয়োজন ছিল বলশেভিক চিন্তাধারা প্রসারের জন্য নিজস্ব একটি পত্রিকা।

ঊনত্রিশে নবেম্বর ঊনিশ শ' চার সাল। পার্টি পত্রিকা বের করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। চৌঠা জানুয়ারী ঊনিশ শ' পাঁচ সালে বলশেভিক মতবাদ বহনকারী পত্রিকা 'ভপেরয়েড' (Vperyod-Forward) পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল। জেনেভা থেকে এর প্রথম সংখ্যা বের হল। এই সংখ্যার বহু প্রবন্ধ লিখল লেনিন স্বয়ং।

রাশিয়ার জনসাধারণ সাগ্রহে গ্রহণ করল এই পত্রিকাকে।

ইতিহাসের বিবর্তনকে কেউ রুখতে পারে না।

পুতিলভ কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করল তেসরা জানুয়ারী।

জারও চুপ করে বসে ছিল না।

বার হাজার শ্রমিকের এই ধর্মঘট বন্ধ করতে চল্লিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন করল। সৈন্যবাহিনী সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেও জার তার দালাল ঝুবাটোভের মারফত মীমাংসারও চেষ্টা করছিল।

ঝুবাটোভ মেকি শ্রমিকনেতা।

কতকগুলো শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নেতা সে। এইসব শ্রমিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে ঝুবাটোভ পুলিশের তথা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেত।

ঝুবাটোভ যেমন কুচক্রী তেমনি তার সঙ্গী হল পাদরী গাপোন। গাপোন গোয়েন্দা পুলিশের এজেন্ট।

শ্রমিকদের বিপথে পরিচালনা করতে দুজনেই সক্ষম ও সক্রিয়।

গাপোন প্রস্তাব দিল, সকল শ্রমিক মিলিত হয়ে রাজদরবারে দাবী পেশ করুক। সম্রাটকে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনাক। আমার বিশ্বাস সম্রাট হৃদয়হীন নন। তিনি নিশ্চয়ই তার এই শোষিত শ্রমিকদের দুঃখ মোচন করতে এগিয়ে আসবেন।

গাপোনের প্রস্তাব শুনে বলশেভিকরা শ্রমিকদের সাবধান করল। খবরদার, এই আত্মঘাতী ব্যবস্থা মেনে নিও না।

কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল। গাপোনের গোপন উদ্দেশ্য কেউ

জানত না। তারা গাপোনকে বিশ্বাস করে মিছিলে যোগ দিয়ে রাজধানীর পথে নেমে পড়ল। বলশেভিকরা দেখল এদের নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। সুবিধাবাদী শত্রুরা যে ভাবে উত্তেজিত করেছে তাতে বাধা দেওয়া মূল্যহীন। তারাও তাদের সঙ্গে চলল যাতে গুরুতর বিপদে তারা কিছু সাহায্য করতে পারে।

নয়ই জানুয়ারী রবিবার।

দেড় লক্ষ লোকের মিছিল এগিয়ে চলেছে জারের শীতকালীন প্রাসাদের দিকে। শ্রমিকরা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছে। যেন কোন উৎসবে যোগ দিতে চলেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবক-যুবতী, শিশু সবাই চলেছে। রাজদরবারে আবেদন জানাবে, তাদের ব্যথা-বেদনা দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে নিশ্চয় মহামান্য সম্রাট এগিয়ে আসবে।

কিন্তু একি !

হঠাৎ শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ। হাজার হাজার বুলেট ছুটে বের হল বন্দুকের নল থেকে ! নিরস্ত্র আশাবাদী দুঃখী মানুষের ওপর ছুটল অগ্নিগোলক ! মুহূর্তে শত শত মানুষ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রক্তের বন্যা বইল রাজধানীর রাজপথে।

সহস্রাধিক জীবন হারাল। পাঁচ সহস্রাধিক আহত হল। ঠাণ্ডা মাথায় এভাবে নরহত্যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ !

জার ভেবেছিল এইভাবে রক্তপাত ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করলে খেটে-খাওয়া মানুষ আর কখনও মাথা তুলে তাদের দাবী জানাবে না।

ঝুবাটোভের ঝুটা আশ্বাসে এবং গাবোনের চক্রান্তে এই নরহত্যা। ঝুবাটোভ চেয়েছিল খেটে-খাওয়া মানুষের বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মকে বিপথে চালাতে। সেদিনের রক্তপাত তাদের এই হীন উদ্দেশ্যকে নিষ্ফল করে দিল। জনতা বুঝতে পারল, সম্রাটের দয়া ও করুণা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জেনেভায় এই মর্মান্তিক সংবাদ পরের দিন পৌঁছল।

লেনিন ও তার সহকর্মী বলশেভিকরা সংবাদ শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। বহুক্ষণ তাদের মুখ থেকে কোন শব্দ বের হল না।

সবাই বুঝল বিপ্লব সন্নিকটে।

অত্যাচারী নিপাত যাবে। জনতা জেগে উঠবে, শক্তিশালী হবে, মুক্তির সন্ধান পাবে।

রাশিয়ার এই হল প্রথম বৈপ্লবিক উত্থান।

যদিও বিপথে চালিত হয়ে বহু প্রাণ গেছে, তবুও শ্রমিকরা বুঝতে পারল আবেদন-নিবেদনের অসারতা।

লেনিন বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পেল। আগামী দিনে সমগ্র রাশিয়ার মানুষ যে বিপ্লবের সামিল হবে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। সারা বিশ্বের সর্বহারা মানুষ রাশিয়ার সর্বহারাদের দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে। "The overthrow of tsarism in Russia, so valiantly begun by our working class, wlll be the turning point in the history of all countries—(Lenin—Collected works, Vol 8) রাশিয়ার বিপ্লব পৃথিবীর সর্বত্র যে অলোড়ন আনবে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

লেনিন ছিল রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী। বাইরে থাকার অসুবিধা অনেক। সুবিধাও খুব কম নয়।

এই প্রথম বিপ্লবের পর লেনিন বলশেভিকদের মুখপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখে রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিতে থাকে। যে সব সহকর্মীরা গোপন পথে জেনেভায় এসে উপস্থিত হত তাদের সঙ্গে বিপ্লব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করত।

রুশ-জাপানের যুদ্ধ।

যুদ্ধে পরাজিত হল রাশিয়া। জাপান যে প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তা প্রমাণ হল পাঁচ সালে।

লেনিন বিদেশে বসেই এই যুদ্ধে জারের পরাজয়, রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকত। কোন জিনিসই তার দৃষ্টি এড়াত না।

'জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নির্মূল করতে পারে।'

এ-বিষয়ে মার্কস ও এনজেল যে ভাবে বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে চেয়েছে তার বেশি কিছু করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে লেনিন বহু গ্রন্থপাঠ করতে থাকে। যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য, কিভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভব, এই অভ্যুত্থানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত—এসব বিষয়ে লেনিন নিজেকে প্রস্তুত করতে বহু গ্রন্থপাঠ করতে থাকে। জনসাধারণকে এসব বিষয়ে জ্ঞাত রাখতে লেনিন তার পত্রিকায় ফরাসী বিপ্লবে পথযুদ্ধ সম্বন্ধে জেনারেল ক্লুসারেটের যে গ্রন্থ বের হয়েছিল তার অনুবাদ প্রকাশ করল। এই অনুবাদের সঙ্গে জুড়ে দিল এই বীর সেনাপতির জীবনী।

পাঁচ সালের বিপ্লবের পরই বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পেল। বুর্জোয়া প্রবর্তিত গণতন্ত্রই যে মেনশেভিকদের ধর্ম এবং সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণ তাদের উদ্দেশ্য, তা প্রচার করতে থাকে লেনিন তার বলশালী লেখার মাধ্যমে। মেনশেভিকরা মার্কসীয় দর্শনকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে, মার্কসবাদের আসল উদ্দেশ্য শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কত্বকে লঘু করে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পার্টি সদস্যদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে তা জনসাধারণের গোচরে আনতে থাকে লেনিন।

লেনিন সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকে মেনশেভিকদের মুখোস খুলে দিতে। মেনশেভিকরা সুবিধাবাদী, সীমিত ক্ষমতার দাবীদার, ভীরু, বিপ্লবকে ভয় করে, সর্বহারা শ্রমিক-কৃষকদের বিরোধী। প্রকাশ্যে লেনিন ঘটনা ও উদাহরণ দিয়ে প্রচার করে মেনশেভিকদের

সর্বনাশা নীতির বিরোধিতা করতে থাকে। লেনিন বলশেভিকদের নিয়ে যখন এগিয়ে চলেছে তখন মেনশেভিকরা খেটে-খাওয়া মানুষদের পেছনে টানছে, বিপ্লবী মানুষকে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের খপ্পরে টেনে নেবার চেস্টা করছে মেনশেভিকরা। যখনই জনজাগরণের ডাক এসেছে তখনই মেনশেভিকরা তাদের কাজে বাধা দিয়েছে।

এই বিপ্লববিরোধী কার্যক্রমকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সেজন্য পার্টি কংগ্রেস ডাকা অত্যাবশ্যক। লেনিন যতবার চেষ্টা করেছে কংগ্রেসের অধিবেশন বসাতে ততবারই মেনশেভিকরা তাতে বাধা দিয়েছে। এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পাঁচ সালের পঁচিশে এপ্রিল তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। একুশটি বলশেভিক কমিটির প্রতিনিধি যোগ দিল এই অধিবেশনে।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হল লেনিন।

কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে!

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যে বিপ্লব চায় তার সঙ্গে বলশেভিক বিপ্লবের কি ভাবে সমন্বয় হতে পারে!

লেনিন বলল, সর্বহারার সংগঠন বুর্জোয়া বিপ্লববাদে যুক্ত হবে। বুর্জোয়া বিপ্লবের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যেতে পারে না। তাদের গন্তব্যস্থল সীমিত। যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবে তখন আরম্ভ হবে বলশেভিক বিপ্লবীর কাজ। ওদের শেষ আমাদের আরম্ভ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ এই ভাবেই মুক্ত করতে হবে। (Lenin-Biography)

সশস্ত্র জনজাগরণই সর্বক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য।

বলশেভিকরা এই তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিনের ফর্মুলাকে স্বীকার করল। তারা একটি শক্তিসম্পন্ন পার্টি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করল। এই দুটোরই শীর্ষস্থান লাভ করল লেনিন। কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনকে রাশিয়ার বাহিরে পার্টির প্রতিনিধি নিযুক্ত করল এবং

লেনিনকে পার্টি পত্রিকা প্রোলেতারির সম্পাদক বলে স্বীকার করল। ইসক্রার পরিবর্তে যে নতুন পত্রিকা বের করা হল তার নাম প্রোলেতারি।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে সকল প্রতিনিধিদের সঙ্গে লেনিন লণ্ডনে কার্ল মার্কসের সমাধি পরিদর্শন করে এল।

লণ্ডনে আরও কিছুকাল প্রতিনিধিরা ঘুরে ফিরে দেখল বৃটিশের কীর্তিকলাপ। তারপর সবাই আবার ফিরে গেল জেনেভায়। জেনেভার পথে প্যারিসে কিছুদিন ঘুরেফিরে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত বহুস্থান দেখল, বিশেষ করে যেখানে বিপ্লবীদের গুলী করে হত্যা করেছিল সেই পেরে-লাচাইস কবরখানা দেখল সবাই।

পুরানো ইসক্রা ও ভপেরয়ড পত্রিকার ঐতিহ্য বহন করে বলশেভিক মতবাদ প্রচার ও মেনশেভিকদের শোধনবাদী চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করাই হল এই প্রোলেতারি পত্রিকার কাজ। ছয়মাস প্রোলেতারি প্রকাশ করা হল জেনেভা থেকে। লেনিন পরপর নববইটি স্বলিখিত প্রবন্ধ ছাপল এই পত্রিকায়। জার্মান ও ফরাসী-ভাষায় অনূদিত তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি প্রচার করে পশ্চিম ইউরোপের খেটে-খাওয়া মানুষদের জানান হল বলশেভিকদের কর্মপন্থা। জার্মান ও ফরাসী দেশের লোককে পরিচিত করার জন্য লেনিন কোনই ত্রুটি করল না। রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির বিভিন্ন সংগঠনে তৃতীয় কংগ্রেসের জঙ্গী প্রস্তাব বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করল।

তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব কার্যকরী করতে হলে মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী চরিত্রকে লোক সমাজের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। লেনিন মেনশেভিক ও বলশেভিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার কোথায় পার্থক্য তা বুঝিয়ে দিতে গ্রন্থ প্রণয়ন করল।

মেনশেভিকরাও চুপ করে ছিল না।

তারাও অতীতের বুর্জোয়া ধরণের বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করে

তাদের সুবিধাবাদ যে কত বেশি জনসাধারণের উপযোগী তা বুঝিয়ে দিতে প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করে তুলল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুর্জোয়া পরিচালিত বিপ্লব, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশ সমূহে যে সব বিপ্লব হয়েছিল বুর্জোয়াদের নির্দেশে তার পারম্পরিক সম্পর্ক ও সাফল্য উদাহরণস্বরূপ দাঁড় করিয়ে মেনশেভিকরা খেটে-খাওয়া মানুষদের মার্কস প্রদর্শিত সর্বহারার বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত করার অপকৌশল গ্রহণ করেছিল, লেনিনও মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে মেনশেভিকদের শোধনবাদী প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করল। রাশিয়ার বুর্জোয়ারা অতীতে যে ভাবে বিপ্লবের নামে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিচালনা করেছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া পরিচালিত তথাকথিত বিপ্লবের ধরণ তা থেকে স্বতন্ত্র। মেনশেভিকরা বিপ্লবের অর্থই জানে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের নামে নিজেদের স্বার্থরক্ষাই তাদের কাজ।

বুর্জোয়ারা যে বিপ্লব বা পরিবর্তন চায়, তার গতিপথ সীমাবদ্ধ। রাজকীয় আইনের আওতায় থেকে তাদের বহুকথিত বিপ্লবকে মেনশেভিকরা এগিয়ে নিতে চায়, এতে বুর্জোয়াদের সুবিধাবাদী চরিত্র বোঝা গেলেও গতির সীমা পৌঁছে তাদের অগ্রসর হবার কোন পথ থাকে না কিন্তু সর্বহারারা এই বিপ্লবের সামিল হলে তারা গতি-সীমানার গণ্ডী ভেঙ্গে আরও বহুদূর অগ্রসর হতে পারে। তাদের পক্ষে প্রচলিত আইনের বাধা নিষেধ বিপ্লবকে প্রতিহত করতে পারেনা।

মার্কসীয় চিন্তাধারা সর্বহারাদের কোন সময়ই বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে দূরে সরে যেতে বলেনি। বরং এই শ্রেণীয় বিপ্লবকে সমর্থন করতেই বলেছে কিন্তু সে বিপ্লবেও নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা মানুষ, কোন ক্রমেই এর নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে তুলে দেওয়া চলবেনা। এই সীমাবদ্ধ অবস্থাতেও সর্বহারারা শ্রেণী-গন্তব্যস্থলে পৌছতে বিশেষ সচেষ্ট হবে। বুর্জোয়া চরিত্র হল আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভীরুতা।

তাদের আন্দোলনের শেষ হয় ক্ষমতাবানের সঙ্গে কোন ক্রমে আপোষরফা করা। যারা আন্দোলনের অগ্রগামী তাদের সঙ্গ ছেড়ে বুর্জোয়ারা প্রতি-বিপ্লবীদের প্রতি বেশি আগ্রহশীল। যে উদ্দেশ্য প্রচার করে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের ধ্বনি দেয় সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার আগেই তারা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়। একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীই পারে শেষ রক্ষা করতে। তারাই পারে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে। একমাত্র শ্রমিক সর্বহারারই এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনা। এদের সঙ্গে চাষীদের যোগাযোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। কৃষকরা স্বৈরাচার ও ভূমিদাস বৃত্তিকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে পারে। বিপ্লব যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তবেই ভূমি সমস্যা সমাধান সম্ভব। ভূমিদাসের দারিদ্র ও দুঃখ জয় করে উন্নত জীবনে কৃষকরা আসবে একমাত্র বিপ্লবের মাঝ দিয়ে।

মেনশেভিকদের কর্মপন্থা ও চিন্তাধারা ছিল সব সময়ই বিপরীত মতের পোষক। লেনিন তাদের জনস্বার্থ বিরোধী কাজের ফিরিস্তি উত্থাপন করে লিখেছিল—One resolution expresses the psychology of active struggle, the other that of the passive onlooker, one resounds with the call for live action, the other is steeped in lifeless pedantry (Lenin-Collected Works)—স্ববিরোধী মত ও কাজের জন্য মেনশেভিকরা জঙ্গী মানুষের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে থাকে। লেনিন কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে চায়। মার্কস কৃষকদের লড়াই ও সর্বহারার বিপ্লব সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল।

না, ওটা কাজের কথা নয়। বুর্জোয়া বিপ্লবকেই তার সীমা অতিক্রম করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই মেকি বিপ্লবকেই সর্বহারার বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে হবে।

লেনিন তা করেছিল। মনের কথা মুখের কথায় থেকে যায়নি চিরকাল। “The proletariat must carry the democratic resolution to completion. * * * The proletariat must accomplish the socialist revolution allying to itself the mass of semi-proletarian elements of the population.—এইসব বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ ভাঙ্গতে হবে শক্তি দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে। পাতি-বুর্জোয়া ও কৃষকদের অক্ষমতাকে অকেজো করে দিতে হবে।

বিপ্লবের বাণী পৌঁছল রাশিয়ার ঘরে ঘরে।

বলশেভিকদের পরিচালনায় বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়িত অবস্থা থেকে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় উপনীত হল।

লেনিন বলল, না এভাবে মুক্তি আসবেনা।

মুক্তি আসবে সশস্ত্র সংগ্রামে।

আমাদের কাজ হবে হাতিয়ার নিয়ে অত্যাচারী জার শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আমরা যদি রাশিয়ার মুক্তি আনতে চাই তা হলে প্রয়োজন রক্তাক্ত বিপ্লব (May Day leaflet)। কৃষক ও শ্রমিক, তোমরা অস্ত্রধারণ কর। লেনিন আহ্বান জানাল সর্বহারা শ্রেণীকে।

পোতেমকিন একটি যুদ্ধ জাহাজ।

নৌসেনারা বিদ্রোহ করল একদিন। জারের সশস্ত্র বাহিনীতে তখন বিপ্লবের ঢেউ এসে লগেছে। সবাই বুঝল, বিপ্লবের ক্ষেত্রে নৌসেনা বিদ্রোহ আগামী দিনে বিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনী গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

লেনিন ডেকে পাঠাল ইউঝিনকে।

তোমাকে ওডেসায় যেতে হবে কমরেড।

সেখানে খুবই হাঙ্গামা। পোতেমকিন নৌ-জাহাজে বিদ্রোহ ঘটেছে।

সেজন্যই যেতে হবে। যে কোন প্রকারে তুমি যুদ্ধ জাহাজে গিয়ে উঠবে।

ইউঝিন বুঝল কঠিন দায়িত্ব আরোপ করছে লেনিন, মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, তারপর ?

সেনাদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তাদের বলবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তারা যেন জাহাজ ছেড়ে জেটিতে নেমে পড়ে। দরকার হলে নামার পথ করতে কামান দাগতে বলবে। যেমন করে হোক আমাদের ওডেসা দখল করতে হবে এবং তা পারবে ঐ সব বিদ্রোহী সেনাদের সাহায্যে। তারপরই শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে। কৃষকদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে।

ইউঝিন বলল, একি সম্ভব ?

নিশ্চয় সম্ভব। ওডেসায় গিয়ে সকল প্রকার সাংগঠনিক ক্ষমতাকে একত্রিত করবে। বক্তৃতা দিয়ে, প্রচারপত্র দিয়ে চাষীদের ডাকবে জমিদারদের জমি দখল করে নিতে, শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে। কৃষক ও শ্রমিক ঐক্যকে বেশি গুরুত্ব দেবে আমার বিশ্বাস, পোতেমকিন জাহাজের সঙ্গে অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজের নাবিক সৈন্যরা যোগ দেবে কিন্তু কাজ করতে হবে দ্রুত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে। পথ দেখাবে পোতেমকিন জাহাজের নাবিকরা।

তবুও ভাবছে ইউঝিন।

আর ভেবনা। কাজ উদ্ধার হবেই যদি স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দ্রুত এবং দৃঢ় ভাবে কাজ করতে পার। বিলম্ব করলে পরাজয়।

ইউঝিন ছুটে চলল ওডেসায়।

যেদিন ওডেসায় পৌঁছল সেদিন পোতেমকিন জাহাজ বন্দর ছেড়ে দূরে চলে গেছে। পরাজয় বরণ করেই তাদের বন্দর ছাড়তে হয়েছে।

লেনিন স্থির করেছিল এই সাফল্যের পর নিজেই যাবে টরপেডো বোটে রুমানিয়া। সেখান থেকে বিপ্লব পরিচালনা করবে কিন্তু তা তা আর হয়ে উঠলনা।

একদিন জেনেভায় তার বাড়িতে এসে হাজির হল পোতে-ম্কিনের নাবিক মাতুসেনকো। তার কাছেই বিশদ জানতে পারল নৌবিদ্রোহের ঘটনা।

অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে ? গুরুতর প্রশ্ন। তৈরী করতে হবে! অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, অস্ত্র তৈরী করতে হবে। বলশেভিকরা স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীতে জোর প্রচারকার্য চালাতে থাকে। তাদের কাছে পার্টির পত্রিকা ছড়াতে থাকে।

জার কিন্তু চোখ বুঁজে ছিল না।

সেও চেষ্টা করছিল বিপ্লবকে দমন করতে। বিপ্লবকে দমন করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক। তার স্বার্থরক্ষা করতে পারে জনসাধারণের প্রতিনিধি। জার প্রত্যাশা করছিল এই প্রতিনিধিরা হবে কায়েমী স্বার্থের লোক। সেজন্য জার তার মন্ত্রী বুলিগীনকে নির্দেশ দিল পার্লামেণ্ট (ডুমা) ডাকতে এবং তার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে।

বলশেভিকরা বলল, নির্বাচন নয়।

কেন ?

ডুমার জন্য নিবাচনের অর্থ জঙ্গী মানুষকে বিপথে পরিচালনা করা।

নির্বাচন বয়কট কর।

লেনিনের এই নির্দেশ ডুমা নির্বাচনের প্রহসনকে বাধা দিল। ইতিমধ্যে সারাদেশে ধর্মঘট হল। এই ধর্মঘটে দশ হাজার শ্রমিক বাদেও আরও দশ হাজার খেটে-খাওয়া মানুষ যোগ দিল। তাদের মুখের আওয়াজ, 'স্বৈরাচার ধ্বংস হোক, গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।'

লেনিন যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল তাতে সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে গেল। ঝড়ের পূর্বে যেভাবে প্রকৃতি থমথমে হয়, তখন রাশিয়ার অবস্থাও সেই রকম। এতকাল

যে আন্দোলন হয়েছে রাশিয়াতে এই আন্দোলন তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। রাশিয়া কেন, অন্য কোন দেশেও এ রকম ধর্মঘট এর আগে কখনও দেখা যায় নি। কৃষক আন্দোলনও ক্রমেই প্রসারলাভ করতে থাকে। ইউক্রেন, বাইলোরুশিয়া, পোল্যাণ্ড, বল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, ট্রান্স ককেশিয়া, মধ্য এশিয়ার সর্বত্র কৃষক ও শ্রমিকরা আরম্ভ করল স্বৈরাচার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম। রাশিয়ার সর্বহারার দল বলশেভিকদের পরিচালনায় এই সংগ্রামকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করল, জাতির মুক্তির পথে জনসাধারণ এগিয়ে চলতে থাকে।

জার ক্রমেই ভীত হয়ে উঠল।

অবশেষে ফরমান জারী করল। সেই ফরমানে সবাইকে জানাল, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে, দেশের প্রতিনিধি নিয়ে আইনসভা 'ডুমা' গঠন করা হবে।

লেনিন এই ফরমানকে অস্বীকার করল! সেও ফতোয়া দিল, Sweep the throne of the blood thirsty tsar from the face of the earth, পৃথিবী থেকে রক্তপিপাসু জারের সিংহাসন চিরতরে বিদায় কর।

ধর্মঘটের ফলে সর্বহারাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেল।

পাঁচ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে সোভিয়েট গঠন আরম্ভ হল বিভিন্ন শহরে এবং শ্রমিককেন্দ্রে। সেখানে রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র যেমন তৈরী হতে থাকে, সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের জন্য রক্ত দানের প্রস্তুতিও চলতে থাকে।

পরদেশে এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন আর সহ্য করতে পারছিল না লেনিন ও কুরুপস্কায়া। ভেতরে ভেতরে তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল স্বদেশে ফিরে যেতে।

আমার দেশের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে চাই।

দূর পরদেশে বাস করে দেশের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত যোগবিহীন হয়ে বাস করা যেন এক জাতিয় ঘৃণিত নির্বাসন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

লেলিন-পত্নীও চায় মসকোর, সেণ্ট পিটার্সবার্গের পথে, গ্রামে সর্বহারাদের মাঝে নিজেদের মিশিয়ে দিতে We to be returning soon—তারা আশা করছিল শীগ্গীরই রাশিয়াতে ফিরে যাবে।

দেশের মাটি তখন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পাঁচ সালের আটই নবেম্বর লেনিনকে দেখা গেল সেণ্ট পিটার্সবার্গে। পৌঁছামাত্র সুরু হল তার বৈপ্লবিক কাজকর্ম। কেন্দ্রীয় বলশেভিক পার্টি ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের বলশেভিক পার্টিকে নির্দেশ দিতে লাগল পরবর্তী কর্মপন্থার। কখনও মসকোতে, কখনও সেণ্ট পিটার্সবার্গে সভা সম্মেলন করে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাতে থাকে, এই প্রস্তুতি সশস্ত্র বিপ্লবের। বলশেভিকরাও আরও আরও বেশি উৎসাহিত লেনিনকে দেশে ফিরে পেয়ে!

দেশে ফিরেই লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ক্রাসিনের সঙ্গে সাক্ষাত করল। গোপনে একটি সভায় মিলিত হল। তারপরই বের হল সেই রক্তাক্ত রবিবারের শহীদদের সমাধিভূমিতে শ্রদ্ধা জানাতে। নিহত শ্রমিকদের জন্য তার হৃদয়ে যে কত দরদ জমা থাকত তা জানা গেল সেইদিন।

বিকেল বেলায় লেনিন বলশেভিকদের সভায় যোগ দিল। সদস্যদের সঙ্গে সোবিয়েত সম্বন্ধে আলোচনা করল। পার্টির কাজ হল সোবিয়েতগুলো পরিচালনা করা। যাতে মেনশেভিকরা গোপন পথে সোবিয়েতে প্রবেশ করে পার্টির কর্মপন্থাকে বানচাল না করে সেদিকে কঠিন দৃষ্টি রাখতে বলল সহকর্মীদের।

বলশেভিকরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করল ডিসেমবর পাঁচ তারিখে মসকোতে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হবে। এরই সঙ্গে শুরু হবে সশস্ত্র আক্রমন।

ডিসেমবরের পাঁচ তারিখে কলকারখানা বন্ধ। শ্রমিকরা কাজে গেল না।

ছয় তারিখ কেটে গেল মোটামুটি শান্তিতে অথচ উত্তেজনা ছিল সর্বত্র। তারই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখা দিল সাত তারিখে। শহরের তিনটি জেলায় শ্রমিক ও জারের সৈন্যদের লড়াই সুরু হল। অস্ত্রের ঝনঝনায় শহর মুখরিত। উভয় পক্ষই আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে অস্ত্র-ধারণ করল।

পনরই তারিখ পর্যন্ত এক নাগাড়ে লড়াই চলল।

মসকোর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী শ্রমিকদের কিভাবে সাহায্য করা যায় তার জন্য লেনিন সহকর্মীদের সঙ্গে বহু সভায় ও সম্মেলনে মিলিত হল। রাজধানী থেকে মসকোতে যাতে সৈন্য পাঠাতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সবাই উপলব্ধি করল। স্থির করল বিস্ফোরক দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে। সরকারী অস্ত্রের গুদাম ওখতায় হানা দিয়ে গুদাম দখল করতে হবে। এই কাজে বিপ্লবপন্থী সৈন্যদের সাহায্যও আশা করছিল বলশেভিকরা। কিন্তু সৈন্য চলাচল বন্ধ করতে পারল না কোন ক্রমেই। সরকারী সৈন্য মসকোর এই উত্থান দমন করতে দলে দলে সেখানে গিয়ে পৌছল।

সতরই তারিখে লেয়াদভ মসকো থেকে এসে এই উত্থানের বিশদ বিবরণ দাখিল করল লেনিনের কাছে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই রিপোর্ট বিবেচনা করে স্থির করল, এভাবে অগ্রসর হওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। লেনিন মসকোর জঙ্গী শ্রমিকদের সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দিল। রাজধানীর কর্মীরা মসকোর কর্মীদের যথাযথ সাহায্য দিতে না পারায় এই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল কেন্দ্রীয় কমিটি বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।

মসকোর পরেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটল বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে। পাঁচ সালের ডিসেম্বর থেকে ছয় সালের জানুয়ারী অবধি চলল এই

অভ্যুত্থান। কখনও নিঝনি নোভোগোরদে, কখনও পোল্যাণ্ডে, কখনও ফিনল্যাণ্ডে, কখনও উফায়, এরকম অনেক স্থলে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সব লড়াই দমন করতে সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালিয়ে সরকার দমন করল এই সব বিদ্রোহ।

সাময়িক বাহ্যিক শান্তি ফিরে এল।

বলশেভিকরা যে ভুল পথে চলেছে তা প্রমাণ করার হাতিয়ার হিসাবে এই পরাজয়গুলো তুলে ধরল মেনশেভিকরা। তারা বলল, এরকম ধর্মঘট ডাকা মুর্খতার পরিচয়। তারা আরও বলল, এরকম যে হবে তা তারা আগেই বুঝতে পেরেছিল তাই একে হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতা বলেই তারা মনে করে।

প্লেকানভ বলল, ধর্মঘটে অস্ত্র ধারণ ভুল হয়েছে।

লেনিন প্রতিবাদ করে বলল, আরও দৃঢভাবে, উৎসাহভরে অস্ত্র ধারণ করাই উচিত ছিল। জনসাধারণকে জানান উচিত ছিল শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট দিয়ে সমস্যার সমাধান হবেনা, সশস্ত্র লড়াই ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই।

আরও প্রয়োজন সরকারী সৈন্যদলকে স্বমতে আনা।

সবসময়ই আক্রমনাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তার প্রস্তুতি চলবে।

শুধু শ্রমিক নয় কৃষকদের যোগ দিতে হবে এই সব জঙ্গী আন্দোলনে।

মেনশেভিকদের সঙ্গে নীতিগত লড়াই চলছিল, তা বাদেও লেনিনকে লড়াই করতে হচ্ছিল আপোষকামী জারের অনুগত আইনানুগ গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও।

এরা যে প্রতিবিপ্লবী ভাঁওতাবাজ তা প্রচার করতে এগিয়ে গেল বলশেভিকরা। বহু দাবীর দুএকটা ছোট ছোট দাবী মিটিয়ে জনসাধারণকে এই সব আইনানুগ গণতন্ত্রীরা (cadets) শান্ত করার

জন্য সচেষ্ট। তাদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেওয়া। এরা কাপুরুষ, এদের কথায় ও কাজে কোন সামঞ্জস্য কখনও থাকেনা। সব সময়ই ওরা লোককে ধাপ্পা দেয়।

ক্যাডেটরা বলত, জোরে চলবে না। তাতে যুক্তি থাকে না। কোন নীতি থাকে না। ধীরে চল। ধীরে চললে তোমাদের দাবী আদায় হবে ধীরে ধীরে। তুফান ও ঝড় ধ্বংস আনে কোন ক্রমেই তোমাদের দাবী মেটায় না।

তোমরা আইন মেনে চল।

কিন্তু আইনতো বুর্জোয়া স্বার্থে রচিত হয়েছে। সেই আইন মেনে চললে সর্বহারাদের কোন সমস্যাই সমাধান হতে পারে না। সংসদীয় গণতন্ত্র শাসকের স্বার্থরক্ষা করে। সংসদীয় গণতন্ত্রীর সুবিধাবাদীর স্বার্থরক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে সর্বহারাদের বিপথে চালনা করতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল জারের ইঙ্গিতে ও প্রত্যক্ষ সমর্থনে। শ্রমিক-কৃষক খেটে-খাওয়া মানুষের মনে মোহ সৃষ্টি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

যাতে কোন প্রকারে ক্যাডেটরা বিষ ছড়াতে না পারে তার জন্য নিজেদের প্রচার কার্য লেনিন আরও জোরদার করল। লেনিন দেখল গণতন্ত্রী সর্বহারার মুক্তির পথে বিঘ্ন বহু। প্রত্যেকের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়েছে অকুতোভয়ে।

বিগত নবেমবর—জানুয়ারীর আন্দোলন পরাস্ত হয়েছে।

না, তা হয় নি। কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে খেটে-খাওয়া মানুষ। এই অভিজ্ঞতাই তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে বিপ্লবের সাফল্যের পথে।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের দুইটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারা বেশি চিন্তিত করেছিল লেনিনকে। স্বয়ং বলশেভিক হলেও মেনশেভিকরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে শক্তিশালী।

বিপ্লবের গতি যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই লেনিনকে বেশি

বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রয়োজন দেখা দিল পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা। ছয় সালের তেইশে এপ্রিল থেকে চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে। এই কংগ্রেসে বলশেভিক ও মেনশেভিক মতবাদের গুরুতর সংঘর্ষ আরম্ভ হল।

বলশেভিকদের পক্ষ লেনিন প্রস্তাব দিল, ভূমি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়-করণ অত্যাবশ্যক। তা করতেই হবে।

মেনশেভিকদের পক্ষে প্লেকানভ উল্টো প্রস্তাব দিল, ভূমি ব্যবস্থাকে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

লেনিন বলল, চাষীরা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে জমি তুলে দিতে চাইবে না।

মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে মাসলভ বলল, কেন দেবেনা? রাষ্ট্রের হাতে ভূমি তুলে দিলে তার বিলিব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় চাষীদের প্রয়োজন জানে, তারাই সঙ্গত বিলি ব্যবস্থা করতে পারবে।

লেনিন আপত্তি জানিয়ে বলল, অদ্ভুদ যুক্তি তোমাদের। যতদিন গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে, জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে ততদিন স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে জমি তুলে দিলে তা জনস্বার্থ বিরোধী প্রক্রিয়াতে পরিণত হবে, কোন ক্রমেই সঙ্গত ভাবে সে সব জমি বিলি হতে পারে না।

স্টালিন প্রস্তাব দিল, জমিদারের অধিকার বাজেয়াপ্ত করে জমি চাষীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে।

লেনিন চিৎকার করে উঠল, ভুল ভুল। তোমরা পুঁজিবাদীদের বৈপ্লবকেই চিন্তা করেছ। তোমরা অতীতকে ভেবেছ, বর্তমানকে ভাবছ কিন্তু ভবিষ্যতকে চিন্তা করছ না। তোমরা রাষ্ট্রীয়করণের অর্থ জানো, তোমরা জানো কি ভাবে এই রাষ্ট্রীয়করণ বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু পৃথিবী পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল ঠুকে এগিয়ে

চলার জন্য রাষ্ট্রীয়করণকে কি ভাবে কার্যকারী করা যায় তা জানো না। মেনশেভিকরা সুবিধাবাদীপথ অবলম্বন করেছে। তারা জারের ডুমা (পার্লামেণ্ট)-কে দেশের বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্র মনে করে, এর চেয়ে হাস্যজনক আর কি হতে পাবে। সংসদপন্থীরা অস্থিরচিত্তের লোক তারা গণতন্ত্রের নামে বিপ্লবীশক্তিকে বিপথে পরিচালনা করছে।

প্লেকানভ লেনিনের সঙ্গে এক মত হতে পারল না। উভয়ের প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল। এই অধিবেশনে মেনশেভিকদের সংখ্যা ছিল বেশি। ভোটে লেনিন পক্ষ তথা বলশেভিকরা পরাস্ত হল। মেনশেভিকদের প্রস্তাবগুলোই গৃহীত হল গুরুতর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিতর্কমূলক বিষয়ে।

কেন্দ্রীয় কমিটিতেও মেনশেভিকরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করল। বাস্তবত বলশেভিক মতবাদকে অগ্রাহ্য করা হল, তবুও তার প্রতিক্রিয়া মোটেই দেখা গেল না বলশেভিক মতাবলম্বীদের মধ্যে। লেনিনের দৃঢ় বিশ্বাস, মেনশেভিকদের এই জয় সাময়িক, মার্কসবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বলশেভিক মতবাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। চাই বিপ্লব, বিপ্লব পরিচালনার কলা কৌশল। এই ভাবেই বলশেভিক কর্মপন্থার জয় হবেই।

মেনশেভিক প্রস্তাব পার্টিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এতদিনের বিপ্লবের সাধনা ব্যর্থ হতে পারে। লেনিন এই অবস্থা জয় করতে স্থির প্রতিজ্ঞ হল। জনতার সামনে বলশেভিকরা প্রস্তাব পেশ করবে। তার জন্য পার্টি ডেলিগেটদের কাছে আবেদন পেশ করে তাদের বক্তব্য তুলে ধরল।

আবার ফৌজী বিদ্রোহ দেখা দিল।

সতর জুলাই।

ধূমায়িত অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সিভ্য়াবর্গ স্থল ও নৌ-সৈন্য ব্যারাকে।

দেখতে দেখতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল আরও বহু স্থানে। বিদ্রোহীরা কনস্‌টানটিন দুর্গ দখল করল, তথাকার সৈন্যদের উৎসাহিত করল বিদ্রোহে যোগ দিতে। লেনিন তার বলশেভিক-পন্থীদের ধর্মঘট আহ্বান করে বিদ্রোহীদের উৎসাহ দেবার সুপারিশ করল।

জার সরকার তো নিশ্চিন্তে বসে ছিল না। অনুগত সৈন্য পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে উঠল। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রাণ দিল বহু বিদ্রোহী। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল বিদ্রোহীরা। অকথ্য অত্যাচার করে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করল সরকার।

কে এদের উস্কানি দিয়েছে? কি ভাবে উস্‌কানি দিয়েছে?

সরকার খুঁজে বেড়াতে থাকে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে যে সব নেতা আছে তাদের। বেশি খুঁজতে হয় নি। সরকার জানতে পারল, এই সব সরকার-বিরোধী কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে ভ্লাডিমির ইলিচ্ উলিয়ানোভ। লেনিন নামেই সে পরিচিত।

কিন্তু কোন লোকটি যে লেনিন তা স্থির করাই দুষ্কর।

লেনিন সেণ্ট পিটার্সবার্গে বাস করছে, তার নাম তখন কারপভ চেনে তাকে তার সহকর্মীরা। লেনিনের কাজের শেষ নেই। কখনও সভা করছে, কখনও পাঠচক্রে যোগ দিচ্ছে, কখনও তাকে দেখা যাচ্ছে শ্রমিক বস্তিতে, কখনও তাকে দেখা যাচ্ছে চাষীর কুটিরে, কখনও কাগজ-কলম নিয়ে লিখছে তার বক্তব্য, কখনও নিজ পাঠাগারে সমাহিত একগাদা বই নিয়ে।

কুরুপস্কায়া লেনিনের এই আত্মগোপনকে বর্ণনা করেছিল পরবর্তীকালে।

পানিন পিউপিলস হাউসে সভা হচ্ছে।

ক্যাডেটরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, তারা জারের সঙ্গে আপোষকারী দালাল নয়। জার তাদের ডেকে পাঠিয়েছিল। তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কোন চুক্তি হয় নি। এটা ছিল

একটা ঘরোয়া আলোচনা। এর গুরুত্ব এমন কিছু নয়। আমরা খেটে-খাওয়া মানুষদের ঠিক পথেই পরিচালনা করছি।

এমন সময় একজন অপরিচিত লোক প্রবেশ করল সেই সভায়। একজন তাকে পরিচিত করে দিল। বলল, ইনি কারপভ। ইনি কিছু বলবেন।

লেনিন ক্যাডেটদের সব বক্তব্য শুনেছিল। অন্যান্যদের বক্তব্য শুনেছিল। তাদের বক্তব্য শুনে তার মুখের চেহারা হয়ে উঠেছিল রক্তহীন। লেনিন যেন সে লেনিন নয়।

তাকে চিনতে পেরেছিল তার সহকর্মী যারা সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা হঠাৎ হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাল তাকে। পরিচয় জেনে ফেলল সবাই। কারপভই লেনিন।

লেনিন উদাত্তস্বরে বলল, কোন চুক্তি হয় নি। কথা হয়েছে, কেমন? কোন চুক্তি হবার আগে চিরকাল কথাই হয়। কথা প্রথম, আলোচনা প্রথম। চুক্তি কি? চুক্তি হল আলোচনার শেষ। আলোচনার শেষ করতেই আলোচনা, শেষে হয় চুক্তি। বাকি কি রইল।

লেনিন এত সহজভাবে ক্যাডেটদের মুখোশ খুলে দেবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। সমবেত সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল লেনিনের কথা শুনে, মুখ শুকিয়ে গেল ক্যাডেটদের।

লেনিন সরল ভাষায়, তীক্ষ্ণ যুক্তিতে যে ভাবে বিষয়বস্তুর গুরুতর অংশকে বিশ্লেষণ করত তা অসম্ভব ছিল অন্যের পক্ষে তার অঙ্গভঙ্গী, দৃষ্টি, তামাসা, গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য, হাস্যপরিহাস স্থায়ীভাবে মনে দাগ কাটত সবার, শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করত—all this held the audience spellbound unable to tear thier eyes from him. (Reminiscences of Lenin—Part I). জনমনের ওপর যেভাবে লেনিন প্রভাব বিস্তার করেছিল তার তুলনা মেলে না কোথাও।

ক্যাডেটরা মুখ কালো করে ঘরে ফিরে গেল। সবাই একবাক্যে লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করল। সবাই মেনে নিল, সর্বহারা মানুষই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে, ঐ সব স্বার্থপর ক্যাডেট অথবা পুঁজিবাদের দালালরা নয়। সভার শেষে শ্রমিকরা রাস্তায় বের হল লাল পতাকা নিয়ে। তারা মিছিল করে এগোতে থাকে, মুখে তাদের বিপ্লবের গান।

পুলিশ কিন্তু লেনিনের পেছন ছাড়ে নি।

বারবার লেনিন বাসস্থান পরিত্যাগ করেছে। বারবার নাম বদল করেছে।

লেনিন একাই সেণ্ট পিটার্সবার্গে এসেছিল।

কিছুকাল পরে এল কুরুপস্কায়া। কিন্তু দুজনে দু-জায়গায় বাস করতে থাকে। পুলিশের সন্দেহ এড়াতে এইভাবে আত্মগোপন করতে হয়। কিছুকাল পরে নাম বদল করে একটা ঘর ভাড়া করে দুজনে বাস করতে থাকে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই কুরুপস্কায়াকে ডেকে পাঠাল পুলিশ। তার পাশপোর্ট দেখে সন্দেহ জেগেছে পুলিশের মনে। তখনই তারা বাসস্থান ত্যাগ করা বিধেয় মনে করল।

লেনিনের বোন মারিয়া বাস করত সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরে।

তারই এক বন্ধুর বাড়ির ফ্ল্যাট ভাড়া করল লেনিন।

কিন্তু সেখানেও থাকতে পারল না। পরের দিনই ফ্ল্যাট ছাড়তে বাধ্য হল। পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে এই ফ্ল্যাটেও বাস করা সহজ নয়। লেনিন লক্ষ্য করল তার বাড়ির চারপাশে কিছু অচেনা লোক ঘোরাঘুরি করছে। অতএব পলায়ন বিধেয়। ওরা যে পুলিশ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

বারবার নাম বদলাতে হয়েছে, পাশপোর্ট বদলাতে হয়েছে, আশ্রয়স্থল বদলাতে হয়েছে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে। কখনও সেণ্ট পিটার্সবার্গে, কখনও মস্‌কোতে। পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি

খেলা চলছে অনবরত। সকালে লেনিনের এক নাম, বিকেলে আরেক নাম। সকালে এক বাড়িতে ঘরকন্না বিকেলে আরেক বাড়িতে। অদ্ভুদ ধৈয অদ্ভুত অধ্যবসায়। মাঝে মাঝে লেনিন হারিয়ে যেত জনারণ্যে, পুলিশ তখন গোলক ধাঁধায় ঘুরত।

তারপর হঠাৎ Young Russia (Molodaya Russiya) পত্রিকায় লেনিনের প্রবন্ধ "The Workers' Party and its task in the Present Situation"—বের হতেই পুলিশ আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা বুঝল, লেনিন নিকটেই আছে। তাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

লেনিন একটা সভায় ছিল। সভা শেষে বাইরে বের হতেই বুঝতে পারল পুলিশ তাকে অনুসরণ করছে। তার পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে না পারায় তখনও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। লেনিন বুঝতে পারল সে বাড়িতে ফিরলেই তার পরিচয় ধরা পড়বে। স্থির করল, না বাড়িতে নয়। লেনিন রওনা হল ফিনল্যাণ্ডের পথে বহু কষ্টে কোনরকমে ফিনল্যাণ্ড পৌছল।

এদিকে গবাক্ষ খোলা।

রাতের প্রহরের পর প্রহর এগিয়ে চলেছে।

খাবারের থালা ঢেকে রেখে জানালার ধারে বসে কুরুপস্কায়া। পথে লোক নেই। কারও পায়ের শব্দ শুনলেই চমকে উঠছে কুরুপস্কায়া, এই বুঝি আসছে তার স্বামী।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে।

দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে কুরুপস্কায়া। চোখের ঘুম কোথায় পালিয়ে গেছে।

সকাল হল।

আকাশ পরিষ্কার, পথে মানুষের চলাচল বৃদ্ধি পেল, কিন্তু লেনিন ফিরে এল না। কোন সংবাদও দিয়ে পাঠায় নি। কি হল তা হলে! পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার তো করে নি! আবার

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কুরুপস্কায়া। কাউকে বলতেও পারছিল না, তারা যে পরিচয়হীন। পরিচয় দেবার সাহস তাদের নেই।

অবশেষে একদিন ফিনল্যাণ্ড থেকে ফিরে এল লেনিন।

কুয়োক্কালার উপকণ্ঠে ভাসা একটি নির্জন গ্রাম।

পাশেই বন। জনসমাগম খুব কম। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এখানেই নিরাপদে বাস করা সম্ভব। আবার পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেও অসুবিধা নেই। বলশেভিক সদস্য লিয়েতেইমেন সপরিবারে এই গ্রামের বাসিন্দা। তারই বাড়িতে আশ্রয় নিল লেনিন।

কোন সময়ে সুস্থির থাকতে পারেনা লেনিন। ভাসা থেকে ছুটে ছুটে যেত রাজধানীতে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে, গোপন সভায় হাজির হতে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজধানীর আঞ্চলিক কমিটিকে কাজের নির্দেশ দিতে। ভাসা হল সংগঠনের কেন্দ্রস্থল। ক্রমেই ভাসায় জনসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে। লেনিনও তার দরজা খুলে রাখত সব সময় তার অনুগামীদের সহজ সাক্ষাত দেবার উদ্দেশ্যে। রাজধানী থেকে বিশেষ লোক মারফত প্রতিদিন লেনিনের কাছে সংবাদপত্র ও ডাকের চিঠিপত্র পাঠান হত, লেনিনও তার প্রবন্ধ ছাপাখানায় পাঠাত সেই লোকের মারফত। এইসব কাজই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে করত লেনিন। পুলিশ কিন্তু কোন সময়ই চুপ করে ছিল না। কিন্তু বিপ্লবীচক্র ভেদ করে লেনিনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

আবার ডুমার (পার্লামেণ্টের) নির্বাচন।

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। যত বেশী সংখ্যক সম্ভব ডুমার আসন দখল করতে হবে। ডুমাকে আশ্রয় করে বিপ্লবের প্রচার চালাতে হবে, জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে স্বৈরাচারের ও পুঁজিপতিদের নীতিগত অসারতা। প্রথম ডুমাকে বয়কট করে কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে বিপ্লবের কাজ, যখন বিপ্লবের ঢেউ এসেছিল

তখনই সবাই বুঝেছিল ডুমাকে বয়কট করা ভুল হয়েছে। এবার ডুমা দখলের চেষ্টা করা উচিত।

সাত সালের ফেব্রুয়ারীতে ডুমার নির্বাচন হল।

সংসদীয় গণতন্ত্রপন্থী ক্যাডেটরা গেল ডুমায়, সঙ্গে মেনশেভিকরা গেল আবার বলশেভিকরাও গেল। কিন্তু মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের সঙ্গে একটি গোষ্ঠী (bloc) তৈরী করে ক্যাডেটদের কর্মনীতিকে সমর্থন জানাতে লাগল। ডুমার আসন দখল ও কায়েম রাখতে মেনশেভিকদের এই ঘৃণিত পথকে লেনিন কঠিনভাবে আক্রমণ করল।

তখনও সোস্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে মেনশেভিক প্রাধান্য বর্তমান।

পার্টিগতভাবে তারা লেনিনের বিচার দাবী করল। পার্টি বিচারের জন্য গঠন করল ট্রাইবুন্যাল। এই ট্রাইবুন্যালে রইল তিনজন মেনশেভিক, তিনজন লেনিন সমর্থক, তিনজন রইল পোলিশ ও লোটিশ সোস্যাল ডোমেক্র্যাটদের নির্বাচিত সদস্য। এই বিচারে লেনিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলনা, বরং মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী চরিত্র উদ্ঘাটিত হল।

এবার পঞ্চম কংগ্রেস ডাকার আবশ্যকতা দেখা দিল।

তার আগেই মেনশেভিকরা প্রস্তাব করল, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট সমাজবাদী-বিপ্লবী এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে সম্প্রসারিত শ্রমিক মোর্চা গঠন করা হোক।

লেনিন আপত্তি জানাল।

লেনিন বলল, এ কাজ করলে প্রকৃত সর্বহারা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এরা সর্বহারা খেটে-খাওয়া মানুষদের বিপ্লবী চিন্তাধারায় ফাটল সৃষ্টি করবে। বহু ইপ্সিত সমাজবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন চিরকালের জন্য বিঘ্নিত হবে।

লেনিনের কর্মময় জীবনের মোড় ঘুরল পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে।

স্থির হল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছে, অধিবেশনের দিন এগিয়ে আসছে এমন সময় ডেনিশ পুলিশ এসে হাজির। তাদের হাতে আদেশপত্র : বার ঘণ্টার মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যাও।

প্রতিবাদ কে করবে। ডেনমার্ক তো তাদের নিজের দেশ নয়। অবশেষে স্থির করল, এই অধিবেশন বসবে লণ্ডনে। সব প্রতিনিধি পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে রওনা হল লণ্ডনের পথে।

লেনিন লণ্ডনের পথে যাত্রা বিরতি ঘটাল বার্লিনে।

সঙ্গী ম্যাকসিম গোর্কি।

গোর্কিকে সঙ্গে করে বার্লিন শহর ঘুরে ঘুরে দেখল। কার্ল কাউৎস্কি এবং রোসা লুকসেমবার্গের সঙ্গে সাক্ষাত করল।

গোর্কিকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল পঞ্চম কংগ্রেসে।

লণ্ডনে এসে অধিবেশনের ব্যবস্থা হল।

গোর্কি তখন যক্ষারোগে ভুগছে।

লেনিন সব সময় গোর্কির স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখত। হোটেলের যে ঘরে গোর্কিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল স্যাতসেতে, অন্তত লেনিন তা মনে করত। তার জন্য গোর্কির যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য দৃষ্টি রাখত। গোর্কি নিজেও আশ্চর্য হয়েছিল লেনিনের এই আচরণে। তার জন্য এত দয়া যে লেনিনের বুকে জমা ছিল তা ভাবতেও পারেনি গোর্কি। সে মন্তব্য করেছিল, what a wonderful person !—সত্যিই মানবদরদী লেনিন ছিল আশ্চর্যজনক ব্যক্তি। সে ভালবাসত মানুষকে, মানুষের জাতিকে। এত ভালবাসা অপর কারও বুকে জমা আছে কিনা সন্দেহ !

লণ্ডনের উপকণ্ঠে বসল পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন। এই

অধিবেশনে যোগ দিল তিনশ' ছত্রিশ জন প্রতিনিধি। একলক্ষ সাতছল্লিশ হাজার পার্টি সদস্যের প্রতিনিধি ওরা।

এখন মেনশেভিকদের প্রাধান্য নেই। বলশেভিকরাই প্রধান।

সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হল লেনিন। প্রতিনিধিদের সাতটি সভায় সভাপতিত্ব করল, বহু রিপোর্ট ও বক্তৃতা দিল। এই কংগ্রেসেই মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী চক্রান্তকে পার্টি নাকচ করে দিয়েছিল।

লেনিন তার বক্তব্য রাখত সহজভাষায়, যুক্তিতে ভরা অথচ সহজ বোধ্য।

তার বক্তব্য সম্বন্ধে গোর্কি মন্তব্য করেছিল, "did not try to invent fine phrases. He set things forth word by word, revealing each in its precise meaning and with amazing ease" (M. Gorkey)—সত্যি তার বক্তব্য এমন ভাবে পেশ করত লেনিন যা শ্রোতার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করতে মোটেই বেগ পেতে হত না।

লণ্ডনে লেনিন সম্বন্ধে ইংরেজরাও বেশ আগ্রহী হয়েছিল।

গোর্কির রচনা থেকে জানা যায়ঃ ইংরেজ শ্রমিকরা লেনিনকে কখনও দেখে নি। এই না দেখা মানুষটি সম্বন্ধে তাদের ছিল অদ্ভুত শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব।

একজন শ্রমিক বলল, লেনিনের মত চতুর লোক বোধহয় পৃথিবীতে নেই। আমার বিশ্বাস তার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই।

আরেকজন শ্রমিক বলল, লেনিন তো আমাদেরই একজন।

আরেকজন বলল, প্লেকানভকেও আমাদের একজন মনে করতে পার। সেও কম নয়।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জন উত্তর দিল, প্লেকানভ খুবই ভদ্র, আমাদের শিক্ষক সে কিন্তু লেনিন আমাদের নেতা ও সাথী।

লেনিন ছিল বিশ্বের শ্রমিক-কৃষকদের সাথী (comrade) আর ছিল তাদের অবিসংবাদিত নেতা।

পঞ্চম কংগ্রেসেই একনাগাড়ে সংগ্রাম করার প্রস্তাব গৃহীত হল। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করে আধা-সমাজতান্ত্রিকদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হল।

স্টোলিপিন তখন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

ডুমার অধিবেশন ডেকে সে বিপন্ন হল। জারের স্বৈরাচারী স্বার্থরক্ষার অপচেষ্টায় ডুমা বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

জারের ফরমান জারী করে তেসরা জুন তারিখে ডুমা ভেঙ্গে দিল স্টোলিপিন।

সঙ্গে সঙ্গে ডুমাতে যে সব সোস্যাল ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ছিল তাদের নির্বাসনে পাঠাল। কয়েক হাজার কৃষক ও শ্রমিককে হত্যা করল, জেলখানা, নির্বাসনকেন্দ্রগুলো বিপ্লবীতে ভর্তি হয়ে গেল। বলশেভিকদের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার সুরু হল। বিনা বিচারে বন্দী ও হত্যা করার নজীর এমনটি আর কখনও দেখা যায় নি।

পুলিশ তখন খুঁজছে লেনিনকে।

তাদের কাছে যত তথ্য ছিল সব হাজির করল সরকারের সামনে। সংবাদে দেখা গেল লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে আছে। সেখান থেকে যাতে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তার জন্য পুলিশকে বিশেষ নির্দেশ দিল জহ্লাদ প্রধানমন্ত্রী স্টোলিপিনের সরকার।

লেনিন সে সময় অসুস্থ ছিল। বিশ্রাম প্রয়োজন। সেইজন্য ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে নির্জন স্থানে বাস করছিল। কিন্তু বিশ্রাম ছিল না তার ভাগ্যে।

পুলিশ গোটা ফিনল্যাণ্ড তোলপাড় করছে লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে আর লেনিন ছুটে বেড়াচ্ছে তার পার্টি সদস্যদের সভায় পরবর্তী

কর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে, কার্যকরী করতে। আবার স্টার্টগার্টে দ্বিতীয় ইনটারন্যাশান্যালে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতেও গেছে। কখনও ফিরে আসছে কুয়োক্কালাতে। লেনিন তখন তার রচনা 'Twelve years' প্রকাশে ব্যস্ত।

বই বের হল। সরকার এই বই নিষিদ্ধ করল। লেখকের নামে আদালতে অভিযোগ আনা হল। কিন্তু লেখকের নাম ছিল V. I. Ilyin (ভি-আই-ইলিন)। তাকে খুঁজে বের করতে হয়রাণ হয়ে গেল পুলিশ।

পুলিশ বুঝতে পারল এই বেনামদার আর কেউ নয় সেই উলিয়ানোভ। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে! পুলিশ সংবাদ পেল লেনিন কুয়োক্কালাতে বাস করছে। ছুটল তাকে খুঁজতে।

লেনিন কোনক্রমেই ধরা দেবে না। সেও সবার অলক্ষ্যে এগ্‌গেনবাইতে উপস্থিত হল। সেখানে বলশেভিকদের সভায় স্থির হল বিদেশ থেকে বলশেভিকদের মুখপত্র প্রোলেতারি প্রকাশ করা হবে। লেনিন ফিনল্যাণ্ড ছেড়ে রওনা হল বিদেশের পথে।

হেলসিংফোর্স থেকে লেনিন রওনা হল আবোর পথে। ট্রেনে উঠেই লক্ষ্য করল পুলিশ তাকে খুঁজছে ঐ ট্রেনে। লেনিন মন স্থির করল। মাঝপথে নেমে পড়ল। পুলিশ সেই ট্রেনেই এগিয়ে গেল আবোর দিকে। লেনিনের পলায়ন টেরও পেল না।

আবো থেকেই বিদেশে যেতে হবে! সেজন্য লেনিন পদব্রজে চলল আবোর দিকে।

দুরন্ত শীত। বরফ পড়ছে। দুর্গম পথ। লেনিন চলেছে। ঘাড়ে ঝুলছে তার ছোট্ট সুটকেশ। চলতে চলতে পথের শেষ হল রাত দুটোয়। সোজা গিয়ে উঠল ফিনীশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বরগের বাড়িতে। বরগের ওপর নির্দেশ ছিল লেনিনকে নিরাপদে সীমান্ত পার করে দেবার।

ট্রেনের সঙ্গে স্টিমারের যোগাযোগ। লেনিন ট্রেনে আসতে

ারে নি। স্টিমার চলে গেছে। স্টিমারের ক্যাপটেন্ লেনিনকে টকহলম পৌঁছে দেবার দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। কিন্তু স্টিমার লে গেছে। উপায়! আবোতে বাস করা মোটেই নিরাপদ নয়।

এরপর কোথায় গিয়ে স্টিমার দাঁড়াবে?

সে অনেক দূর। সেখানে স্টিমার দাঁড়াবে। মাল তুলবে, াল নামাবে। বোধহয় একটা দিন দাঁড়াতে হবে।

লেনিন হিসাব করে দেখল স্টিমার পরবর্তী স্টেশন পরিত্যাগের াগেই পদব্রজে সেখানে পৌঁছান সম্ভব। তখনই প্রস্তাব দিল, আমি হেঁটে গিয়ে স্টিমার ধরব পরবর্তী স্টেশনে।

সাথীরা হিসাব করে দেখল, তা সম্ভব। স্থলপথে যেতে পারলে স্টিমার ধরা যায়।

তখনই দু'জন সাথী নিয়ে লেলিন রওনা হল পরবর্তী স্টেশন অভিমুখে।

ডিসেম্বরের সেই শীত। বরফ জমে আছে সর্বত্র, তুষারপাতও হচ্ছে। লেনিন রওনা হল এই দুর্যোগ মাথায় করে।

চলতে চলতে পায়ের তলার বরফ ভাঙছে, পা পিছলে যাচ্ছে। খাবার নেই সঙ্গে। এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে স্টিমারে আশ্রয় পেল লেনিন। বহু কষ্ট সহ্য করে লেনিন সীমান্ত পেরিয়ে স্টকহলম পৌঁছল।

লেনিন একাই পথে বের হয়েছিল। পেছনে সেণ্ট পিটার্সবার্গে রয়ে গেছে তার স্ত্রী।

ক্রুপস্কায়া লেনিনের অসমাপ্ত কাজ শেষ না করে আসতেও পারছিল না। কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে সেও হাজির হল স্বামীর পাশে। দু'জনে স্টকহলম পরিত্যাগ করে জেনেভার পথ ধরল।

আট সালের জানুয়ারী।

জেনেভার পথ-ঘাট বরফভর্তি।

প্রচণ্ড শীত, তেমনি হিমেল হাওয়া। মানুষের গায়ের রক্ত জমে যাবার উপক্রম।

এমনি একদিনে লেনিন কুরুপস্কায়ার হাত ধরে উপস্থিত হল জেনেভায়।

বাপ্‌রে। আমরা এখানে কি কবরে স্থান নিতে এসেছি? নিজের মনেই বলল লেনিন।

শীতের চেয়ে কষ্টদায়ক হল তাদের নতুন জীবন। এতদিন বৈপ্লবিক কাজ নিয়ে যে ব্যস্ততা ছিল তা আর রইল না। পলাতকের জীবনে পাঠাগারে বসে বই পড়া ভিন্ন আর কোন কাজ বোধহয় নেই। সারাদিন তো কাটত পড়াশোনা করে। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে এলে আর কোন কাজ থাকত না।

কুরুপস্কায়া বলত, আমরা যে কি করব ভেবেই পেতাম না আনন্দবিহীন শীতের দিনে ঘরে বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠতাম। আমরা মানুষ চাই। মানুষ বিনা আমরা বাঁচতে পারি না।

লেনিন প্রস্তাব দিত, চল থিয়েটার দেখে আসি।

কুরুপস্কায়া সম্মতি জানিয়ে লেনিনের সঙ্গে কখনও যেত থিয়েটারে, কখন যেত সিনেমায়। কিন্তু ভাল লাগত না। কোন-দিনই তারা পুরো প্রদর্শনীতে থাকত না। মাঝামাঝি সময়ে উঠে পড়ত। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, প্রায়ই গিয়ে জেনেভা লেকের ধারে বসে গল্প করত।

কি সে গল্প!

লেনিন ছিল হাস্যপরিহাসে পটু। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ স্ত্রীকে উৎফুল্ল করতে নানারকম গল্প বলে হাস্যপরিহাস দিয়ে গুমোট ভাবকে তরল করতে চেষ্টা করত। কখনও কুরুপস্কায়ার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে দেহের উষ্ণতার ঘ্রাণ নিত। এইভাবেই

অলস-মন্থর গতিতে দিনের পর দিন পেরিয়ে যেত, কোন ছাপ রাখতে পারত না মনে।

বিদেশী পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। তাদের সভায় লেনিন মাঝে মাঝে ভাষণ দিত কিন্তু তার মন পড়ে থাকত রাশিয়ার বিপ্লব চিন্তায়। রাশিয়াতে সর্বহারাদের ওপর যে অত্যাচার চলছে তাতে বিপ্লবী সংগঠন পরাস্ত হয়েছে। বিপ্লব সম্ভব নয় অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল কিন্তু লেনিন বিশ্বাস করত এই পরাজয় সাময়িক। সামনে লড়াই। সেই লড়াইতে সর্বহারারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে। লেনিন খেটে-খাওয়া মানুষদের বিশ্বাস করত, মনশ্চক্ষে দেখত উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে এই নিপীড়িত সর্বহারাদের জন্য। বহু রক্ত দিয়েই আসবে সুদিন। সেদিন জয় হবে রাশিয়ার সর্বহারাদের, এইভাবে জয় আসবে পৃথিবীর খেটে-খাওয়া মানুষের।

এ-পরাজয় পরাজয় নয়, জয়ের দিকে পদক্ষেপ।

প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে চারিদিক। বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা অত্যাচারের রোলার চালাচ্ছে সারা দেশে। মানুষ যে ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে আত্মবিশ্বাস। যারা রাজনীতির দাবাখেলার ঘুঁটি তাদের বিপথে চালনা করছে, নৈরাশ্য আসছে জনমনে। সর্বহারাদের ওপর যে অকথ্য অত্যচার হচ্ছে তার তুলনা নেই।

আশার প্রদীপ যে নিভতে চলেছে। পার্টির সদস্য সংখ্যা ক্রমেই কমছে।

সহকর্মীদের এই নৈরাশ্য চিন্তিত করেছিল বহু নেতাকে। তারাও গালে হাত দিয়ে ভেবেছে, তাইতো।

লেনিনও চিন্তিত কিন্তু তাকিয়ে দেখল, সংগঠন বৃদ্ধি ও প্রসার হতেই তাতে প্রবেশ করেছিল বহু বুদ্ধিজীবি নিম্নবিত্তের মানুষ, ও পাতিবুর্জোয়া তারাই জারের অত্যাচারে পার্টি ছেড়ে পালিয়েছে, যারা সর্বহারা তারা পালায়নি। পৃথিবীর সর্বদেশেই এই পলায়নপর

ব্যক্তিরা মুখ্যত সুবিধাবাদী, স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসে আবা প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

তবুও ভাবতে হচ্ছে লেনিনকে। যারা সত্যকার সোস্যা ডেমোক্র্যাট তাদের মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে,—সর্বহারা শ্রেণীর বহুজনের মনে দেখা দিয়ে পার্টি সম্বন্ধে বীতরাগ। খেটে-খাওয়া মানুষের সংগঠন ভেঙ্গে পড়া উপক্রম হয়েছে।

লেনিন ও বলশেভিক সদস্যরা বলল, না, নৈরাশ্য আসতে পা না। এই যে বিপ্লব, এই যে জাগরণ, এতে খেটে-খাওয়া মানুষবে শ্রমিক ও কৃষকদের আরও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করেছে আরও বেশি জঙ্গী মনোভাবাপন্ন হয়েছে তারা। জারের অত্যাচা দালালদের প্ররোচনা অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবে না। সর্বহা মানুষ শিখিয়েছে কি করে লড়াই করতে হয়—সর্বহারা মানুষ জয় আনবে।

লেনিন সহকর্মীদের বলল, আমাদের কাজ চলবে। আমাদে সংগঠনকে আরও জোরদার করতে হবে।

তারা বলল, বিঘ্ন প্রচুর।

বিঘ্ন জয় করতে হবে। হিসাব করতে হবে এই বিপ্লব আমাদে কি দিয়েছে, কতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমরা এই ব বিপ্লব থেকে।

কি ভাবে তা করব?

আমাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলতে হবে, শ্রমিক কৃষকদের বিপ্লব সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে, জনতার সঙ্গে গভী সংযোগ রক্ষা করতে হবে, আবার নতুন করে বিপ্লবের প্রস্তু চালাতে হবে।

লেনিন কলম তুলে নিল হাতে।

লোকের মনে যে নৈরাশ্যবোধ এসেছে তার বিরুদ্ধে লড়া

তে পত্রিকা দরকার "that what the party needs now a regularly published political organ capable of ging a sustained and effective struggle against the fection and disintregation—a Party Organ"—দলের পত্র চাই সংগঠনকে রক্ষা করতে। এই কাজে লেনিন গোর্কিকে মন্ত্রণ জানাল, আরও অনেককে আমন্ত্রণ জানাল যুগোপযোগী না পাঠাতে।

পরাজয় ইতিহাস রচনা করেছে।

বিপ্লবে কতটা জয় আর কতটা পরাজয় তা বিশ্লেষণ করে লেনিন র করল, সার্বিক বিপ্লব প্রচেষ্টাই খেটে-খাওয়া মানুষের লড়াইকে যুক্ত করতে পারে, এতেই সর্বহারার একনায়কত্ব আসবে। জারের তাকে কোন সময়ই ছোট করে দেখা উচিত নয়, জারের ক্ষমতা হোক বেশি হোক তা জনতার স্বার্থ বিরোধী, তাকে ধ্বংস তেই হবে। এই বিপ্লবেই শ্রেণী চরিত্র ভাল ভাবে জানা গেছে। ll classes of Society came out openly and showed emselves in thier true colour ; revealed their true nbition (Biograply). শ্রমিক তার শ্রেণী চরিত্র অনুসারে জ করেছে, চাষী তার শ্রেণী চরিত্র অনুসারে কাজ করেছে, চোরা র্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া, পুঁজিপতি, সামন্ততন্ত্র, সবাই তাদের ণী চরিত্রকে তুলে ধরেছিল এই বিপ্লবের দিনে। এবার বাছাই রতে অসুবিধা নেই কারও।

বারবার লেনিন বলতে থাকে, সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষকদের ধ্য সৌখ্য চাই। জয় লাভ করতে হলে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা য়োজন।

আমাদের নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রেণী। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ক-শ্রমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই জয় আনতে পারে। যতক্ষণ জনৈতিক ক্ষমতা বিপ্লবীদের হাতে না আসছে ততক্ষণ জয় অসম্ভব।

চাষীর ও চাষের সমস্যা যে রাশিয়ার মত কৃষিপ্রধান দেশে ব
সমস্যা সে বিষয়ে কেউ দ্বিমত নয় কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের প
সম্বন্ধে ছিল বহুমত।

জমি কার? জমি হল জমিদারের। যারা চাষী তারা হ
ক্ষেতমজুর। জমির লড়াই আর জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করা
প্রেরণা লাভ করেই কৃষকরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রস
হচ্ছিল। তারা বুঝতে শিখেছিল একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে
জমিদার শ্রেণীর উৎখাত সম্ভব এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লা
করা যায়!

লেনিন ভূমি সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ স্থির করল, ভূ
জাতিয়করণ (nationalising all the land)-এর ফলে আর্থি
ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ক্যাডেটদল এবং প্রধানমন্ত্রী স্টোলিপি
ভূমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা ও ক্ষেতমজুর প্রথা বজা
রাখার পক্ষপাতী। লেনিন জানতে চাইল, প্রুশীয় ভূমিব্যবস্থ
অথবা মার্কিন ভূমিব্যবস্থা যে কোন একটিকে স্বীকার করতে হবে
প্রুশীয় ভূমিব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে, আ
মার্কিন ভূমিব্যবস্থায় মালিকানা অস্বীকার করে নতুন কৃষক শ্রেণী
উদ্ভব স্বীকার করা হয়েছে। লেনিন এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে
ভূমিব্যবস্থার প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে চায়। বিপ্লবী বলশেভিক পা
লেনিনের অভিমত জাতিয়করণকেই সমর্থন জানিয়ে ছিল।

মেনশেভিকরা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে ভূমিব্যব
তুলে দেখার পক্ষপাতী। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে সমাজতান্ত্রি
গণতন্ত্রের সর্বনাশ হবে। হয়ত এই ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে
বিরোধিতাও করতে পারে।

রাশিয়ার দশ মিলিয়ন চাষীর হাতে ছিল মাত্র তিয়াত্তর কো
ডেসিয়াটিন জমি আর আঠাশ হাজার জমিদারের হাতে ছি

ষট্টি কোটি ডেসিয়াটিন জমি। এই অসামঞ্জস্যই ভূমি বিরোধের
ল। সেজন্য যদি ভূমিকে জাতির সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয় তা
লে মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থা লোপ পেয়ে অধিক সুবিধা পাবে চাষীরা
ার যদি স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে জমি দেওয়া হয় তা হলে
াম। মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার পোষকতা করবে, চাষী নির্যাতিত ও
াবিত হবে। যদি ভূমিকে জাতিয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়
হলে এমনকি পুঁজিবাদী সমাজেও কৃষক সমস্যার সমাধান
তে পারে এবং ক্ষেতমজুরের দুঃখময় জীবন থেকে চাষীরা মুক্তি
তে পারে। (land nationalisation was the best form
f agrarian relations in a capitalist society, and
he surest way of abolishing serfdoom—Biography).
নিন সহকর্মীদের তথা কৃষক সমাজের সামনে তার বক্তব্য তুলে
রে বলল, ভূমিকে জাতিয় সম্পত্তিতে পরিণত করা ও বিপ্লব
ঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই ভূমিব্যবস্থা বদল সম্ভব বিপ্লবের
াধ্যমে এবং জার শাসনকে উৎখাত করতে পারলে।

শোধনবাদীদের নিয়ে সমস্যা।

শোধনবাদীরা মার্কস তথ্যকে পরিবর্তিত করতে উৎসাহী।
প্লবকে এড়িয়ে চলার জন্য মার্কসীয় তথ্যকে বিকৃত করাই হল
াধনবাদীদের ধর্ম। মোটামুটি তারা সুবিধাবাদী। পুঁজিবাদী
াজ ব্যবস্থাকে অপরোক্ষে সমর্থন জানাতে মার্কসের বক্তব্যকে
.প-ব্যাখ্যা করতে শোধনবাদীদের বিবেক বাধা পেত না। যতদিন
থিবীতে পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন সমাজতন্ত্রের বৈরী শোধনবাদীরা
ঁজিবাদের লেজুড় হয়েই থাকবে। মার্কসীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ
গতিশীল দলকে সব সময় শোধনবাদীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে
ব, সব সময় লড়াই করতে হবে যাতে শোধনবাদ শেকড়
সিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না
রে।

জেনেভা থেকে আট সালের এপ্রিল মাসে লেনিন গেল ইটা
ক্যাপ্রি দ্বীপে।

অসুস্থ গোর্কি বহুকাল যাবত ক্যাপ্রিতে বাস করছিল স
উদ্ধারের আশায়। ক্যাপ্রিতে রাশিয়ার অনেক তথাকথিত বি
বাস করত। গোর্কির সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের দেখা হত। তা
মতবাদের সঙ্গে লেনিনের মতবাদের ছিল আশমান জমিন পার্থক
গোর্কির ইচ্ছা ছিল এদের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করুক লেনিন

জেনেভায় থাকার সময় লেনিন গোর্কির আমন্ত্রণ পেত ক্যা
যাবার। বহুবার আমন্ত্রণ এসেছে, লেনিন ক্যাপ্রি যাবার সময় ক
উঠতে পারে নি। অবশেষে হাজির হল গোর্কির আস্তানা
লেনিনকে পেয়ে গোর্কি আনন্দে আত্মহারা।

লেনিনও খুব খুশী হল। গোর্কির কুশল জিজ্ঞাসা করে f
হয়ে বসল।

এত ব্যস্ত কেন আমাকে তোমার পাশে পেতে?—প্রশ্ন ক
লেনিন।

গোর্কি মৃদু হেসে বলল, তোমার বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির এব
ফিরিস্তি শুনতে।

লেনিনও হাসতে হাসতে বলব, পরাজয়ের মাঝ দিয়ে জ
সঙ্কেত পাচ্ছি।

আমাদের পথ কি অভ্রান্ত!

প্রশ্নটা শুনে লেনিন চমকে উঠল। এরকম প্রশ্ন গোর্কির ক
আশা করেনি। গোর্কি যে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই
করেছে তা বুঝতে বিলম্ব হল না।

তুমি কি বলতে চাও?

গোর্কি মৃদুস্বরে বলল, কিছু বোঝাপড়া। বাগদানোভ অ
তার সঙ্গীরা যা বলছে তার কিছু মেনে নিতে পার না কি?

না। ধর্ম আর জড়দর্শন আমাদের এই বিপ্লবের সহায়ক না

।জাকে ঈশ্বর প্রেরিত যেমন মনে করিনা, ভূমির ওপর জমিদারের ।ধিকারকেও ঈশ্বরের দান মনে করিনা। আর মায়াময় জগত, এসব ।র্বাচীনের কথা। ভাগ্য ও ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাব আর ভাগ্য ।ার ভগবানের দোহাই দিয়ে শোষণ করবে জার ও জমিদার এবং ।ুঁজিপতিরা, তা হতে দেব না। বাগদানোভের সঙ্গে আলোচনা ।িষ্ফল। তোমাকে যেজন্য আমাদের প্রয়োজন সেটা হল আমাদের ।ত্রিকায় মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে প্রবন্ধ লেখা। আশা করি সে কাজ ।ুমি করছ ও করবে। আমাদের প্রোলেতারি সম্বন্ধে আলোচনা ।রতেই আমি আগ্রহী।

গোর্কি এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করে নি, অসুস্থ গোর্কি ।ার বাল্য জীবনের গল্প শোনাত লেনিনকে। ক্রিমিয়ার সেই কুলি ।গার্কি কি করে জ্ঞানে ও প্রতিভায় বড় হয়েছিল তা বুঝতে ।ারল লেনিন।

লেনিন অনুরোধ করল, তুমি তোমার বাল্যকাল, তোমার নিঝনি ।নাভোগোরদের তরুণ জীবন, রাশিয়ায় বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ।নিয়ে গ্রন্থ রচনা কর গোর্কি? হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে জনসমাজে তা ।উপস্থিত কর। এগুলো শুধু চমৎকারিত্বেই সবাইকে আকর্ষণ করবে ।এমন নয়, দেশের লোক অনেক কিছু শিখতে পারবে তোমার ।কাছ থেকে।

পরবর্তীকালে গোর্কি Childhood (বাল্যকাল), My Apprenticeship (আমার শিক্ষানবিশী) এবং My Universities (আমার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) এই তিন গ্রন্থে নিজের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছিল।

ক্যাপ্রিতে লেনিন আর গোর্কির মাঝে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গতা।

দুজনে মাঝে মাঝেই জেলেদের নৌকাতে চেপে সমুদ্র ভ্রমণে ।বেরিয়ে পড়ত।

ছেলেদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল দু'জনের। জেলেদের

জীবনধারণ প্রণালী, পারিবারিক জীবন, দৈনিক উপার্জন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করত লেনিন। তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেলামেশা করে তাদের আপন জনে পরিণত হয়েছিল। লেনিন যেন চুম্বকের মত তাদের আকর্ষণ করত। লেনিনকে দেখলেই জেলেরা ভীড় জমাত। এর আগে বহু রাশিয়ান ক্যাপ্রিতে এসেছে, তারা লেনিনের মত শ্রদ্ধা ভালবাসা লাভ করতে পারেনি সাধারণ মানুষের কাছে। লেনিনের সম্বন্ধে জেলেরাও বেশ ওয়াকিবহাল ছিল। তারা জানত লেনিনকে যে কোন সময় রাশিয়ান পুলিশ গ্রেপ্তার হতে পারে। লেনিন চলে যাবার পর গোর্কিকে কাছে মাঝে মাঝেই জেলেরা 'সিনর লেনিনের' খবর জানতে চাইত।

কয়েকদিন গোর্কির সঙ্গে লেনিন নেপলস্ বেড়াতে গিয়েছিল। ভিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরিতেও উঠেছিল সে সময়। মোটামুটি ক্যাপ্রির জীবন গোর্কির কাছে নিরানন্দময় ছিল না। বিশেষ করে গোর্কির সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তার মুল্য ছিল অনেক বেশি। অবসর সময়ে দু'জনে বসে বসে দাবা খেলত, কখনও কখনও বইয়ের রাজ্যে ডুবে যেত।

সহকর্মীদের সঙ্গে যেমন রাজনীতির কূট আলোচনা করত তেমনি জেলেপাড়ার শিশুদের সঙ্গে শিশুর মত খেলাধুলায় গল্পে মেতে উঠত। বিরাট মানুষ যুগস্রষ্টা বিপ্লবী লেনিনের মনে যে ঘুমন্ত শিশুর সারল্য ও স্বাভাবিকতা ছিল তা ফুটে উঠত তার আচরণে।

গোর্কি বিশ্ববিখ্যাত লেখক।

লেনিন জিজ্ঞেস করত, তোমরে লেখার উপাদান কোথায় পাও?

সোজাসুজি জবাব দিতে পারেনি গোর্কি। লেনিন খোলা মাঠের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ যে মানুষ, ঐ যে দেশ তোমার সামনে, ওদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি কর, ওদের অধ্যয়ন কর, ওরাই তোমার সাহিত্যের উপাদান।

রোজই বসে বসে রাশিয়ার স্মৃতি আলোচনা করত দু'জনে। কখনও কখনও অন্যান্য সঙ্গীরাও থাকত। রাশিয়ার বিপ্লব, বিপ্লবের পরাজয়, কিভাবে জনসংগঠন গড়ে উঠেছিল, শ্রেণী চরিত্র কি, এই সব হত আলোচনার বিষয়বস্তু। কোন সময়ই লেনিন রাশিয়ার কথা ভুলতে পারত না।

একদিন জেলেরা জাল পরিষ্কার করছিল। লেনিন সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে বলল, রাশিয়ার জেলেরা ইতালির জেলেদের চেয়ে আরও নিপুণভাবে এই কাজ করতে পারে।

লেনিন কোন সময়ের জন্যই রাশিয়াকে ভুলতে পারত না, এটা হল তারই দৃষ্টান্ত।

রাশিয়া থেকে বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও লেনিন এক মুহূর্তের জন্য রাশিয়াকে ভুলতে পারতনা। তার দেশের মানুষ, দেশের মানুষের জীবিকা, দেশের গ্রাম-শহর, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছুই ভেসে উঠত তার মনে সব সময়।

গোর্কি সাহিত্যিক, লেনিন বিপ্লবী। তাদের এত হৃদ্যতার কেন্দ্রও উভয়ের লক্ষ্যস্থল হল সর্বহারা। উভয়েই সর্বহারার উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল।

গোর্কির সাহিত্য বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে চলেছে। লেনিনের সংগঠন শক্তি বিপ্লবকে বাস্তব রূপদান করতে এগিয়ে চলেছে।

তবুও গোর্কির লেখায় অনেক সময় ভুল হত, অনেক বিষয় সর্বহারার স্বার্থ হানিকর মনে হত। লেনিন সঙ্গে সঙ্গে গোর্কির সব ভুল সংশোধন করে দিত। গোর্কি বলত, His attitude was that of a strict teacher and good, solicitous friend (শিক্ষক ও সৎবন্ধু ছিল লেনিন)।

গোর্কি ও লেনিন ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু। উভয়েই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সর্বহারার এক নায়কত্বে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের

অবদান রেখে গেছে। গোর্কি লেনিনের প্রতিভাকে সব সময় শ্রদ্ধা জানিয়েছে, প্রশংসা করেছে অকুণ্ঠভাবে।

ক্যাপ্রির এই আনন্দময় দিনগুলো পেরিয়ে গেল।

গোর্কির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লেনিন ফিরে গেল জেনেভায়। মধুর স্মৃতি রয়ে গেল দুজনের মনে।

জেনেভায় বেশি দিন থাকা সম্ভব হল না।

প্যারিসে তখন রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে বহু বলশেভিক আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্স তখন এইসব রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপদ আশ্রয়। লেনিন স্থির করল জেনেভা থেকে প্যারিসে সরিয়ে নেবে তার কর্মকেন্দ্র। আট সালের শেষের দিক লেনিন ও কুরুপস্কায়া প্যারিসে হাজির হল। এখান থেকেই প্রোলেতারি প্রকাশ আরম্ভ হল।

জেনেভার অবস্থাও বিপ্লবীদের পক্ষে সুখকর ছিল না। পরবর্তী কালে সুইশ পুলিশ রাশিয়ার বিপ্লবীদের নানা ভাবে বিব্রত করতে থাকে, স্থানীয় বাড়িওলারা রাশিয়ানদের বাড়ি ভাড়া দিতে অস্বীকার করতে থাকে। রাশিয়ান মাত্রেই বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ মনে না করে সুইজারল্যাণ্ডের সরকার ও উচ্চ বিত্তের মানুষরা বিপ্লবীদের হয়রাণ করতে থাকে। এই অবস্থায় জেনেভা পরিত্যাগ করে প্যারিস যাওয়াই নিরাপদ ছিল সব দিক থেকে।

প্যারিসে তাদের সামর্থ্য উপযোগী বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে বেশি টাকা ভাড়া দিয়ে বড়লোকের মত বসবাস করার যোগ্য চার কামরার বাড়ি ভাড়া করতে হল। এত ব্যয় করার সাধ্য ছিল না লেনিনের। বাড়িওলা লেনিনকে ঠিক ভদ্রলোক ও ধনবান মনে করত না। জেনেভা থেকে যে সব অল্পমুল্যের আসবাবপত্র নিয়ে এসেছিল তা দরিদ্র পরিবারের উপযোগী। যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সে বাড়ির উপযোগী আসবাব নয়। বাড়িওলা তাকে হীনবিত্ত মনে করত, অবশ্য এত অর্থব্যয় লেনিনেরও সাধ্যের অতীত।

অবশেষে দু'কামরার ফ্ল্যাট সংগ্রহ করা গেল। রুই ্যারিরোজে এই বাড়ি নিম্নবিত্তদের উপযোগী। লেনিন পরিবারে সেখানে উঠে গেল। (এই বাড়ি বর্তমানে লেনিন াউজিয়ম)।

দরিদ্র রাশিয়ার দরিদ্রতম বিপ্লবীরা চরম দৈন্যের মধ্যে বাস করত ্যারিসে। অন্যান্য যে সব রাশিয়ান কর্মসংস্থানের আশায় ফ্রান্সে াসত তাদের বেশির ভাগই কোন কাজ পেতনা। অনাহারে র্ধাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তাদের অবস্থা এত শোচনীয় ়ল যা বর্ণনা করা যায় না।

লেনিনের আর্থিক অবস্থাও ছিল আশঙ্কাজনক। কোন রকমে ানাতিপাত করতে হত। কোথাও যেতে হলে তারা পায়ে হেঁটে াত। গাড়ি ভাড়া বাঁচিয়ে, কখনও প্রয়োজনমত খাদ্য ক্রয় না করে াজেরা কোন রকমে বেঁচে চলার চেষ্টা করত। যে পয়সা তারা ইভাবে বাঁচাত তা দিত ঐ সব হতভাগ্য রাশিয়ানদের যারা পেটের ়য়ে প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াত। লেনিন ও কুরুপস্কায়া াঝে মাঝে জনসভায় বক্তৃতা দিতে যেত। এতে সামান্য কিছু পার্জন হত। সেই উপার্জিত অর্থও এই সব রাশিয়ানদের দিত। হকর্মীদেরও দিত। অনেক সময় লেনিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াত ই সব সহকর্মীদের জন্য কর্ম সংস্থান করতে।

জেনেভায় যেমন লেনিনের বাড়িতে ভীড় জমত তেমনি ারিসেও ভীড় হত। যে সব ভাগ্যবিড়ম্বিত রাশিয়ান তার কাছে াসত তারা পেত সাদর অভ্যর্থনা, আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার, হৃদ্যতা, রস্পরের মধ্যে সে সময় বিরাজ করত ঐক্যের আবহাওয়া। কত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ।

কুরুপস্কায়ার মা সব সময়ই থাকত লেনিনের সংসার পরিচালনা রতে। বহু লোকের আনাগোনায় মুখর লেনিন-গৃহে অতিথিদের রিতুষ্ট করার ক্ষেত্রে কুরুপস্কায়ার জননীও এগিয়ে আসত আবার

লেনিন স্বয়ং তাকে সাহায্য করতে সংসারের বহু কাজ নিজে
করে দিত।

দারিদ্র, দুঃস্থতাকে সম্বল করেই লেনিন প্যারিসে আশ্র
নিয়েছিল। কিন্তু কোন সময়ের জন্যই নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করতে
পারে নি, কোন সময়েই বিমর্ষ হয় নি। সব বিষয়ে সমান আগ্র
ছিল সব সময়।

রাজনীতিই তার জীবন।

উঁহু। বাস্তব জীবনের কোন দিকেই কোন ফাঁক ছিল না।

লেনিন সাহিত্যসেবীও ছিল। সেকস্‌পীয়রের নাটক নিয়ে বহু
সমালোচনা সভাতেও বক্তৃতা দিতে হয়েছে।

ভ্রমণ ছিল তার নেশা। ছুটে ছুটে বেড়াত শহরে গ্রামে
ফ্রান্সে এসেও চুপ করে বসে থাকে নি, ছুটে গেছে য়্যাণ্টওয়ারপে,
প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

অতীতের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

মিউজিয়মে সময় কাটাত অতীতের স্মৃতি নিয়ে।

আবার গৃহকোণে বসে আলস্যমধুর দাবা খেলাতেও নিজেকে
হারিয়ে ফেলত।

কখনও যেত থিয়েটারে। কখনও আবৃত্তি করত ভিক্টর হুগোর
বিপ্লবধর্মী কবিতা।

যে সব থিয়েটারে শ্রমিকদের ভীড় জমত সেই সব থিয়েটারেই
মাঝে মাঝে লেনিন যেত। থিয়েটার দেখা, শ্রমিকজীবন জানা,
শ্রমিকদের রুচির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এই সবই হত থিয়েটার
দেখার অবসরে। আবার সঙ্গীত আসরেও দেখা যেত লেনিনকে।
ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গী ছিল মণ্টেগুর পিতা, মণ্টেগু গান গাইতো
বিপ্লবের। লেনিন তার গানও শুনত, তার সঙ্গে আলাপ করে
আনন্দও পেত।

প্যারিসের তৎকালীন বিমানক্ষেত্রে মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াত

লেনিন। আকাশে উড়ার দিকে লেনিনের ছিল প্রবল আকর্ষণ। মাঝে মাঝে আগ্রহ সহকারে ফরাসী বৈমানিকদের কাজকর্ম লক্ষ্য রাখত।

ফরাসী দেশের শ্রমিকদের সম্পর্কেও আগ্রহ ছিল অত্যধিক। শ্রমজীবিদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শ্রমিক এলাকায় যেত।

প্যারিস থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে দ্রাভেইলে বাস করত কার্ল মার্কসের মেয়ে লৌরা। পল্ লাফার্গ তার স্বামী। লেনিন সস্ত্রীক যেত তাদের কাছে। লাফার্গের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে নানা বিষয় আলোচনা করেছে। লাফার্গ কুরুপ্স্কায়ার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে রাশিয়ার ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছে, বিশেষভাবে আলোচনা করেছে বিপ্লবে নারীর কি ভূমিকা হতে পারে সেই বিষয়ে। তাদের এই সাক্ষাত চিরস্থায়ী ছাপ রেখেছিল উভয়-পক্ষের মনে।

বিপ্লবীদলকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে সরকার। বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে জারের পুলিশ। দলে ভাঙ্গন ধরেছে ইতিমধ্যেই। সবাই চিন্তিত। লেনিন তখন চিন্তা করছে পার্টি রক্ষা করার তৎসহ পার্টিকে শক্তিশালী করার বিষয়। পরবর্তী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য খেটে-খাওয়া মানুষ ও সর্বহারাদের ঐক্য গড়ে তোলাই যে বড় কাজ সে বিষয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হচ্ছে।

দেশের অবস্থা চিন্তা করেছ কি কমরেড লেনিন ?

প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করছি। তোমরা যাকে মনে করছ অস্বাভাবিক আমি তাকে স্বাভাবিক মনে করছি। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিবিপ্লবীরা মাথা চাড়া দেবেই, দেশে উদারপন্থী পুঁজিবাদী, পাতি-বুর্জোয়া যতদিন থাকবে ততদিন পার্টির ওপর আঘাত আসলে ঐ ভাবেই ওরা পেছনের পথ ধরবে। এরজন্য ভয় পাবার নেই, নিরাশ হওয়া অযৌক্তিক।

পার্টি যেখানে বে-আইনী সেখানে কাজ করার কত অসুবিধা।

বে-আইনী পার্টিকেই তো জোরদার করতে হবে। মানুষের মনে জাগাতে হবে বিপ্লবের চিন্তা, সর্বহারাদের গড়তে হবে জঙ্গী, নইলে আমরা অগ্রসর হতে পারব না। আইন যাকে স্বীকার করে না তাকেই আশ্রয় করে যারা অগ্রসর হয় তাদের দুঃখ বরণ করেই এগোতে হয়। আমরা ডুমাতে (পার্লামেণ্টে) প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম, কেন? in order that they might use its rostrums to advocate revolutionary demands and slogans—ডুমায় বসেই দাবী জানাতে হবে, আওয়াজ তুলতে হবে বিপ্লবের। সেইজন্যই তো ডুমায় গিয়েছিল আমাদের প্রতিনিধি।

লেনিন সহকর্মীদের অন্যতম ট্রটস্কি।

ট্রটস্কি পার্টির সদস্য। সব কাজেই সে পার্টির প্রতি আনুগত্য দেখাতে যেমন আগ্রহী মনে হয় তেমনি তাকে দেখা যায় বিভেদকামীর ভূমিকায়।

ভিয়েনায় বসে ট্রটস্কি একটা পত্রিকা সম্পাদন করত।

পত্রিকার বক্তব্য সমাজতন্ত্র। অথচ প্রচ্ছন্নভাবে ট্রটস্কি চেষ্টা করছিল বিপ্লবী ও সুবিধাবাদীদের সমন্বয় সৃষ্টি করতে। রাশিয়ার প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখাতে দলছুটদের সমর্থনে ট্রটস্কি পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপাল তার পত্রিকায়।

লেনিন ট্রটস্কির এই কাজকে অমার্জনীয় মনে করে মন্তব্য করেছিল, He pays lip service to the party but behaves worse than any other factionalist-পার্টি দরদী সেজে বিভেদকামীর ভূমিকা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। লেনিন সর্বতো ভাবে এই আপোষকামী মনোভাব ও তার সমর্থক ট্রটস্কিকে বাধা দিতে লাগল। ওদের কার্যকলাপও মার্কসবাদ বিরোধী।

লেনিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রাষ্ট্রগঠনের মূল সূত্রগুলো স্থির করেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে শত শত

রাষ্ট্রে জনতা দাসের জীবন যাপন করেছে, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার সহ্য করেছে, পুঁজিবাদীরা শোষণ চালিয়েছে, আজও বহু দেশে তা হচ্ছে। ইতিহাসের গতি রুদ্ধ হয়নি; বিবর্তন, পরিবর্তন চলেছে ধারাবাহিকভাবে। দাসত্ববিধি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদকে ডেকে এনেছে। আজ সারা দুনিয়াতে চলেছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, এরপর যা জন্ম নেবে তা হল সর্বহারার একনায়কত্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা হল একটি শ্রেণীর ওপর অপর শ্রেণীর ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবার যন্ত্র। আদিমকালে মানুষ তো সমতার ভিত্তিতে উৎপাদিত সম্পদ ভাগ করে নিত, তখন তো মানুষ এভাবে শ্রেণী বিশেষের দাসত্ব করত না। কিন্তু সমাজে সবার অলক্ষ্যে একদল লোক সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষমতা দখল করে, শাসন করে, সমতাকে চূর্ণ করে দেয়। তখন থেকেই দেখা দেয় ব্যক্তিস্বার্থ। আজও সেই ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে যত সংঘাত।

Every state in which private ownership of the land and means of production exists, in which capital dominates, however democratic it may be, is a capitalist state—(Lenin on State) যে রাষ্ট্রে ব্যক্তি মালিকানা আজও বজায় আছে সেখানে যতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক, সেটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এইসব রাষ্ট্রে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে অনেক মিঠে ব্যবস্থা থাকে, universal suffrage, a constituent assembly, a parliament are merely a form, a sort of promissory note, which does not alter the essence of the matter-এই সব রাষ্ট্রে বয়স্ক ভোটের ব্যবস্থা থাকে, সংবিধান প্রণয়ন ব্যবস্থা থাকে, সংসদ থাকে, যাই থাকুক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-কাঠামোর কোন পরিবর্তন তাতে হয় না। আমেরিকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আইনের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা

থাকলেও মুষ্ঠিমেয় ধনীর হাতে দেশের সম্পদ জমা হয়ে আছে, তারাই সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। পুঁজিবাদী শাসকরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি সৃষ্টি করেছে, তা থেকে আমেরিকার সাধারণ মানুষ অব্যাহতি পাচ্ছে না—Once capital exists, it dominates the whole of society and no democratic republic, no franchise can change it in essence (Lenin on State).

লেনিনের এই মতবাদ এবং বিপ্লবী কর্মপন্থাকে যেমন মেনশেভিকরা সমর্থন করতে পারেনি, তেমনি পারেনি ওটঝোভাইটরা। প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা অনেক দূরে, তারা তো বাধা দেবেই কিন্তু যারা সমাজতন্ত্রের বুলি শোনায়, যারা নিজেদের প্রগতিশীল মনে করে তারা যখন গোপনে বিপ্লববিরোধী কাজ করে তখন তারাই বিপদাপন্ন হয় বিপ্লবী চিন্তায় ও ধর্মে।

লেনিন অক্লান্তভাবে লড়াই করে চলেছে এই সব সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে।

আবার দেহটা অসুস্থ হতেই সপরিবারে লেনিন বিস্‌কে উপসাগরের তীরে পরনিক উপশহরে চলে এল দশ সালের গ্রীষ্মকালে।

আশ্রয় নিল কাস্‌টমস্‌ বিভাগের একজন পেয়াদার বাড়িতে।

পেয়াদা লোকটা ছিল খুবই সরল। তার স্ত্রী ধোপার কাজ করত। লেনিনের সঙ্গে মাঝে মাঝেই নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও করত।

পেয়াদা গিন্নী একদিন বলল, ক্যাথলিক পাদরিদের আমি মোটেই পছন্দ করিনা।

লেনিন হেসে জানতে চাইল, কেন ?

ওকথা আর বলনা। আমার ছেলে মানে ছোট্ট বব।

কি হয়েছে তোমার ছেলের ?

তাকে গির্জায় পাঠাতে বলেছে।

ভালই তো। মেরীমাতার ভজনা শিখবে।

দরকার নেই ভজনা শিখে। সেখানে তাকে নাকি লেখা-পড়াও শেখাবে।

লেনিন বলল, সেতো ভাল কথা। তোমার কোন ব্যয় হবে না বিনা খরচে ছেলে লেখাপড়া শিখে বড় হতে পারবে।

হাঁ তাই বুঝি হবে। শেষে মেরী ভজনা করতে করতে আমার ছেলে কাজকর্মই করতে চাইবে না। অমন লেখাপড়ার দরকার নেই বাপু। দিয়েছি কড়া কথা শুনিয়ে। পাদরীর ভারী রাগ আমার ওপর। তা হোক্, আমি ছেলেকে গির্জায় পাঠব না।

লেনিনের ভালই লাগত এই মহিলার সঙ্গে এই সব খুঁটিনাটি আলোচনা করতে।

বেশি দিন পরনিকে থাকা হল না।

কোপেনহেগেনে সেকেণ্ড ইণ্টার ন্যাশান্যালের অষ্টম কংগ্রেস অধিবেশন। লেনিন গেল সেখানে। ডেনমার্কের রাজধানীতে পৌঁছেই কংগ্রেস ব্যুরোর মিটিং-এ হাজির হল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবধর্মী করার পথে অগ্রসর হল এখানে একটা বামপন্থী মোর্চা গড়ে তুলে। যারা বামপন্থী তারা সমর্থন জানাল লেনিনের বিপ্লবী কর্মধারাকে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সমবায়ের ভূমিকা কি ? শ্রেণী সংগ্রামে সাহায্যকারী শক্তি হবে সমবায় আন্দোলন। কোপেনহেগেন কংগ্রেসে লেনিন একটি প্রস্তাবের খসরাও উপস্থিত করল।

মেনশেভিকদের সংখ্যা ছিল রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক। তাদের চেষ্টা ছিল লেনিনকে কোনঠাসা করে নিজেদের সুবিধাবাদী কাজগুলো চালিয়ে নেওয়া। যখন কোন ক্রমেই তারা সফল হতে পারল না তখন তারা অভিযোগ আনল, লেনিন পার্টিকে ভেঙ্গে ফেলতে আগ্রহী এবং সে তাই করছে।

বলশেভিক প্রতিনিধিদের একজন বলল একজন মানুষের পক্ষে
তা সম্ভব কি ?

মেনশেভিক গোষ্ঠীর দল উত্তর দিল, হ্যাঁ সম্ভব। লেনিন চব্বিশ-
ঘণ্টা কেবল বিপ্লবের চিন্তা করে। পৃথিবীর অন্য কোন বিষয়
চিন্তা করার তার অবকাশ নেই, একমাত্র চিন্তা বিপ্লব। ঘুমন্ত
অবস্থাতেও লেনিন 'বিপ্লব' দেখে। এমন লোক নিয়ে আমরা কি
করতে পারি বল। আমাদের তো অন্য কাজ আছে। ওর তো
অন্য কোন কাজ নেই।

বলশেভিক তথা লেনিনের কঠিন শত্রু মেনশেভিক নেতা ডাঃ
তার অজ্ঞাতে সত্য কথা বলে ফেলল।

সবাই বুঝল লেনিন একমাত্র বিপ্লবেরই উপাসক। বিপ্লবকে
সফল করাই তার ধর্ম, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই তার জীবনের
মূলমন্ত্র। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে খেটে-খাওয়া মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ
বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে সে দিবারাত্র।

কোপেনহেগেনে লেনিন ও প্লেকানভ আবার পরস্পরের
নিকটবর্তী হল। উভয়েই ট্রটস্কি ও অন্যান্য বিভেদপন্থীদের কাজের
তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। ট্রটস্কি যে সব প্রবন্ধ লিখে
পার্টিতে বিভ্রান্তি ও ঐক্যহীনতার অভিযোগ করেছে তার প্রতিবাদ
করল লেনিন ও প্লেকানভ।

ডেনমার্কের কাজ শেষ হতেই লেনিন ছুটল তার মায়ের সঙ্গে
সাক্ষাত করতে স্টকহলমে।

মায়ের বয়স তখন পঁচাত্তর বৎসর। বয়সের চাপে দেহটা তখন
শিথিল। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে তার বৃদ্ধা জননী কনিষ্ঠ
কন্যা মারিয়া ইলিনিচনাকে সঙ্গে করে উপস্থিত হল স্টকহলমে।
মায়ের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য বাসস্থান ও খাবার দাবারের
দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিল লেনিন ও কুরুপস্কায়া। মাকে যতটা
স্বচ্ছন্দে রাখা সম্ভব তার কোন ত্রুটি করেনি লেনিন।

স্টকহলমে বিভিন্ন সভায় ভাষণ দিতে যেত লেনিন। সঙ্গে যেত তার মা ও ছোট বোন।

মাকে কাছে পেয়ে লেনিন যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিল। মাকে কি করে সুখী করবে তারই চেষ্টা করত স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। কোথাও কাজে গেলে লেনিন মায়ের জন্য চিন্তিত হত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসে মায়ের কোলের কাছে বসে মায়ের কথা শুনত।

মেরিয়া আলেকজান্দ্রাভনা লেনিনের গৌরবে গৌরবান্বিত। তার বক্তৃতা কখনও শোনেনি। স্টকহলমে এসে লেনিনের সঙ্গে বিভিন্ন সভায় গিয়ে লেনিনের মন-মাতানো যুক্তিজালপূর্ণ বক্তৃতা শুনে নিজেও মোহিত হয়েছিল।

মায়ের পাশে বসে বেশ কাটছিল দিনগুলো।

কিন্তু ফেরার দিন এগিয়ে এল।

মা-ও যেমন বিষণ্ন, পুত্রও তেমনি।

একদিন মা গিয়ে উঠল জাহাজে।

জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে মাকে বিদায় জানাল। বোধহয় অলক্ষ্যে তার চোখের কোনায় জল জমেছিল। তার ইচ্ছা ছিল জাহাজে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আরও কিছু সময় কাটাবে। তা আর হল না। জাহাজটা রাশিয়ার। জাহাজে উঠলে তাকে গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনাই বেশি। বিষণ্ন বিদায় জানাতে বাধ্য হল জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে। তার মনে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি হল, এই বোধহয় তার মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা। সত্যিই এই তার শেষ দেখা।

ষোল সালে জননী মেরিয়া আলেকজাণ্ড্রাভনা উলিয়ানোভিচ্ দেহত্যাগ করল। তখনও রাশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নি। লেনিন তখনও স্বেচ্ছা নির্বাসনে। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হল না। মা দেখে যেতে পারল না তার নিজের হাতে তৈরী সন্তান কি ভাবে বিপ্লবকে জয়ী করেছে। ছেলেও মাকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশের মাটিতে শেষ প্রণাম জানাতে পারল না।

স্টকহলম থেকে লেনিন ফিরে এল প্যারিসে দশ সালে সেপটেমবর মাসে। প্যারিস যাবার পথে কোপেনহেগেনে যাত্রা বিরতি ঘটাতে হল ইন্টার নাশন্যাল কংগ্রেসে ভাষণ দিতে।

রাশিয়ার বুকে তখন চলছে স্টোলিপিনের সন্ত্রাস।

সন্ত্রাস যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত হলেও লেনিন বলত, এটা স্থায়ী হবে না। সাধারণ মানুষ মনোবল আবার ফিরে পাবে। সংগঠন গড়তে যেন ভুল না হয়। সত্যিই আবার শ্রমিকরা ধর্মঘট করল সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, ওয়ারশ'র কল-কারখানায়। এতেই প্রমাণিত হল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না।

পাঁচ থেকে সাত সাল অবধি সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। চেষ্টা ব্যর্থ হলেও বিপ্লবের সত্য ব্যর্থ হয় নি। এই বিপ্লবে এনেছিল শ্রেণী-সচেতনা। অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়ার শ্রমিক সংখ্যা কম হলেও বলশেভিকদের বিপ্লবী-শিক্ষা এই শ্রমিকদের করে তুলেছিল জারের স্বৈরাচারের ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা।

শ্রমিকরা প্রাণ দিয়েছে, কারাগার ভর্তি হয়েছে বিপ্লবী শ্রমিকে, সাইবেরিয়ার বরফ বিপ্লবীদের পদসঞ্চারে উত্তপ্ত হয়েছে। কিন্তু কার জন্য এই ত্যাগ?—ব্যক্তিগত লাভের আশায় তারা সংগ্রাম করে নি, স্বার্থহীন এই সংগ্রাম সমষ্টির জন্য।

কৃষকরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে কিন্তু বেশীদিন দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। তারা এগিয়ে এসে হাত মিলিয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গে।

গণতন্ত্রী মানুষও দূরে থাকে নি তারাও এগিয়ে এসে হাত মিলিয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের এই লড়াইতে। কৃষকরা কুলাকদের খামারে আগুন দিয়ে শাসকদের জানিয়ে দিয়েছে সরকারী ব্যং কৃষকনীতিতে তাদের আস্থা নেই।

নবেমবর মাস।

উনিশ শ' দশ সাল।

ঋষি স্টলটয় দেহরক্ষা করল।

সেই নবেমবরে ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক ও ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল জানিয়ে দিল বিপ্লবীশক্তির মৃত্যু ঘটে নি। তাদের সাময়িক কিছু বিরতি ঘটেছিল। আবার তা মাথা উঁচু করেছে; জনমনে বিপ্লবী চিন্তাধারা কি ভাবে কাজ করছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই আন্দোলন-ধর্মঘট। দ্বিতীয় ডুমার সমাজতন্ত্রী সদস্যদের মুক্তির দাবী জানাল শ্রমিকরা। লেনিনও সর্বদেশের সমাজতন্ত্রীর কাছে এই দাবীর সমর্থন জানাতে অনুরোধ করল। জার্মান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া এমন কি আমেরিকার সমাজতন্ত্রীরাও প্রতিবাদ সভা করে দাবী জানাল দ্বিতীয় ডুমার প্রতিনিধিদের মুক্তি দেবার।

লেনিন সকল বিপ্লবী দল উপদলকে সংহত করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। একদিকে বলশেভিকরা, অপর দিকে বিভেদপন্থী, আপোষ-পন্থী ও ট্রটস্কির দল। মেনশেভিক দলও কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করল। তারা বলল, কেন্দ্রীয় কমিটি থাকাই ক্ষতিকারক, উঠিয়ে দাও কেন্দ্রীয় কমিটিকে।

লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে তুলতে এগিয়ে চলল। এগার সালে রাশিয়াতে কেন্দ্রীয় কমিটির যে সকল সদস্য ছিল তাদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ, লেনিন নিরুপায় হয়ে প্রবাসী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সম্মেলন ডাকা স্থির করল। জুন মাসে প্যারিসে এই সম্মেলন বসল। এই সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হল রাশিয়ার জন্য একটি সংগঠনী কমিটি গড়ে তোলা হবে। সেই বছর সেপটেম্বর মাসেই এই কমিটি গঠিত হবার পরই বাকুতে তারা মিলিত হল সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ চালিয়ে যেতে।

সেপটেমবর মাসে লেনিন জুরিচে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সংস্থার

সভায় জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সুবিধাবাদী কার্যপ্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এর পরই নবেমবর মাস পর্যন্ত প্যারিস, ব্রুসেলস’ য়্যাণ্টওয়ার্প, দৈঁজ, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিভিন্ন সভায় ভাষণ দিয়ে সুবিধাবাদের বিরোধিতা জানাতে থাকে। এর পরই প্রাগে চেক সহকর্মীদের সহযোগিতায় আরেকটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করল। চেক সহকর্মীরা সভার জন্য হল, প্রতিনিধিদের থাকবার বাসস্থান ইত্যাদি বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল। এমন কি প্রতিনিধিদের নিরপত্তা ও সুখসুবিধার দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল তারা। পৃথিবীর সকল সর্বহারা যে এক সূত্রে বাঁধা তারই প্রমাণ এগুলো।

প্রাগের এই সম্মেলনে প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর। তাদেরই একজনের সঙ্গে কোন চেক শ্রমিকের একটা কামরায় লেনিনও আশ্রয় নিয়েছিল।

কোন কোন দিন অনেক রাতে লেনিন ঘরে ফিরত। তার সঙ্গী হয়ত তখন ঘুমিয়ে পড়ত। লেনিন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকত কোন রকমেই তার সঙ্গীর যাতে ঘুম না ভাঙ্গে সেদিকে লক্ষ্য রাখত। আবার যেদিন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরত সেদিন এক কাপ চা খেয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলত, তোমরা পড়াশোনা কর, আমি নিজের কাজ করব।

বার সালের জানুয়ারী মাসে রাশিয়ার সার্বিক একটা সম্মেলন হল প্রাগে। রাশিয়ার গোয়েন্দা বিভাগ প্রাগেও সক্রিয়। গোপনে এই সম্মেলন বসল সাত নম্বর গিবার্ণ স্ট্রীটে। যে বাড়ীতে এই সম্মেলন বসেছিল তা এখন লেনিন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত।

প্রাগের এই সম্মেলনে লেনিন রাশিয়ার ভয়ঙ্কর যে সব ঘটনা ঘটছে তার বিশদ বিবরণ রাখল! সংগঠনকে দৃঢ় করতে লেনিন ডুমায় যোগ দিতে বলল সহকর্মীদের, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদিতে আইন সম্মতভাবে নিজেদের স্থান করে নিতে বলল, এবাঁদেও যে সব

প্রতিষ্ঠান বে-আইনী নয় তাতে অনুপ্রবেশ করতে নির্দেশ দিল। এইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে পার্টির আদর্শ প্রচার করাই হল উদ্দেশ্য।

যারা বিভেদপন্থী দেউলিয়া রাজনীতির দালাল তারা সচেষ্ট ছিল বিপ্লবী এই পার্টিকে ও সর্বহারাদের পুঁজিপতিদের প্রভাবে টেনে আনা। লেনিন তাদের কাজকে পূর্বেও নিন্দা করেছে, এবার তাদের পার্টি থেকে বের করে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই সম্মেলনে ট্রটস্কিপন্থীদের নিন্দা করা হল। এই সম্মেলনে স্থির হল যেসব প্রবাসী রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি অনুগত নয় তাদের পার্টির নামে কোন কাজ করার কোন অধিকার নেই।

প্রাগ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন হল। নির্বাচিত হল লেনিন, গোলোসচকিন, ওরজোনিকিদেঝ এবং স্পানদারিয়্যাল। কয়েকজন সদস্যকে কো-অপ্ট করার অধিকার দেওয়া হল এই কমিটিকে। কমিটি স্টালিন ও বেলোসতোতস্কিকে কো-অপ্ট করল। আর স্থির হল যদি এই সদস্যরা গ্রেপ্তার হয় তাদের বদলে বাবলভ, কালিলিন, স্তাসোভা, সাহুম্যান কমিটির শূন্যস্থান পূর্ণ করবে। পরবর্তীকালে পেত্রোভস্কি ও ভারভলভকেও কো-অপ্ট করা হয়েছিল।

লেনিন কোন সময়ই গোর্কিকে ভুলতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর লেনিন গোর্কিকে লিখল, শেষ পর্যন্ত আমরা পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছি।

লেনিনের চিঠি পেয়ে গোর্কি খুবই আনন্দিত হয়েছিল।

যে সকল পুঁজিপতিদের দালাল এতকাল পার্টির অভ্যন্তরে থেকে অশান্তি করছিল তাদের বিদায় করে পার্টি এবার শক্তি সঞ্চয় করল।

সাইবেরিয়ার হিম অঞ্চলে একদিন জারের বন্দুক গর্জে উঠল।

বার সালের এপ্রিল মাসে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙ্গতে রক্তের নেশায় মেতে উঠেছিল জারের দালালরা।

লেনাতে ছিল সোনার খনি।

খনির সোনা যেত ধনীর ঘরে। খনির মজুররা প্রচণ্ড শীতে না পেত প্রয়োজন মত পরিধেয়, না পেত পেট ভর্তি খাবার। তাদের প্রতিবাদ যখন আবেদন নিবেদনের স্তরে তখন তা শোনার মত দরদী মানুষ একটাও পাওয়া গেল না। নিরুপায় শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিল দাবী পূরণের আশায়।

দাবী! হেসে ছিল স্টোলিপিন। পাঠিয়েছিল সশস্ত্র সৈন্যকে ছোটলোকদের শায়েস্তা করতে। ভদ্রলোক সৈন্যরা নির্বিচারে হত্যা করেছিল নিরস্ত্র ক্ষুধার্ত ছোটলোকদের।

দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা রাশিয়াতে। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের ধর্মঘট হল প্রতিটি কল কারখানায়। বলশেভিক পত্রিকা 'ঝেজদা' এই সংবাদ পৌঁছে দিল প্রতিটি কলকারখানায় শহরে গ্রামে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ মুখর হল এই অত্যাচারের কাহিনী জানতে পেরে।

ঝেজদা (Zvezda)-তে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ঝেজদা পত্রিকার চাহিদা বৃদ্ধি পেল। প্রতি সপ্তাহ তিনটি সংখ্যা বের করা হত। পার্টির জন্য সংবাদপত্রের প্রয়োজন আরও গুরুতর ভাবে অনুভূত হল। সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা এই রকম একটা পত্রিকা প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিল।

এপ্রিল মাসের দশ তারিখে ডুমার বলশেভিক প্রতিনিধি পলেতায়েত কৌশলে সরকারের কাছ থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি লাভ করল। নতুন এই দৈনিক পত্রিকার নাম হল প্রাভদা (সত্য)। বাইশে এপ্রিল প্রাভদার প্রথম সংখ্যা সংগ্রহ করে কাগজকে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিতে শ্রমিক-কৃষকরা ভীড় করল। প্রাভদা পরিচালনা ও প্রকাশের জন্য স্বেচ্ছাকৃত ভাবে শ্রমিকরা অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। কিন্তু প্রাভদার ভাগ্যেও ছিল ঝড় ঝঞ্ঝার উৎপাত। পুলিশ সর্বতোভাবে প্রাভদাকে দমন করতে চেষ্টা করত। প্রথম

বছরেই সম্পাদকের বিরুদ্ধে ছত্রিশটি মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। সম্পাদককে প্রায় চার বছর জেলখানায় কাটাতে হয়েছিল, প্রাভদার একচল্লিশটি সংখ্যাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে পুলিশ প্রাভদার সব সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারতনা। পুলিশ কাগজ সংগ্রহ করার আগেই কর্মীরা গন্তব্যস্থলে সেগুলো পাচার করে দিত। বিদেশে বসে লেনিন প্রাভদার সংখ্যা নিয়মিত পেত।

বার সালের জুন মাসে কুরুপস্কায়াকে নিয়ে লেনিন পোল্যাণ্ডের ক্রাকাও শহরে এল। এসেই বসবাস করার অনুমতি প্রার্থনা করল পুলিশের কাছে।

পুলিশ জানতে চাইল, তুমি কি কাজ কর?

আমি সংবাদিক।—বলেছিল লেনিন।

কোন পত্রিকার প্রতিনিধি?

সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে দৈনিক প্রাভদা প্রকাশিত হয়। সেই প্রাভদা পত্রিকার আমি সংবাদদাতা। এর সঙ্গে সেতেসিয়ান ডেমোক্রাত পত্রিকার জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। এটাই আমার জীবিকা।

পুলিশ সন্দেহবশেই প্রশ্ন করল, এত জায়গা থাকতে কেন তুমি ক্র্যাকাও শহরে এসেছ?

লেনিন গম্ভীরভাবে বলল, পোলিশ ভাষা শিখতে আর এখানকার কৃষক-জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করতে।

পুলিশ কর্তা নিঃসন্দেহ হতে পারলনা। তাকে বাস করার অনুমতি দিলেও তাদের গোপন ফাইলে লিখল: I have arranged for Ulyanov to be kept under secret surveillence and will duly report the results thereof, (Biography)—আমি গোপনে পুলিশকে উলিয়ানোভের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছি, পরে ফলাফল জানাব।

শ্রমিক এলাকার কাছাকছি দুই কামরার একটি বাড়ি ভাড়া করল

লেনিন। কুরুপস্কায়া সংসার পাতল এখানে কিন্তু জায়গাটা ছি
রেল স্টেশন থেকে বহু দূরে অথচ রোজই লেনিনকে যেতে হত রেল
স্টেশনে তার লেখা প্রবন্ধ প্রাভদার জন্য ডাকে পাঠাতে
সেপটেমবর মাসে লেনিন রেল স্টেশনের কাছে লুবোমিরস্কি স্ট্রী
দু কামরার একটা অতি সাধারণ বাড়িতে উঠে এল। এখানে এসেই
লেনিন পোল্যাণ্ডের শ্রমিকদের সাহচর্য লাভ করল, পোলিশ ভাষ
শিখল। পোলিশদের জীবন সমস্যা তাকে উদ্বুদ্ধ করল পোল্যাণ্ডের
সোস্যাল ডেমোক্র্যাট লেবার পার্টিকে আরও শক্তিশালী করতে।

পোল্যাণ্ডের সাংবাদিক আলফ্রেড মেকোসেনের সঙ্গে পরিচি
হল লেনিন। তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। একদিন (এপ্রিল ১৯১৪)
মেকোয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হল লেনিনের।

মেকোসেন লেনিনকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি যুদ্ধ চাও ?

লেনিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয় চাই না। কেন
যুদ্ধ চাইব। আমি আমার সব শক্তি দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্ট
করব। আমি চাইনা পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে লক্ষ লক্ষ
শ্রমিক পরস্পরকে হত্যা করতে এগিয়ে যাবে। এই মতামত সম্বন্ধে
আমরা কোন দ্বিধা নেই।

সত্যেই যদি যুদ্ধ বাধে তা হলে কি করবে ?

যুদ্ধ হবেই একথা স্বীকার করিনা। যদি যুদ্ধ বাধে আমাদের
কাজ হবে সর্বাধিক সুযোগ নেওয়া। যুদ্ধ চাওয়া আর যুদ্ধের
সুযোগে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ
আলাদা জিনিস।

যুদ্ধকে নিজের কাজে লাগাতে চেয়ে লেনিন দূরদর্শিতার
পরিচয়ই দিয়েছিল।

আবার ডুমার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিয়েছিল তার
পার্টির প্রতিনিধিদের। বলশেভিকরা সংসদীয় গণতন্ত্রী ক্যাডেটদের
সঙ্গে আপোষরফা করায় পার্টির কাজ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল। লেনিন

ামিয়কভাবে রাশিয়ার অপর সব দলের সঙ্গে সৌখ্য স্থাপন
রে ডুমার আসন দখল করার নির্দেশ দিল বলশেভিকদের।
ডোভিকস্, সোস্যালিস্ট রেভলিউশ্যানারিস, পপুলার সোস্যালিস্ট
প্রভৃতি দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেনশেভিকদের শক্তি খর্ব করতে
লশেভিকরা এগিয়ে গেল। শ্রমিক এলাকা থেকে বলশেভিকরা
য়জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে পাঠাল ডুমায়, মেনশেভিকরা
সন পেল অন্য এলাকায়, কলকারখানা এলাকা থেকে মেনশেভিকরা
কান প্রতিনিধিই পাঠাতে পারল না। বলশেভিকরা পেল দশ
জারের বেশি শ্রমিকদের ভোট আর মেনশেভিকরা পেল আড়াই
হাজারেরও কম ভোট।

প্রাভদার জন্য লেনিন প্রত্যহ প্রবন্ধ লিখে পাঠাত। প্রতি
দিনই বিভিন্ন নামে তা ছাপা হত প্রাভদায়। তের সালের মার্চ
মাসে প্রাভদার প্রচার সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় বত্রিশ হাজার। ছুটির
দিনে প্রায় বেয়াল্লিশ হাজার ছাপা হত। দেখতে দেখতে প্রাভদার
প্রচার সংখ্যা এক লক্ষে দাঁড়াল। প্রাভদার জয় পার্টির জয়, পার্টির
জয় প্রাভদার জয়।

লেনিনের চোখ ছিল সমগ্র বিশ্বের তাবৎ রাজনৈতিক ঘটনায়।
অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থাগুলোও বিশেষ ভাবে অনুধাবন করত
সে। বার সালে চীনের গৃহযুদ্ধে মাঞ্চু বংশ সিংহাসনচ্যুত হল।
ডাক্তার সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। চীনের
এই নবজীবনকে অভিনন্দন জানিয়েছিল লেনিন। সান ইয়াত
সেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও পোষণ করত লেনিন। সে বিশ্বাস করত
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এশিয়াতে চীনই হল পুরোগামী। লেনিন
বিশ্বাস করত এশিয়ার দেশসমূহে গণতন্ত্র স্থাপনের যে বীরত্বপূর্ণ
আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তা কোনক্রমেই কেউ বরবাদ করতে পারবে
না। বলশেভিকরা ছিল উপনিবেশবাদের চরম শত্রু। ইটালি
যখন ত্রিপোলোটানিয়াতে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তার

প্রতিবাদ করেছিল লেনিন। আরবদের হত্যা করতে ও উপনিবে
স্থাপন করতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইটালির আক্রমণ সভ্যজগতে
কলঙ্ক। আরবদের স্বাধীনতা হরণ করেও ইতালি খুশী হয় নি।
যে সব আরব স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তাদের তিন হাজা
জনকে ফাঁসি দিয়ে এবং এক হাজার পরিবারকে হত্যা করে সভ্য
সমাজে ইতালি যে রোমহর্ষক উদাহরণ তুলে ধরেছিল তা নিন্দ
করার মত ভাষা নেই।

ত্রিপোলোটানিয়া ছিল তুরস্কের উপনিবেশ। ইটালিকে হস্তান্ত
করেছিল তুরস্কের সুলতান কিন্তু আরবরা সাম্রাজ্যবাদ চায়নি, তার
চেয়েছিল স্বাধীনতা। তারা নতুন প্রভুকে গ্রহণ করতে রাজি ন
হওয়াতে এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল
লেনিন বিশ্বাস করত আরবরা আজই হোক কালই হোক স্বাধীনত
লাভ করবে। সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদে
বিরুদ্ধে যুদ্ধ সর্বহারাদের যুদ্ধেরই একটা অংশ বলেই মনে
করত লেনিন।

উনিশ শ' চোদ্দ সালের গ্রীষ্মকাল। রণদুন্দুভি বেজে উঠল
ইউরোপে। যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল চারিদিকে, বারুদে অগ্নি সংযোগে
অপেক্ষা।

অস্ট্রিয়ার রাজকুমারকে হত্যা করল সার্বিয়ার যুবকরা। ক্ষুদ্র
রাষ্ট্র সার্বের ওপর শক্তিশালী অস্ট্রিয়ার হুমকি, অস্ত্রের ঝনঝনা
পরিসমাপ্তি।

সাম্রাজ্যবাদীরা পরস্পরে হানাহানি আরম্ভ করল। এই যুদ্ধে
জড়িয়ে পড়ল ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্র। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে
এমন ধ্বংসকারী যুদ্ধ আর হয়নি। মনুষ্যজাতির ভাগ্যে দেখা দিল
অশেষ দুঃখ, অসংখ্য মৃত্যু, সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে প্রাণ দিল যারা
তাদের পরিবার পরিজনও দুঃখ সাগরে ভাসল, ধ্বংস হল কোটি

কোটি টাকার সম্পদ। বিদ্যুৎ গতিতে লড়াই ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দেখতে দেখতে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একে অন্যের কাছ থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে নেবার প্রতিযোগিতায় নামল, নিজের প্রভাব অপরের ওপর বিস্তার করতে অস্ত্রধারণ করল শোষণ ও নির্যাতনের ঐতিহ্য রক্ষা করতে, এর পেছনে ছিল না বিন্দুমাত্র মহত উদ্দেশ্য। অপর দুর্বল জাতিকে দাসে পরিণত করতেই এই যুদ্ধ।

একপক্ষে জার্মান নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া, অপরপক্ষে ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া। দ্বিতীয় পক্ষে পরবর্তী কালে যোগ দিল জাপান, ইটালি ও আমেরিকা।

ইউরোপের মানচিত্র তখন রক্তস্নাত, নতুন মানচিত্র তৈরীর অপেক্ষায় রক্ত পিপাসায় মেতেছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরা।

যুদ্ধ ঘোষণার সময় লেনিন ছিল পোরোনিনে।

সংবাদ শোনা মাত্র বলশেভিকরা লেনিনের বাড়িতে সমবেত হল অবস্থা বিবেচনা করতে।

যুদ্ধ আমরা চাইনা। বলল একজন বলশেভিক কমরেড।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে আমরা ঘৃণা করি, বলেছিল অপর একজন সদস্য।

লেনিন বলল, সবই সত্য। কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী শিবির। আমাদের কাজ হল এই বিবদমান পক্ষের কাজ থেকে সুযোগ গ্রহণ করা। আমাদের প্রথম কাজ হবে রাশিয়ার সঙ্গে সর্বসময় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা। এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তি পরস্পর হানাহানিতে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়বে যাতে শ্রেণী সংগ্রামের পথ আরও উন্মুক্ত হবে।

যুদ্ধ ধ্বংস ডেকে আনছে কমরেড লেনিন।

আমরা নিরুপায়। ধ্বংসের এই খেলা রাশিয়াতে বিপ্লব ত্বরান্বিত করবে। তোমরা প্রস্তুতি চালাও। সংগঠনকে জোরদার কর।

আগষ্ট মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হতেই অষ্ট্রিয়া শত্রুপক্ষের গুপ্তচর খুঁ বেড়াতে লাগল। পোরোনিন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, রাশি বিরুদ্ধপক্ষ। লেনিন রাশিয়ার নাগরিক। স্বাভাবিক ভাবে পুলিশের নজর পড়ল লেনিনের ওপর, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযো সাতই আগষ্ট পোলিশ কর্তৃপক্ষ লেনিনের ওপর আদেশ জা করলঃ সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাওয়ি তার্গে সাক্ষাত কর লেনিনের বাসস্থান অনুসন্ধান করে কৃষক সমস্যা সম্বন্ধে লেনিনে রচনাবলী আটক করল পুলিশ। পরদিন লেনিন সামরিক কর্তৃপক্ষে সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই তার সহকর্মী বলশেভিকদের সতর্ক ক দিল। ক্র্যাকাও পুলিশ দপ্তরে তার প্রতি এই আদেশের প্রতিবা জানিয়ে টেলিগ্রামও করল।

নাওয়ি তার্গে সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করা মা লেনিনকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হল।

পুলিশ লেনিনকে নানা রকম ভাবে জেরা করেছিল। প্রথ ক্র্যাকাও আসার পর লেনিনকে নানাভাবে জেরা করার পর পুলি তাকে বাস করার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও আবার যুদ্ধ সুরু হতে তাকে বন্দী করে নানা প্রশ্ন দিয়ে বিব্রত করতে ত্রুটি করেনি।

পুলিশ দাবী করল, আমাদের কাছে প্রমান আছে তুমি রাশিয়া পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করছ।

লেনিন হেসে উত্তর দিয়েছিল, তোমার কথা সত্যি নয় পুলি সাহেব। আমি সাংবাদিক। প্রাভদা পত্রিকার সংবাদদাত আমার কাজ গুপ্তচর বৃত্তি নয়, সে কাজকে আমি ঘৃণা করি।

তুমি বলতে চাও তুমি গুপ্তচর বাহিনীর সদস্য নও?

না। আমি রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্য। গ বিশ বৎসর যাবত আমার সদস্যপদ বহাল আছে। আমি তার জ গর্ববোধ করি। এই মহান প্রতিষ্ঠানের সদস্য ঘৃণ্য গুপ্তচরের কা করতেই পারেনা।

লেনিনের সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ ও সত্যভাষণ পুলিশকে নিঃসন্দেহ করতে পারেনি, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে সামরিক আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করেছিল।

লেনিনকে গ্রেপ্তার করার পরই সংবাদ পৌঁছে গেল রাশিয়াতে। রাশিয়ার সংবাদপত্রে বের হল, গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ভি-আই-উলিয়ানোভ (লেনিন) পোলিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছে। সংবাদ জার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারা দেখল বিনা মেহনতে ও বিনা ব্যয়ে তাদের শত্রু নিপাত ঘটার উপক্রম। কোন ক্রমে যদি রাশিয়ার সৈন্য নাওয়ি তার্গে পৌঁছে লেনিনকে পোল্যাণ্ডের কয়েদখানা থেকে টেনে রাশিয়াতে নিয়ে আসতে পারে তা হলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ গোলমালের মূল উৎপাটন সম্ভব। রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী তখন পোল্যাণ্ড দখলে এগিয়ে চলেছে। সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের) জেনারেল আলেকসিয়েভকে সরকার নির্দেশ পাঠাল এই ভয়ঙ্কর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটকে যে কোন উপায়ে বন্দী করে রাশিয়া পাঠাবার।

সেই নির্দেশ নামায় ছিল, be good enough to order Lenin's arrest : গ্রেপ্তার করে পেট্রোগ্রাডে (সেণ্ট পিটার্সবার্গের নতুন নাম) পাঠাবার নির্দেশও পাঠান হয়েছিল।

বলশেভিকরা খুব চিন্তিত। রাশিয়ার সৈন্যরা ক্র্যাকাওয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্র্যাকাও দখল করতে পারলে জেলখানাও রাশিয়ার অধিকারে যাবে। লেনিনকে জেলখানা থেকে রাশিয়াতে চালান করে দেবে। জারের পুলিশ লেনিনকে হাতে পেলে গুরুতর পরিণতি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

পোল্যাণ্ডের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা নীরব-দর্শক ছিল না, তারা প্রতিবাদ জানাল।

লেনিন জেলখানায় সঙ্গী পেল স্থানীয় বহু চাষীকে। লেনিন বন্দী চাষীদের সঙ্গে স্থানীয় কৃষক সমস্যা নিয়ে আলোচনার মজলিস

বসাত, আইন বিষয়ে উপদেশ দিত। তারা যাতে আইনের সাহাযো মুক্তিলাভ করতে পারে তার চেষ্টাও করত। লেনিন তার কাজের জন্য পেয়েছিল বন্দীদের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

কুরুপ্‌স্কায়া স্বামীর অনুগামী। তার কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না স্বামীর কর্মসঙ্গিণী হবার। লেনিন তার কাছে পেয়েছিল পত্নীব উপযুক্ত প্রেম, ভগ্নীর মত স্নেহ, মাতার মত মমতা, কর্মের সঙ্গিণী ও সচিবের উপদেশ। বলতে গেলে এক কথায় কুরুপস্কায়া ছিল রমণীরত্ন।

পোরোনিন থেকে নাওয়া তার্গে গেলেই যে লেনিনকে বন্দী কর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। লেনিন কুরুপ্‌স্কায়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ই মনস্থির করতে হয়েছিল উভয়কেই, পরবর্তী কার্যক্রমও স্থির করতে হয়েছিল।

কুরুপ্‌স্কায়া সংবাদ পেল লনিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোস্যালিষ্ট দলসমূহ প্রতিবাদ জানালেও কুরুপ্‌স্কায়া চুপ করে বসে ছিল না। স্বামীর মুক্তি প্রয়োজন, নিজেব জন্য নয়, দেশের জন্য, দশের জন্য।

ছুটে গেল অষ্ট্রিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য ভিক্‌টর আদলার ও হারম্যান দিয়া-মন্তের কাছে।

দুজনেই খুব সহানুভূতিশীল।

কুরুপ্‌স্কায়া তাদের সাহায্য চাইল লেনিনের মুক্তির জন্য। তার জানত লেনিন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সংস্থার সদস্য। লেনিনের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ মিথ্যা, তাও তারা বুঝতে পারল তারা অষ্ট্রিয়া সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

পুলিশও স্বীকার করল লেনিনের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রমা ছিল না যা দিয়ে প্রমান করা যায় লেনিন অন্তর্ঘাতমূলক কোন কাজ করেছে অথবা করবে। তারা রিপোর্ট দিল, no incriminating evidence to support the charge of espionage against

Ulyanov—কোন প্রমান নেই। তারাও বাধা সৃষ্টি করল না লেনিনের মুক্তি আন্দোলনে। উনিশে আগষ্ট তারিখে লেনিনকে মুক্তি দেওয়া হল। বার দিন অকারণে কারাবাস করে লেনিন মুক্তি পেল।

বন্দীশালার দরজায় তাকে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছিল বলশেভিক সহকর্মীরা ও তার প্রিয়তমা স্ত্রী কুরুপস্কায়া। স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুরুপস্কায়া। সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র কয়েকজন সহকর্মী, তাদেরও চোখে আনন্দাশ্রু।

লেনিন বলল, আজকেই ফিরতে হবে পোরোনিনে।

সবাই বলল, ট্রেনের অনেক বিলম্ব।

তাই তো। দরকার নেই ট্রেনের। ঘোড়ার গাড়ি খুঁজে নিয়ে এস বন্ধু। আমি ঘোড়ার গাড়ীতেই ফিরব। পোল্যাণ্ড মোটেই নিরাপদ নয়। রাশিয়ান সৈন্য পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছে। যে কোন সময় তারা আমাদের চালুনি ছাঁকা করে গ্রেপ্তার করতে পারে। আগে পোরোনিন পৌঁছতে হবে। সেখানে গিয়ে স্থির করতে হবে আমাদের পরবর্তী আশ্রয় কোথায় হবে।

ঘোড়ার গাড়ি চেপে লেনিন এল পোরোনিনে। এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা ক্র্যাকাও এসে হাজির হল। সেখান থেকে নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডে বাস করার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে লেনিন সপরিবারে পোল্যাণ্ড পরিত্যাগ করে সুইজার-ল্যাণ্ডের পথে রওনা হল। নিরাপদে পৌঁছবার আশায় তারা ভিয়েনার পথ ধরল। ভিয়েনা যাবার পথও বিশেষ সহজ নয়। যুদ্ধের জন্য সর্বত্র ডামাডোল। লেনিন ঘোড়ার গাড়ি, মালবাহী গাড়িতে চেপে অনেক কষ্টে ভিয়েনাতে পৌঁছল বেশ কয়েকদিন পথ চলার পর। অস্ট্রিয়ার রাজধানিতে লেনিন ভিকটর আদলারের সঙ্গে দেখা করল।

আদলার তাকে বলল, তোমার মুক্তি সহজে হয় নি উলিয়ানোভ। বেশ কষ্ট করে সামলাতে হয়েছিল আমাদের মন্ত্রীকে।

লেনিন বলল, কেন ?

তোমার স্ত্রী এল। তাকে বসিয়ে আমি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। মন্ত্রী বলল, রাশিয়ান মাত্রেই অস্ট্রিয়ার শত্রু।

বললাম, জারের যে শত্রু সে তো অস্ট্রিয়ার শত্রু নয়।

উলিয়ানোভ কি জারের শত্রু ?—প্রশ্ন করেছিল মন্ত্রী।

হাঁ মাননীয় মহাশয়। আপনার চেয়েও উলিয়ানোভ সাংঘাতিক শত্রু রাশিয়ার সম্রাটের।

আমার কথা শুনেই মন্ত্রীর মন বদলে গেল। আর কোন প্রশ্ন না করে তোমাকে মুক্তির আদেশ দিল।

লেনিন গদ্ গদ্ ভাবে বলল, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওটা আমার প্রাপ্য নয় ওটা তোমার স্ত্রী নেধেঝদা কনসটানটিনোভনার প্রাপ্য। আমিও তোমার হয়ে তোমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্ত্রী যদি রত্ন হয় তা হলে তোমাকে ঈর্ষা করতে হয়। এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আদলার হাসতে হাসতে মন্তব্য করেছিল।

লেনিনও হাসিতে হাসি মিলিয়ে কুরুপ্স্কায়ার হাত ধরে বেরিয়ে এল।

ভিয়েনা থেকে বার্ণ।

লেনিন কুরুপস্কায়া ও শাশুড়িকে নিয়ে বার্ণ শহরে এসে হাজির হল। সেখানে ঘর ভাড়া করে আবার সংসার পেতে বসল। প্রথমে সংসারে ছিল একখানা মাত্র ঘরে, পরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গেল সেখানে। নতুন এই বাসস্থানটি ছিল শহরের উপকণ্ঠে পথের ধারে। বাড়ির সঙ্গে ছিল ছোট্ট একটা বাগান। মনোরম পরিবেশ।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

কামান ফাটছে, গোলা ছুটছে, রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠছে মাটি।

যোদ্ধাদের সঙ্গে যোদ্ধাদের কোন শত্রুতা নেই, পরিচয় নেই অথচ পরস্পরকে হত্যা করতে ছুটছে উন্মাদের মত। সাম্রাজ্যরক্ষার ভাড়াটিয়া মানুষ শুধু পেটের দায়ে ধ্বংসের উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে শুধুমাত্র গুটিকয়েক সাম্রাজ্যবাদীর লোভ পূর্ণ করতে।

লেনিন যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিল।

জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা জার্মান সম্রাটের এই যুদ্ধে সহযোগিতা করছে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুধু সমর্থন নয়, সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হল না। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রাম ভুলে গেল। কাইসারের (জার্মান সম্রাটের) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তারা অংশীদার হল। যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাকে এতদিন বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছিল লেনিন তার মৃত্যু ঘটল জার্মান সোশ্যালিস্টদের মূঢ়তায়।

শুধু জার্মান নয়। মাতৃভূমি রক্ষার প্রেরণায় আরও অনেক রাষ্ট্রের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল ও প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানাতে লাগল। রাশিয়ার মেনশেভিকরাও এই যুদ্ধকে সমর্থন করল। প্লেকানভের মত লোকও জারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের এইভাবে অপমৃত্যু ঘটল। লেনিন গভীর বেদনায় যেন ভেঙ্গে পড়ল। তার সাধনা চিরতরে বুঝি সমাধি লাভ করে !

কিন্তু তখনও সর্বহারা খেটে-খাওয়া মানুষদের আদর্শের রক্ত পতাকা উঁচু করে ধরে ছিল বলশেভিকরা, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল লেনিন। একমাত্র বলশেভিকরাই সমাজতন্ত্রের আদর্শ আকড়ে ধরে রইল, রাশিয়ার এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে খেটে-খাওয়া মানুষদের সংগঠিত করতে মোটেই ত্রুটি করল না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা কাগুজে কথা নয় তা প্রমাণ করতে লেনিন ও বলশেভিকরা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হল। তাদের কথা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই

প্রস্তাবই আমাদের নিয়ে চলবে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

যুদ্ধ ঘোষণা হওয়া মাত্র বলশেভিকরা তাদের বক্তব্য রাখতে আওয়াজ তুলল, যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

একমাত্র লেনিনই পৃথিবীর খেটে-খাওয়া সবহারাদের আহ্বান জানাল, তোমরা জেগে ওঠ, বাধা দাও এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধে বাধা দাও। বিপ্লবের পথে এগিয়ে চল, সর্বহারাদের মুক্তির শপথ নাও।

সেপটেমবর মাসে বার্নে বলশেভিকদের সম্মেলন, সেই সম্মেলনে লেনিন পার্টির যুদ্ধ সম্বন্ধে নীতি ঘোষণা করল। প্রবাসী বলশেভিকরা লেনিনের নীতি অনুমোদন করল, লেনিনের বক্তব্য পাঠান হল রাশিয়াতে কেন্দ্রীয় কমিটির মতামত জানতে। ষোলই অকটোবর রাশিয়া থেকে সংবাদ এল কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের নীতি অনুমোদন করেছে।

বলশেভিক সদস্যরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছিল যুদ্ধ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে কিন্তু সেদিন তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ব্যর্থ হয়েছিল যুদ্ধ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা ইউরোপে।

বলশেভিক সদস্যদের সবাই একমতঃ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হবে।

জারের বিরুদ্ধে সর্বহারা মানুষের অভিযান চালাতে হবে। জারের পরাজয়ের অর্থ হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই।

শুধু রাশিয়ার পক্ষেই নয় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের সর্বহারার দল নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে পারলে সেই সব দেশেও সামাজতন্ত্রের অগ্রগতি হবে, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করাই হল বর্তমানে একমাত্র মুক্তির পথ।

জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যোটরা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তার নিন্দা না করে উপায়

নই। লেনিন তীক্ষ্ণভাবে তাদের নিন্দা করতে থাকে। জার্মানের সাশ্যাল ডেমেক্র্যাটরা যুদ্ধের জন্য টাকা দিতে স্বীকার করলেও রাশিয়াতে ডুমার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সদস্যরা যুদ্ধের জন্য টাকা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে ডুমা থেকে বেরিয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধের জন্য তারা অর্থব্যয় করতে রাজি না হওয়াতে জার নিজ ক্ষমতা বলে টাকার মঞ্জুরী আদায় করল। যারা তার প্রতিপক্ষ তাদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করল। এই সংবাদ পৌঁছল লেনিনের কাছে। লেনিন মোটেই শঙ্কিত না হয়ে প্রশংসা করল তার পার্টি সদস্যদের এই কাজকে।

বলশেভিক প্রতিনিধিরা ডুমায় প্রতিবাদ জানালে পুলিশ ডুমার সদস্য বাদায়েভ, মুরানভ, পেত্রোভস্কি, সোমাইলভ ও শাগভকে গ্রেপ্তার করল চোদ্দ সালের নবেমবর মাসে। তাদের আদালতে বিচারের জন্য হাজির করল পনর সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এবিচার থেকেই জনসাধারণ জানতে পারল বলশেভিকরা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী। সংসদীয় আইনানুগ কায়দায় তারা অন্যায়কে বাধা দিতে মোটেই ভীত নয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল বলশেভিকরা।

বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল পাঁচজন প্রতিনিধি। সরকার স্থির করল, অভিযুক্তদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কেমেনেভ বলশেভিকদের অন্যতম। প্রাণভয়ে সে মেনশেভিক সদস্য জারডানস্কিকে সাক্ষী মানল। কেমেনেভ প্রমান করল সে জারের অর্থপ্রস্তাব অনুমোদন করতে ইচ্ছুক ছিল। বিচার ফল বের হল, বিচারে বাদায়েভ, মুরানভ, পেত্রোভস্কি, সোমাইনভ ও শাগভকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল। কেমেনেভ কাপুরুষ, সে বলশেভিক নীতি বিচ্যুত হয়ে প্রাণের ভয়ে পার্টির নীতি অমান্য করতেও পশ্চাদ্‌পদ হয়নি।

এক আধজন এ-ভাবে ভীরুতা প্রকাশ করলেও লেনিনের শিক্ষায়

শিক্ষিত বলশেভিকদের মনোবল কোন সময়ই ভেঙ্গে পড়েনি। বহু ঝড়-ঝাপটা, বিপদ, অত্যাচার, অনাচার সহ্য করেও বলশেভিকরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলছিল।

লেনিনকে বিপন্ন করতে চেষ্টা করল প্লেকানভ।

প্লেকানভ যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থক একথা প্রথমে লেনিন বিশ্বাস কবতে পারেনি।

তার সহকর্মী একজন বলল, প্লেকানভ যুদ্ধের সমর্থনে প্রবাসী রাশিয়ানদের ডেকে মিটিং করছে।

চিন্তিত ভাবে লেনিন বলল, এটা প্লেকানভের পক্ষে উচিত নয়।

কিন্তু তাই হচ্চে কমরেড। প্যারিস থেকে সুইজারল্যাণ্ডে প্লেকানভ এসেছে। জেনেভাতে সে ইতিমধ্যে কয়েকটি বক্তৃতাও দিয়েছে। শীগ্‌গীরই সে লৌসানে আসছে। এগার অকটোবর তারিখে লৌসানে মিটিং হবে। যুদ্ধ সমর্থন করে জনমত সৃষ্টি করতে সে এখন ব্যস্ত।

লেনিন বলল, আমি লৌসানের এই সভায় উপস্থিত থাকব প্লেকানভের মুখোশ খুলে দেব।

নির্দিষ্ট দিনে লৌসানের সভায় লেনিন উপস্থিত হল।

প্লেকানভের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হলেও লেনিন তার সঙ্গে করমর্দন করল না। তাকে কমরেড বলে আহ্বান জানাল না শুধুমাত্র দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে লেনিন তার নিজের বক্তব্য পেশ করল। দশ মিনিটে শ্রোতারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী হয়ে পড়ল। প্লেকানভের কথায় আস্থা রাখতে পারল না কেউ। তাব আবাব চোদ্দ অকটোবর তারিখে লৌসানের পাবলিক হলে মিটিং হল। হলে সেদিন তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভা আরম্ভের বহু আগেই ঘর ভর্তি লেনিনের বক্তব্য শুনতে।

যথসময়ে লেলিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কি আর সর্বহারার বিপ্লব কি। কেন এই যুদ্ধকে তারা সমর্থন

করবে না এবং করতে পারেনা তারও বিশদ ব্যাখা উপস্থিত করল শ্রোতাদের সামনে!

আমরা যুদ্ধ চাইনা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শোষণকে কায়েম রাখে, দরিদ্রকে দাসে পরিণত করে, ধ্বংস আনে, অপরের স্বাধীনতা হরণ করে। এ যুদ্ধে যে যোগ দেবে, যে সমর্থন করবে সে সবহারার বিরুদ্ধাচারণ করবে! আমাদের এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে সেণ্ট পিটার্সবার্গের সংগঠন ও রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানের আমাদের সংগঠন অনুমোদন করেছে। এই সব সংগঠন প্রচার পত্রিকা বিলি করে জনমত গঠন করছে। এই প্রচারপত্রে সুবিধাবাদীদের মুখোশ খুলে ধরা হয়েছে, রাশিয়ার মন্ত্রীদের কাজের নিন্দা করা হয়েছে, যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থক তাদের কাজের প্রতিবাদ জানান হয়েছে।

এই সভার শ্রোতারা লেনিনের যুক্তি সানন্দে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেনি। প্লেকানভের সুবিধাবাদী চরিত্র সবাই জানতে পেরে ধিক্‌কার দিতে থাকে।

এরপর লেনিন ছুটল জেনেভায়।

জেনেভা থেকে ক্লারেনজ। সেখান থেকে জুরিচ। জুরিচ থেকে বার্ণ। সর্বত্রই ছুটে গেল লেনিন প্রবাসী রাশিয়ানদের এবং স্থানীয় সোস্থাল ডেমোক্রাটদের বুঝিয়ে দিতে কেন এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করছে বলশেভিকরা।

খেটে-খাওয়া মানুষদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করতে প্রাভদাও দিনের পর দিন সংবাদ ও প্রবন্ধ বের করতে থাকে। চল্লিশ হাজার শ্রমিকের হাতে প্রাভদা পৌছত প্রতিদিন। পাঠক সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। হাজার হাজার খেটে-খাওয়া মানুষ যদি যুদ্ধে কামানের গোলায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যদি হাজার হাজার খেটে-খাওয়া মানুষকে পাঠান হয় বন্দীশালায় অথবা সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে তাতেও এই শ্রেণীসচেতন জঙ্গী মানুষদের

নির্মূল করা যাবে না। তারা দ্বিগুণ থেকে দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।

রাশিয়া একা নয়; বলশেভিকদের কার্যকলাপ স্বদেশে ও বিদে
যে ভাবে প্রসারলাভ করছিল তা দেখে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা
চিন্তিত হয়ে উঠল। যুদ্ধ বিরোধী আওয়াজ শুনে তারা ক্রো
ফেটে পড়তে থাকে। রাশিয়ার পুঁজিবাদীরাই নয়, ফরাসী
ইংরেজ পুঁজিবাদীরাও একত্রিত হয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অভিযা
আরম্ভ করল।

যারা যুদ্ধকে সমর্থন করে না তারা দেশদ্রোহী।

ইংরেজ তুমি। আজ এই যুদ্ধে ইংরেজ বিপন্ন। তুমি ইংরে
হয়ে যুদ্ধ সমর্থন করবে না, এটা গুরুতর অপরাধ। তুমি দেশদ্রোহী
তোমার শাস্তি মৃত্যু।

ফরাসী দেশেও ঐ একই রকম প্রচার ব্যবস্থা চালু হল।

দেশপ্রেম? তাইতো দেশপ্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কি কো
যোগাযোগ নেই! মানবপ্রেম কি দেশপ্রেমের চেয়ে হী
মূল্যের বস্তু!

লেনিন বলল, আমরাও দেশপ্রেমী। দেশপ্রেম পুঁজিবাদীদে
এক চেটিয়া সম্পদ নয়। আমরা আমাদের ভাষাকে ভালবাসি, আম
সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি আমার দেশের খেটে-খাওয়া মানুষদে
উন্নতি সাধন করতে। এই খেটে-খাওয়া মানুষই তো শতক
নব্বইজন। এদের গণতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন ও সমাজবাদী করে গ
তুলতে চাই। আমরা যখন দেখি জারের নিযুক্ত জহ্লাদরা আমা
দেশের এই সব খেটে-খাওয়া মানুষদের উপর অত্যাচার করছে
এদের শোষণ করছে, দেশের অভিজাত ও পুঁজিবাদীরা খেটে
খাওয়া মানুষদের সর্বনাশ করছে তখন আমাদের হৃদয় বেদনায় ভ
ওঠে। আমরা রাশিয়ান বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। তা ব
এই অন্যায়কে আমরা সহ্য করি না। অন্যায়কে দেশপ্রেমের নামে
সমর্থন করি না। আমরা বিপ্লবী শ্রেণী গড়তে পেরেছি সেজন্য ধন্য।

ামরা এই মুক মানুষদের শিখিয়েছি স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য
ড়াই করতে। তবুও যারা বলে আমরা দেশদ্রোহী তারা ভণ্ড
মিথ্যাবাদী। দেশপ্রেমের অর্থ যদি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন
য় তা হলে এই মিথ্যাচার আমরা রোধ করতে চেষ্টা করব। আমার
দশকে অপরের হাত থেকে রক্ষার উপায় হল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে
দ্ধ করা, জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে
দ্ধ করা, এই যুদ্ধে জয়লাভ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হল প্রকৃত
দশকে অপরের আক্রমন থেকে রক্ষার একমাত্র পথ। জারের
স্বরাচারের পরাজয় চাই আমরা। আমরা চাই নিঃস্বার্থভাবে
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, আমরা চাই
নবিরোধী সরকারের ধ্বংস। আমরা এই মহত কাজ করতে চাই
সজন্য বলশেভিকরা আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের
ভূমিকা গ্রহণ করে আমাদের দেশে সংগঠন গড়ে তুলছে। আমাদের
লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সাম্যবাদের পথে এগিয়ে যাওয়া
to build socialism and effect the transition to
ommunism)।

লেনিন সকল মার্কসবাদীকে অনুরোধ জানাল খেটে-খাওয়া
মানুষকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার। তাদের শেখাতে হবে গণতন্ত্রের
মহিমা, সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধ—এই শিক্ষার পত্তন হবে বিশ্বের
সর্বহারার সমস্যার ও সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমের ভিত্তিতে।

পনর সালের মার্চ মাসে বার্ণে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট লেবার
পার্টির সম্মেলনে লেনিন সভাপতিত্ব করল। তার ভাষণে ও প্রস্তাবে
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে কি ভাবে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা যায় তা
স্থির হল।

লেনিনের নিত্য সহচর তার স্ত্রী কুরুপস্কায়া। আরও একজন
সঙ্গী সারাজীবন লেনিনের পাশে পাশে থাকত। সেই সহচর
হল শাশুড়ী ইয়েলিজেভেতা।

সাইবেরিয়ার নির্বাসিত জীবনেও ইয়েলিজেভেতা তাদে সংসার সামলেছে। যদি ইয়েলিজেভেতা তার সংসারের দায়িত্ব ন নিত তা হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের পক্ষে বিরাট বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

ইয়েলিজেভেতা বলত, আমি কোন পার্টির নই। আমি সংসারের। লেনিনের বিবাহের দিন থেকে নির্বাসন, স্বেচ্ছা নির্বাসন, প্রবাস, সব সময়ই তার মেয়ে-জামাতার সঙ্গে থেকেছে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে বি বাক্যব্যয়ে। অভাবে অভিযোগেও তার মুখে লেগে থাকত মিঠে হাসি

পনর সালের মার্চ মাসে।

বয়সের চাপে আর দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরে ইয়েলিজেভেতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিন্তিত হল লেনিন কুরুপস্কায়া। প্রায় আঠার বছর একভাবে যে মহিলা তাদের সে করে কর্মজীবনে কোন বিঘ্ন হতে দেয়নি সেই মহিলা অসুস্থ হওয়া চিন্তিত হল দুজনেই।

'মা কোন সময়ই অতিথিসেবায় বিমুখ ছিল না। ভ্লাডিমিরে ঘর সব সময় বোঝাই থাকত অতিথি অভ্যাগতে। তাদের খাব ব্যবস্থা করা থেকে অন্যান্য খুঁটিনাটির দিকেও নজর থাকত আম মায়ের'।

কুরুপ্স্কায়া মায়ের এই সেবিকার ছবিটি কোন সময়ই ভুল পারত না।

লেনিন বলত, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সবই তৈরী ক দিতেন কুরুপ্স্কায়ার জননী, আমার স্নেহময়ী শাশুড়ী। আমাদে গোপন কাগজপত্র পাচার করতে সব সময় সাহায্যও করতেন।

সেই মমতাময়ী সেবাপরায়না মহিলা শয্যা গ্রহণ করেছে।

ডাক্তার এল, ওষুধ এল, পথ্য এল কিন্তু ইয়েলিজেভেতাকে অ শয্যাত্যাগ করানো গেল না।

মৃদু কণ্ঠে পাশে ডেকে নিল লেনিন ও কুরুপ্‌স্কায়াকে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, আমি আর বাঁচবনা। আমি মারা গেলে কবর দিওনা। আমার দেহটা আগুনে পুড়িয়ে দিও।

লেনিন বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিল।

বৃদ্ধা আবার বলল, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেন না হয়। সারা জীবন ধর্মাচারণ করেছি আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

কুরুপস্কায়া মাকে প্রবোধ দিল। তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে তাও জানাল।

বৃদ্ধা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর মৃতদেহ দাহ করে চিতাভস্ম ব্রেমগারটেন কবরখানায় সমাহিত করা হল, বৃদ্ধার ইচ্ছামত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বর্জন করাও হয়েছিল।

এতদিনের সঙ্গী হারিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শোকাহত। বেদনাহত স্বামী-স্ত্রীকে প্রবোধ দেবার কিছু নেই।

দিন গড়িয়ে চলে।

বৃহৎ কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করে শোক শমিত করল।

পার্টির কাজের এলাকা বাড়িয়ে দিয়ে খেটে-খাওয়া মানুষের সংগঠনকে স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্যের ব্যারাকে সংগঠনের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিতে থাকে বলশেভিকরা।

জারের সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকই চাষার ঘরের ছেলে। পেটের জ্বালায় তারা ছুটে গেছে মরণকে বরণ করতে। কাজ তাদের সাম্রাজ্যবাদী জারের স্বার্থরক্ষা করতে জীবনদান। জীবন দিয়েও তারা না পারছে পরিবার পরিজনের মুখে অন্ন সংগ্রহ করে দিতে, না পারছে দেশের মূল সমস্যা সমাধান করতে। বাস্তবত তাদের জীবন হল ভাড়াটিয়া বধ্যভূমির উৎসর্গীকৃত পশুর মত। বিনা বাক্যব্যয়ে প্রাণ দেওয়াই তাদের ধর্ম। যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন প্রাণ দেবার চুক্তির বিনিময়ে পাবে কিছু আর্থিক সাহায্য।

এদের সচেতন করে তুলতে হবে শ্রেণী বৈষম্য সম্বন্ধে। বলশেভিকরা তাদের মাঝে কাজ আরম্ভ করল। তারা আওয়াজ তুলল, গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র চাই, জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে, দৈনিক আটঘণ্টার বেশি শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো চলবে না। এই আওয়াজের সঙ্গে তারা জুড়ে দিল যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি। তারা বলল, সমাজতন্ত্র চাই। যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অংশীদার সেইসব সরকারকে উচ্ছেদ করতে হবে। আমরা এই যুদ্ধ চাই না, বিপ্লব চাই শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে।

রাশিয়ার বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায় হবে সর্বহারাদের এক নায়কত্বে বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন। এই ভাবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যলাভ করে তা হলে আমাদের কাজ কি হবে ?

লেনিন বলল, আমরা শান্তি চাইব। আমরা শান্তির জন্য সংগ্রাম করব। যারা এই যুদ্ধে জড়িয়েছে তাদের কাছে আবেদন জানাব যুদ্ধ বন্ধ করতে, বিনিময়ে আমরা দাবী করব উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ, পৃথিবীর সকল পরাধীন, অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি চাইব।

যুদ্ধ তখন পুরো দমে চলেছে।

হত্যা লীলায় মেতেছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর দল। রাশিয়ার সৈন্য সেই যুদ্ধে এগিয়ে চলেছে জার্মানীর দিকে।

বাধা পেল পোল্যাণ্ডে।

তারপরই জারের সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হতে থাকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে। পনর সালের বসন্তকালে জারের সৈন্য গালিসিয়া থেকে পশ্চাদ অপসারণ আরম্ভ করল, কয়েক দিনের মধ্যেই পোল্যাণ্ড জারের হাত ছাড়া হয়ে গেল। জার্মান সৈন্য বাল্টিক তীরবর্তী অঞ্চল দখল করল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে বাইলোরুশিয়া দখল করল। এই সব

অধিকৃত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার পরিবার আশ্রয়ের আশায় মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এই সব আশ্রয়প্রার্থীরা তাদের নিকট অথবা দূর আত্মীয়ের কাছে ভীড় করল আশ্রয়ের আশায়। এতে খেটে-খাওয়া মানুষদের দৈনন্দিন জীবিকায় আঘাত লাগল কঠিনভাবে এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে লাগল, অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে থাকে প্রতিটি পরিবারের। সাধারণ মানুষ বীত-শ্রদ্ধ হল যুদ্ধের ওপর, জারের ওপর ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ওপর।

বলশেভিকরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। তারা সভা করে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকে। তারা বলতে থাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ যুদ্ধ, জারের অপশাসন ও পুঁজিপতিদের শোষণ।

পুঁজিপতিরা পেত্রোগ্রাদে (সেণ্ট পিটার্সবার্গের নতুন নাম) ও অন্যত্র যুদ্ধশিল্প কমিটি স্থাপন করে যুদ্ধের প্রয়োজনে মাল উৎপাদনে শ্রমিকদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টিতে সচেষ্ট। এইভাবে শ্রমিকদের নিজেদের প্রভাবে আনাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষার অজুহাতে তাদের কাছ থেকে বেশি কাজ আদায় করা যাবে অল্প মজুরিতে। পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল মেনশেভিকরা। শ্রমিকদের খুশী করতে এই কমিটিতে কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধিও নেওয়া হল। তারা আশা করেছিল এইভাবে শ্রমিকদের শ্রেনীসংগ্রাম থেকে দূরে হটিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু বলশেভিকরা কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠাবার বিরোধিতা করল। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই ভাবে যুদ্ধ কমিটিগঠন করে অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক শোষণে শ্রমিক প্রতিনিধি থাকার তারা ঘোরতর বিরোধী।

সৈন্যবাহিনীতে কাজ করা ছিল সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। সেখানেও বলশেভিকরা প্রচারে নেমেছে, কিন্তু বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের।

কথায় কথায় কোর্টমার্শালের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। জার সরকার শ্রমিকদের জোর করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে শ্রমিক শায়েস্তা করার অভিনব পথ আবিষ্কার করল বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে। এইসব অত্যাচারমূলক পথ গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধা না করলেও ফল উল্টো হয়েছিল। শ্রমিকরা যখনই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল তখনই আরও বেশি বলশেভিক চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হল সৈন্যরা। জার চেয়েছিল সৈন্যবাহিনীকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে কিন্তু জারের এই কাজের ফলে সৈন্যবাহিনী জনতার স্বার্থে জারবিরোধী হয়ে উঠেছিল।

রাশিয়ার পরাজয় আরম্ভ হয়েছে। কে এই পরাজয়ের জন্য দায়ী। সৈন্যবাহিনী অথবা জনসাধারণ? এই প্রশ্নের সমাধান করতে পুঁজিবাদী সংবাদপত্রসমূহ ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বিষোৎগারণ করতে থাকে, এর ফলে সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বলশেভিকরাও নীরবে বসে ছিল না, তারাও এই পরাজয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে জার আর পুঁজীবাদী শাসন-ব্যবস্থাকে দায়ী করে অভ্রান্ত যুক্তি ও উদাহরণ তুলে ধরল জনসমক্ষে।

দরিদ্র চাষীর ছেলেরাই দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বহু শ্রমিকও বাধ্য হয়ে যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে প্রচার দৃঢ় করার দিকে বলশেভিকরা মন দিল। দ্বিতীয় বার সশস্ত্র বিপ্লবের পথ তৈরী করতে থাকে এইভাবে। বলশেভিকরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছে, তারা সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। তারা জনসমাজে সাম্রাজ্যবাদীযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ মত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

লেনিনের নেতৃত্বে বাম শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বেলশেভিক পার্টি সুবিধাবাদীদের চরিত্র উদ্ঘাটন করে শ্রমিক-কৃষক ও খেটে-খাওয়া অন্যান্য মানুষকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম

য়েছিল। প্রকৃত জঙ্গী বিপ্লবী সংগঠন তৈরীর কাজে এগিয়ে চলছিল নিন। কাউটস্কি ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ংগ্রাম চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত লেনিন সাফল্যলাভ করেছিল। াউটস্কির সমর্থক ছিল ট্রটস্কি, মারতোভ প্রভৃতি। এরা রাশিয়াতে প্লবী সংস্থার সঙ্গে থেকে বিপ্লব বিরোধী কাজ করছিল, ইজ্যারল্যাণ্ডে গ্রীম, হল্যাণ্ডে রোল্যাণ্ড হোলস্ট্, ফ্রান্সে প্রেসিম্যান টালিতে বারবনি এবং রুমানিয়াতে রাকোভস্কি কাউটস্কির মধ্যপন্থা মর্থন করে প্রচার চালাচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিপ্লবী গঠন যতটা অগ্রসর হচ্ছিল ততটা বাধা দেবার চেষ্টা করছিল বিধাবাদীরা ও মধ্যপন্থীরা। লেনিনকে সকল সময় এদের কাজের ার নজর রাখিতে হচ্ছিল।

রাশিয়ার রমনী পেছনে কেন?

বিপ্লবের মুখোমুখী হয়ে রুমালে চোখ মুছতে তো রাশিয়ার য়েরা জন্মায়নি। তাদেরও অনেক কাজ আছে। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছে, সেই সব সন্তান ও ভ্রাতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের প্লবের উপযোগী করার দায়িত্ব রাশিয়ার প্রতিটি ললনার। দেহের পাহাড় জমেছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে। কারও ভাই, কারও ন্তান, কারও স্বামী অনন্ত শয়নে রয়েছে অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে, ক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সেই সব স্থানে, চোখের জলের স্রোত বয়ে চ্ছে ঘরে ঘরে। সর্বহারা মানুষদের প্রতি জোর করে চাপিয়ে ওয়া এই যুদ্ধ যে সর্বনাশ আনছে তার প্রতিকার করতে যুদ্ধ রোধিতা, চিরকালের মত অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনাকে নির্মুল রতেই বিপ্লব। নারী হবে সেই বিপ্লবের অচ্ছেদ্য সঙ্গিনী।

পনর সালের মার্চ মাসে মহিলা সমাবেশে লেনিন বার্ণে তার ারা প্রস্তাব উত্থাপন করল। পরের বছরে যুবক সমাবেশেও তাদের র্তব্য কি' সম্বন্ধে খসরা প্রস্তাব রাখা হল লেনিনের নির্দেশে। প্রস্তাব টা তখন সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হলেও এই প্রস্তাবগুলো বিশেষ

প্রভাব বিস্তার করেছিল সবার মনে। প্রস্তাব দুটো সম্পূর্ণভা
গৃহীত না হওয়াতে লেনিন বুঝতে পারল পশ্চিম ইউরোপীয় দে
সমূহে মধ্যপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বর্তমান। বিশেষ করে যুদ্ধ
শান্তি এবং বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে অনেকের মনেই

লেনিন সহকর্মীদের ডেকে বলল, এটা হল কাউটস্কির খেলা।

কুরুপস্কায়া বলল, মার্কসীয় দর্শনকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা ক
কাউটস্কি বিভেদসৃষ্টির সুযোগ নিচ্ছে!

লেনিন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। ও
বলছে, আমরা যা বলছি তা ঠিক, আমরা বলছি, আমরা যা বলছি ঠি
সাধারণ মানুষ ধাধায় পড়েছে। কোনটা যে সত্যি তা প্রম
করার দরকার।

তার জন্য আমাদের যুক্তি ও বিশ্লেষণকে জোরদার করে প্রচ
ব্যবস্থা দরকার। এইভাবে যদি বিভ্রান্তি ওরা ঘটায় তা হলে বিপ্লবে
পথ থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব।

সেই কথাই আমি ভাবছি। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে হটিয়ে দি
হলে কাউটস্কির মিথ্যা আচরণকে আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দি
লডতে হবে। তারই ব্যবস্থা প্রয়োজন অবিলম্বে।

একজন বলশেভিক সদস্য বলল, কাউটস্কির শোধনবাদ সমা
বিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করতে সচেষ্ট। আমাদের কাজ শোধ
বাদীদের খপ্পর থেকে মার্কসীয় চিন্তাধারাকে শুধু রক্ষা করা নয়, এ
মার্কসীয় চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে খেটে-খাওয়া মানুষদের মে
ছড়িয়ে দেওয়া।

ঠিকই বলেছ কমরেড। আমাদের সামর্থ্য দিয়ে যেমন শোধ
বাদীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তেমনি মার্কসবাদের প্রচার ও প্রস
ঘটাতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপ্লবীসংস্থা গ
ওঠে সর্বহারাদের নিয়ে। অত্যাচারিত জনতার মুক্তি অসম্ভব যতক্ষ
না তাদের বিপ্লব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া না হয়। প্রচারকে দু

করা চলবে না, প্রসার করতেই হবে। প্লেকানভ, কাউটস্কি প্রভৃতি যারা বিপ্লবের বন্ধু সেজে বিপ্লবের সর্বনাশ করতে চায় তাদেব মুখোশ টেনে খুলতে হবে। আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে।

সুবিধাবাদী শোধনবাদীদের প্রতারণাকে লেনিন ঘৃণা করত। কোন সময়ই তার কথা ও কাজে অবৈপ্লবিক ও অকমু্যনিষ্ট চিন্তা-ধারাকে প্রশ্রয় দিত না। তার বিবেক ছিল পরিষ্কার। খাঁটি বিপ্লবী ও কমু্যনিষ্ট ছিল সে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

ষোল সালে সুবিধাবাদী ও শোধনবাদী সম্বন্ধে লেনিন চিঠি লিখে-ছিল ইনেসা আর মস্টকে। সেই চিঠিতে লেনিন উল্লেখ করেছিল নিজেকে ও নিজের মতামতকে। (Such is my fate. One battle after another against political stupidity, vulgarity, opprotumism, etc) লেনিনকে লড়াই করতে হয়েছে অনবরত এই সব মূর্খ, ইতর, সুবিধাবাদী শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে।

বলশেভিকরা প্রশ্ন করেছিল, আমাদের সব উৎসাহ ও উদ্দীপনা কি শোধনবাদী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করব ?

লেনিন দৃঢ়ভাবে বলেছিল, হাঁ। বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে শোধনবাদী সুবিধাবাদী মধ্যপন্থীরা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে যাতে বিপ্লবের পথ থেকে তারা দূরে হটে যায়। সেইজন্য এদের মনে করতে হবে শ্রেণী-শত্রু এবং শ্রেণী শত্রুকে নির্মূল করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করাই আমাদের মুখ্য কাজ। আমরা যতটুকু অগ্রসর হব তার চেয়ে বেশি পিছিয়ে দেবে এই সব প্রতারকরা।

এই চেষ্টা কি শুধু রাশিয়াতেই প্রযোজ্য।

না, সমগ্র বিশ্বেই এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। শোধনবাদী সুবিধাবাদী অথবা মধ্যপন্থী বলে চিৎকার করলে হবেনা. ওদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। আমি জার্মানের সমাজতন্ত্রীদের বলেছি

তোমরা এই সব সমাজশত্রুদের বিতারিত করে নতুন ধরনের জঙ্গী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোল। আর এই সংগঠনের হাতিয়ার হবে খেটে-খাওয়া খাঁটি বিপ্লবী মানুষের দল।

যুদ্ধ তখন বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে সমগ্র বিশ্বে।

কেন এই যুদ্ধ?

লেনিন বলল, যুদ্ধ দুই ধরণের। এক ধরনের যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল পরের দেশ দখল। অপরের স্বাধীনতা হরণ করে দাসত্ব বন্ধন দেওয়া। সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করা। যে সব দেশে সমাজবাদী চিন্তা প্রসার লাভ করেছে সেই সব দেশ থেকে সমাজ-তন্ত্রকে নির্মূল করে, অপরের জাতীয় জীবনে গুরুতর আঘাত হানা। এই যুদ্ধকে যে কোন উপায়ে বাধা দিতে হবে। প্রয়োজন মত নিজের দেশের যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যাবাদী সরকারকেও উচ্ছেদ করতে হবে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে।

অপরটি?

মানুষকে অপরের আক্রমন থেকে রক্ষা করার যুদ্ধ। দাসত্ব থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ। শ্রমিক-কৃষককে শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে, পুঁজিবাদীর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ। সমাজতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে রক্ষা করার যুদ্ধ। এই শ্রেনীর যুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকরা নিশ্চয়ই অংশ গ্রহণ করবে।

মাতৃভূমি রক্ষার জন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সমর্থন করা উচিত কি?

না।

কিন্তু মার্কস বোধহয় মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এই শ্রেনীর যুদ্ধকে সমর্থন জানাতে বলেছে।

মিথ্যা কথা, দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল লেনিন।

আবার বলেছিল। মার্কসের শিক্ষাকে কুৎসিত ভাবে বিশ্লেষণ

রছে যারা তারাই এই কথা বলে থাকে। ইতিহাস বিকৃত করেই
সব কথা বলে থাকে। মার্কসীয় দর্শনে বস্তুকে সামগ্রিক ভাবে
য়ার কথা বলা হয়েছে। সব জিনিসকেই ইতিহাসের উপাদান দিয়ে
বচনা করতে হবে, অপরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিন্তা করতে হবে,
তহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে বাস্তবসঙ্গত বিচার করতে হবে। যারা
করে না তাদের পক্ষে মার্কসীয় দর্শনের কদর্থ করা সম্ভব।

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কি ?

কে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ? কে বলছে মাতৃভূমি রক্ষার কথা।
উদ্দেশ্য নিয়ে এই যুদ্ধ ?—এই সব বিচার করতে হবে।

জাতিয় মুক্তির জন্য। জাতিয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের
ুষ এগিয়ে যাবে নিশ্চয়ই। ইতিহাস প্রমান করেছে খেটে-
ওয়া মানুষই সাচ্চা দেশপ্রেমী। জাতির মুক্তির জন্য শ্রমিক-
ক শ্রেণী নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। (Defence of the
therland in a national liberation war fully accords
th the spirit of Marxism—Biography—মার্কসবাদ এই
মুক্তিযুদ্ধকে সব সময় সমর্থন জানায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে নয়।

সাম্রাজ্যবাদী সমাজে ও পুঁজিবাদী সমাজে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।
খানে সাম্রাজ্যবাদ সেখানেই যুদ্ধ। এটা হল ঐতিহাসিক সত্য।
থবীতে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ জীবিত থাকবে ততদিনই যুদ্ধের
শঙ্কা থাকবে। বিশ্বযুদ্ধ যা চলছে তাতে একটি সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে
র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমন। যুদ্ধ বা শান্তি নির্ভর করছে
মেয় কতকগুলো সাম্রাজ্যবাদীর ওপর। জনসাধারণের ইচ্ছার
র তা নির্ভর করে না। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপন্ন মালের বাজার
য়াজন। সেই বাজার প্রাপ্তির জন্যই দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, শেষ
ায় হল যুদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্র সমাজবাদী চিন্তাধারা ক্রমেই
ার লাভ করছে। সমাজতন্ত্র যত প্রসার লাভ করবে ততই যুদ্ধ
ক রক্ষা পাবে পৃথিবী।

বিশ্বযুদ্ধের আগে অস্ত্র হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবা
শিবির ও সমাজবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অস্ত্রহ্রাস নিয়ে বিশেষভা
আন্দোলন করেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তি স্থাপনের কথা বলে
বলশেভিক প্রভাব মুক্ত হতে। বলশেভিকদের উক্তি ও নী
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা। সাম্রাজ্যবাদীরা বলশেভি
দের এই স্লোগানকে প্রতিরোধ করতে চায়। লেনিন অস্ত্র হ্রা
পক্ষপাতী ছিল না। লেনিন বুঝেছিল সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র হ্রা
এইসব গালভরা কথার অর্থ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকে
লড়াইকে দুর্বল করা।

নীতির দিক থেকে লেনিন বলত, সমাজতন্ত্র অস্ত্রহ্রাস চা
সমাজতন্ত্রীদের আদর্শ হল অস্ত্রহ্রাস। সমাজতন্ত্রী দুনিয়াতে কে
যুদ্ধ হতে পারে না, সেজন্য স্বাভাবিক ভাবেই অস্ত্র বৃদ্ধির প্রয়োজ
থাকে না। শান্তি, অস্ত্রহ্রাস ও সমাজতন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ি
এদের কখনই আলাদা করা যায় না।

আমাদের সামনে দুইটি পথ খোলা আছে।

সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থরক্ষায় আমাদের প্রাণ দিতে হবে অথ
আমরা আরও সংঘবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করব যা
প্রাণক্ষয় হবে কম অথচ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর চেহারা থাকবে না, জীবিক
জন্য অত্যধিক ব্যয় করতে হবে না, আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কৃষ
শ্রমিক শ্রেণী আওয়াজ তুলবে অস্ত্রহ্রাস নয়, অস্ত্র দিয়েই এই সময় লড়া
করতে হবে সাম্রাজ্যবাদকে বিদায় করতে। যুদ্ধ নাই, সশ
সংগ্রামের প্রয়োজন নাই সমাজবাদী শিবিরে।

ষোল সালে লেনিন মার্কসবাদের কঠিনতম দর্শনের ব্যাখ
করে লিখল, *Imperialism, the Highest stage of Capitalis*
পুঁজিবাদের শেষ ধাপ সাম্রাজ্যবাদ। অর্থ যে সকল অনর্থের মূল
ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল লেনিন।

পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ সমূহ পৃথিবীকে নানা ভা

াগ করে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে! পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বদেশে
য় শোষণ চালাচ্ছে তা গোপন করতে জাতিয়তার বুলি কপচে
দেশীয়দের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে সাম্রাজ্যবাদ
াতিষ্ঠায় এগিয়ে যায় তারা। একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে
ঁজিবাদীদের সম্প্রসারণ ঠেলে নিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের
থে, উৎপন্ন মালের বাজার দরকার, তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র
থিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।
ুঁজিবাদ ঠেলে নিয়ে চলে ঔপনিবেশবাদে। এ ভিন্ন আর কোন
থ থাকেনা। (বর্তমানে ভৌগলিক সাম্রাজ্যবাদ অনেকটা হ্রাস
পলেও উৎপন্ন মালের বাজার একচেটিয়া অধিকার করার জন্য
টনৈতিক উপায়ে মৃত সাম্রাজ্যবাদকে জিইয়ে রাখতে পশ্চিমীশক্তি
খনও সক্রিয়—লেখক)।

একচেটিয়া বাজার রক্ষা করতে হলে শ্রমিক শোষণ অনিবার্য।
মিক-মালিকের বিরোধ না হয়েই পারে না, এই বিরোধেই সর্বহারার
প্লবচিন্তা নিজের স্থান গড়ে নিতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অধিকৃত পরাধীন অঞ্চলে অত্যাচার
রে যার ফলে পরাধীন জাতির মধ্যে দেখা দেয় জাতিয় স্বাধীনতা-
াভের স্পৃহা। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ
থা অধিকৃত দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত
রতে সচেষ্ট হয়।

সমাজতন্ত্রই রুখতে পারে সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের
গ্রগতি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবেই,
জনৈতিক ক্ষমতাতেও আসবে বিশেষ শ্রেনীর লোক সেজন্য সমাজ-
ন্ত্রের জয় হবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক
রাজনৈতিক অবস্থার তারতম্য থাকায় সকল দেশেই একই সময়ে
াজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয় (Socialism cannot achieve
ctory simultaneously in all countries—Collected

Works. Vol. 21) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যলাভ করবে এ
অথবা একাধিক দেশে, এক সঙ্গে সব দেশে নয়। অন্যান্য দেশ আর
কিছুকাল বুর্জোয়া অথবা আধা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় থাকতে বা
হবে। সে সব দেশে সমাজতন্ত্র আসবে বিলম্বে। সেই জন্যই ট্রটস্কি
স্লোগান United States of Europe-কে কাল্পনিক মনে ক
হয়েছিল। এরূপ সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে যে নেই তাও স্বীকা
করেছিল লেনিন। কোন একটি দেশে যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল
ঘটিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজিকরূপ পরিবর্ত
করা যায় তা হলে তার প্রভাব গিয়ে পড়বে অপর রাষ্ট্রে যেখা
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা স্থান গড়ে নিচ্ছে।

পনর সালের জুন মাসে লেনিন কুরুপস্কায়াকে নিয়ে বার্ণ ছে
সোরেনবার্গে উঠে এল।

পার্বত্য এলাকায় শহর থেকে বহু দূরে এই গ্রাম।

অল্প খরচে অতি সাধারণ একটা হোটেলে গ্রীষ্মকাল অতিবাহি
করতে থাকে।

এখানেও লেনিন তার কাজ করে চলছিল অক্লান্তভাবে। ব
ও জুরিচের পাঠাগার থেকে গাদা গাদা বই এনে ঘর বোঝ
করে ফেলল।

সকালবেলায় কুরুপস্কায়া লেনিনকে ডেকে তুলত ঘুম থেকে
ঘুম থেকে উঠেই মুখ হাত ধুয়ে স্বামী-স্ত্রী বাগানে গিয়ে বসত
তখনও লেলিন নিজের কাজ করত। লেনিন বই মুখে নিয়ে বস
কুরুপস্কায়া বসত সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে।

মাঝে মাঝে দুজন আলোচনা করত যুদ্ধের কথা। কখ
তাদের পারিবারিক জীবন নিয়েও আলোচনা হত। আগে শাশু
ছিল ঘর সংসার সামলাতে। এখন সে জীবিত না থাকায় ঘ
টুকিটাকি কাজ করতে কুরূপস্কায়া মাঝে মাঝে উঠে যেত।

বেলা বারটা বাজলেই দুজনে খেতে বসত।

খাওয়ার পর দুজনে সঙ্গী ইনিসা আরমণ্ডের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়াত। ফিরবার সময় ঝুড়ি বোঝাই ফুল ও ফল নিয়ে হোটেলে আসত। এই ছিল তাদের দৈনন্দিন কার্যধারা।

এই সময় সোস্যালিষ্ট ইণ্টার ন্যাশান্যালের সম্মেলন বসল। এই সম্মেলনে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বুলগেরিয়ার সোস্যালিষ্ট নেতা কোলরভ বক্তৃতা দিতে উঠেই বলকান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। কি ভাবে সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার বিবরণ শোনাল। লেনিন সামরিক বাহিনীতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটাবার যে নীতি গ্রহণ করেছিল তারই সমর্থন পাওয়া গেল কোলরভের ভাষণে। লেনিন ও অন্যান্য বামপন্থীরা যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল তা অগ্রাহ্য করল প্রতিনিধিরা অধিকাংশ ভোটে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে যুদ্ধে নিযুক্ত ও যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত সবার কাছে আবেদন জানান হল, "Workers of All Countries Unite !" (দুনিয়ার মজদুর এক হও)।

আবেদন পৌঁছে দেওয়া হলঃ Working men and working women ! Mother and father ! Widows and orphans ! Wounded and maimed ! To all of you who suffer from war through the war ; to all of you, across frontiers, across smoke-filled battle-fields, across destroyed towns and villages, we address this appeal —"Workers of All Countries Unite !"—(Biography)

এই প্রচার পত্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সমাজতান্ত্রিক শক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে এই কথার উল্লেখ ছিল না। আরও অনেক নীতিগত বিষয় বাদ ছিল এই প্রস্তাবে তবুও লেনিন এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। গোষ্ঠীগত বিভেদ যাতে না আসে তার জন্যই লেনিন সম্মতি দিয়েছিল এই প্রস্তাবে।

সবার অধিকার আছে অসঙ্গত নীতির সমালোচনা করার,

সেজন্য এই দলিলে স্বাক্ষর দিলেও কোন ক্ষতি নেই জেনেই লেনিন স্বাক্ষর করেছিল।

এই সম্মেলনের সময় লেনিন সোরেনবার্গ থেকে বার্ণে এসেছিল। আবার ষোল সালের জানুয়ারী মাসে লেনিন বার্ণ ছেড়ে জুরিচে এসে উঠল। শহরের মধ্যস্থলে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে সপরিবারে বাস করতে থাকে। বাড়িটীর মালিক একজন মুচি। ঘর মোটেই সুবিধার নয়। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে থাকতে হত সব সব সময়। বিকেল বেলায় ঘরের জানলা খোলা হত, নইলে দুর্গন্ধে হাঁসফাস করতে হত।

বন্ধুরা বলল, এই ভাড়াতেই তো তোমরা ভাল ঘর পেতে পার।

কুরুপস্কায়া প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তা জানি কিন্তু এই ঘরটা আমাদের অন্য কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কেন ?

এটা হল বিশ্বভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রস্থল।

বুঝলাম না তোমার কথা।

দুটো ঘরে থাকে মুচি তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে,একটায় থাকে একজন জার্মান সৈনিক তার পরিবার নিয়ে, একটিতে থাকে একজন ইতালিয়ান, অপরটিতে একজন অষ্ট্রীয়ান আর সর্বশেষটিতে থাকি আমরা। আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করছি এখানে।

সবাই ভালবাসত কুরুপস্কায়াকে, ওদের সুখে দুঃখে সেও গিয়ে সাহায্য করত।

কুরুপস্কায়া বাড়ির সব মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। কখনও তাকে জার্মান সৈনিকের ঘরে দেখা যেত, কখনও মুচির ঘরে। তার সঙ্গে সৌখ্য সবারই।

মুচিগিন্নির সঙ্গে আলোচনা করত ঘর সংসারের কথা। আবার দেশের অবস্থা নিয়েও আলোচনা হত মাঝে মাঝে। এই সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত সবাই।

একদিন মুচিগিন্নি গম্ভীরভাবে বলল, এরপর দেখবে সৈনিকরাই ন্দুক ঘুরিয়ে ধরবে।

জার্মান সৈনিকের স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,সে আবার কি?

মুচিগিন্নি আরও গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, দলের সেনাপতিদের গুলি করে মারবে। দেশের সরকারের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে ওরা। The soldiers should turn their guns against their wn government)।

মুচিগিন্নির কথায় জার্মান সৈনিকের বউ গালে হাত দিয়ে ভাবতে সল।

কুরুপস্কায়া উক্তিটিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে লেনিনকে জানাল। লেনিন সর্বহারা মানুষের মনে যে প্রবল যুদ্ধবিরোধী ভাব জেগেছে বং তা গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে এটা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পারল।

এরপর লেনিনকে স্থান ত্যাগ করতে কেউ বললেও তাতে রাজি ত না।

সতের সালের এপ্রিল মাসে পেত্রোগ্রাদ যাওয়ার পূর্ব অবধি এই াড়িতেই বাস করত লেনিন সপরিবারে।

আজও সেই মুচির বাড়িটি রয়েছে। তার জানালায় সাইন বোর্ড ঝুলছে, "ষোল সালের একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে সতর সালের দাসরা এপ্রিল পর্যন্ত এই কামরায় রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা লেনিন াস করত"।

যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ধুয়া তুলল, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বে। যুদ্ধ দিয়েই ভবিষ্যতের যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

লেনিন প্রতিবাদ জানাল, Never has war killed war— দ্ধ কখনও যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে না।

যুদ্ধ মানুষকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে। পরবর্তী যুদ্ধের পথ খুলে ।। হিংসা থেকেই হিংসার উৎপত্তি ঘটে।

যারা যুদ্ধ চায় তারা সাধারণ মানুষের কাছে চায় ত্যাগ, এই ত্যাগের শেষ নেই। আরও দাও তাদের চিৎকার। তোমার রক্ত দাও, সম্পদ দাও তবুও বুর্জোয়াদের পিপাসা মিটবে না।

যুদ্ধ বন্ধ করার একটি মাত্র পথ আছে। শ্রমিক-কৃষকদের রাজ নৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে, পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হবে। তবেই বন্ধ হবে যুদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক জয়ই স্থায়ী শান্তি আনতে পারে।

ষোল সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের দিনগুলো কাটল বিভিন্ন দেশের পরাধীনতা নিয়ে গবেষণা করে।

প্রত্যেক জাতির অধিকার রয়েছে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের লেনিন তার খসরা প্রস্তাব উত্থাপন করল বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে। জাতিয়তাবোধের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে একীভূত করার প্রশ্নও তারা বিবেচনা করল।

গ্রীষ্মকালে কুরুপস্কায়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল।

লেনিন চিন্তিত হল স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য।

দু'জনে জুরিচ শহরের কাছেই ছোট্ট গ্রাম ফ্লামসের একটা বোর্ডিং হাউসে গিয়ে উঠল। পাহাড়ের মধ্যে এই ছোট্ট গ্রামে সস্তাব বোর্ডিং-এ বাস করলেও তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হল। গোটা সুইজারল্যাণ্ডে আড়াই ফ্রাঙ্ক ভাড়ায় বাস করার মত আর কোন বোর্ডিং হাউস বোধ হয় ছিল না সে সময় ব্যয় যেমন কম ব্যবস্থাও তেমনি।

অভিযোগ ছিল না কারও।

লেনিনের পকেট তখন শূণ্য। বড় বেশি ব্যয় করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। খুব হিসাব করেই তাদের ব্যয় করতে হচ্ছিল ষোল সালের শেষের দিকে অত্যধিক আর্থিক কষ্ট তাদের বিব্রত করে তুলল।

তবুও হাসিমুখে তারা সহ্য করছিল এই দৈন্যদশা।

রোজই পাহাড়ে পাহাড়ে দুজনে বেড়াতে যেত। মন খুলে গল্প করার অবসর পেত তারা।

লেনিন অনুযোগের সুরে বলত, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে নেদেঝদা? তোমার যথাযথ চিকিৎসাও করতে পারছিনা, যথাযথ খাবারও সংগ্রহ করার সামর্থ্যও আমার নেই।

কুরুপস্কায়া প্রফুল্ল হাসিতে মুখ ভড়িয়ে বলত, প্রায় বিশ বছর আমাদের দাম্পত্যজীবন। কোনদিন কি আমার ব্যক্তিগত কোন সুবিধা সুযোগ চেয়েছি, না আমার সে সবে আকাঙ্ক্ষা আছে।

তবুও তুমি অসুস্থ!

খোলা আলো বাতাসে আমি শীগ্‌গীরই সুস্থ হব। আমাদের এই বিরাট সংগ্রামের শেষ সীমায় এসে গেছি ভ্লাডিমির। আমাদের সব কিছু দিয়েও যদি সবহারাদের জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারি সেটাই হবে আমাদের সৌভাগ্য।

আমিও তা আশা করছি।

আচ্ছা ভ্লাডিমির, তুমি বলতে পার গণতন্ত্র কি সবহারার শ্রেণী-সংগ্রামে সাহায্য করবে।

নিশ্চয় করবে। সবহারাদের শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রগতিতে গণতন্ত্র অবশ্য সাহায্য করবে। নেদেঝদা, তুমি আমি কি দেখে যেতে পারব গণতন্ত্রী সর্বহারার একনায়কত্ব! তাই ভাবছি।

পারব, পারব। আমরা যে আশাবাদী, একথা কোন সময়ই আমি ভুলতে পারি না।

কিছুকাল ফ্লামসেতে বাস করে কুরুপস্কায়ার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখা দিল। লেনিন আবার ফিরে এল জুরিচে, আবার আশ্রয় নিল সেই মুচির ঘরে।

সেপটেম্বর মাস।

শীতটাও ক্রমেই প্রখর হচ্ছে।

কুরুপস্কায়ার শরীরটাও সুস্থ হয়ে এসেছে। এবার লেনিন আবার মনে প্রাণে নেমে পড়ল তার কাজে। কিন্তু দৈন্যদশার পরিবর্তন না হওয়াতে, সুখাদ্য তো দূরের কথা, কোন রকমে গ্রাসাচ্ছদনই সমস্যা দাঁড়াল। সেই মুচি কাম্মেরারের ঘরই তাদের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করে সেখানেই ফিরে এল।

জুরিচের জীবনে রাজনৈতিক বহু তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে লেনিনকে। কুরুপস্কায়ার সঙ্গে নির্জন আলাপ আলোচনা করেছে সবহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব নিয়ে।

লেনিন বলত, পৃথিবীর সব দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই নিয়তি।

বিভিন্নদেশের অবস্থা দেখে অতটা আশান্বিত হওয়া যায় কি!

নিশ্চয় আশান্বিত হওয়া যায়, নেদেঝদা। তবে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পথ সবদেশে একই রকম নাও হতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে সেই সব দেশের বিভিন্ন অবস্থার ওপর কিন্তু সর্বত্রই সমাজতন্ত্রের জয় নিশ্চিত।

কুরুপস্কায়া স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কেমন করে?

লেনিন গম্ভীরভাবে বলল, কোন না কোন প্রকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে সকল দেশ অগ্রসর হবে। সেটাই হবে কোন না কোন অবস্থায় সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ, এই পথ সমাজ জীবনকে বিবর্তিত করবে বিভিন্নভাবে সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে।

বুখারিন বলছে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দাও। সর্বহারা মানুষ যখন রাষ্ট্রকে চায় না তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাশ করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

লেনিন হেসে বলল, বুখারিন ভুল করেছে। মার্কসের শিক্ষাকে বিকৃত করেছে বলেই এইসব অবৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করতে চাইছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে হবে শ্রমিক-কৃষকদের মুক্তির জন্য

মার্কস বলেছে পুরানো শোষণযন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেল। তার অর্থ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাশ নয়, তার অর্থ পুরাতন যে সব মানব বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তা ভেঙ্গে ফেলে সর্বহারার বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বুখারিন যা বলেছে তা ঠিক নয়। মার্কসীয় দর্শনের কথা হল রাষ্ট্র থাকবে। যতদিন সমাজতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ না করে সাম্যবাদে উপনীত হয় ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আর থাকে না বিশ্বমানবতায় শাসন ও শোষণের কোন প্রশ্নই নেই।

কুরুপস্কায়া মাঝে মাঝেই বলত, তুমি সুইশ কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গেই বর্তমানে যেন বেশি জড়িয়ে পড়ছ।

স্বাভাবিক। আমি তুমি সবাইতো সুইশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্য। আমার কথা শুনতে সুইজারল্যাণ্ডের সর্বহারারা সমবেত হয়। আমি না থাকলে ওদের সর্বনাশ করত সুবিদাবাদী ও মধ্যপন্থীরা। মার্কসীয় তত্ত্বকে ওদের বুঝিয়ে দেবার গৌরব অর্জন করতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।

কুরুপস্কায়া জানতে চাইল, ইউরোপের বর্তমান অবস্থা কি? সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা যেন স্তব্ধ।

লেনিন হেসে বলেছিল, ইউরোপের এই স্তব্ধতা দেখে ভুল বুঝনা। কবরের শান্তি বিরাজ করছে মনে করলে ভুল হবে। ইউরোপে বিপ্লব আসন্ন (Europe is pregnant with revolution)। এখন শুধু জিরো আওয়ারের অপেক্ষা।

রাশিয়া তখন নিস্তব্ধ নয়। বলশেভিকরা বিশ্বাস করত আপাত দৃষ্টিতে যাই মনে হোক বিপ্লব আসন্ন। লেনিন যেদিন আসন্ন বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেছিল সুইশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সভায় (বাইশে জানুয়ারী) তার কয়েকদিনের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী উৎকর্ণ হয়ে শুনল জারের স্বৈরাচারকে পরাভূত করেছে রাশিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষরা।

কেন সম্ভব হয়েছিল ?

ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষক-শ্রমিকরা বিপ্লবকে সাদরে গ্রহণ করল। চাষী শ্রমিক অস্ত্রধারণ করল জারের বিরুদ্ধে। তাদের নেতৃত্বেই এই জয়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা এই বিপ্লবকে সার্থক করেছিল, তার জন্য বহু প্রাণ নষ্ট হয়েছিল। বহু ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের। শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে অচিন্তনীয় বৈপ্লবিক সৌখ্য স্থাপিত হওয়াতে সবাই চমৎকৃত হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারীর এই বিপ্লবের সংবাদ সুইশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় মার্চমাসের পনর তারিখে। লেনিন সংবাদ জানতে পারল এই পত্রিকা থেকে। সবাই শুনল জারের পতন হয়েছে।

সেদিন উৎসব করল প্রবাসী বলশেভিকরা।

লেনিন ভাষণ দিয়ে বলল, রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিকরাই সবার আগে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এত বড় জয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অবাক করে দিল, তারা মুখ ফুটে তখুনি কিছু না বললেও সাম্রাজ্যবাদীরা মোটেই খুশী হল না, অপরদিকে পৃথিবীর কৃষক-মজুর সর্বহারা মানুষ এই সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষমতা তখন লাভ করছে বুর্জোয়াশ্রেণী, মেনশেভিক ও তাদের সমর্থক।

এখনই কাজ।

কাজ, কাজ, কাজ! লেনিন ডাক দিল সব বলশেভিকদের। এখন বলশেভিকদের কি কর্তব্য তা নিয়ে আলোচনা হল। সর্বহারা শ্রেণী কিভাবে অগ্রসর হবে তাও আলোচিত হল।

রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থায় কিরূপ সমাজব্যবস্থা চলবে তা নিয়ে বহু আলোচনার পর স্থির হল, কোন ক্রমেই মেনশেভিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার চালানো হবে না। আরও বৈপ্লবিক

কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে কাজের প্রসার ঘটাতে হবে, জন সংগঠন করতে হবে, সোভিয়েত ডেপুটিদের কাজ হবে ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া। প্রতিক্রিয়াশীলদের শেষ করে দাও। তাদের ওপর সামান্যতম বিশ্বাস স্থাপন কর না, তাদের সমর্থন জানিও না, জারের পতনের পর নতুন যে বুর্জোয়া সরকার গঠিত হয়েছে তা দিয়ে জনগণের অভিলাষ পূর্ণ হবে না। আরও বেশি বৈপ্লবিক কাজের দিকে অগ্রসর হও।

আজ জারকে বিতাড়িত করে যে বিপ্লবের উদ্বোধন হয়েছে তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে।

লেনিন সেই মুচির ঘরে শুধু পায়চারি করছে।

কুরুপ্‌স্কায়াও অস্থির হয়ে উঠেছে।

সিংহ খাঁচায় বন্দী।

লেনিনের মন তখন ছুটে গেছে রাশিয়ার প্রান্তরে। কুরুপস্কায়া অস্থির হয়েছে রাশিয়াতে ফিরে যেতে। উভয়েই এই মাহেন্দ্রক্ষণে সর্বহারাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। রাশিয়াতে ফিরতে হবে। অথচ পথ বন্ধ। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মাঝে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজ ও ফরাসী। যারা যুদ্ধের সমর্থক তাদেরই যেতে দেওয়া হচ্ছিল রাশিয়াতে কিন্তু কোন বলশেভিককে রাশিয়াতে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না, দেশে যাওয়ার পথ তাদের জন্য অবরুদ্ধ। কোন পথে ফিরবে দেশে উভয়ে সেই চিন্তায় মগ্ন।

লেনিনের চোখে ঘুম নেই।

হয়ত শেষ রাতে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছে। ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠেছে।

কুরুপস্কায়া তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

ঘুম ভাঙ্গলে জিজ্ঞেস করছে, তুমি চিৎকার করছিলে কেন?

লেনিন অসারের মত বলল, তুমিতো জান আমি রাশিয়াতে ফিরতে চাই।

পথ যে বন্ধ।

আমি কোন সুইডিশ (সুইডেনের নাগরিক) পাশপোর্ট সংগ্রহ করে সীমান্ত অতিক্রম করতে চাই।

কুরুপস্কায়া হেসে বলল, তা পারবে না। তখনও ঘুমের ঘোরে তুমি চিৎকার করে নিজেকে ধরিয়ে দেবে। তুমি নিজের ভাষায় চিৎকার করবে, তোমাকে কেউ সুইডিশ মনে করবে না। তোমাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু আমাদের যেতে হবে দেশে। কি করে যাব বলত।

জার্মানীর মাঝ দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। জার্মান যুদ্ধবন্দী আর প্রবাসী রাশিয়ানদের বিনিময় করা হচ্ছে। সেই সুযোগে রাশিয়াতে প্রবেশ করা সম্ভব।

বিশ্বাস নেই নেদেঝদা। আচ্ছা সুইশ সোস্যাল ডেমোক্রাট প্লাটনের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তার সাহায্যেই আমরা রাশিয়া পৌঁছতে পারব।

অবশেষে প্লাটনের সাহায্যেই পাওয়া গেল সীমান্ত অতিক্রম করে জার্মানীতে যাবার অনুমতি।

বলশেভিক ও অন্যান্য সোস্যাল ডোমোক্র্যাটরা যখন সংবাদ পেল লেনিন জার্মানী হয়ে রাশিয়া যাবে তখন সবাই ছুটে এল তাকে নিষেধ করতে। তারা বলল, রক্তপিপাসু জার্মান সরকারকে বিশ্বাস নেই। সাম্রাজ্যবাদী জার্মানের কাছে হাত জোড় করে অনুমতি সংগ্রহ নিশ্চয়ই সহজ কাজ নয়।

লেনিন তাদের কোন আপত্তি শুনল না।

বলল, আজ এই দিনে আমাদের বাইরে থাকা উচিত নয়। আমরা যে কোন সরকারের সাহায্যে ও অনুমতিতে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চাই। ইংরেজ ও ফরাসী এই অনুমতি দেবে না। এরূপ ক্ষেত্রে এই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে জার্মান সরকারের সাহায্যই যদি প্রয়োজন হয় সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

অবশ্যই এরজন্য অসম্মানিত হতে হবে, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিন্তু রাশিয়া যাবার দ্বিতীয় পথ তো নেই বন্ধুগণ। জানি অসম্মান ও অত্যাচার সহ্য করা কঠিন তবুও তা সহ্য করতে হবেই হবে। আমাদের দলিলপত্র এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে চলতে পারি।

লেনিন যে দলিল সংগ্রহ করল তাতে ছিলঃ "We, the undersigned French, Swiss, Polish and German internationalists, consider it not only right, but duty of our Russian comrades to avail themselves of this opportunity to reach Russia" রাশিয়ার এই দুর্দিনে সকল রাশিয়ানদের দেশে ফেরার নৈতিক বাধ্য-বাধকতা আছে, তার জন্যই তারা দেশে ফিরতে চাইছে।

প্লেটানের সহযোগিতায় জার্মান কর্তৃপক্ষ প্রবাসী রাশিয়ানদের জার্মানের মধ্য দিয়ে দেশে ফেরার অনুমতি দিল। কে কোন দলের, কার কি মতবাদ সে সব বিষয় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। রাশিয়ানদের দেশে ফিরতে দাও। রাশিয়া এখন বিপন্ন—এই হোল জার্মান কর্তৃপক্ষের মনোভাব! বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে জার্মানও কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাশিয়া ছিল তাদের শত্রু। শত্রু নিস্তব্ধ হয়েছে, এরপর আর কি দরকার। এরা তো সৈন্য নয়।

অনুমতি পত্র এল।

সব ব্যবস্থা হয়েছে, এবার রাশিয়ার পথে রওনা হতে পার।

সংবাদ পাওয়া মাত্র লেনিন বলল, প্রথম ট্রেনেই বের হতে হবে।

কুরুপস্কায়া বলল, গাড়ি ছাড়তে আর মাত্র দুঘণ্টা আছে। এত তাড়াতাড়ি কি সম্ভব হবে?

নিশ্চয় হবে। আমি সাহায্য করব। তোমার ঘরগেরস্থালির জিনিস গুছিয়ে নাও আমি বইপত্র প্যাক করছি, পাঠাগারের বই-

গুলো ফেরত দেবার ব্যবস্থা করছি, ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছি। মোটেই দেরী করব না। যে কোন উপায়ে এই ট্রেন ধরতে হবে। দুঘণ্ট যথেষ্ট সময়।

কুরুপস্কায়া বলল, এত কাজ হবে না। তুমি আজ রওন হয়ে যাও। কাল আমি রওনা হব।

না না, লেনিন চিৎকার করে উঠল।

আবার বলল, আজই যেতে হবে। তোমাকেও যেতে হবে।

কথা শেষ করেই দুজনে কাজে হাত লাগাল। দেখতে দেখতে ঘর সংসার বন্ধ হল। প্যাকিং করাও শেষ। দুঘণ্টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে লেনিন কুরুপস্কায়াকে নিয়ে প্রথম ট্রেনেই চেপে বসল।

যাবার সময় করমর্দন করে বাড়িওলা মুচি কাম্মেরার বলেছিল, তুমি তো স্বদেশে যাচ্ছ। সেখানে গিয়ে তোমাকে বোধহয় এত পরিশ্রম করতে হবে না।

লেনিন হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, রাশিয়াতে গেলে আমাকে আরও আরও বেশি কাজ করতে হবে বন্ধু। সে যে কত কাজ তা বলার সময় নেই।

লেনিন কুরুপস্কায়াকে নিয়ে গাড়িতে বসল। সঙ্গে চলল আরও ত্রিশজন প্রবাসী রাশিয়ান তাদের মধ্যে ঊনিশ জন বলশেভিক।

আজ এপ্রিলের নয় তারিখ।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে গাড়ি চলল জার্মানীর দিকে।

লেনিনের প্রবাস জীবন, স্বেচ্ছানির্বাসনের যবনিকা নামল।

গাড়ি চলতে চলতে জার্মানীর সীমান্ত স্টেশন গোটমু-ডিনজেনে পৌঁছল।

জার্মান সরকারের প্রতিনিধিরা গাড়িকে আলাদা করে দরজা বন্ধ করে দিল। একমাত্র প্লাটনকে যেতে দিল বাইরে। প্রবাসী

রাশিয়ানরা যে দেশে ফিরছে এই সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল। স্টাটগার্টে জার্মান ট্রেড- ইউনিয়ন নেতা জনসন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। লেনিন তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করল। জার্মান কর্তৃপক্ষ জানত রাশিয়ানরা দেশে ফিরছে জানতে পারলে বহুলোক ভীড় করবে তাতে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে, সেজন্য সংবাদ চাপাই ছিল। তাদের কোন রকমে জার্মান সীমান্ত পার করে দিতে ব্যস্ত।

বারই এপ্রিল বাল্টিক সাগরের ধারে গাড়ি এসে থামল।

সেখান থেকে সুইডেনের একটা মালবাহী জাহাজে করে তাদের পৌছে দিল সুইডেনের ট্রেল্লেবর্গ বন্দরে।

কঠিন পথটুকু পেরিয়ে এসে লেনিন ও তার সহচররা কিছুটা আশ্বস্ত হল। আশা জাগল মনে, নিরাপদে পৌঁছতে পারবে রাশিয়াতে।

টেল্লেবর্গ থেকে ট্রেনে এল স্টকহলম।

সুইডেনে পৌছামাত্র সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

সুইডেনের বলশেভিকরা ও সুইডিশ বামপন্থী সোস্যালিস্টরা ভীড় করল তাদের সাদর অভ্যথনা জানাতে।

মাত্র একদিন স্টকহলমে থেকে তেরই এপ্রিল সুইডেনের সহকর্মীদের কাছে বিদায় নিয়ে দেশের দিকে রওনা হল সবাই। পথে অযথা বিলম্ব করার উপায় নেই, দেশ তখন হাতছানি দিচ্ছে তাদের।

দু দিন পরে ফিনল্যাণ্ডের থর্ণিও স্টেশনে পৌছল।

থর্ণিও থেকেই ট্রেনে করে সেণ্ট পিটার্সবার্গ (পেত্রোগাদ) যাওয়া স্থির কিন্তু পথ তখনও নিরাপদ নয়। সুইডিশ ও ফিনল্যাণ্ড সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে ইংরেজ সৈন্য। তারা প্রবাসী রাশিয়ানদের আটক করল, অবমাননাকর ভাবে তাদের তল্লাসী করল।

লেনিন নীরবে সহ্য করল এই অবমাননা।

তল্লাসীর পর যখন কিছুই আপত্তিজনক পাওয়া গেল না ত
তাদের মুক্তি দিল প্রহরীরা।

রাশিয়ার ভূমিতে পা দিল প্রবাসী রাশিয়ানরা। (সে স
ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল)।

চেকপোষ্ট পেরিয়ে এসে লেনিন উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

সঙ্গী মিখাকে বলল, আমরা আমাদের মাটিতে এসেছি। এ
ঐসব সাম্রাজ্যবাদী নেংটি ইঁদুরদের দেখিয়ে দেব আমাদের ক্ষমতা

শেষ রাত। সকাল হতে তখনও দেরী!

সীমান্তরক্ষীদের তল্লাসী শেষ।

গাড়ি স্থইডেন থেকে ফিনল্যাণ্ড সীমান্ত অতিক্রম কর
রাশিয়ার দিন পঞ্জীর হিসাবে সেটা হল তেসরা এপ্রিল, সতর সা
(অন্যান্য দেশে সতরই এপ্রিল সতর সাল)

গাড়ি এগিয়ে চলল পেত্রোগাদের দিকে।

ধীরে ধীরে গাড়িতে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শে
দাঁড়াবার মত জায়গাও আর ছিল না। যাত্রীদের এ
সবাই সৈনিক।

লেনিন তখন সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছে।
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য শোনার জন্য সৈন্যরা উ
দাঁড়িয়ে বক্তার চেহারা দেখতে চেষ্টা করছিল। লেনিন ত
বলছিল, কি করে এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়। কি ব
চাষী জমি পেতে পারে। সৈন্যদের কাছে জানার চেষ্টা ক
তাদের সামরিক জীবন কতটা সুখের। এই ভাবে গৃহাভি
সৈন্যদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে রাত বে
গেল। (Krupskaya, Page 346).

সেই দিন বিকেলে বেনুস্ট্রোভ স্টেশনে তার ভগ্নী মা
উলিয়ানোভের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদ ও শেষ-ত্রোরেস্ক-এর শ্র
নারী পুরুষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ও অন্যান্য বলশেভিক ন

কর্মীরা রাজধানী থেকে এসে অপেক্ষা করছিল লেনিনকে ভ্যর্থনা জানাতে।

লেনিন ট্রেন থেকে নামতেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল নসাধারণ।

জনতা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দে ছুটে এসে লেনিনকে াধে তুলে নিল, তাকে সেই অবস্থায় স্টেশন-বাড়িতে নিয়ে এল। ানিন এই উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত। সেখানে লেনিন সমবেত ানতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে তাদের ধন্যবাদ জানাল।

দেশের ছেলে দেশে ফিরে আসছে, এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে ারা দেশে। সেদিন ছিল ইস্টারের ছুটি। গির্জায় ঘণ্টা বাজছে, ক্তস্নাত রাশিয়ার মানুষ সেদিন সাধ্যমত সেজেগুজে ইস্টার ৎসবের জন্য প্রস্তুত। সেদিন কোন সংবাদপত্র বের হয়নি, লকারখানা সেদিন বন্ধ। সংবাদ চলাচল ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। একমাত্র সংবাদ প্রচারের যন্ত্র হল মুখের কথা। সেই মুখের কথা খে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে এক কথা, ভ্লাডিমির আজ াসবে। যারা ইস্টারের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তারা স্তুত হল লেনিনকে অভ্যর্থনা জানাতে। আজ সন্ধ্যায় লেনিন াসবে। যারা কখনও লেনিনকে চোখে দেখে নি তারাও তাকে দখার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে। শহরের সর্বত্র সংবাদ ছড়িয়ে ড়েছে বেলা বাড়বার আগেই। মজুর, সৈন্য, নাবিক সবাই লনিনকে দেখার জন্য তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত। কোথায় কান সভায় লেনিন হাজির হবে তারা সেই খোঁজ নিচ্ছে। র্বত্র চাপা উত্তেজনা, কোথাও কোথাও উত্তেজিত জনতা অধীর াবেগে নানা পতাকা দোলাচ্ছে, উচ্চস্বরে স্লোগান দিচ্ছে।

সেদিন মসকোতে বলশেভিক পার্টির চারশ' প্রতিনিধির সম্মেলন সেছে এমন সময় সংবাদ পৌঁছল, লেনিন আজ বিকেলে পেত্রোগাদ

পৌঁছবে। অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি, হয়ত গুজব কিন্তু পার্টি
বিশ্বস্ত কমরেডেরা যখন এই সংবাদটি পর পর পরিবেশন করতে থা
তখন আনন্দে ফেটে পড়ল সবাই।

আগে টেলিগ্রাম করে অভ্যর্থনা জানাও। পরে সম্মেলন।

সবার মুখে এক কথা। তখনই লোক ছুটল টেলিগ্রাম করতে।

পেত্রোগাদের পার্টির সদস্যরা সামরিক বাহিনীর লোকদে
জানিয়ে দিল কিভাবে নিরাপদে লেনিনকে আনতে হবে সভা স্থ
কি ভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে।

সূর্য পাটে বসেছে।

সবারই অধীর জিজ্ঞাসা গাড়ি কখন আসবে। তারপর স্টেশ
মাষ্টারের কাছে যাচ্ছে গাড়ির খবর নিতে। স্টেশন মাষ্টার
অগ্রবর্তী স্টেশনে টেলিগ্রাম করছে গাড়ির খবর নিতে।

অন্ধকার নেমে এল।

স্টেশনে অপ্রতুল আলোয় দেখা যাচ্ছে স্থল ও নৌসৈন্যেরা অ
নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছে তাদের অতি প্রিয় নেতাকে গা
অব অনার জানাতে।

বেশ রাত করেই গাড়ি প্রবেশ করল ধীরে ধীরে স্টেশনে।

লেনিন সংযত পদক্ষেপ নেমে এল ট্রেন থেকে।

আকাশ বাতাস ধ্বনিত হল লেনিনের জয়গানে, সর্বহা
মানুষের জয়গানে।

নাবিকরা সবার আগে গার্ড অব অনার জানাল লেনিনকে
সামরিক বাদ্য বেজে উঠল। পেত্রোগাদের শ্রমিকরা ফুলের তো
আর মালা দিয়ে সাজাল লেনিনকে। বহুকাল পরে বিজয়ী বী
দেশে ফিরেছে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ কোন কার্পণ্য ক
না। কেউ চিৎকার করে অভিনন্দন জানাল, কেউ হাততালি দি
অভিনন্দন জানাল, কেউ সাদরে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানা
কেউ হাতে হাত মিলিয়ে অভিনন্দন জানাল।

সবাই দেখল তাদের অতি প্রিয় নেতা দেশে ফিরে এসেছে।

ভাইবর্গ জেলা বলশেভিক পার্টির সম্পাদক চুগুরিণ এগিয়ে এসে লেনিনের হাতে তুলে দিল তাদের ছয়শত নম্বর পার্টি সদস্য কার্ড।

লেনিন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করল এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। সৈন্যবাহিনী, নাবিক ও মজুরদের সাদর অভিনন্দন জানাল লেনিন নিজেও।

সেখান থেকে নিরাপত্তা বাহিনী তাকে নিয়ে এল স্টেশন বাড়িতে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, পেত্রোগাদ কমিটির সদস্যরা এবং বলশেভিক পার্টির নেতারা স্টেশন বাড়িতে অপেক্ষা করেছিল।

লেনিনেন সঙ্গে মিলনের সেই দৃশ্য একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই বর্ণনা করতে পারে। সে যে কি মনোরম আনন্দ-উচ্ছল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সন্তান মায়ের কোলে ফিরে এসেছে, এতদিনের সন্তান বিচ্ছেদজনিত বেদনা নিমেষে লোপ পেয়ে আনন্দে উর্দ্ধবাহু হয়ে জয়গান করতে থাকে সবাই।

স্টেশনের সর্বত্র, সামনের স্কোয়ারে, খোলা জায়গায় শুধু মানুষের ভীড়। তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও। হাজার হাজর লাল পতাকা উড়ছে। সামরিক ব্যাণ্ডে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সঙ্গীত বাজছে। এই আনন্দ উচ্ছল জনতার মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে সৈন্যবাহিনী লেনিনকে তুলে নিল একটি সাঁজোয়া গাড়িতে। লেনিন গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বিপ্লবী সর্বহারাদের অভিনন্দন জানাল, প্রশংসা জানাল সর্বশ্রেণীর সেই সব সামরিক ব্যক্তিদের যারা জারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধ বৈপ্লবিক উত্থান ঘটিয়ে জয়লাভ করেছে। লেনিন আরও বলল, বিশ্বের সকল দেশের সর্বহারা মানুষ উৎসুক ভাবে তাকিয়ে আছে রাশিয়ার সর্বহারারা কি করে, তা দেখার জন্য। (The proletariat of the whole world was watching with hope the bold steps taken by the

Russian workers—Biography) লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘায়ু কামনা করে শ্রমিক-মজুরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে ভাষণ শেষ করল।

সাজোয়া গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসের দিকে। এই অফিসে আরেকটি সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানেও লেনিন ধন্যবাদ জানিয়েছিল শ্রমিক-কৃষকদের এই বৈপ্লবিক সাফল্যের জন্য। সর্বত্রই লেনিন বলেছিল, "Long live the socialist revolution!"

তেসরা এপ্রিলের রাতের সেই মহামিলন ক্ষণের বর্ণনা অসম্ভব।

সারারাত কমরেডদের সঙ্গে অলোচনা করে কেটে গেল। লেনিন তখনও নিজে কোন কাজে হাত দেয়নি। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল লেনিনকে কাজের প্রোগ্রাম হাতে তুলে নিতে।

এপ্রিলের চার তারিখে লেনিন প্রথম নামল কর্মক্ষেত্রে। কাজের শেষ নেই, ব্যস্ততার শেষ নেই। কর্মব্যস্ত দিনের মাঝে লেনিন ভুলতে পারেনি তার স্বজনকে। এরই মধ্যে ছুটে গেল ভলকোভো সমাধি ক্ষেত্রে। মহাশয়নে ছিল সেখানে তার জননী ও মধ্যমা ভগ্নী ওলগা। শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার জননী যে দেশের মুক্তি দেখে যেতে পারেনি তার জন্য বেদনায় সে মুহ্যমান হয়ে রইল কিছুকাল।

লেনিন গিয়ে উঠল তার দিদি আন্নার বাড়িতে। বর্তমান লেনিন স্ট্রীটের বাহান্ন নম্বর বাড়িতে বাস করত আন্না ও তার স্বামী ইয়েলিজারভ। সেখানেই কুরুপস্কায়াকে নিয়ে আশ্রয় নিল লেনিন। এপ্রিলের চার তারিখ থেকে জুলাই মাস অবধি সেখানেই তারা বাস করেছে। কৃতি ভাইয়ের জন্য আন্নার যে কি গর্ব! ভাইকে কাছে পেয়ে ভুলে গেল আলেকজান্দ্রা, ওলগা ও জননীকে হারাবার বেদনা!

কুরুপস্কায়াও নিশ্চিন্ত ছিল না।

সেও স্বামীর সঙ্গে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছিল। কোথাও কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই। জুরিচের সেই দারিদ্র নিষ্পেষিত জীবনের ছায়াও ছিল তাদের মনে। নতুনের নেশায় তখন পাগল তারা।

জার নেই। সামরিক সরকার গঠিত হয়েছে।

এই সরকারকে জনতার সমর্থন করা উচিত কিনা সেটাই হল বিবেচ্য বিষয়।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী জার শাসন থেকে মুক্তি পেতে। বর্তমানে যে সরকার দেশের শাসনভার নিয়েছে তাদের চরিত্র কি তা এখনও ভাল করে জানা হয় নি।

ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবের পর বলশেভিকরা আর আত্মগোপন করে রইল না। তারা সামনে এগিয়ে এল, সংগঠনকে জোরদার করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে লাগল। শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হলে মার্কসবাদের তত্ত্বগুলো জন সমক্ষে তুলে ধরার বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। বলশেভিকরা সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হল। যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন,—বিপ্লবের গতিপথ কি হবে তাও স্থির করতে হবে।

শ্রমিক ও কৃষকরা পুরাতন জার শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গেচুড়ে শ্রমিক, সনিক ও কৃষকদের সোভিয়েত থেকে ডেপুটি (প্রতিনিধি) নিয়ে নূতন সরকার পরিচালনা করতে চায়। সারাদেশে সোভিয়েত গঠনের জন্য বলশেভিকরা আবেদন প্রচার করল সাতাশে ফেব্রুয়ারী।

বলশেভিকদের বিপ্লবে বাধা সৃষ্টি করল সংসদীয় গণতন্ত্রীপন্থী, অকটোবর অভ্যুত্থানের দল ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলসমূহ। তাদের চেষ্টা ছিল বিপ্লবকে বুর্জোয়া চিন্তাধারায় টেনে আনা। সেজন্য এই সব দল নানাভাবে প্রলুব্ধ করছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধকে সমর্থন করতে লোককে আহ্বান জানিয়েছিল। 'দেশকে

রক্ষা কর', এই আওয়াজ তুলে ওরা কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিল। এই সব বুর্জোয়াদের সাহায্য করছিল মেনশেভিকরা ও সোস্যাল রেভুলিউশানাবীর দল। এদের বক্তব্য, দেশে রাজার শাসন না থাকলেও সংসদীয় প্রজাতন্ত্র গঠন করে রাজ্য শাসন হোক, এই সংসদীয় ব্যবস্থাই ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতেই খেটে-খাওয়া মানুষরা পাবে আসল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা। পরিণাম হবে সমাজতন্ত্র।

সোবিয়েতগুলো অস্থায়ী সরকারকে চালনা করবে স্থায়ী সরকার গঠন অবধি।

বলশেভিকরা বুর্জোয়াদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে তারা জনসাধারণের সামনে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করল।

বর্তমানের অস্থায়ী সরকার বুর্জোয়াদের সরকার।

এরা গোপনে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছে এবং তারই সমর্থক।

আপোষকামী মনোভাব নিয়ে শ্রমিক, কৃষক, অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে।

বলশেভিকরা আবার প্রাভদা প্রকাশ করল মার্চমাসের পাঁচ তারিখে।

প্রথম সংখ্যায় তারা ডাক দিল শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করতে, কারখানায় কারখানায় কমিটি গঠন করতে এবং রেডগার্ড বা শ্রমিকদের সেনাবাহিনী গঠন করতে।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব যা এনেছে তা হল বুর্জোয়াদের জয়। শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্বে এ সরকার গঠিত হয়নি। এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একনায়কত্ব। বর্তমান যে সরকার ক্ষমতায় আছে তারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রোধ করবে, গরীব কৃষক ও শ্রমিকদের কোন উপকারই করবে না।

আন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসে কুরুপস্কায়া বলল, বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে দিদি।

কিসের বিভ্রান্তি ?

কুরুপস্কায়া বলল, ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে বুর্জোয়ারা।

কিন্তু লড়াই করেছে শ্রমিক ও চাষী।

তখন শ্রমিক ও চাষী চেয়েছে জারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে। তাদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে তা ভেবে দেখার সময় তাদের ছিল না। বিশেষ করে এই সব শ্রমিক ও কৃষকরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা চায় পেট ভর্তি করতে। বুর্জোয়ারা মিঠে মিঠে কথায় তাদের বুঝিয়েছে তারাই একমাত্র গরীবের দুঃখমোচন করতে পারে। সেজন্য লড়াই করছে গরীবরা। কে গিয়ে ক্ষমতা-দখল করল, তার পরিচালকরাই বা কি তাও তারা ভেবে দেখেনি।

এখন কি করতে হবে বউ ?

লেনিন বলছিল, এটা হল বিপ্লবের প্রথম স্টেজ। গরীব মানুষরা যদি শ্রেণীসচেতন হত, তাদের সংগঠন যদি শক্তিশালী হত তা হলে এটা হত না। বুর্জোয়ারা ভাঁওতা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে পারত না। সেজন্য দ্বিতীয় স্টেজে আমাদের পৌঁছতে হবে। এই স্টেজে ক্ষমতা দিতে হবে সর্বহারা গরীব মানুষদের হাতে।

তা হলে আমাদেব লড়াই করতে হবে এই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে।

নিশ্চয়। ক্ষমতাবান স্বৈরাচারীও যেমন গণতন্ত্রের মুখোসধারী বুর্জোয়ারাও তেমন। কেউ সহজে ক্ষমতা হারাতে চায় না। লড়াই অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চলতে হচ্ছে নতুন ধরণের একটি উন্নত জীবনের দিকে। সংসদীয় গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র যে অসার তা প্রমাণ করতে হবে, আমাদের সোবিয়েত গঠন করে সর্বহারার একনায়কত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঠিকই বলেছ বউ, যে অগণিত নরনারী এগিয়ে এসেছে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে তাদের মধ্যে সত্যকার রাজনৈতিক চেতনা খুব কম আছে। তাদের পক্ষে কে শত্রু আর কে মিত্র চিনে

বের করা মোটেই সম্ভব নয়। বর্তমানের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাশিয়াকে পাতি-বুর্জোয়া অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়। শ্রমিক শ্রেণীকে নানাভাবে এরা প্রভাবান্বিত করেছে। অনেকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। অনেক শ্রমিক ও কৃষকের ওপর তার জোয়ার এসেছে। তাদের মধ্যে জেগেছে বিভ্রান্তি। কে ভাল, কে মন্দ তা বিচার করতে পারছে না।

এই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জোরদার করতে হবে।

কুরুপস্কায়া বলল, বুর্জোয়াদের এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে। ওদের জোয়ারে আমরা ভেসে যেতে চাইনা নিশ্চয়ই। আমরা একে রুখব, আমরা শ্রেণী সংগ্রাম জোরদার করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাব। লেনিন বলেছে, 'সব ক্ষমতা সোবিয়েতের হাতে দিতে হবে'।

জোর করে এই সরকারকে ভেঙ্গে দিতে হবে কি ?

না, না। শক্তি দিয়ে তা করতে হবে না। আপনা থেকেই হবে। এই সরকার না পারবে শান্তি আনতে, না পারবে আহার দিতে, না পারবে স্বাধীনতা আনতে। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ চায় শান্তি, আহার্য আর স্বাধীনতা। তারা যখন তা পাবেনা তখন তারাই ক্ষমতা হাতে তুলে নেবে। শ্রমিক-কৃষক ও খেটে-খাওয়া মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছাতেই বর্তমান বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা লোপ পাবে।

তোমার কি মনে হয় কুরুপস্কায়া ?—প্রশ্ন করল লেনিন।

কোন বিষয়ে ?

আমাদের পার্টির নাম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট। মার্কস এনজেল নাম রেখেছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কিন্তু ইতিহাসে শিক্ষা অন্যরূপ।

কুরুপস্কায়া বলল, কি শিক্ষা ?

এই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নাম নিয়ে সমাজতন্ত্রকে বঞ্চনা করছে বিভিন্ন দেশের সোস্যাল ডোমাক্র্যাট পার্টি। তাই এই নামটা বদল করা দরকার। সাধারণের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে এই পার্টির ওপর।

কি নাম দিতে চাও ?

লেনিন বলল, কম্যুনিষ্ট পার্টি।

কুরুপস্কায়া বলল, সে যে অনেক বড় কথা। আমরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারি নি এখনও। সমাজতন্ত্র পেরিয়ে তবেই সাম্যতন্ত্রে পৌঁছাব। সে যে অনেক দূরের কথা।

ঠিক বলেছ। হয়ত আমাদের জীবনে সাম্যবাদ আসবেনা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পার্টির নাম বদল করতে চাই। ছেঁড়া দুর্গন্ধ জামাটা ফেলে পরিস্কার জামা গায়ে দেবার সময় হয়েছে। আজ আমি এই প্রস্তাব রাখব পার্টির সামনে।

লেনিন বলশেভিকদের সভায় হাজির হল।

ডোনেৎসের একজন কয়লা খনির মজুর বসেছিল। অভিনিবেশ সহকারে লেনিনের কথা শুনছিল। মাঝ পথে বাধা দিয়ে বলল, কমরেড লেনিন ঠিক কথাই বলছে। তবে একটা বিশেষ ব্যবস্থা দরকার মনে করছি।

লেনিন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বল তোমার জন্য কি করতে পারি কমরেড।

আমাদের খনি মালিক পালিয়ে গেছে। আমাদের নীতি অনুসারে খনি এখন কর্মীদের হাতে। আমরা খনির কাজ করছি। সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করছি সব কিছুই।

এতো শুভ সংবাদ। তোমরা সব কাজে নজর রাখতে পারছ কি ?

নিশ্চয় পারছি কমরেড লেনিন কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বড়

অসুবিধা হল আমাদের মধ্যে এমন একজন শিক্ষিত লোক নেই যে আমাদের সবাইকে প্রত্যেকটি অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারে।

লেনিন খুসী মনে বলল, সত্যিই তোমাদের অভাব গুরুতর।

ঠিক বলেছ কমরেড। আমার কাছে লোকে অনেক কিছু জানতে আসে। আমি মুখ্যু মানুষ! আমরা শ্রেণী সংগ্রাম বুঝি কিন্তু রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতে পারিনা। অন্য সবাই যখন আমাকে প্রশ্ন করে আমি তখন বলি, অত জেনে কি হবে। কাজ করে চল। শক্তভাবে কাজ কর।

লেনিন উপলব্ধি করল খনি শ্রমিকের অসুবিধা। বলল, ঠিক বলেছ।

আমরা চাই একজন শিক্ষিত লোক যে আমাদের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো জানাবে, তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবে। কি ভাবে কাজ করতে হবে,কি ভাবে আমাদের চলতে হবে এই সব বিষয়ে আমাদের উপদেশ দেবে। তুমি যা বলছ সব ঠিক কিন্তু আমাদের এই অভাব পূরণ করার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে।

লেনিন খুশী মনে শুনল, তার ব্যবস্থাও করল।

লেনিনের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল প্রতিক্রিয়াশীলদের, সুবিধাবাদীদের, শোধনবাদীদের ও চোরা বুর্জোয়াদের।

প্লেকানভ লেনিনের পথকে সন্ত্রাসের পথ বলে নিন্দা করল।

ডান্ বলল, রাশিয়া সম্বন্ধে লেনিনের কোন ধারণা নেই, সে নবাগত তাই এইসব প্রলাপ বকছে।

সেয়াতেলি মন্তব্য করল করল, লেনিন মার্কস তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে মার্কসীয় ভাবধারার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে।

চেখেইদজ্ ভবিষ্যতবাণী শোনাল, বলশেভিকরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আজ আমরা যেভাবে বিপ্লব সাধিত করেছি তার বাইরে লেনিনকে থাকতে হবে নিঃসঙ্গভাবে।

মেনশেভিকদের এই জাতিয় মন্তব্য ও ভবিষ্যতবাণী মোটেই

ফলপ্রসূ হয় নি। তাদের মতামতকে ব্যর্থ করে লেনিনের মার্কসীয় ভাষ্য ও কর্মপদ্ধতিই সাফল্যলাভ করেছিল।

লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বলশেভিকদের সিটি-কনফারেন্সে। এই সভায় পেত্রোগ্রাদের বলশেভিকদের উৎসাহের সঙ্গে কাজে এগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানানো হল। কি ভাবে তা করতে হবে তাও লেনিন স্থির করল। পার্টি সদস্যরা লেনিনের প্রদর্শিত কৌশলকে সমর্থন জানাল।

এপ্রিল মাসের বিশ ও একুশ তারিখে অস্থায়ী সরকারের দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধে সজাগ শ্রমিকরা মিছিল করে প্রতিবাদ জানাতে বের হল। তারা আওয়াজ তুলল, সোবিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা দাও, যুদ্ধবাজ ধ্বংস হোক, মিলিউকভ ও গুচকভ ধ্বংস হোক। সর্বত্র একই ধ্বনি শোনা গেল, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। রাশিয়ার রাজধানী বাদেও বহু শহরে এই ভাবে মিছিল বের করে শান্তির জন্য চিৎকার করতে থাকে যুদ্ধপীড়িত রাশিয়ার নাগরিকরা।

এরপরই বলশেভিকরা অস্থায়ী সরকারের অবসান দাবী করল।

অবিলম্বে অস্থায়ী সরকার হঠাও। আওয়াজ তুলল তারা।

কেন্দ্রীয় কমিটি এই আওয়াজকে আরও জোরদার করল। বিপ্লবী সর্বহারাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী করার দিকে নজর দিল। আরও শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন নিষ্ফল হতে পারে।

যুদ্ধ সমর্থক প্রতিক্রিয়াশীল অস্থায়ী সরকারের সমর্থকরা জনসমর্থন লাভের জন্য নানা স্থানে সভা করতে লাগল। লেনিনও এই সব সভার সংবাদ যথা সময়ে পাচ্ছিল।

বারই মে তারিখে পুতিলভে অস্থায়ী সরকারের কৃষিমন্ত্রী চারনোভ এই রকম একটি সভায় গেল বক্তৃতা দিতে। বলশেভিকরা সংবাদ পৌঁছে দিল লেনিনকে।

হাজার হাজার লোক সভায় উপস্থিত।

চারনোভ যুদ্ধের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে জনমত সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর। চারনোভ শ্রমিকদের আরও বেশি বন্দুক কামান উৎপাদন করতে অনুরোধ করল মাতৃভূমি রক্ষার জন্য।

তখনও দেশের মানুষের মন তৈরী হয়নি, তারা কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয় এ-রকম রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে নি। স্বাভাবিক ভাবেই অনেকেই চেরানভের যুক্তিতে সমর্থন জানাল। চেরানোভ কথা শেষ করতেই লেনিন মঞ্চে উঠে দাঁড়াল। লেনিন চেরানোভের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকার আবেদন জানাল। আমরা শান্তি চাই, রক্তপাত চাই না, আমরা দারিদ্র, দুর্ভিক্ষকে জয় করতে চাই। যুদ্ধ দুঃখ আনবে, রক্তপাত ঘটাবে, দেশে অশান্তির জোয়ার বইয়ে দেবে। আমরা যুদ্ধ চাই না, চাই না।

লেনিনের ভাষণ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। হাজার হাজার শ্রোতা আওয়াজ তুলল, আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই। যুদ্ধ, না! শান্তি! শান্তি!

চেরানোভের দুর্বল যুক্তি যে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার জন্য তা বুঝতে কারও বাকি রইল না। সভা শেষে মাথা নীচু করে চেরানোভ ফিরে গেল স্বস্থানে।

লেনিন জনসাধারণের অতি নিকটে এসে দাঁড়াল। লেনিনকে বাদ দিয়ে শ্রমিক-কৃষক অন্য কোন চিন্তা করতেই ভুলে গেল ধীরে ধীরে।

লেনিন শুধু তার বক্তব্য বলেনি সেদিন, সমবেত চল্লিশ হাজার লোকই লেনিনের মাধ্যমে তাদের মনের কথা শুনিয়েছিল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে।

মেনশেভিক আর সোস্যালিষ্ট রেভিলুশ্যনিষ্টদের যে সংগঠন ছিল পুতিলভে তাও ভেঙ্গে গেল লেনিনের বক্তব্য শুনে।

কৃষক সমস্যা নিয়ে বলশেভিকরা অবিলম্বে জমিদারী দখল করার আওয়াজ তুলেছিল। মেনশেভিক ও সোস্যাল রেভিলুশ্যানিষ্টরা প্রচার করতে থাকে, বলশেভিকরা গুণ্ডা, সন্ত্রাসবাদী, ওদের কথা শুনে জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কেউ হাত দিও না। আইন আছে। আইনসভা আছে। যখন সময় আসবে তখন আইন সভাই তোমাদের অধিকার স্থির করে দেবে। সরকার তোমাদের সাহায্য করবে।

লেনিন একদিন সভায় বলশেভিকদের বক্তব্য রাখতে উদ্যত হলেই প্রতিক্রিয়াশীলদের দালালরা বারবার বাধা দিতে লাগল। শ্রোতা কৃষকরা অভিনিবেশ সহকারে লেনিনের বক্তব্য শুনছিল। লেনিন কখনও উঁচু গলায় কখনও নীচু গলায় তার যুক্তি রাখছিল, কেন জমিদারী রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে এবং তা চাষীদের হাতে দেওয়া হবে তা ব্যাখ্যা করছিল। যখন তার বক্তব্য শেষ হল তখন অভিনন্দন জানাল শ্রোতারা। দালালদের কণ্ঠস্বর শ্রোতার উল্লাসধ্বনির মাঝে ডুবে গেল।

মেনশেভিকদের ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রথম জয় ঘোষিত হল পেত্রোগ্রাদের কারখানার শ্রমিক সংঘের আসন দখল করে।

বলশেভিকরা রাশিয়ার সকল সেবিয়েতের প্রতিনিধিদের সম্মেলন (কংগ্রেস) ডাকল। একহাজার নব্বই জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র একশত পাঁচজন ছিল বলশেভিক। বাকি সবাই মেনশেভিক ও মেনশেভিকদের সমর্থিত অন্যান্য দল উপদলের লোক।

এই সভায় প্রথম বক্তা মেনশেভিক দলের নেতা লাইবার।

পরবর্তী বক্তা হল মেনশেভিক দলের অপর নেতা ও সম্মিলিত অস্থায়ী সরকারের ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী সেরেতেনি।

তারা ঘোষণা করল, আজ এমন কোন দল নেই রাশিয়াতে যে চ্যালেনজ জানিয়ে বলতে পারে তোমরা চলে যাও আমরা ক্ষমতা পরিচালনা করব।

সবাই মুগ্ধভাবে শুনেছিল নেতাদের বক্তব্য। সেরেতেনি যেমন কথা শেষ করল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, আছে, তেমন দল আছে।

কে এই প্রতিবাদকারী ?

সবার চোখ গিয়ে পড়ল লেনিনের ওপর। এই প্রতিবাদ জানাল বলশেভিক নেতা লেনিন।

লেনিনের এই ঘোষণা যেন বজ্রপাত। মেনশেভিক নেতা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, শ্রোতারা লেলিনের বক্তব্য শোনার জন্য নড়েচড়ে বসল।

সেরেতেনি প্রথম শ্রেনীর মেনশেভিক বক্তা। তাকে এইভাবে বাধা দেওয়াতে কিছুটা সে ঘাবরে গেল। তখনই সামলে নিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আক্রমন সুরু করল। আবার সে বলল, কোন একটি দলের ক্ষমতা নেই রাশিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করার

আবার লেনিন বাধা দিয়ে বলল, আমি বলছি। হাঁ, আছে (I reply, yes, there is) কোন পার্টি আমাদের এই দাবী অস্বীকার করতে পারে না, পারবেও না! আমার পার্টি যে কোন সময়ে সকল প্রকার ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে পারে। এই সামর্থ আমাদের আছে। তোমরা যাকে বিপ্লবী গণতন্ত্র বলছ, তা আসলে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, শ্রেনীবিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই গণতন্ত্র। রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র অতীতের ইতিহাস, আজ মানুষ সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজতন্ত্র চায়। পুরাতন বস্তাপচা মাল নিয়ে খাটি মাল বলে লোক ঠকানো চলবে না।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। প্রায় চার বছরের যুদ্ধ এনে দিয়েছে অসীম দুঃখ ও যন্ত্রণা।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধবাজনীতি পছন্দ করছে না সাধারণ মানুষ।

চারিদিকে অসন্তোষ। প্রতিবিপ্লবীরা এই সুযোগে শ্রমিক ও কৃষক-দের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

কৃষক হাহাকার করছে, দুর্ভিক্ষ সম্মুখে।

শ্রমিক ছোটাছুটি করছে উপার্জন দিয়ে পেটের ভাত সংগ্রহ হচ্ছে না।

বুদ্ধিজীবিরা খুঁজে বেড়াচ্ছে কাজ।

যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চাইছে।

রাশিয়ায় এই অবস্থার মধ্যে জুন মাসের আট তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রোগ্রাদ কমিটি যৌথ সভা করল, সেই সভায় শহরের সৈন্যদের একাংশও উপস্থিত ছিল। তারা স্থির করল দেশের এই অবস্থার প্রতিকার করতে পারছে না অস্থায়ী সরকার। সেজন্য বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করে জুন মাসের দশ তারিখে দেশের দুর্দশার প্রতি শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অস্থায়ী সরকারের শাসন ব্যবস্থায় মেনশেভিক ও তার সমর্থক-দলের প্রাধান্য থাকায় তারা এই মিছিল বের করতে নিষেধ করে আদেশ জারী করল। তারা ফতোয়া দিল, বলশেভিকরা আইন সম্মত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চক্রান্ত করেছে, তাদের মিছিল হল সেই চক্রান্তের একটি দিক। সেজন্য মিছিল করতে দেওয়া হবে না।

জুন মাসের নয় তারিখের রাতে বলশেভিকরা স্থির করল, এই প্রতিবাদ মিছিল বন্ধ থাক।

পরদিন সকালে বলশেভিক নেতারা ছুটে গেল কলকারখানায় যাতে মিছিলে অংশ গ্রহণ করতে কেউ না আসে তার জন্য। সেদিন মিছিল বের হল না কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে।

এরপরই জুনমাসের আঠার তারিখে হাজার হাজার শ্রমিক ও সৈন্য পেত্রোগ্রাদের রাজপথ ধরে মিছিল করে বের হল, তাদের মুখে

বলশেভিকদের শ্লোগান, যুদ্ধ নিপাত যাক, শান্তি চিরস্থায়ী হোক, সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে দাও।

এ-থেকেই মেনশেভিকরা বুঝতে পারল শ্রমিক ও সৈনিক কি চায়।

তবুও মেনশেভিকরা থামল না। তারা অভিযোগ করল বলশেভিকরা রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রয়েছে। তাদের মুখের বুলি এটাই প্রমান করছে।

তাদের এই মিথ্যা ভাষণের জবাবে ক্ষুব্ধ হল শ্রমিক ও সৈনিকরা। বিক্ষোভে তারা কেটে পড়ল।

জুন মাসের বিশ তারিখে বলশেভিকদের সভায় লেনিন ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করল, সেই সাথে সাথে বলল, হঠকারিতার সঙ্গে কোন কাজ যেন না করা হয়। কাজ করার উপযুক্ত সময় ও সুযোগ দেখে তবেই কাজে নামতে হবে। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ যেন কেউ কিছু না করে।

লেনিনকে দিবা রাত্র পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। রাতের পর রাত ঘুমোবার সময় পেতনা ফলে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল। কয়েক দিন বিশ্রামের আশায় লেনিন নেইভোলা গ্রামে গেল বিশ্রামের আশায়। ভাগ্য বিরূপ। পেত্রোগ্রাদে তখন অশান্তি। লেনিনের আর বিশ্রাম নেওয়া হলনা। ফিরে আসতে হল রাজধানীতে।

এদিকে মেনশেভিকরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়।

কেরেনেস্কি শত্রুদের আক্রমণ করতে সৈন্য পাঠিয়ে ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধে পরাজিত হল রাশিয়ার সৈন্য। বহু হতাহত হল এই যুদ্ধে। সংবাদ পৌঁছল রাশিয়ার গ্রামে শহরে। এই ব্যর্থতা ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যুদ্ধ এবং তারজন্য বহু রক্তপাত দেশের মানুষ সহ্য করতে চাইল না। বিশেষ করে শ্রমিক ও সৈনিকরা বেশি বিক্ষুব্ধ হল। এর ফলে মেনশেভিক ও তাদের সমর্থক

প্রতিক্রিয়াশীলদের আসল চেহারা ফুটে উঠল সাধারণের কাছে।

তেসরা জুলাই।

সমগ্র রাশিয়াকে স্তম্ভিত করে শ্রমিক ও সৈনিকরা পেত্রোগ্রাদের পথে বেরিয়ে পড়ল, তারা দাবী জানাল, সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে দিতে হবে। অবস্থা খুবই ঘেরোলো তবুও কেউ-ই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা মোটেই কেউ ভাবেনি। তখনও সৈন্যবাহিনী ও প্রাদেশিক সংগঠনগুলো সম্পূর্ণভাবে রাজধানীর শ্রমিকদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা কম ছিল।

অস্থায়ী শাসক মেনশেভিক ও সমমতাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দল তখন প্রস্তুত হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করে বলশেভিকদের দাবী চূর্ণ করতে, সামনে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা।

বলশেভিকরা তখনও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষপাতী। তারা রক্তপাত চায়না। কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিকরা তখন অশান্ত। তাদের সংযত করাই কঠিন কাজ।

এই অশান্ত পরিস্থিতির সংবাদ পৌঁছল লেনিনের কাছে। বিশ্রামের আশা পরিত্যাগ করে লেনিন নেইভোলা পরিত্যাগ করে দ্রুত ফিরে এল রাজধানীতে। জুলাই মাসের চার তারিখে লেনিন পৌঁছেই ঘটনার হাল তুলে নিল নিজের হাতে।

দুপুর বেলায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ও সৈনিক বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হয়ে সুরু করল বিক্ষোভ প্রদর্শন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ।

সেসিনস্কায়া (Kshesinskaya) প্রাসাদে উপস্থিত হল তারা। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য সভায় মিলিত হল সবাই। ইতিমধ্যে হাজার হাজার নাবিক এসে হাজির হল সেই সভায়। সবাই লেনিনের কথা শুনতে চায়!

উদ্যোক্তারা বলল, লেনিন অসুস্থ। আজ ভাষণ দিতে অক্ষম।

নাবিকরা বলল, তাই যদি হয় তা হলে একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে চাই আমরা।

নাবিকদের দাবী রক্ষা করতে লেনিন দোতালার ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জনতা হর্ষধ্বনি করে তাকে অভিনন্দন জানাল।

এরপর মিছিল চলল তাউরিদা প্রাসাদের দিকে।

তাদের মুখে আওয়াজ, সোবিয়েতের হাতে ক্ষমতা দাও। রুটি দাও, শান্তি দাও, স্বাধীনতা দাও। আমরা যুদ্ধ চাইনা। ধনতন্ত্রের দালাল মন্ত্রীরা নিপাত যাক।

জুলাইয়ের চার তারিখের এই বিক্ষোভ মেনশেভিক ও তাদের সমমতাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং প্রতিবিপ্লবী ফরাসী-ইংরেজ জেনারেলদের ঘুম কেড়ে নিল। এইসব বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলী চালালো অস্থায়ী সরকারের সৈন্য ও প্রতিবিপ্লবীরা। পেত্রোগ্রাদের পথ রক্তে কর্দমাক্ত হল।

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে এই ভাবে আঘাত হানার নজির রাশিয়াতে আরও রয়েছে কিন্তু যারা বাইরে বলে আমরা গণতন্ত্রী তাদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সেই রাতেই বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসল। তারা স্থির করল, আর বিক্ষোভ দেখান হবে না। শ্রমিকরা ফিরে যাবে যে যার কারখানায়, সৈনিকরা ফিরে যাবে তাদের ব্যারাকে, নাবিকরা ফিরে যাবে তাদের জাহাজে। বেশ সতর্কভাবে ও সাবধানতার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ফেরত পাঠান হল।

সেই রাতেই সরকারী সৈন্য বলশেভিকদের অফিসগুলোতে হামলা করল।

পরের দিন চারিদিকে তল্লাসী আরম্ভ হল। ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের নির্দেশে ঘরে ঘরে তল্লাসী করে অস্ত্র আটক করল। মৃত্যুদণ্ডের আইন জারী করল, সেই সঙ্গে গতকালের বিক্ষোভে যারা অংশ গ্রহন করেছে তাদের এক তরফা বিচারের ব্যবস্থাও হল। সরকারী সৈন্যবাহিনী প্রাভদা পত্রিকার অফিস, প্রেস ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে এল। সৈন্য বাহিনী পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগে লেনিন প্রাভদার

অফিসে ছিল। যদি আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকত তা হলে সে সৈন্য বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তার হত।

এবার আরম্ভ করল লেনিনের নামে কুৎসা রটনা। মেনশেভিক আলেকসিনস্কি বলল, লেনিন জার্মানের গোয়েন্দা। তার গোয়েন্দাগিরি প্রমান করার মত কাগজপত্র তার হাতে আছে। মেনশেভিকরা জানত এটা মিথ্যা কথা। সে জন্য তাদের মন্ত্রীরা টেলিফোন করে সাংবাদিকদের অনুরোধ করল এই মিথ্যা সংবাদটা যেন তাদের কাগজে না ছাপে।

প্রাভদা পত্রিকার দুর্দশার সংবাদ বহন করে আনল ইয়াকোভ।

ইয়াকোভ বলল, মেনশেভিকরা প্রতিবিপ্লবী ইংরেজ ও ফরাসীদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। বোধহয় তোমাকে গ্রেপ্তার করবে। তুমি অবিলম্বে স্থানত্যাগ কর।

লেনিন ইয়াকোভের বক্তব্য অস্বীকার করতে পারল না।

ইয়াকোভ তাড়াতাড়ি নিজের ওভার কোটটি লেনিনের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, আপাতত এই কোট ঢাকা দিয়ে যাও, তোমাকে চিনতে পারবে না।

আন্নার আশ্রয় থেকে লেনিন সস্ত্রীক এল স্থলিমোভার বাসায়। সেটাও নিরাপদ স্থান নয়। স্থলিমোভা বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির মিলিটারী সংগঠনের সেক্রেটারী। তার বাড়িও তল্লাসী হওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য সেখান থেকে লেনিন কুরুপস্কায়াকে নিয়ে ভাইবর্গ জেলায় এসে উঠল শ্রমিক কাইয়ুরোভের ঘরে। সেখান থেকে অবশেষে জেলা পার্টির অফিসে এসে আশ্রয় নিল লেনিন ও কুরুপস্কায়া।

জারের সঙ্গে এতকাল লড়াই করেছে লেনিন। সে সময়ও তাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। এবার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে আবার আত্মগোপন করতে হল। সে সময় যেমন সে আত্মগোপন করেও পার্টির কাজ করেছে অক্লান্তভাবে,

এবারও আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করতে থাকে অক্লান্তভাবে।

জুলাইয়ের সাত তারিখে লেনিনকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করল অস্থায়ী সরকার। তারা সঙ্গে আরও বহু বলশেভিক কর্মীর নামেও গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী হয়েছিল। মেনশেভিকরা দাবী করল লেনিনকে আদালতে হাজির করতে হবে। লেনিনের অনেক সহকর্মী তাকে বলল, আদালতে হাজির হয়ে তার বিরুদ্ধে যে সং কুৎসা রটনা করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ করা উচিত নইলে পার্টির মর্যাদা রক্ষা অসম্ভব।

লেনিনও ভাবছিল এ-বিষয়। তার ছোট বোন মারিয়া ও স্ত্রী কুরুপস্কায়ার সঙ্গে এবিষয় নিয়ে আলোচনাও করেছিল। অবশেষে লেনিন ঠিক করল সে আদালতে হাজির হবে।

কিন্তু পরের দিন অনেক সহকর্মী এসে হাজির হল। তাদের সঙ্গে আলোচনা করল লেনিন। তাদের কেউ কেউ আত্মসম্পর্ণের স্বপক্ষে মত দিলেও স্টালিন প্রতিবাদ করল। কোন মতেই আদালতে হাজির হতে দেবেনা বলেই স্থির প্রতিজ্ঞ সে।

বেশ, আসল অবস্থাটা জেনে আসুক কেউ, তারপর চিন্তা করে কাজ করা হবে।

নোগিন ও ওরজোনিকিদজিকে গেল আনিসিমভের কাছে আনিসিমভ অস্থায়ী সরকারের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। তার কাছে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে এল দুজনেই।

লেনিন আনিসিমভের মতামত জানতে চাইল।

নোগিন বলল, তোমাকে ক্রেস্তির নির্জন কারাগারে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

তোমরা কি বললে?

বললাম আমরা কোন কারণেই ইলিচকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি নই।

সবাই স্থির সিদ্ধান্ত করল, কোন ক্রমেই লেনিন আদালতে যাবে

।। কদিন আগে একদল সৈন্য তোইনভকে হত্যা করেছে।
রীব এই শ্রমিক বলশেভিক সংবাদপত্র বিলি করছিল এই অপরাধে
কাশ্য রাজপথে তাকে হত্যা করেছে। লেনিনকে যে হত্যা
রবে না তারই বা ঠিক কি !

লেনিনকে বাঁচাতে হবে।

তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে সবাই প্রস্তুত।

শহরে থাকা নিরাপদ নয়।

লেনিন স্থির করল ফিনল্যাণ্ডে কোন নিরাপদ স্থানে সে
াশ্রয় নেবে।

একদিন রাত এগারটায় স্টালিন ও আল্লিলুয়েভের সঙ্গে বেরিয়ে
ড়ল রাতের শেষ ট্রেণ ধরতে। নির্দিষ্ট স্থানে ইমেলিয়ানোভ
পেক্ষা করছিল। তাকেই লেনিনের গুপ্ত বাসের ব্যবস্থার দায়িত্ব
দওয়া হয়েছিল। ইমেলিয়ানোভ আগেই টিকিট কিনে রেখেছিল।
ঘারাপথে এসে তারা ট্রেণে উঠল। সেখান থেকে নিরাপদে
াজনিভ স্টেশনে পৌঁছে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। কিছু দূরেই
মেলিয়ানোভের বাড়ি। সেখানে আশ্রয় নিল লেনিন। তাকে
াকতে দিল খড়ের গাদায়।

খড় দিয়ে তৈরী করা হল তার বিছানা।

সেই বিছানায় শুয়েই দিনের পর দিন কাটতে থাকে লেনিনের।

ইমেলিয়ানোভের বাড়ির সামনে কিছু গাছ ছিল আর ছিল
াইলাকের ঝোপ। গাছ আর ঝোপ কিছুটা ঢেকে রেখেছিল তার
াড়িটাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। লেনিন খড়ের গাদা থেকে মাঝে
াঝে বাইরে এসে ঘোরাফিরা করত খুবই সাবধানতার সঙ্গে।

গোয়েন্দারা পিছু নিয়েছে। রাজনিভ ও অন্যান্য স্থানে
গায়েন্দারা যাতায়াত আরম্ভ করেছে। গ্রামের উচ্চবিত্ত চাষীরা
াঝে মাঝে লেনিনের পলায়ন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করত।
সব কথা লেনিন শুনতে পেত। লেনিন বুঝতে পারল

ইমেলিয়ানোভের গৃহ আর নিরাপদ নয়। ইমেলিয়ানোভও খুব
সতর্ক। সে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে লেকের ধারে একট
খামার ভাড়া নিয়ে লেনিনের জন্য সেখানে আশ্রয় করে দিল।

জিনোভিয়েভও ছিল লেনিনের সঙ্গে।

তারা পাতা বাঁশ কাঠ খড় দিয়ে সেই জমিতে ছাউনী তৈর
করে বাস করতে থাকে। গ্রামের লোকদের ইমোলিয়ানোভ বলত
ওরা জমিতে কাজ করার ক্ষেত মজুর। লেনিন মাঝে মাঝে লেবে
নৌকা করে বেড়াত। তাদের দেখে ফিনল্যাণ্ডের ক্ষেত মজু
মনে করত সেখানকার লোক।

লেকের ওপারে ইমেলিয়ানোভের বাড়ি। সেখান থেবে
ইমেলিয়ানোভের স্ত্রী খাবার নিয়ে আসত। ক্ষেতমজুরদে
যেমন খাবার দেওয়া হয় এ-যেন সেই রকম। সেই সঙ্গে সংবাদপত্র
নিয়ে আসত। ক্ষেতমজুরদের খাবার দেওয়া হয় চিরকাল, সেজন্য
কারও মনে কোন সন্দেহও জাগত না।

এমনি করে জুলাই মাস কেটে গেল।

রাজনিভ লেকের ধারে যেখানে লেনিন খড়ের ছাউনি কর
বাস করেছিল সেখানে গ্রাফাইট পাথরের তাঁবু তৈরী করে তা
অনুগামীজনরা পরবর্তীকালে লেনিনের স্মৃতিকে জাগ্রত করে রেখেছে
তাতে লেখা আছে "সতর সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে অকটোব
বিপ্লবের নেতা লেনিন এখানে বাস করেছিল আত্মগোপন করে।"

আত্মগোপন করেও লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে স
সময় যোগাযোগ রক্ষা করত। তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়ি
ছিল জোফা, স্টম্যান, রাহজা ও ওরজোনিকিদজেরার। এরা খুঁ
সাবধানতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। কোন লোককে
লেনিন সম্বন্ধে কিছু জানতে দিত না।

জমির কাজ করার ঋতু শেষ। আর তো জমির কাজে
অছিলায় লেকের ধারে বাস করা সম্ভব নয়। আগষ্ট মাস আসতে

লেনিন তার খড়ের ছাউনি পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে থাকে। রাজধানীতে তখন জোর গুজব লেনিন সেস্‌ত্রোরেত কারখানায় ফিটারের কাজ করছে।

কেরেনেস্কি তার গোটা গোয়েন্দাবাহিনী নিযুক্ত করল লেনিনকে খুঁজে বার করতে। গোয়েন্দা কুকুরও নিযুক্ত করাও হয়েছিল। মেনশেভিক ও সমধর্মী-প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্যরা সখের গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করল লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে। সামরিক ঝঞ্ঝাবাহিনীর পঞ্চাশজন অফিসার শপথ গ্রহণ করল, হয় লেনিনকে গ্রেপ্তার করব, না হয় প্রাণ দেব এই কাজে। লেনিনকে গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক হাজার রুবল পুরস্কারও ঘোষণা করল অস্থায়ী সরকারের প্রধান কেরেনেস্কি।

সব সংবাদই পেত লেনিন। কেন্দ্রীয় কমিটিও লেনিনের নিরাপত্তার কথা ভাবত। আরও নিরাপদ কোন স্থান কোথাও পাওয়া যায় কিনা তা স্থির করতে গেল বলশেভিক বিশ্বস্ত কর্মীরা। ফিনল্যাণ্ডের বলশেভিকরা লেনিনকে আশ্রয় দিতে আগ্রহী কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করে কি ভাবে ফিনল্যাণ্ড যাওয়া সম্ভব সেইটেই হল বিবেচ্য।

লেনিনকে বেশ বদল করতে হল। দাড়ি কাটতে হল, মাথায় পরচুলা পড়তে হল। সেই অবস্থায় ফটো তুলে পাশপোর্টে শ্রমিক কনসটানটিন পেত্রোভি ইভানভ নাম ধারণ করে প্রস্তুত হল দেশ ছেড়ে ফিনল্যাণ্ডে পাড়ি জমাতে।

কি করে যাওয়া যাবে?

ইনজিনের ফায়ারম্যান সেজে লেনিনকে ইনজিনের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। ইনজিন ড্রাইভার হুগো জালাভা লেনিনকে সীমান্ত পার করে দেবার দায়িত্ব নিল।

আগষ্ট মাসের আট তারিখে লেনিন তার খড়ের ছাউনী ছেড়ে পথে বের হল। বনের পথ ধরে চলতে লাগল নিরাপদে গন্তব্য

স্থলে পৌঁছতে। অবশেষে মাঝ রাতে লেনিন পৌঁছল ডিবুনি স্টেশনে। ডিবুনি স্টেশনে চারিধারে কঠিন পাহারা। গোয়েন্দা-চক্র ভেদ করে ট্রেনে ওঠা প্রায় অসম্ভব।

ইমেলিয়ানোভ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে টিকিট সংগ্রহ করতে এগিয়ে গেল। লেনিন আর রাহজা লুকিয়ে রইল ঝোপের আড়ালে।

ইমেলিয়ানোভকে পাহারাদাররা আটক করল।

এদিকে ট্রেন এসে গেছে।

পাহারাদাররা ইমেলিয়ানোভকে নিয়ে ব্যস্ত। সেই সুযোগে লেনিন আর রাহজা শেষের দিকে একটা গাড়িতে চেপে বসল এবং নিরাপদে উদেলনিয়া স্টেশনে পৌঁছল।

রাত কাটাল ফিনিশ শ্রমিক কালসকের বাড়িতে।

পরের দিন রাহজা ও সট্‌মানের সঙ্গে আবার স্টেশনে এল। গাড়িতে চড়ার আগে লেনিন তার নোটবুক সট্‌মানকে দিয়ে বলল, এটা যত্ন করে রেখ।

ইনজিন ড্রাইভার জালাভা ফায়ারম্যানের ছদ্মবেশধরী লেনিনকে নিয়ে রওনা হল। লেনিনও প্রকৃত ফায়ারম্যান হবার ভূমিকা বাস্তব করে তুলতে জ্বালানী কাঠ টেনে টেনে ইনজিনের চুল্লীতে ঢোকাতে লাগল। যেন সত্যই সে একজন ফায়ারম্যান। নিরাপদেই বেলুস্ট্রোভ স্টেশনে পৌঁছল। সীমান্তের এইটিই শেষ স্টেশন। এরপরই ফিনল্যাণ্ড।

জালাভা পাকা লোক। সে জানে সীমান্ত স্টেশনের চেকপোষ্ট অতিক্রম করা সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং লেনিনের পক্ষে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। লেনিনের মাথায় পরচুলাও টেনে দেখতে পারে। তাতে লেনিন তো গ্রেপ্তার হবেই, তার নিজেরও বিপদ ঘটবে।

জালাভা লক্ষ্য রাখছিল সার্চ পার্টির দিকে।

লেনিন যে কোন ক্রমেই সার্চ পার্টির হাত এড়াতে পারবেনা তা বুঝতে পেরে জালাভা গাড়ি থেকে ইনজিন কেটে নিয়ে এগিয়ে গেল ইনজিনে জল ভর্তি করতে। যতক্ষণ সার্চ চলছিল ততক্ষণ ইনজিন দাঁড়িয়ে রইল ওয়াটারিং পয়েন্টে।

এদিকে সার্চ শেষ।

গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা হল। তখনও ইনজিন ফিরে এল না। জালাভা তখনও পাম্পের কাছে ইনজিন দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছে।

পর পর তিনবার গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল।

এইবার দ্রুত বেগে ইনজিন নিয়ে ফিরে এল জালাভা। তাড়াতাড়ি গাড়ির সঙ্গে ইনজিন জুড়ে সঙ্গে সঙ্গে হুইশিল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। সার্চ পার্টি কোন অবসর পেলনা ইনজিন সার্চ করার।

গাড়ি রাশিয়ার সীমান্ত ছেড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের তেরিজোক স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সট্‌মান ও রাহজা এসে দেখল লেনিন বহাল তবিয়তে পেরিয়ে এসেছে সীমান্ত। সট্‌মান লেনিনের নোটবইখানা এগিয়ে দিল।

তেরিজোকিতে বাস করা নিরাপদ নয়।

সেখান থেকে বার কিলোমিটার দূরে জলকানা গ্রামে পারভিয়াইনেনের বাড়ীতে আশ্রয় নিল লেনিন। পারভিয়াইনেন ফিনিশ শ্রমিক। তার বাড়ি বনের ধারে। পারভিয়াইনেন লেনিনকে সাদরে তার বাড়িতে স্থান দিলেও লেনিন তার বাসস্থান ঠিক করল তার বৈঠকখানা ঘরে।

বাড়ির আরাম ছেড়ে কেন তুমি বাইরের ঐ পোড়ো ঘরটায় থাকবে?

লেনিন বলল, বাইরে থাকলে আমার কাজের সুবিধা। তোমার অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। তারা হৈ-চৈ করবে

সারাদিন। আমার পড়াশোনার অসুবিধা হবে। তোমার এই পোড়ো ঘর তো ভাল, দরকার হলে মুরগীর খাঁচাতে থাকতে পারি নিজের কাজের জন্য।

জলকালা রাশিয়ার সীমান্তে। নিরাপদ নাও হতে পারে। বিপদ যে কোন সময় আসতে পারে। নিরাপদ স্থান হল ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংফোরস। সেখানে আশ্রয় নিতে পারলে নিরাপদে থাকা সম্ভব। এর মধ্য দুজন ফিনিশ যুবক শ্রমিক এল লেনিনকে ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে। জলকালা পরিত্যাগ করে হেলসিংফোরস থেকে একশ' তিরিশ কিলোমিটার দূরের ছোট্ট শহর লাহ্‌তিতে লেনিনের বসবাসের ব্যবস্থা হল। সেখান থেকে মালমিতে একদিন থেকে লেনিন হাজির হল হেলসিংফোরসে।

সামনের বিশে আগস্ট রাশিয়ান ডুমার নির্বাচন। বুর্জোয়ারা আবার কুৎসা রটনায় মন দিল। বুর্জোয়া অথবা বুর্জোয়া প্রভাবান্বিত পত্রিকার কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রচার করা ভিন্ন আর তো কোন পথ থাকেনা। সেই পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল তারা।

এদিকে শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে পুঁজিপতিরা ইচ্ছাপূবক কলকারখানা বন্ধ করে দিতে আরম্ভ করতেই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাবারের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, বিভিন্ন প্রদেশ তখন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। রাজধানীতে তখন মাথা পিছু দুশ' গ্রাম রুটি রেশন, তাও দশ দিনের উপযুক্ত খাদ্য ছিল গুদামে। হাজার হাজার লোক তখন অনশনের সম্মুখীন। যে সব সৈন্য যুদ্ধে ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ঘাঁটির ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করছিল তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। লোকের কষ্টের অবধি নেই। তখন শাসন ক্ষমতা ছিল মেনশেভিক ও সমধর্মীদের হাতে। তারা জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। পুঁজিপতি, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ীরা এই আর্থিক দুর্গতি ও অনশনের জন্য যেমন দায়ী তেমনি দায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ান সৈন্যদের পরাজয়ের জন্য। কিন্তু তাদের কোন ক্রমেই সরকার দায়ী

া করে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। প্লেকানভ
দেশের এই দুর্দশাকে বলল, পুঁজিবাদী বিপ্লব ঘটছে দেশে,
পুঁজিবাদীরা ক্রমেই সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে
উদ্‌গ্রীব, এ অবস্থায় শ্রমিক-কৃষকদের হাতে ক্ষমতা যাওয়া অনুচিত।

এই সময় য়্যাসেমব্লি অব স্টেটের অধিবেশন ডাকা হল। যে দিন
অধিবেশন সেদিন মসকোর শ্রমিকরা বলশেভিকদের নেতৃত্বে চবিবশ
ঘণ্টার হরতাল ডাকল। চার লক্ষাধিক শ্রমিক এই হরতালে অংশ
গ্রহণ করাতে প্রতি-বিপ্লবীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হল কিন্তু তাতে তারা
নিবৃত্ত হল না। তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে
মোটেই ত্রুটি করছিল না।

শ্রমিদের বিভোক্ষে রাজধানী উত্তাল। এমন সময় পঁচিশে আগষ্ট
তারিখে রাশিয়ার সৈন্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল করনিলভ
ঘোষণা করল, তার বাহিনী কসাক সৈন্যসহ যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে
রাজধানী অভিমুখে রওনা হচ্ছে। রাজধানীতে পয়লা সেপটেমরের
মধ্যে পৌঁছে সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। জেনারেল করনিলভ
যাই বলুক, তার উদ্দেশ্য হল বিপ্লবীদের শায়েস্তা করা। একদিকে
করেনেস্কি তার সৈন্য নিয়োগ করেছে বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে,
তার সঙ্গে যোগ দিতে আসছে জেনারেল করনিলভ। উদ্দেশ্য
সামরিক উত্থান ঘটিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করা। কেরেনেস্কিরও
বিপদ। তার হাত থেকে তথা মেনশেভিক ও সমধর্মীদের হাত থেকে
ক্ষমতা চলে যাবার সম্ভাবনা। তারাও জেনারেল করনিলভের এই
অভিযানকে গুরুতর বিপদ মনে করে বাধা দিতে প্রস্তুত হল।

জনতা ও কেরেনেস্কির বাহিনী জেনারেল করনিলভকে
বাধা দিল।

এই অবস্থায় সেপটেমবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লেনিন
বিপ্লবের ডাক দিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে
হবে। বলশেভিকদের সমর্থক অধিকাংশ সোবিয়েত কর্মীরা ও

সৈন্যবাহিনীর ডেপুটিরা এবার নিশ্চিত ভাবে ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে পারে। বলশেভিকদের পেছনে শুধু গরিষ্ঠসংখ্যায় শ্রমিকরাই ছিল না, জনসাধারণের অধিকাংশেরই সমর্থন ছিল তাদের প্রতি।

কখন সেই অভ্যুত্থান!

কবে সেই অভ্যুত্থান!

এদিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়ার পুঁজিপতিদের সঙ্গে চক্রান্ত করে রাজধানীকে জার্মানের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা পাকা করেছে। বন্ধুর বেশে ফরাসী ও ইংরেজরা রাশিয়ার সর্বনাশ করে জার্মানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে উদ্যত। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে বলশেভিকরা চিন্তিত হল। তাদের চোখে মুখে একটি প্রশ্ন, কবে ও কখন!

রাশিয়াতে যে ভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল সেই অবস্থা পর্যালোচনা করে লেনিন আর হেলসিংফরসে' থাকতে রাজি হল না। এ সময় দেশের বাইরে থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

লেনিন বাস করত শ্রমিক রোভিওর বাড়িতে।

তাকে ডেকে বলল, এত দূরে বসে দেশের বিপ্লব পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আমি দেশে ফিরে যাব।

রোভিও শঙ্কিতভাবে বলল, পুলিশ এখনও তোমার অনুসন্ধান করছে। তোমাকে গ্রেপ্তার করবে; তোমার ওপর অত্যাচার করবে।

জানি। তবুও যেতে হবে। তুমি আমার জন্য একটা পরচুলার ব্যবস্থা কর আর ভাইবোর্গে থাকার মত জায়গার ব্যবস্থা কর। আমি পুলিশকে এড়িয়ে বেশ চলতে পারব বলেই মনে করছি।

সেপটেমবর মাসের শেষের দিকে বিপদ মাথায় নিয়ে লেনিন ভাইবোর্গে আশ্রয় নিল।

লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাল, আর দেরী নয়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় হয়েছে। দেরী করলেই সর্বনাশ হবে।

দশই অকটোবর সুখানোভার বাড়িতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসল। এই সভায় সভাপতিত্ব করল লেনিন স্বয়ং।

কেউ আশাই করতে পারেনি লেনিন এই সভায় হাজির হতে পারে। সবাই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। পরক্ষণে উল্লাসে তাকে অভিনন্দন জানাল। লেনিন কিভাবে এই সভায় হাজির হয়েছিল তা চিন্তা করে কেউ-ই ঠিক করতে পারল না। লেনিনের দাড়ি গোঁফ নেই, মাথায় পরচুলা। এ এক নতুন বেশ।

শেষ রাত অবধি সভা চলল। সভার শেষে হাঁটতে হাঁটতে লেনিনের পক্ষে তার ভাইবোর্গের আস্তানায় ফেরা কঠিন। রাহ্‌জার বাড়িতে রাত কাটাল মেঝেতে বই মাথায় দিয়ে। রাহ্‌জার বাড়িতে উপরি শয্যা না থাকায় লেনিন রাহ্‌জাকে কোন মতেই ব্যতিব্যস্ত করতে চায় নি। বহু অনুরোধেও তাকে ছেঁড়া কম্বলে শোয়াতে পারে নি।

জালাভার ফ্লাটে আবার সভা বসল চোদ্দ তারিখে। সেখানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার কি কি অসুবিধা এবং এই অসুবিধা কিভাবে অতিক্রম করা যায় তাও আলোচনা হল।

আঠার তারিখ অবধি রোজই সভা।

কাজের তালিকা প্রস্তুত করা।

লেনিন যে দেশে ফিরে এসেছে এই সংবাদ জানাজানি হতে বাকি নেই। অস্থায়ী সরকারের বিচার বিভাগের মন্ত্রী লেনিনকে গ্রেপ্তারের জন্য আবার পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিল। গত জুলাই মাসে যে ভাবে লেনিনকে খুঁজে বের করতে কেরেনেস্কি সরকারের গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে ঘুরছিল, এবারও সেই ভাবেই তারা তল্লাসী আরম্ভ করল। বিশে অকটোবর থেকে বলশেভিক নেতাদের হয়রাণ করে তুলল পুলিশ।

লেনিন খবর পেল কেমেনেভ আর জিনোভিয়েভ বিপ্লবকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করছে।

হাঁ। একসময় ওরা আমাদের সহকর্মী ছিল। আজ আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ওদের দল থেকে বের করে দিতে হবে, ওরা বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

লেনিন তখনও আত্মগোপন করে রয়েছে।

ভাইবোর্গ থেকে লেনিন স্মোলনি রওনা হল। যাবার সময় একটা ছেড়া ওভারকোট গায়ে দিয়ে মাথায় দিল সাধারণ একটা টুপি, রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে বেরিয়ে পড়ল স্মোলনির পথে। সেখানে থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাল ঃ

আজ চব্বিশ তারিখের সন্ধ্যা। অবস্থা খুবই ঘোরালো। যদি অভ্যুত্থান না ঘটানো হয় তা হলে সমূহ বিপদ। (the uprising be launched immediately).

আত্মগোপনের শেষ দিন উপস্থিত।

সারাজীবন তার জীবনরক্ষার জন্য, নিরাপদে রাখার জন্য পার্টির কর্মীরা জীবনপণ করে সাহায্য করছে। হেলসিংফরসে থাকার সময় জাল পাশপোর্ট নিয়ে কুরুপস্কায়া দুবার তার সঙ্গে দেখা করেছে সতর বছর থেকে সাতচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র লাঞ্ছনা, বন্দীত্ব, নির্বাসন, শোকতাপ বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়েছে লেনিনকে তার তুলনা খুব কমই মেলে, আর এই বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে নিজের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারেনি কেউ-ই। তার পার্টির সদস্যরা সর্বতোভাবে তাকে যেমন রক্ষা করেছে তেমনি সর্বতোভাবে তার কষ্ট লাঘবের চেষ্টাও করেছে। লেনিন খেটে-খাওয়া মানুষদের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছিল এবং সব সময়ই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তার এই সব সহকর্মীদের। সেই দুঃখময় জীবনের সমাপ্তির সঙ্কেত শোনা গেল।

অবশেষে বিপ্লবী বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে লেনিন।

আজ চব্বিশে।

আগামী কাল বিপ্লবের জয়যাত্রা সুরু। অধীরভাবে প্রতীক্ষা

রছে সবাই! বহু দিনের বহু শ্রমের ফললাভের দিন সমাগত।

চব্বিশ তারিখ রাতটা আজও কেউ ভুলতে পারেনি।

স্মোলনির সেই কর্মকেন্দ্রে কাজের আর শেষ নেই। নানা রামর্শ চলছে। পাহারাদার বদল হচ্ছে। সংবাদ বাহকরা ছুটোছুটি রছে। সাঁজোয়া গাড়ি, লরী, মোটর সাইকেল অন্যান্য যানবাহনে াস্তা ভর্তি। সেই সঙ্গে ফিল্ডগান, মেসিনগান নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে শ্রমিক ও সৈনিকরা।

জেলায় জেলায়, কারখানায় কারখানায়, সৈন্য ব্যারাকে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

আগামী কাল! প্রস্তুত হও

পঁচিশে অক্টোবর। (বর্তমান পঞ্জিকা অনুসারে সাতই বেম্বর।)

পৃথিবীর ইতিহাসে সব চেয়ে স্মরণীয় দিন।

সকাল হতে না হতেই নেভানদীর সেতু, টেলিফোন এক্সচেনজ, বতার ঘাঁটি, রেল স্টেশন, পাওয়ার স্টেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক দখল রল বিপ্লবীরা।

সমগ্র শহর দখল করল বিপ্লবী রেডগার্ড, সৈনিক ও নাবিকরা।

বাকি শুধু শীতের প্রাসাদ আর পেত্রোগাদের সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার।

শীতের প্রাসাদে অস্থায়ী সরকার তখন আশ্রয় নিয়েছে।

লেনিন নির্দেশ দিল শীতের প্রাসাদ (Winter Palace) খল করতে।

প্রচারপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল: অস্থায়ী সরকারকে দীচ্যুত করা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে সর্বহারা মানুষের দল। তখনই টেলিগ্রাম করে বিভিন্ন স্থানে সংবাদ দেওয়া হল, সমাজতন্ত্রের জয় হয়েছে। বেলা আড়াইটে বাজতেই পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ভা বসল। সেখানে লেনিন প্রথম ভাষণ দিল বিজয় লাভের পর।

আজ থেকে রাশিয়ার ইতিহাসের গতি বদল হল; নতুন অধ্যায় লেখা হবে এই ইতিহাসের। আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘ জীবি হোক।

সেইদিন শেষ রাতে সংবাদ এল, শীতের প্রাসাদ দখল করা হয়েছে।

জনতা যেমন শুনল শীতের প্রাসাদ দখল করে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন তারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তখনই ঘোষণা করা হল, এই সোভিয়েত রাষ্ট্র হবে শ্রমিক, কৃষকদের রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের আজ জন্মদিন। পার্টির নেতারা আহ্বান জানাল সবাইকে, বিশেষ করে যুদ্ধরত সৈন্যদের। যাতে সম্মিলিত ভাবে সবাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বাধা দিয়ে মাতৃভূমি থেকে হঠিয়ে দেয় তার জন্য আবেদন জানাল সবাইকে।

এই হল লেনিনের বিপ্লবী জীবনের সাফল্য।

তার জীবনকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করলে এখানেই প্রথম পর্যায়ের সাফল্যজনক সমাপ্তি মনে করা যেতে পারে কিন্তু তখনও অনেক বাকি। আমৃত্যু সেই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে লেনিনকে। সেই জীবন তার দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন।

শীতের প্রাসাদ দখল করার সংবাদ যখন পৌঁছল তখন লেনিন ছিল বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে। কি ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে তারই নির্দেশ দিচ্ছিল লেনিন। সেখান থেকে ফিরে এসে লেনিন ক্লান্তিতে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারল না লেনিন। তখন যে অনেক কাজ বাকি। সেই রাতেই ঘুম থেকে উঠে লেনিন বসল ভূমি সংস্কারের নির্দেশ লিখতে।

ছাব্বিশে তারিখে সকাল থেকে অধিকৃত রাজধানী যাতে শত্রুর হাতে না যায় তার জন্য লেনিন রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে মনোযোগ দিল। প্রথমেই নির্দেশ দিল সন্দেহভাজন প্রতি-

বিপ্লবীদের আটক করতে। অস্থায়ী সরকারের সহযোগিতায় বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতি-বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করেছে, সেই ক্ষেত্র সমূহ বিনষ্ট না করলে পেত্রোগাদের নিরাপত্তা যে কোন সময় বিপন্ন হতে পারে।

লেনিন বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রেভলুশ্যানারিদের ডেকে পাঠাল সহযোগিতা করতে। তারা কোন মতেই লেনিনকে তথা বলশেভিকদের সমর্থন জানাতে রাজি হল না। তখন কেন্দ্রীয় কমিটি সাময়িক একটা সরকার গঠন করল। এই নতুন সরকারের সদস্যরা সবাই বলশেভিক পার্টির সদস্য।

ছাব্বিশ তারিখ বিকেলে All Russia Congress of Soviets এর দ্বিতীয় অধিবেশন বসল। এই কংগ্রেসে নতুন সোবিয়েত রাষ্ট্র ঘোষণা করল ঃ শান্তি !

শান্তি চাই। যুদ্ধ চাই না।

লেনিন এই ঘোষণা করতে উঠে কথা বলতে পারছিলনা। অনবরত হাততালি আর "লেনিন দীর্ঘজীবি হোক্" আওয়াজে কথা বলার ফুরসতই পাচ্ছিল না। সেদিন সেই সভায় লোকের স্থান দেবার মত অবস্থা ছিল না, লোকে লোকারণ্য—সভার প্রতিনিধি বাদেও ছিল শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ও সাধারণ মানুষ। লেনিনকে দেখতে লোকেরা জানালার শার্সিতে উঠে বসেছিল।

লেনিন শান্তির বাণী ঘোষণা করল অনেক পরে যখন দর্শকরা কিছুটা স্থির হল।

শান্তি চাই। রাশিয়ায় শুধু নয়—সমগ্র বিশ্বের শান্তি চাই। নতুন এই সরকার ঘোষণা করছে solemnly announces its determination immediately to sign terms of peace to stop this war on the terms indicated which are equally just for all nationalities without exception—(Collected Works—Page 250). সবার জন্য শান্তি।

এই আবেদনে লেনিন বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর সর্বহারাদের

অনুরোধ জানিয়েছিল তারা যেন রাশিয়ার এই প্রচেষ্টাকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করে।

আবেদন ও ঘোষণার উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করা, শান্তি ফিরিয়ে আনা, স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ করা। শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, পৃথিবীর সর্বদেশের শান্তি ও শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির জন্য এই আবেদন ও ঘোষণা। শান্তিই হবে সমাজতান্ত্রিক দেশ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহাবস্থানের মূল সূত্র।

এরপরই লেনিনের নজর গেল ভূমি ব্যবস্থার উপর।

এর আগে অস্থায়ী সরকার, মেনশেভিক ও তার সমধর্মী দলগুলো নানা ছুতোয় ভূমি ব্যবস্থাকে পিছিয়ে দিয়েছে। ভূমির ওপর চাষীর অধিকাব স্বীকার করেনি। তারা যা কিছু করেছে তা চাষীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কবেছে। চাষীরা বিদ্রোহ করেছে আর অস্থায়ী সরকার চাষী'ব বক্তপাত ঘটিয়ে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেছে কিন্তু ফল হযেছ উল্টো। আজ চাষীরা অস্ত্রধারণ করে শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের সঙ্গে জোটবন্দী আক্রমনে পুঁজিবাদী সমর্থক এই সরকার নিশ্চিহ্ন করেছে।

লেনিন আরেকটি ঘোষণা উপস্থিত করল বলশেভিকদের সামনে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হল, এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না এবং সমস্ত জমি গ্রামভিত্তিক সমিতির হাতে যাবে। এই সমিতি ভূমি বণ্টন করবে। জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না (Private ownership of the land is abolished for ever)। জমি ক্রয় বিক্রয় করা চলবে না। জমি দেওয়া হবে চাষীর ব্যবহারের জন্য। তারা প্রয়োজনমত জমি পাবে, ফসল উৎপন্ন করবে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিদাররা যে চাষের ব্যবস্থা করেছিল সেগুলোকে আদর্শ খামারে পরিণত করা হবে।

লেনিনের এই ঘোষণা কংগ্রেস সদস্যরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে হর্ষধ্বনি করতে থাকে। এই ভূমি ব্যবস্থায় একজন মাত্র

বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল, আটজন সেদিন অনুপস্থিত ছিল, বাকি সবাই এর সপক্ষে ভোট দিয়েছিল।

সেদিন থেকে ভূমি হল রাষ্ট্রের সম্পদ। চাষীরা কালেকটিভ ফার্মিং-এ যোগ দিল, জমিকে বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা করা হল। এই ভূমি ব্যবস্থাই বলশেভিক পার্টির জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি করল তেমনি চাষীদের সমর্থন লাভ করল খেটে-খাওয়া মানুষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

আজ সাতাশ তারিখ। (নবেম্বরের নয় তারিখ)

শোনা গেল শ্লোগানঃ বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক, সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।

উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সোবিয়েতের কংগ্রেস অধিবেশন বসল।

লেনিনের শান্তি ও ভূমি ব্যবস্থার ঘোষণা সর্বহারা একনায়কত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করল।

অধিবেশনের শেষে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বেরিয়ে পড়ল। সমগ্র রাশিয়াতে শ্রমিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা প্রচারে নামল।

সমগ্র বিশ্ব বিস্মিতভাবে চেয়ে রয়েছে লেনিনের দিকে। তার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব এবং বিপ্লব পরিচালনার অকল্পনীয় ক্ষমতা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

রাশিয়ার এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার সাফল্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ওপর কঠিন আঘাত হানল। তারা বুঝতে পারল তাদের অধিকৃত উপনিবেশসমূহ আর কব্জায় রাখা সম্ভব হবেনা। রাশিয়ার এই বিপ্লবের ঢেউ যে নিকট ভবিষ্যতে সমগ্র নির্যাতীত জাতিকে নব প্রেরণা দেবে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রলাভের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশসমূহে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ যে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসবে তার লক্ষণ শীঘ্রই দেখা গেল সর্বত্র। জাতিয় মুক্তির আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদের বিপন্ন করে তুলেছিল ইতিমধ্যেই।

সাম্রাজ্যবাদের বরফে চাপা পড়েছিল জনজীবন। এবার বরফ ভেঙ্গেছে, পথ পরিষ্কার হচ্ছে। এবার সমাজতন্ত্রের জয় এগিয়ে চলবে দেশে দেশে।

অকটোবর বিপ্লব সমগ্র রাশিয়াকে একসূত্রে বেঁধে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবার গৌরবপূর্ণ সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সম্পূর্ণ সাফল্যের পথে ছিল বহু বিঘ্ন। সেই সব বিঘ্ন অতিক্রম করতে বহু জীবন সম্পদ নষ্ট করতে হয়েছে রাশিয়ার মানুষকে। লেনিনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন হল রাশিয়াকে নবরূপ দানের ইতিহাস। বলশেভিক পার্টি তথা সোবিয়েতকে সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে লেনিন যে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তার তুলনা নেই পৃথিবীতে। এই প্রথম একজন কম্যুনিষ্ট নেতা বিপ্লবী মার্কসবাদী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। এর আগে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। লেনিন এমন একটি ব্যক্তি যে ছিল জনতার চিন্তা ও আশার সঙ্গে পরিচিত, এবং জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন। মানুষের প্রতি তার ছিল গভীর আস্থা। লেনিন বিশ্বাস করত এই সব খেটে-খাওয়া মানুষের সৃজনধর্মী ক্ষমতায়।

নিশ্চিন্তে নিরঙ্কুশভাবে লেনিন তার কাজ করতে পারেনি।

লেনিনের প্রথম কাজ হল শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সম্পূর্ণরূপে আলাদা একটি জীবনযাত্রার প্রণালী বিধিবদ্ধ করা ও তাকে কার্যকরী করা। কঠোর আঘাত হানতে চেষ্টা করল ক্ষমতাচ্যুত কায়েমী স্বার্থের বাহক ও রক্ষকরা, বিঘ্ন সৃষ্টি করল রাশিয়ার জনজীবনের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা, প্রতি পদক্ষেপে বাধা আসতে থাকে তৎকালীন অর্থনৈতিক অস্থির অবস্থার কাছ থেকে। এইসব কারণে লেনিন এগিয়ে চলতে পারছিল না সহজ গতিতে।

লেনিন ভয় পাবার লোক নয়।

আমরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি মর্যাদার সঙ্গে তা প্রতিপালন করব। আমাদের বলশেভিক পার্টির পেছনে রয়েছে জনগণের সমর্থন

সারাজীবন প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে লেনিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাজগঠনের দিকে এগিয়ে চলল মার্কস ও এনজেল প্রদর্শিত পথে।

স্মোলনিতে লেনিন স্থায়ী বাসস্থান পেল।

এতকাল পরে লেনিন পেল নিশ্চিন্ত মনে গৃহে বাস করার নিম্নতম অধিকার। যে বাড়ীর দোতলার একখানা ঘরে লেনিন ও তার স্ত্রী বাসস্থান পেল সে বাড়িতেই কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সোবিয়েত সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এই বাড়িতে জনগণের প্রতিনিধিদের সভাগৃহও ছিল, সেখানেই জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করত।

স্ত্রীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধবার যেদিন সামান্যতম সুযোগ যখন এল সেদিন তার বিবাহিত জীবনের বিশ বছর কেটে গেছে মনের অজ্ঞাতে। নির্বাসন থেকে প্রবাস জীবনের কঠোর কঠিন অভিজ্ঞতা তার মধুময় দিনগুলোকে করে তুলেছিল রসহীন। লেনিন বাস্তব সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছে পথে পথে, পাশে চলেছে কুরুপস্কায়া। কারও কোন ভ্রান্তি নেই, কারও মনে জাগেনি বিগত বসন্তের জন্য সামান্যতম আপশোষ। নিজেদের জীবনকে ভাববার অবসরও পায়নি কোনদিন।

তবুও লেনিন আজ ঘর পেয়েছে।

কিন্তু ঘরের মায়া চোখে নেশা স্থষ্টি করার আগেই আবার এসেছে কর্তব্যের আহ্বান। তখন দেশকে না পেরেছে শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে, না পারছে বহু সাধনার ফল জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে।

প্রতিবিপ্লবীরা তখন প্রস্তুত হয়েছে। তারা আঘাত হানতে অগ্রসর হয়েছে। কেরেনেস্কি ক্ষমতাচ্যুত হলেও তার সৈন্যবাহিনী ও সহচররা এবং সমর্থক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তখন চুপ করে বসেছিল না। কেরেনেস্কি কোনক্রমে পালিয়ে আমেরিকান

রাষ্ট্রদূতের আশ্রয় পেয়েছে। অর্থাৎ রাজধানীর বিপদ তখনও কাটেনি।

উত্তরের সৈন্যবাহিনীর কর্মকেন্দ্র প্রেসকভের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেরেনেস্কি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিরাট কসাক বাহিনীকে পাঠাল কার্সনভের পরিচালনায়। বুর্জোয়া ও জমিদারদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ আরম্ভ হল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে।

জেনারেল কার্সনভের বাহিনী সাতাশে অকটোবর গাটচিলা দখল করে রাজধানীর উপকণ্ঠে হাজির হল।

রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব লেনিন স্বয়ং নিজের হাতে তুলে নিল।

পেদোভয়স্কি ছিল সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বে।

লেনিনকে সামরিক কেন্দ্রে উপস্থিত দেখে পেদোভয়স্কি বলল, তুমি কি আমাদের অবিশ্বাস কর।

না, না, না। কৃষক ও শ্রমিকের সরকার জানতে চায় তাদের সামরিক বাহিনী কি ভাবে কাজ করছে। কেরেনেস্কি ও কার্সনভের সৈন্য রাজধানী দখলের জন্য এগিয়ে আসছে। এর অর্থ হল পুঁজিবাদী ও জমিদাররা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। তাদের এমন আঘাত হানতে হবে যাতে চিরকালের জন্য তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায় আর সমাজতন্ত্রের গতি অব্যাহত থাকে।

লেনিন গেল পুটিলভ কারখানায় অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা করতে।

সোবিয়েত সরকার দুই দিনের মধ্যেই কার্সনভের প্রতি-বিপ্লবী আক্রমনকে পুলকোভোর রণক্ষেত্রে চূর্ণবিচূর্ণ করে সোবিয়েত বিরোধী প্রথম আক্রমণ রোধ করতে সমর্থ হল।

সমাজতন্ত্রকে ব্যর্থ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মেনশেভিক সোস্যাল রেভুলিউশ্যানিষ্ট ও বলশেভিক পার্টির অন্তর্ভূক্ত দুর্বল দু চার জন সদস্য সক্রিয়। মেনশেভিকরা ও তাদের সমগোত্রীয়রা "Al Socialist Government" গঠন করার প্রস্তাব দিল সোবিয়ে

সরকারকে। এই প্রস্তাবের সমর্থক কেমেনভ, রাইকভ ও জিওনভ। এরা এতকাল বলশেভিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। আজ এরাই এসে দাবী করল সকল সমাজতন্ত্রী চিন্তাধর্মীদের সমন্বয়ে সরকার গঠন করার। তাদের যুক্তি হল, যদি এইভাবে সরকার গঠন করা না হয় তা হলে বলশেভিকদের পক্ষে ক্ষমতা আয়ত্বে রাখা সম্ভব হবে না। প্রতি-বিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল, অতীতে যারা বলশেভিক বিরোধী ছিল, যারা পুঁজিবাদী ও জমিদারীর সমর্থক তারাও ধীরে ধীরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার জন্য আলোচনা আরম্ভ করল। অবশেষে প্রস্তাব এল, এই সর্বদলের সরকার গঠন করতে হলে লেনিনকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করতে হবে। লেনিনের স্থলে আভকেনৎইয়েভ অথবা চার্ণভকে রাষ্ট্রের প্রধান করতে হবে।

বলশেভিকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল এইসব বিশ্বাসঘাতকদের চরিত্র। এই সব লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হলে সর্বহারার এই গৌরবপূর্ণ বিপ্লব যে বিপন্ন হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। বলশেভিকরা নবেমবর মাসের দুই তারিখে প্রস্তাব গ্রহন করল এই সব চোরা কায়েমীস্বার্থবাহকদের নির্মূল করতে হবে। অপরপক্ষে কেমেনভ ও অন্যান্য কয়েকজন বিপরীত প্রস্তাব গ্রহন করে বলশেভিকদের ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্ত পাকা করল।

লেনিন বুঝতে পারল কেমেনভ ও অন্যান্য চোরা বুর্জোয়ারা পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে পার্টি সদস্যদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে চায়। বলশেভিক পার্টিতে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা প্রতিরোধ করতে লেনিন প্রস্তাব গ্রহণ করল, পার্টির সকল সদস্যকে পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি যদিও প্রস্তাব গ্রহণ করল কিন্তু একটা সংখ্যা লঘিষ্ঠ অংশ পার্টি নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করল। কেমেনভ ও তার সঙ্গীরা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করল এবং যারা জন-কমিশার ছিল তারাও পদত্যাগ করল। মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের এই বিশ্বাসঘাতকতায় সবাই বিশেষ

সতর্ক হল। পার্টিতে ঢুকে পার্টির নীতি লঙ্ঘনের চক্রান্ত ব
করতেই হবে।

তাদের পদত্যাগ পার্টি সদস্যদের মধ্যে কোন অলোড়ন সৃ
করতে পারে নি। যারা পার্টির নির্দেশ অমান্য করে পদত্যাগ কর
তাদের শূন্যস্থান নতুন সদস্য দিয়ে পূর্ণ করা হল।

মন্ত্রী দপ্তরেও (কমিশার) পরিবর্তন ঘটানো হল।
পেট্রোভস্কিকে আভ্যন্তরীণ বিভাগে, স্তুকাকে বিচার বিভাগে, ইয়েলি
জারোভকে রেলবিভাগে, স্লিকতারকে খাদ্য বিভাগে কমিশার রূপে
নিযুক্ত করা হল।

যারা সুযোগ সন্ধানী তাদের সতর্ক করে পত্র দেওয়া হ
শোধনবাদীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে।

যারা শোষক শ্রেণীর সমর্থক পাতি-বুর্জোয়ার দল তারা সাম্রাজ্য
বাদীদের সমর্থন করতে থাকে, তারা জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর
আরম্ভ করে। গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে কিছুকাল ধরে। গৃহযুদ্ধে
অবসান ঘটলে এইসব দল গোপনে প্রতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযে
করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়।

অবশেষে এই সব দলের সদস্যরাই তাদের নেতাদের ও
বীতশ্রদ্ধ হয়ে দল ত্যাগ আরম্ভ করল, তারা এসে যোগ দিল কম্যুনি
পার্টিতে। মেনশেভিক ইত্যাদি দলে তখন রইল কতকগুলো নে
কর্মীরা আর রইল না। ধীরে ধীরে নেতারা জনজীবন থেকে দূ
সরে গেল।

লেনিনের প্রথম ঘোষণা শান্তি!

তখনও শান্তি ফিরে আসেনি দেশে। রাশিয়ার সৈন্যদের ট্রে
বসে সীমান্ত পাহারা দিতে হচ্ছে, তখনও জার্মাদের বিরুদ্ধে
তুলে বসে থাকতে হচ্ছে।

লেনিন যে কোন উপায়ে রাশিয়াকে যুদ্ধের বাইরে নিয়ে আ
চায়। তার এই কাজের প্রতিবন্ধক ইংরেজ-ফরাসী ও আমেরিকা

দ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীরা। যুদ্ধকে রাশিয়ার বুকের ওপর চাপিয়ে রেখেছে, তারা কোন ক্রমেই শান্তির আলোচনা চায় না।

জার্মানের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় লেনিন আগ্রহী। কিন্তু দ্ধবাজ ইংরেজ-ফরাসী ও মার্কিনরা কোন রকমেই শান্তি নিয়ে লোচনা করতে রাজি নয়। এই যুদ্ধবাজরা পৃথিবীর সকল জাতির র্থবিপন্ন করে নর-হত্যায় তখন পাগল হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী দ্ধ রাশিয়াকে টেনে ধরে রাখতে কোন রকম শান্তির আলোচনায় রা যখন সম্মত হলনা তখন রাশিয়াকে ক্ষতি স্বীকার করেও শান্তির ন্য জার্মানের দ্বারস্থ হতে হল।

সোবিয়েত সরকার শান্তি চায়।

মেনশেভিক গোষ্ঠী যুদ্ধকে বজায় রাখতে চায়।

তবুও সোবিয়েত সরকার শান্তি আলোচনার জন্য সৈন্য বাহিনীর ধিনায়ক জেনারেল দুখোলিনকে নির্দেশ দিল কিন্তু বুর্জোয়া মিদার শ্রেণীর প্রভাবে জেনারেল দুখোলিন সোবিয়েত সরকারের দেশ অগ্রাহ্য করে শান্তি আলোচনার সম্মত হল না।

লেনিন জেনারেল দুখোলিনকে টেলিফোনে বলল, তুমি তো ন আমরা শান্তি চাই। এই শান্তির জন্য জার্মানের সঙ্গে লোচনা করতে তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তুমি কেন সেই র্দেশ অমান্য করছ। অবিলম্বে যুদ্ধ যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা কর।

দুখোনিল উত্তরে জানাল, তোমাদের জন-কমিশারের নির্দেশ মি মানতে বাধ্য নই। রাশিয়া বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে বে।

লেনিন দৃঢ় ভাবে বলল, না। যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। দেশের ক যুদ্ধ চায় না। শান্তি চায়।

তোমার কথা শোনার মত সময় আমার নেই। তুমি তো জান র সশস্ত্র বাহিনী আমার অধীনে। আমি ইচ্ছে করলেই মাদের কমিশার ভেঙ্গে দিতে পারি।

লেনিন দুখোলিনের বক্তব্য গভীর ভাবে অনুধাবন করল। বিবা
ষড়যন্ত্র যে চলছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় কোন
সিদ্ধান্তে অবিলম্বে না আসতে পারলে সর্বহারার একনায়কত্বে
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

লেনিন চিন্তার অবসর পেল না, সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমরা
তোমাকে পদচ্যুত করলাম তোমার অবাধ্যতার জন্য। তোমার
জায়গায় লেফটন্যাণ্ট্ জেনারেল ক্রাইলেনকোকে নিযুক্ত করা হল
তাকে চার্জ বুঝিয়ে দাও। সরকারী আদেশ এখুনি পাঠান হচ্ছে

তোমার সরকারকে আমি মানিনা।

লেনিন আর বাক্যালাপ না করে সঙ্গে সঙ্গে বেতার ভাষণে
সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীকে সোবিয়েত সরকারের এই নির্দেশ জানিয়ে
দিল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাহিনীকে আরও জানান হল, আমরা
যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। দুখোলিন যুদ্ধ চায় সেজন্য তাকে
পদচ্যুত করা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-বিপ্লবীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত সামরিক
বাহিনীর মূল কর্মকেন্দ্রকে বন্ধ করে দেওয়া হল। সামরিক বাহিনী
যারা দায়িত্বলাভ করল তারা তখন শান্তির জন্য যোগাযোগ সৃষ্টি ক
জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল
ডিসেম্বরের নয় তারিখে যে শান্তি সম্মেলন বসল তাতে জার্মান
কতকগুলি হীন সর্ত আরোপ করল। হীন সর্ত স্বীকার করে সন্ধি
করা হবে কিনা? লেনিন এবিষয়ে খুব খোলা মন নিয়ে কাজ করতে
এগিয়ে ছিল। রাশিয়ার সামরিক শক্তি ভেঙ্গে গেছে, নতুন
রেডগার্ড বাহিনী গঠন করা হচ্ছে তার সামর্থ্য নেই সাম্রাজ্যবাদীদের
হীন সর্ত অস্বীকার করে যুদ্ধ চালাবার সেজন্য যতই অবমাননাকর
হোক সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে হীন সর্ত স্বীকার করে
যুদ্ধ বিরতি ঘটাতে হবে। বর্তমানের অবমাননা ঠিক সুযোগ এ
নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করা হবে। লেনিন জার্মানদের সর্ত স্বীকার ক

নিল। তার অনেক সহকর্মী জার্মানের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক যুদ্ধ পরিচালনা করতে আগ্রহী। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা যে সম্ভব নয় তা লেনিন ভালভাবেই জানে, সেজন্য যুদ্ধ বিরতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল

ট্রটস্কি প্রতিবাদ করে বলেছিল, জামানের ক্ষমতা নেই আগ্রাসী যুদ্ধ করার। অবমাননাকর সন্ধির চেয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যদি এই ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘটানো হয় তা হলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অনেক পিছিয়ে পড়বে। আমরা যুদ্ধ পরিচালনা করলে জার্মান কম্যুনিষ্ট পন্থীরা আমাদের সাহায্য করবে।

লেনিন ঘটনা ও উদাহরণ দিয়ে রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করে বলল, রাশিয়া আজ হতবল। আমাদের ক্ষমতা নেই এই যুদ্ধ চালিয়ে চলা। যুদ্ধ বিরতি আমাদের দেবে নিঃশ্বাস ফেলার অবসর। আমরা যদি যুদ্ধ করি তার ফলে জার্মানীব কম্যুনিস্টরা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এই ধারণা ভুল।

কিন্তু লেনিনের প্রস্তাব ভোটে টিকল না।

বৈপ্লবিক যুদ্ধের পক্ষে বত্রিশ, ট্রটস্কির প্রস্তাবের পক্ষে ষোল এবং যে কোন সর্তে যুদ্ধ বিরতির পক্ষে পনর। এই বিষয়ে পার্টির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল।

তবুও যখন যুদ্ধবিরতির কথা পাকা হয়ে গেল তখনও দেখা গেল জার্মান সৈন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। লেনিন টেলিগ্রাম করে যদিও তাদের জানিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধ বিরতি চাই তবুও জার্মান তার আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ না করে রাশিয়াকে গ্রাস করতে অগ্রসর হল। জার্মানের এই বিশ্বাসঘাতকতায় রাশিয়া গর্জে উঠল। সামরিক শক্তিতে দুর্বল হলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে কোন ক্রমেই পশ্চাদপদ না হয়ে পিউপিলস কমিশার জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলল, জার্মানের বিশ্বাসঘাতকতায় মাতৃভূমি তথা সমাজতন্ত্র বিপন্ন। প্রচণ্ড বাধা দিতে হবে। আমরা শান্তি চাই।

দুর্বল মনে করে জার্মান আমাদের আঘাত হেনেছে, আমাদের কর্তব্য হল মাতৃভূমি ও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা।

জনজাগরণ দেখা দিল সর্বত্র।

প্রথম লালফৌজ পাঠান হল আঠার সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মানের অগ্রগতি রোধ করতে। মাতৃভূমি রক্ষা করতে লালফৌজ যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করল পেসকভ, তাল্লিন ও নারভয়ে তা থেকেই জন্ম নিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অজেয় লালফৌজ। এইভাবে রাশিয়া যে জার্মান বাহিনীর পথরোধ করতে পারে তা ভাবতেও পারেনি জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষরা। এবার তারা তাদের আগ্রাসী নীতি পরিহার করে যুদ্ধ বিরতির জন্য এগিয়ে এল।

অবমাননাকর সর্তেও বহু সহকর্মীদের বিরোধ সত্ত্বেও মার্চ মাসের তিন তারিখে জার্মানের সঙ্গে সোবিয়েত সরকার যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদন করল। দেশগঠন করার তাগিদে শান্তির প্রয়োজন সেই শান্তি এল বহুমূল্যে তবুও তা করতে হল লেনিনকে নিরুপায়ের মত নইলে সদ্যজাত সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার আর কোন পথ ছিল না।

এরপরই প্রয়োজন হল কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিয়মানুবর্তীতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সৃষ্টি করা। চারিদিকে তখন অশান্তি, বিশৃঙ্খল অবস্থা, আইন যা কিছু ছিল তাও কেউ মেনে চলে না। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পডায় কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে ছিল সারাদেশে। লেনিন সাধারণ মানুষকে শৃঙ্খলার গণ্ডীতে আনতে সৈন্যবাহিনী গঠন ও সার্বজনীন ভাবে সামরিক ট্রেনিং দেবার প্রস্তাব করল। এই প্রস্তাব গৃহীত হল।

আরম্ভ হল দেশ গঠনের প্রথম পর্যায়।

পেত্রোগাদ থেকে আঠার সালের এগার মার্চ তারিখে রাজধানী উঠিয়ে আনা হল মস্‌কোতে।

জার্মানের সঙ্গে হীন সর্তে যুদ্ধ বিরতি লেনিনকে গভীরভাবে

ব্যথিত করেছিল। তবু ও তা করতে হয়েছিল। লেনিন বলেছিল, আমাদের প্রয়োজন এই বেদনাকে সহ্য করার মত মনোবল। আমরা গুরুতর পরীক্ষার মাঝ দিয়ে চলছি, আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে মাতৃভূমিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই হীনসর্ত মেনেছি। তাতে আমাদের দেশপ্রেম অথবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আগ্রহ কোন ক্রমেই লঘু প্রমানিত হয়নি, এবং আমাদের আন্তরিক দেশপ্রেম এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগমনই প্রমানিত হয়েছে। আমাদের কোথায় যে ব্যথা তা আমরা জানি, যথা সময়ে তা নিরাময় করার জন্য আমরা নিশ্চয়ই সচেষ্ট হব।

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে সোবিয়েত রাশিয়া যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নব রাশিয়া গঠনে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিল তার জন্য সকল কৃতিত্ব লেনিনের নেতৃত্বের—His wisdom, loyalty to principle and strength of will made effective the only correct policy in vital question of war and peace—যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে লেনিনের প্রজ্ঞা, নীতির প্রতি আনুগত্য, মানসিক ক্ষমতা, কার্যকর সমাধান আনতে সক্ষম হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্র পরিচালনার বিশেষ অঙ্গ। লেনিন বুঝত পৃথিবীর সব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একই সময় ঘটতে পারেনা। বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পাশাপাশি রাশিয়াকে বাস করতে হবে এবং নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশের কাজ হল পৃথিবীর সর্বহারাদের মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করা। সেজন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন (peaceful co-existance of socialist and capitalist states—Biography). পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজবাদী রাষ্ট্র যদি পাশাপাশি শান্তিতে থাকে তা হলে যুদ্ধের আশঙ্কা যেমন থাকবেনা তেমনি

আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন করার সুযোগও থাকবে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হল লেনিনের এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা অনেকেই করেছে কিন্তু লেনিন বলে এসেছে যদি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা হল স্থায়ী শান্তির প্রয়োজন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন বিলোপ হবার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে নেই তখন দেশ গঠন করতে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে বৈষয়িক লেনদেনের প্রয়োজন থাকে। তার অর্থ পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া নয়। অথবা তাদের সঙ্গে আপোষ করা নয় (does not mean reconcilation with capitalism, does not mean that communist should give up their ultimate aim—Biography). কম্যুনিষ্টরা মনে করেনা বিপ্লবের পথ যুদ্ধের পথ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধই পথ নয়, শান্তির মাধ্যমেও তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদি যুদ্ধ করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা হলে পুঁজিবাদী অথবা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজবাদী রাষ্ট্রের পার্থক্য কোথায়। জনগণের নামে রক্তপাতের লাইসেন্স কাউকে দেওয়া চলতে পারে না।

আঠার সালের দশই জানুয়ারী All Russia Congress of Soviets-এর অধিবেশন বসল। এই সভাই রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিকের সার্বভৌম শক্তির আধার। এই অধিবেশনে মেনশিভকরা লেনিনকে বক্তৃতা দেবার সময় বার বার বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু লেনিন সোবিয়েত কি ভাবে বিজয় লাভ করল, কি ভাবে প্রতি-বিপ্লবীদের স্তব্ধ করে দিল, এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল তখন সবাই নিস্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল তার কথা।

সতর সালের নবেমবর মাসেই লেনিনের Regulations of Workers' Control প্রস্তাব গ্রহণ করল। উৎপাদনের ওপর শ্রমিকদের দাবী স্বীকৃত হল, শ্রমিকরাই হল কল-কারখানার পরিচালক। জমিদারী প্রথা বিলোপ হল, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হল

বাণিজ্য জাহাজ রাষ্ট্রের অধীন করা হল। বৈদেশিক বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকরে পেল রাষ্ট্র। বড় বড় শিল্পকেও রাষ্ট্রের আয়ত্বে এনে ধীরে ধীরে শিল্পকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। কল-কারখানায় যেমন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকল না, তেমনি তা শ্রমিকদের সম্পত্তিতেও পরিণত হল না, সেগুলো হল সোবিয়েতের সম্পত্তি, পরিচালনার দায়িত্ব পেল শ্রমিকরা ন্যায্য রুটিরুজির বিনিময়ে।

মেনশেভিক ও তাদের সমধর্মীদের প্রশ্রয়ে ও সাহায্যে পুঁজিবাদী ও জমিদার শ্রেণী বাধা দিতে আরম্ভ করল সোবিয়েত রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থাকে। মাঝে মাঝে সরকারের বিরুদ্ধে ও সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরণ করতেও তারা পেছপা হল না। যে সব শোষক স্বার্থহানির জন্য সমষ্ঠির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সমষ্ঠিরও অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। সংবাদপত্র সমূহ সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দান করছিল যাতে সর্বহারাদের একনায়কত্বে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে না ওঠে। লেনিন নিষেধাজ্ঞা জারী করে প্ররোচনামুলক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল।

লেনিন বিচার বিভাগেরও পরিবর্তন করে গণ-আদালত স্থাপন করল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যে আদালত ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা তাতে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে খেটে-খাওয়া মানুষের দল এই ব্যবস্থা রদ করে জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিকবোধ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করল।

পেত্রোগ্রাদ থেকে মসকোতে এল সস্ত্রীক লেনিন।

লেনিন বাসস্থান নিল ন্যাশন্যাল হোটেলে।

সেখান থেকে দুজনে এসে উঠল ক্রেমেলিনে।

রক্তপতাকা তখন উড়েছে ক্রেমেলিনের মাথায়।

লেনিনের ছোট্ট একটা পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হল। পাঠাগারের টেবিলে বসে লেনিন কখনও লিখত, কখন পড়ত, কখন রাষ্ট্রীয় অনুজ্ঞা লিখত। কেউ দেখা করতে এলে তার নাম লিখে রাখত। অতি

সাধারণ চেয়ার ছিল তার টেবিলের পেছনে। দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকত ক্যালেনডার। কখনও কখনও সেই ক্যালেনডারে লিখে রাখত অনেক মন্তব্য।

সেখানে একটা ফ্লাটে কুরুপস্কায়া সংসার পাতল। মোট চারখানা ঘর। বাসিন্দা মাত্র তিন জন। লেনিন, কুরুপস্কায়া ও লেনিনের সব চেয়ে ছোট বোন মারিয়া উলিয়ানোভ। পড়ার ঘরই লেনিনের শয়ন ঘর। তার বিছানা একটা অতি সাধারণ চাদর দিয়ে ঢাকা থাকত। এই চাদরখানা দশ সালে তার মা সুইডেনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে উপহার দিয়েছিল। লেনিন অমূল্য সম্পদ মনে করত সেই চাদরটিকে। সযত্নে সেটা ব্যবহার করত।

কুরুপস্কায়া ও মারিয়াদের ঘরগুলোতেও কোন বিলাস দ্রব্য ছিল ন'। সাধারণ বিছানাপত্র দিয়েই তাদের চলে যেত। রান্নাঘরেও কোন বাহুল্য ছিল না। সবাই রান্না ঘরে বসেই খেত। বিশেষ করে প্রায় সময়ই লেনিন নিজেই রান্নাঘরে বসেই খাওয়াদাওয়া শেষ করত।

একটা সেবিকা ছিল তাদের! চা খেতে বসে লেনিন তার সঙ্গে নানা আলোচনাও করত। তাদের এই সেবিকা এক সময় লোহার কারখানায় কাজ করত। শ্রমিক জীবনের দুঃখকষ্টের সঙ্গে সেবিকার বেশ পরিচয় ছিল। সেজন্য লেনিন তার কাছে তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো শুনত।

লেনিনের পড়ার ঘর আর বাসস্থানের মধ্যে ছিল একটা করিডোর।

কিছুকালের জন্য দেখা গেল সেখানে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস বসে গেছে। দিবারাত্র লেনিন কাজ করছে। সব সময়ই তার কাছে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন আসছে, অনবরত টেলিগ্রাম ও টেলিফোনে সংবাদ পাঠাতে হচ্ছে। কাজের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল! কিছুকালের মধ্যেই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস সরিয়ে নেওয়া হল। সেখানে পাহারা বসান হল।

লেনিন যখনই তার পাঠাগারে যেত তখনই পাহারাদারদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করত, তাদের সুখ সুবিধার সংবাদ জানতে চাইত। তাদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করত।

তেইশ সালের বসন্তকাল অবধি লেনিন ক্রেমেনিলে বাস করেছে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে লেনিন বায়ুপরিবর্তনে গেল গোর্কি শহরে।

মস্কোতে যে কয়েক বছর লেনিন বাস করেছিল সেই কয়েক বছর হল রাশিয়া গঠনের বছর। তার জন্য লেনিনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে! পৃথিবীতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন লেনিন জীবিত থাকবে মানুষের স্মৃতিতে শুধু মাত্র তার স্বল্প জীবনের সীমাহীন কাজের জন্য। লেনিনের পূর্বে মনুষ্য সমাজে এমত প্রতিভাশালী, কর্মদক্ষ, রাজনীতিবিদ সমাজ সংগঠক ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কেউ জন্মেছে বলে ইতিহাস পাওয়া যায় নি। পরবর্তী কালে তারই চলার পথে পা দিয়ে আরও অনেকে আরও বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু তৎপূর্বে এমন দৃষ্টান্ত নেই।

বাল্যকাল থেকে লেনিনের পাঠানুরাগ, কৈশরের দিন গুলোতে পারিবারিক বিপর্যয়, অসীম মেধার অধিকারী লেনিনের ছাত্রজীবনের সাফল্য, মার্কস ও এনজেলের প্রদর্শিত পথে চলার জন্য তাদের তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগ, সারা জীবন নির্যাতন, দারিদ্র, ক্লেশ, প্রবাস অবশেষে সমাজতন্ত্রের জয়ের পতাকা উত্তোলন, এই সব কিছু একত্র করলে যে কোন লোক শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়বে। কেমন ভাবে তার রাষ্ট্রনায়কের জীবন কেটেছে তাও চিন্তা করলে হর্ষ ও শ্রদ্ধার উদ্রেগ হয় যুগপৎ।

লেনিন দেশ গঠন করতে এগিয়ে এসেই দেখতে পেল আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করা বর্তমানে যত সহজ বাইরের অবস্থার সঙ্গে লড়াই করা তত সহজ নয়।

সে সময় রাশিয়া চারিদিক থেকে ঘেরাও অবস্থায় ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সহজে রাশিয়ার এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বরদাস্ত করবে না এতো সাধারণ বিষয়। একদিকে তার প্রবল প্রতিপক্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দল আরেক দিকে তার দিকে উদ্যতখড়গ আমেরিকা। আর প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বসে ছিল জাপান তার বাহিনী নিয়ে।

ইংরেজ ও জাপানকে সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করছিল আমেরিকা। আর ইংরেজ জাপান প্রতি-বিপ্লব ঘটাবার মদত দিয়ে চলছিল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাশিয়ার সংযোগ ছিল না এবং তার পথ রোধ করেছিল এই সব সাম্রাজ্য-বাদীরা। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে চলছিল সশস্ত্র চোরা আক্রমন এবং এই আক্রমন চলেছে তিন বছর ধরে (to its guidance that the Whites were able to carry on an armed struggle against the Soviet Republic for a relatively long time, that is for almost three years—Biography). বিদ্রোহ ঘটাতে অর্থ, অস্ত্র এবং সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে সাহায্য করেছে এই সব সাম্রাজ্যবাদীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধের ধাক্কা দিয়ে চলেছিল রাশিয়ার সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত করতে। রাশিয়াতে যে গৃহযুদ্ধ চলছিল তার জন্য পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীরা সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ঘরের ও বাইরের শত্রুদ্বারা এভাবে আক্রান্ত হয়েও লেনিন প্রদর্শিত পথে রাশিয়ার জনসাধারণ তাদের রথ নিয়ে চলছিল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছতে। পথ বন্ধুর হলেও লক্ষ্য নিশ্চিত ও সত্য সেজন্য তাদের বিঘ্ন নির্মূল হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে লেনিন বলেছিল—এই সশস্ত্র আক্রমনের উদ্দশ্য পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গলা টিপে হত্যা করা (the armed expedition launched by the brutal Anglo-Japanese imperialists for

he purpose of throttling the first socialist republic).

জাপান ও ইংরেজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই যে দুর্নীতি অবলম্বন করেছিল তাকে সাহায্য ও সমর্থন করেছিল আমেরিকা। অবশ্য আমেরিকা নানা যুক্তি দিয়ে তাদের দোষ অপনোদনের চেষ্টা করেছে কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই তিন পক্ষই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অপরাধ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে বিশ্বের কাছে নিন্দিত হয়েছিল।

লেনিনকে কাজ করতে হয় দেশ গঠনের। তার একদিকে গৃহযুদ্ধ অপর দিকে বিদেশী শক্তির আক্রমন। আঠার সালের গ্রীষ্মকালে সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রকে সর্বাধিক বিপদের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল। ইউরোপীয় রাশিয়ার তিন চতুর্থাংশ দখল করে রেখেছিল বিদেশী শক্তি। জার্মান এখন গতায়ু। ইংরেজ ফরাসী আমেরিকা এখন রাশিয়ার বহুলাংশ দখল করেছে। সিজরান, সামারা, সিমব্রিস্ক, এবং কাজান তখন শত্রুর হাতে।

লেনিন বলল, বিপ্লবের ভাগ্য নির্দ্ধারণ হবে পূর্ব রাশিয়াতে।

কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব দিল, শত্রুকে প্রতিহত করতে সৈন্য পাঠাও।

লেনিন সম্মত হল, বলল, হাঁ পাঠাব কিন্তু এই যুদ্ধে যাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা এবং শ্রেনী সংগ্রামে যারা সচেতন এমন খেটে-খাওয়া মানুষ দিয়ে গড়ে তোলা সামরিক বাহিনী। এরা যে ভাবে সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পারবে, সাধারণ সৈনিক তা পারবেনা, সাধারণ সৈনিক বিপর্যয় দেখলে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসবে।

লেনিন ডেকে পাঠাল তার সামরিক অধিকর্তাদের। নির্দেশ দিল, যত বেশি সৈন্য পাঠাতে পার তার ব্যবস্থা কর (the largest possible number of troops). এদের পশ্চিম দিক থেকে

এনে পূর্বদিক পাঠাও। আমাদের শত্রুদের বাধা দাও, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত কর। মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব সকলের।

পূর্বদিকে ছুটল রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী বাহিনী।

কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করার ফল পেল।

সোবিয়েত বাহিনী শত্রুর গতিরোধ করল প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে। তারপর আরম্ভ আঘাত হানা।

পূর্বদিকের শত্রু রুখতে পেরেছে। আর উত্তর দিক থেকে শত্রু এগিয়ে আসছে। উত্তর থেকে আসছে ক্রাসনভের ডন বাহিনী আর ডেনিকিনের স্বেচ্ছাবাহিনী। এদিকে কুলাকরা বিদ্রোহ করেছে। লেনিন তখন কোন দিকে নজর দেবে। স্থির করল পেছনে শত্রু রেখে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নয়। সর্বাগ্রে কুলাকদের আঘাত হানতে হবে। প্রত্যেক বলশেভিক কেন্দ্রে টেলিগ্রাম করে নির্দেশ দিল কুলাক ও সোস্যালিষ্ট রেভুলিস্যানিষ্টদের যে কোন উপায়ে দমন কর। কুলাকের সম্পত্তি খামার বাজেয়াপ্ত কর।

কুলাকদের দমন করার নির্দেশ দিয়েই লেনিন উত্তর দিকে নজর দিল। ততক্ষণ পূর্বদিকে শত্রুকে আঘাত করতে আরম্ভ করেছে সোবিয়েত বাহিনী।

সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ও প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে লেনিনের কোন কাজই সমর্থন করা করা সম্ভব নয় সেজন্য তারা গোপন চক্রান্ত করে লেনিনকে হত্যা করার।

আঠার সালের তিরিশে আগষ্ট।

লেনিন সভায় বক্তৃতা দিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় গর্জে উঠল আততায়ীর পিস্তল। পর পর দুটো গুলি লাগে লেনিনের দেহে।

সঙ্গীরা ধরে ফেলল আততায়ীকে।

একটা গুলি তার বাঁ দিকের ঘাড়ে লেগেছিল, অপর গু

লেগেছিল তার বাঁ দিকের বুকে ঠিক ফুসফুসের ওপরে। লেনিন মাটিতে পড়ে গেল। প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে, নাড়ীর অবস্থাও ক্ষীণ। হার্টের অবস্থাও খারাপ হয়ে আসে।

ডাক্তার অপারেশন করে গুলি বের করে দিল।

তখনও লেনিনের মুখে তার সহজাত মিষ্টি হাসি। এই যন্ত্রণাতেও লেনিন আর্তনাদ করেনি। মুখ বুঁজে সহ্য করেছে যন্ত্রণা।

ডাক্তার, সহকর্মী, কুরুপস্কায়া সবাই অশ্রুভারাক্রান্ত। সবাই শঙ্কিত কখন লেনিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। লেনিন বার বার বলছে, চিন্তা কর না, এরকম ঘটনা বিপ্লবীদের জীবনে যে কোন সময় ঘটতে পারে। (This sort of thing can happen to any revolutionary). এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্বে। রাশিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণ, চাষী, মজুর, পার্টিকর্মী, পার্টি সমর্থক, লালফৌজ, সবাই যখন সংবাদ পেল এই দুর্ঘটনার তখন সবাই ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে উঠল। হাজার হাজার টেলিগ্রাম আসতে থাকে তার নিরাময় কামনা করে। সবাই তাকে ফিরে পেতে চায় নিজেদের মধ্যে।

জনগণ দাবী জানাল, সন্ত্রাসবাদী বুর্জোয়া, জমিদার ও প্রতি-বিপ্লবীদের কোন প্রকার দয়া দেখান হবে না। যারা এতদিন দূরে ছিল তারাও ভীড় জমাতে থাকে পার্টিতে ও সোবিয়েত সরকারকে সমর্থন জানাতে।

আততায়ীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। সন্ত্রাসবাদী, বুর্জোয়া-জমিদার ও প্রতি-বিপ্লবীদের নিরাশ করে লেনিন নিরাময় হল।

ডাক্তার বলল, তুমি খুব দুর্বল, বেশি কাজ কর না।

লেনিন বলল, ঠিকই বলেছ ডাক্তার কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অবস্থা দিয়ে চলেছি সে অবস্থায় কাজ না করে থাকা সম্ভব নয়।

সপ্তাহ না যেতেই লেনিন মাতৃভূমি রক্ষার নির্দেশ পাঠাতে লাগল বিভিন্ন অগ্রগামী রণক্ষেত্রে। সামরিক বিষয়গুলো মোটেই

অগ্রাহ্য করতে পারল না। শত্রু তখন ভেতরে বাইরে। লেনিন নীরবে থাকতে পারে না।

লেনিনের জীবননাশের চেষ্টা নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করল লাল-বাহিনীতে। তারা বুঝতে পারল শত্রুকে নিধন না করতে পারলে এইভাবে তাদের রাষ্ট্রকে বিপন্ন করবে শত্রুরা।

লালবাহিনী দখল করল কাজান ও সিমব্রিস্ক। শত্রু পেছন পথ ধরল।

লেনিনের দেহে দুটো আঘাত লেগেছিল। কাজান-সিমব্রিস্ক মুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লাল ফৌজের একজন সৈনিক লেনিনকে পত্র লিখল,

> প্রিয় ভ্লাডিমির ইলিচ্, তোমার দেহে যে দুটো আঘাত লেগেছিল তার একটা আঘাতের প্রতিশোধ নিয়েছি। আমরা তোমার জন্মস্থান সিমব্রিস্ক দখল করেছি। আরেকটি আঘাতের প্রতিশোধ নেব সামারা দখল করে।

লেনিনও তাদের লিখে পাঠাল, তোমরা আমার জন্মস্থান দখল করে আমার আঘাত নিরাময়ের সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ প্রয়োগ করেছ। আমি উৎসাহিত হয়েছি, বলীয়ান হয়েছি। লাল ফৌজেব এই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তুমি তোমার সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাও। তাদের ত্যাগের কথা আমরা ভুলব না।

সেপটেমবর মাসের ষোল তারিখ থেকে লেনিনকে কাজ করার অনুমতি দিল চিকিৎসকরা। মসকোর উপকণ্ঠে গোর্কি উপনগরীতে লেনিন ও কুরুপস্কায়া কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতে গেল। তিন সপ্তাহ সেখানে বিশ্রাম নিয়ে লেনিন মোটামুটি স্বাস্থ্য ফিরে পেল। এর মধ্যে অগ্রগামী যুদ্ধক্ষেত্রের সাফল্যজনক সংবাদও আসতে থাকে। লেনিন চতুর্গুণ উৎসাহ নিয়ে আবার কাজে নেমে পড়ল।

দেশের ভেতরে ও বাইরে শত্রুর আক্রমনে বিপর্যস্ত লেনিন শক্তিশালী লালফৌজ গড়ে তোলার দিকে মন দিল।

এই সব ফৌজের অধিনায়করা এল কম্যুনিষ্টপার্টি থেকে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এদের বহুজন লালফৌজকে পরিচালিত করে প্রচুর সুখ্যাতিলাভ করেছিল। এদের মধ্যে বুদেনি, ভরশিলভের নাম আজও পৃথিবীর লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

জার আমলের কোন কোন সামরিক কর্মচারীকে উপদেষ্টা-রূপেও লেনিন নিয়োগ করেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেও বেশির ভাগ কর্মচারীই বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছিল। এইসব সোবিয়েত অনুগত কর্মচারীদের মধ্যে ছিল কামেলভ, গিতিস, লেবেদেব, কর্ক প্রভৃতি।

এই সৈন্যবাহিনী গঠনে ট্রটস্কির অবদান যথেষ্ট। কিন্তু লেনিন কোন সময়ই ট্রটস্কিকে বলশেভিক মনে কবত না। নেপোলিয়ন বোনারপার্টের মত ট্রটস্কির ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদী চেহারা। সেই চেহারা লেনিনের মানসচক্ষে মাঝে মাঝেই ফুটে উঠত। তবুও লালফৌজ গঠনে তার অবদানকে প্রশংসা করত লেনিন।

গোর্কি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছে, লেনিন যাকে পছন্দ কবত না তার সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা করত। লোকটির যদি কোন গুণ থাকত তা কোন সময়ই অস্বীকার করে তাকে ছোট করতে চাইত না।

"ট্রটস্কির সংগঠন ক্ষমতাকে প্রশংসা করত। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। লেনিন আমার বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করে বলেছিল, আমি জানি অনেকে বলে আমার সঙ্গে ট্রটস্কির মতদ্বৈধ আছে কিন্তু যে কাজের জন্য তার প্রশংসা পাওয়া উচিত তার কেন প্রশংসা করব না। সামরিক বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের যে সংগঠন গড়ে তুলেছে ট্রটস্কি তা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য।

"কিছু থেমে থেকে আবার দুঃখের সঙ্গে বলল, কিন্তু সে আমাদের

একজন নয়। আমাদের সঙ্গেই আছে কিন্তু আমাদের সঙ্গী নয়। ট্রটস্কি উচ্চাভিলাষী, অনেক ত্রুটি আছে তার, পুরো বলশেভিক হয়ে উঠতে পারেনি এতদিনেও।”

যুদ্ধ করতে হলে শত্রুর সম্মুখীন হওয়াই যথেষ্ট নয়। পশ্চাতভাগ রক্ষার দিকেও কঠিন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি আমাদের ফৌজকে পেছন থেকে খাবার অস্ত্র না দিতে পরি, তাদের যথাযথ ট্রেনিং না থাকে তা হলে যতই নির্ভীক ও শক্তিশালী হোক না তারা, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। যুদ্ধে জয় তখনই সম্ভব যখন দেশে যুদ্ধ পরিচালনার মত শক্তি থাকবে, সংগঠন থাকবে, আরও বেশি মেহনত করতে মানুষ এগিয়ে আসবে।

এই ভাবেই গড়ে তুলতে হবে দেশকে।

চাষের উন্নতির দিকে নজর দিল লেনিন। পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করল, আমরা যদি চাষী খামারের জন্য যথেষ্ট ভাল ভাল ট্রাকটর দিতে পারি, ট্রাকটর চালাবার তেল দিতে পারি, ড্রাইভার দিতে পারি তা হলে সব চাষীই বলবে আমি কম্যুনিষ্টদের জন্য। আজ এই প্রস্তাব মনে হবে হেঁয়ালী কিন্তু আমাদের তা করতেই হবে।

সমবায় গড়ে তোল। কৃষিকে সমাজতান্ত্রিক পথে গড়ে তোল।

সাংস্কৃতিক দিক উন্নত করতে হবে। জীবিকার মান বৃদ্ধি করতে হবে, সবার জন্য বাসস্থান চাই, বেতন কাটা বন্ধ করতে হবে, স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক অনেক কাজ লেনিনের।

সবই করতে হবে কিন্তু বড় বিঘ্ন হল প্রতি-বিপ্লবীদের আক্রমন এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমবেত আক্রমন। উনিশ সালের বসন্তকালে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে যেমন রাশিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল তেমনি অভ্যন্তরে

প্রতি-বিপ্লবীরাও কঠিন আঘাত হানতে গৃহযুদ্ধকে জোরদার করে তুলেছিল।

ছয় দিক থেকে আক্রমন করল সাম্রাজ্যবাদীরা।

কোনচাক তার সেনা নিয়ে কাজানের একশ' কিলোমিটারে পৌঁছে গেল।

অকটোবর মাসে ডেনিকিন তার সৈন্য নিয়ে ওরেল দখল করে মসকোর দিকে এগোতে থাকে। মে ও অকটোবর মাসে জেনারেল যুদেনিচ পেত্রোগাদের উপকণ্ঠে পৌঁছে ছিল।

লেনিন কম্যুনিস্টদের, সোবিয়েতের কর্মচারীদের, খেটে-খাওয়া মানুষদের ও কৃষকদের আহ্বান জানাল ঐক্যবদ্ধ একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে। যে যেখানে থাকবে তাকে হাতিয়ায় নিয়ে যুদ্ধ ফ্রণ্টে যেতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সেনা বাহিনীকে সচেতন করতে হবে রাজনীতি সম্বন্ধে। লেনিন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ঘটনার গতি লক্ষ্য রাখছিল, প্রয়োজন মত নির্দেশ দিচ্ছিল, 'আর তন্দ্রায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখনা, জীবন্ত-কাজে আত্মনিবেদন কর'।

কোনচাককে পরাজিত করতে যে কৌশল লেনিন গ্রহণ করেছিল সামরিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। পূর্ব দিকে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের প্রস্তাব দিয়ে ছিল ট্রটস্কি কিন্তু লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটি তা অগ্রাহ্য করল তারা আক্রমাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে উরালকে মুক্ত করতে বলল। শরৎ কালেই সোবিয়েত বাহিনী এই আক্রমনাত্মক যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করায় উরাল মুক্ত হল, তারা সাইবেরিয়ার দিকে অগ্রসর হল। সৈন্য বাহিনী আনন্দে ঘোষণা করল, উরাল আমাদের, আমরা সাইবেরিয়া মুক্ত করতে এগোচ্ছি।

ডিসেমবর মাসে লালফোজ ডেনকিনের বাহিনীকে কঠিন আঘাত দিয়ে খারকভ, কিয়েভ, ডোনেৎসের কয়লাখনি অঞ্চল মুক্ত করে রোস্তভের দিকে অগ্রসর হল।

গোটা ইউক্রেন ফিরে পেল রাশিয়া তার অজেয় লালফৌজের শৌর্যে। এই লাল ফৌজ গঠনই লেনিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই কঠিন জীবনের মাঝেও লেনিনের জীবন যাত্রার কোন পরিবর্তন হয় নি। সহজ সরল জীবনে যেমন পড়াশোনা ছিল সহচর তেমনি ছিল তার মধুর পারিবারিক জীবন।

অনেক রাতে পডতে পড়তে ঝিমিয়ে পড়ত লেনিন।

কুরুপস্কায়া জেগে বসে থাকত তার জন্য। আস্তে উঠে এসে বাতিটা নিভিয়ে দিত। কোন সময় সামান্য পায়ের শব্দে জেগে উঠত লেনিন, আবার পডতে স্থুরু করত মার্কস ও এঞ্জেলের গ্রন্থ যুদ্ধ চলছে তারই মাঝে লেনিন নির্বিকার ভাবে পড়ে চলেছে বই। বাইরে চিৎকার, অনেক অশান্তি তাতেও তার ধ্যান ভঙ্গ হয়নি কখনও। জীবনের সব সমস্যা সমাধনের পথ খুজে বেড়াত তার অধীত গ্রন্থে। জ্ঞান তপস্বী, কর্মবীর এই যুগস্রষ্টা মহান নায়ক শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কর্মময় জীবনে পেয়েছিল সবার অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

দেশ গঠনে যে ত্যাগের প্রয়োজন তার আদর্শ স্থাপন করেছিল রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী।

যুদ্ধোত্তর রাশিয়া ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে।

ভেতরে প্রতি-বিপ্লবীদের আক্রমন, বাহির থেকে সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমন, দেশে আহার্যের অভাব, উৎপাদন ক্ষেত্রে গুরুতর বিপর্যয়, দৈন্য দুর্দশা, রক্তপাত নিয়ে রাশিয়ার জনজীবন ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত এমন সময় লেনিন মেহনতী মানুষদের ডাক দিল দেশ গড়ে তুলতে।

মস্‌কো কাজান রেল পথের কর্মী সারাদিন কাজের পর বিনা পারিশ্রমিকে কাজে হাত দিল। তারা চারটি রেলের ইনজিন আর ষোলটি বগি মেরামত করল, একই দিনে, মাল খালাস করল কয়েক হাজার টন। শ্রমিকরা কাজের নেশায় দেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ

হয়ে সাধারণ কাজের তুলনায় আড়াইগুণ কাজ সম্পন্ন করত প্রতিদিন। শ্রমিকদের এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়ল রাশিয়ার সর্বত্র। কাজের গতি বাড়ল। উৎপাদন বাড়ল, সর্বহারার একনায়কত্বে যে সমাজ গড়ে উঠছে তার সুফল দেখা গেল সর্বত্র। লেনিন মস্কো—কাজন রেলপথের কর্মীদের প্রশংসা করল।

বিশ সালে লেনিন পঞ্চাশ বছরে পা দিল। সেই বারই পার্টির নবম কংগ্রেসের অধিবেশন। পার্টি সদস্যরা লেনিনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসবের প্রস্তাব করতেই লেনিন প্রতিবাদ করল। অনুরাগীরা তার কর্মময় জীবনকে প্রশংসা করা স্থির করল, তাতেও লেনিন আপত্তি জানিয়েছিল। অবশেষে স্থির হল লেনিনে রচনা সমূহ প্রকাশিত করা হবে গ্রন্থাকারে। নবম কংগ্রেসে লেনিনের সঙ্গে বুদেনীর যে ভাবে সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা হয়েছিল তারই মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছে বুদেনী তার স্মৃতিকথায়।

"বহুদিন থেকে আমার প্রত্যাশা ছিল লেনিনকে দেখার। লেনিন সম্বন্ধে অনেক শুনেছি ও জেনেছি কিন্তু তাকে চোখে দেখিনি।

"আমার স্বপ্ন সফল হবার শেষ সময় উপস্থিত। লেনিনের চেহারাটা কেমন? কেন লোকে এত বিশ্বাস করে তাকে? অনেক কথাই মনে হচ্ছিল।

"লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলে আমি কি বলব তাকে? কি ভাবে তাকে সম্বর্ধনা জানাব? আমি এই সব ভাবছি আর ঘেমে উঠছি। কেমন সঙ্কোচবোধ করছিলাম।

"ঠিক এই সময়ে লেনিন এল আমাদের কাছে। আমাদের দিকে একবার তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখল। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

"আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিই বুদেনী। তোমার কাজ-কর্ম কেমন চলছে?

"আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। অসারে বললাম, ভাল, ভগবানকে ধন্যবাদ ভ্লাডিমির ইলিচ।

"লেনিন বলল, তোমার কথায় মনে হচ্ছে খুব ভালই চলছে। ভাল কথা। সেইজন্যই তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে। বলেই লেনিন উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল।

"আমার ভীরুতা কেটে গেল। লেনিন যে আমাদেরই একজন তা বুঝতে পেরে বেশ সহজ হয়ে উঠলাম তার কাছে।"

লেনিন জানতে চাইল, সামরিক বাহিনীর কথা। কি ভাবে তারা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা। বুদেনী সব কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলল।

লেনিন শ্রমিকদের কথাও তাকে বলল। শ্রমিকরা যেভাবে উৎসাহিত হয়েছে এবং কি ভাবে বুর্জোয়া-জমিদাররা আক্রমণ করতে পারে তাও বলল।

বুদেনী অতি সাধারণ পরিবারের লোক। সে যে জেনারেলের পদে উঠেছে যোগ্যতা প্রদর্শন করে তাতে লেনিন খুবই খুশী হয়েছিল। লালফৌজ যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার মুলে ছিল বুদেনীদের মত জেনারেলদের অবদান। এতকাল জেনারেল হবার সৌভাগ্যলাভ করত বুর্জোয়াশ্রেনী। এখন দুঃস্থ শ্রমিক-কৃষক পরিবারের যুবকরা এগিয়ে এসে বুর্জোয়াদের হটিয়ে দিয়েছে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব থেকে। এটা সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে শুভলক্ষণ।

লেনিন ছিল ব্যক্তি পূজার বিরোধী। মার্কসবাদ কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি গঠন করতে পারে না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক জাতি গঠনে খেটে-খাওয়া প্রত্যেকটি মানুষেরই দান সমান। প্রত্যেকেই সমান মর্যাদার অধিকারী, বিশেষ মর্যাদা কারও প্রাপ্য নয়। তা বলে মার্কস কোন সময়ই খেটে-খাওয়া মানুষদের নেতাদের ছোট করে দেখেননি। যারা নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে চায় না তাদের কঠোরভাবে সমালোচনাও করেছে লেনিন।

অভিজ্ঞ, প্রভাবশালী কর্তৃত্বসম্পন্ন নেতারা রাজনৈতিক দল পরিচালনা করে। এরাই নেতা। সর্বহারার শ্রেনীসংগ্রামে এই নেতার প্রয়োজন আছে। নেতাকে মর্যাদা দান না করলে পার্টির মর্যাদাও থাকে না। নেতাকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ পার্টির প্রতি আনুগত্য এবং নিয়মানুবর্তীতা। কিন্তু নেতাদের মনে রাখতে হবে তাদের ইচ্ছায় তারা পরিচালিত হচ্ছে না, তারা পরিচালিত হচ্ছে জনগণের ইচ্ছায়। তাদের কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে জনগণের কাছে। সেজন্য সমবেতভাবে (Collective leadership) নেতৃত্ব গ্রহণে বেশি জোর দিয়েছে।

লেনিন বহু ভাষা জানত।

রাশিয়ান বাদেও জার্মান, ইংরেজি, ফরাসী, পোলিশ, ইতালিয়ান ভাষায় কথাবার্তা বলা লেখাপড়া করতে পারত, মোটামুটি চেক ও সুইডিস ভাষাও জানত। কিন্তু কোন সময়ই নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা করত না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা জানি, কিছু কিছু ফরাসী ইতালিয় ভাষাও জানি, তবে তা খুব ভাল নয়।

লেনিন রাষ্ট্রের শীর্ষ।

কোন সময়েই রাষ্ট্রের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেখা যায়নি তাকে। একবার গ্রীক ভাষার অভিধান প্রয়োজন হয়েছিল। লেনিন লাইব্রেরীকে অনুরোধ জানাল অভিধান পাঠাতে কিন্তু লাইব্রেরীর আইন অনুসারে, এই সব বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। একমাত্র লাইব্রেরী বন্ধ থাকলে রাতের বেলায় এই বই দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য পরের দিন লাইব্রেরী খোলার আগে বই ফেরত দিতে হয়।

শুনেই লেনিন বলে পাঠাল, লাইব্রেরী বন্ধ হলেই যেন বইখানা পাঠান হয় আর সকাল হবার আগেই আমি বইটা ফেরত পাঠিয়ে দেব।

লেনিনের জন্য শ্রমিক-কৃষকরা বহু খাদ্য দ্রব্য পার্শেল করে পাঠাত। লেনিন জানত, এরা নিজে না খেয়ে তাদের প্রিয় নেতার জন্য এই সব জিনিস পাঠাচ্ছে। এতে তাদের মহানুভবতা প্রমানিত হলেও লেনিন এই বঞ্চিত মানুষদের দেওয়া জিনিস ফেরত পাঠিয়ে তাদের দুঃখ দিতনা কখনও। পার্শেল এলে সেগুলো হাসপাতালে অথবা শিশু রক্ষণাগারে অথবা যে সব সহকর্মী খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না তাদের কাছে পাঠিয়ে দিত।

লেনিনের কাছে যুদ্ধোত্তর রাশিয়ার জনগণের দুঃখদুর্দশার সকল সংবাদ পৌঁছত। কি করে জনসাধারণ খাদ্য পেতে পারে তার জন্য সব সময় লেনিন আগ্রহী ছিল। কোথাও কোন খাদ্যের ঘাটতি ঘটেছে শোনা মাত্রই খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করত।

একবার লেনিন সংবাদ পেল পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোর বেয়াল্লিশটি সংগঠনের কমিটি সদস্যরা অনাহারে আছে। তারা অভিযোগ করেছে সিমব্রিস্কের ফুড কমিশারের অযোগ্যতার দরুণ খাদ্য সরবরাহ হচ্ছে না। শোনা মাত্র লেনিন টেলিগ্রাম করল ফুড কমিশারকে।

তোমার কাছে সর্বাধিক তৎপরতা দাবী করছি। আইন নয়, তোমার ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাও। অবিলম্বে এই অনাহারী মানুষের সকল প্রকার সাহায্য দেবে। যদি তুমি তা করতে না পার তা হলে আমি তোমাকে ও তোমার অধীনস্থ সকল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাঠাব।

যখন খাবারের খুবই অভাব তখন লেনিন শিশুদের বিনামূল্যে খাবার দেবার পরোয়ানা জারী করল। বয়স্ক লোক কিছুকাল ক্ষুধা সহ্য করতে পারে। জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। শিশুরা তা পারে না। আমাদের সঞ্চিত শেষ খাদ্যকণা দিতে হবে শিশুদের। আজ আমরা যে দুর্দিনের মাঝ দিয়ে চলছি তা আমরা সহ্য করব, ভবিষ্যত বংশধরদের এই বিভীষিকার মধ্যে আনতে চাইনা।

ব্যক্তিগত ভাবে শত সহস্র লোক আবেদন জানিয়েছে লেনিনের কাছে। কারও আবেদন নিষ্ফল হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করেছে লেনিন।

একজন শিক্ষানবীশ সৈনিক এসে নিবেদন করল, তার পরিবারকে সামরিক কর্তৃপক্ষ সাহায্য দিচ্ছে না।

লেনিন শোনা মাত্র টেলিগ্রাম করল কর্তৃপক্ষকে : গ্রিগরী নিকোলস্কির বিষয় তদন্ত কর। তার পরিবার যে সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকারী তা দেওয়া হচ্ছে না কেন? তদন্তের রিপোর্ট আমার কাছে পাঠাও।

একজন কৃষক মহিলা অভিযোগ করল, তার স্বামী চার বছরের ওপর যুদ্ধবন্দী হয়ে আছে। বাড়িতে চাষবাস করার পুরুষ লোকের অভাব। বাড়িতে তিনজন পোষ্য। এদের খেতে দিতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ সরকারী কর্মচারী তার সঞ্চিত খাদ্য শস্য বাজেয়াপ্ত করেছে।

আবেদন পাবার পরের দিন লেনিন টেলিগ্রাম পাঠাল কর্তৃপক্ষের কাছে। এই বিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট এবং সরকার থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানাবার নির্দেশ দিল। অবশ্যই এই রিপোর্ট লেনিনকে পাঠাতে হবে।

শুধু লেনিনের কাছেই আবেদন আসত না তার স্ত্রী কুরুপস্কায়ার কাছেও আবেদন আসত। সব সময় কুরুপস্কায়া বাড়িতে থাকত না। লেনিন সে সব চিঠি পড়ে যথাযথ ব্যবস্থা করতে কোন সময়ই বিলম্ব করত না।

উনিশ সালের জুন মাসে Red Star জাহাজে করে কুরুপস্কায়া বের হয়েছিল প্রচারের উদ্দেশ্যে। দু মাস তাকে বাইরে থাকতে হয়েছিল। এই সময় কুরুপস্কায়ার নামে বহু পত্র আসত। সেই সব পত্র খুলে লেনিন পড়ত এবং আবেদনকারীকে যথাযথ সাহায্য করার ব্যবস্থা করত। কুরুপস্কায়াকে লেনিন একবার লিখল,

"I read the letters addressed to you for assistance and shall try to do what I can"—এই সব ঘটনা থেকেই জানা যায় লেনিনের কতটা নজর ছিল সমষ্ঠি ও ব্যক্তির সুখ সুবিধার দিকে।

বলতে গেলে বিশ সালেই রাশিয়ার মানুষ কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত, গৃহযুদ্ধের আঘাত, বিদেশী আক্রমণের আঘাত সামলে রাশিয়া সেই বছরই পূর্ণোদ্যমে কলকারখানার কাজ আরম্ভ করল, যাতায়াত ব্যবস্থাকে চালু করল, কৃষির দিকে নজর দেবার অবসর পেল। আঠার ও উনিশ সাল ধরেই রাশিয়াকে জীবন-মরণ লড়াই করতে হয়েছে সমাজতন্ত্রকে বাঁচাতে।

সমাজতন্ত্রের পতাকা উঁচু করে ধরতে বলশেভিক পার্টিকে বিরামহীন সংগ্রাম করতে হয়েছে, বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। খেটে-খাওয়া মানুষের শত্রুর অভাব নেই। প্রথম ও বড় শত্রু হল খোলাখুলি ভাবে যারা সুবিধাবাদী এবং শোধনবাদী। এরা সব সময়ই বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করে বিপ্লবকে বানচাল করতে এগিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় শত্রু হল ক্ষুদে-বুর্জোয়া আর তথাকথিত 'বাম' পন্থী সন্ত্রাসবাদীরা।

বিশ সালের বসন্তকালে ইংরেজ ফরাসী ও আমেরিকা শেষ বার রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল। এবার তাদের সঙ্গে ছিল পোল্যাণ্ড। সাম্রাজ্যবাদীরা পোল্যাণ্ডকে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে কার্য উদ্ধারের চেষ্টা করছিল। সোবিয়েত সরকার সর্বতোভাবে রক্তপাত ও অশান্তি এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু পোল্যাণ্ডের শাসকরা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা কোন ক্রমেই শান্তি চায় না। পোলিশ বাহিনী তখন রাশিয়া আক্রমণ করে বসল। পোলিশ সৈন্য ইউক্রেনে প্রবেশ করে কিয়েভ দখল করল! ওদিকে ক্রিমিয়া থেকে জারের পূর্বতন জেনারেল ব্যারণ র‍্যাঙ্গেল সৈন্য নিয়ে ডোনেৎস কয়লা খনি অঞ্চলে এগিয়ে চলছে।

লাল ফৌজ প্রস্তুত। প্রস্তুত কৃষক-শ্রমিক। লেনিনের আহ্বানে তারা এগিয়ে এল। বিগত দুই বৎসর তাদের বহু কষ্ট করতে হয়েছে। তবুও তাদের মনোবল ভাঙ্গেনি তারা আওয়াজ তুলল, We shall defend to our last drop of blood—আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে রক্ষা করব।

জুন মাসে সোবিয়েত বাহিনী পোলিশ বাহিনীর মুখোমুখী দাঁড়াল, কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের আক্রমণের সম্মুখে পোলিশ বাহিনী দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন আরম্ভ করল। অচিরেই রাশিয়ার ভূমি থেকে বিতাড়িত হল আক্রমণকারীরা। লালফৌজ তখন এগিয়ে চলেছে। চলতে চলতে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওরাশ'র দ্বার প্রান্তে উপস্থিত। শত্রুকে কখনই দুর্বল মনে করত না লাল ফৌজ সেজন্য সব সময় সতর্ক হয়ে কাজে অগ্রসর হত তবুও সামান্য কিছু ভুলের জন্য আগষ্ট মাসে ভিশ্চুলা নদীর কিনারায় লালফৌজ পরাজিত হয়ে পেছনে সরে আসতে বাধ্য হল। পোলিশ বাহিনী আবার অগ্রসর হতে থাকে। সেপটেমবর মাসের উনিশ তারিখ পর্যন্ত লালফৌজ আবার আঘাত করল পোলিশ বাহিনীকে। এবার শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ হল। এবার বিজয়লক্ষ্মী লালফৌজের দিকে। কেন লালফৌজ ভিশ্চুলা নদীর কিনারায় পরাজিত হল তা বিশ্লেষণ করে লেনিন বলল, এই পরাজয়ের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ট্রটস্কি।

যুদ্ধ তখনও থামেনি। শীতকাল এসে গেল। কৃষক ও শ্রমিকদের যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হলে খুবই কষ্টজনক হবে। সেই বিবেচনায় পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আগ্রহ প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় কমিটি। এমন কি রাশিয়ার পক্ষে যদি অবমাননাকর হয় তা হলেও এই যুদ্ধবিরতি চাই। সামনে রয়েছে দেশ গঠনের সমস্যা।

বিশ সালের অকটোবর মাসে সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল। যেমন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘটল

তেমনই লালফৌজের বৃহদাংশ পাঠান হল ক্রিমিয়াতে র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। লেনিন নির্দেশ পাঠাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব র‍্যাঙ্গেলের বিশ্বাসঘাতক ফৌজকে ঘায়েল করতে হবে, তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ কর। অকটোবর মাস শেষ হতে না হতেই লালফৌজ ক্রিমিয়াকে মুক্ত করল। র‍্যাঙ্গেলের ফৌজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এর পরই যে সব আক্রমণকারী ও প্রতিবিপ্লবী ছিল ট্রান্স-ককেশিয়াতে তাদের গ্রেপ্তার করা হল। পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করে লেনিন পূর্ব সীমান্তে নজর দিল। পূর্ব সীমান্তে জাপান তখন আক্রমণ করছে। লালফৌজ জয়ের পর জয়লাভ করে আত্ম-সচেতন এবং নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও সজাগ। বাইশ সালের অকটোবরের মধ্যে জাপানকে বিতাড়িত করা হল পূর্ব সীমান্ত থেকে।

বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা গেছে, আভ্যন্তরীণ শত্রুদের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে। এবার তাদের সামনে বিরাট দায়িত্ব। শান্তি বিরাজ করছে গোটা সোবিয়েত দেশে। এখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দায়িত্ব এসেছে তাদের ওপর। এই বিরাট কাজ করার জন্য প্রস্তুত হল শ্রমিক-কৃষক-খেটে-খাওয়া মানুষের দল। বিগত চার বছরে ভেতরে ও বাহিরে লড়াই করতে জনজীবন যেমন বিপন্ন হয়েছে তেমনি বিপর্যস্ত হয়েছে অর্থনৈতিক কাঠমো। কারখানার উৎপাদন কমে গেছে, ক্ষেতে ফসল উৎপাদন কমে গেছে। শুধু রক্তপাত ঘটেছে বছরের পর বছর। শত্রুসংহার করে অন্য কাজ করার সময় পায়নি সাধারণ মানুষ।

দেশের এই চরম দুর্দিনে হতোৎসাহ না হয়ে অধিক উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল। লেনিন বিশ্বাস করত জনগণের সামর্থ্যকে। সেজন্য কোন কাজ যে কোন ক্রমেই অপূর্ণ থাকবে না সে বিষয় মোটেই সন্দেহ ছিল না তার।

লেনিন সমগ্রদেশে বিদ্যুত সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। বিশ সালের শেষের দুটো মাসে বলতে গেলে শান্তি ফিরে এসেছিল। অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন প্রথম প্রয়োজন, তারই অঙ্গরূপে সমগ্র দেশকে বিদ্যুত শক্তি দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন অসুবিধা না হয়।

লেনিন ক্রমাগত ধনতন্ত্রীদের সমর্থক ও মার্কসবাদের বিকৃত ব্যাখ্যাকারী শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সব সময় সংগ্রাম করেছে। শোধনবাদী ও ধনতন্ত্রীরা মনে করত সর্বহারার নেতৃত্ব স্থাপনের অর্থ হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া। লেনিন তাদের মতামত অগ্রাহ্য করে বলল, শ্রমিক-কৃষকদের এভাবে ছোট করা যায় না, যাবে না। ওরা হল নিয়ামানুবর্তী সংগঠিত জন সমষ্ঠি। ওদের উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শ্রেনী বৈষম্য নির্মূল করা, সমাজের সবাইকে মেহনতী মানুষ করে গড়ে তোলা আর শোষণ থেকে রক্ষা করা! এর অর্থ হিংসা নয়। এবং শান্তির মাঝ দিয়েই তা গড়ে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে। বলশেভিকরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে স্থির বিশ্বাসে এসেছে মার্কসবাদী বিপ্লবী দল ভিন্ন সর্বহারা মানুষ ক্ষমতাদখল করতে পারে না, সেই ক্ষমতা রক্ষা করতে পারে না, ক্ষমতাকে সুসংহত করতে পারে না এবং এই ক্ষমতাকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রলাভে প্রয়োগ করতে পারে না।

লেনিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে চেষ্টা করত। সঙ্গে যেত তার স্ত্রী কুরুপস্কায়া।

বিশ সালের নবেমবর মাসে কাশিনো গ্রামে উপস্থিত হল স্ত্রীকে নিয়ে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা লেনিনকে অভ্যর্থনা জানাতে সমবেত হয়েছিল। বহুলোকের এই সমাবেশে লেনিন একটা অতি সাধারণ টেবিলের সামনে বসে কৃষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সুরু করল।

গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজন জানাতে থাকে, লেনিনও গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে তাদের কথা, তাদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থাও চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে।

গ্রামবাসীরা বলল, তাদের উদ্বৃত্ত খাবার সংগ্রহ করছে সরকারী কর্মচারীরা। তাতে তাদের কষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, ঠিক মত হিসাব না করেই তা করা হচ্ছে।

আবার কেউ কেউ বলল, আমরা প্রয়োজনীয় বস্ত্র বা যন্ত্রপাতি পাচ্ছি না।

একজন এসে তার পারিবারিক কথাও বলতে লাগল।

লেনিন মনোযোগ দিয়ে সামান্যতম ঘটনা যেমন শুনছিল তেমনি মাঝে মাঝে বিশদভাবে সব ঘটনা জানার জন্য প্রশ্নও করছিল। লেনিন যে ভাবে গ্রাম্যজীবন ও গ্রামের মানুষদের জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তাতে কৃষকরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

লেনিন তাদের দুঃখ মোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল, তোমরা তো জানো চোদ্দ সাল থেকে যুদ্ধের কালোমেঘ কি ভাবে আমাদের সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, তারপরই এই বছর পর্যন্ত আমাদের লড়াই করতে হয়েছে বিদেশী আক্রমনকারী ও প্রতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে। এরফলে রাশিয়াতে স্বাভাবিক জীবন বলে কোন ব্যবস্থাই আর নেই। কল-কারখানার উৎপাদন কমে গেছে। মাঠে চাষ হচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কল-কারখানাগুলো চালু করতে। আমরা উৎপাদিত মাল যাতে খুব তাড়াতাড়ি গ্রামের চাষীদের হাতে পৌঁছয় তার জন্য চেষ্টা করছি। আশা করছি এই শীতেই সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। তোমরা শ্রমিদের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা কর, তাদের পদক্ষেপের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চল।

গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হল লেনিনের বক্তব্য শুনে। তাদের মনে হল অত্যধিক শীতলতা যেন দূর হল নতুন সূর্যের প্রখর কিরণে।

কাশিনো থেকে লেনিন গেল ইরোপোলেটস্ গ্রামে। সেখানে চাষীদের সঙ্গে একই আসনে বসে তাদের কথা শুনল। তাদের অসুবিধা ও প্রয়োজন মেটাবার সম্ভবমত ব্যবস্থা করল। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থাও করল। চাষীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু অজানা ছিল লেনিনের। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে চাষীদের অতি নিকটে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করল। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী অষ্টম কংগ্রেসে তুলে ধরল কংগ্রেসের সামনে। চাষীদের সমস্যা সমাধানের জন্য অশেষ চেষ্টাও সুরু হল। স্থির হল, সমবায় খামার গড়ে তোলা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেওয়া। অর্থনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় লেনিন বলল, জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের চলা-ফেরা করতে হবে, তাদের মনমেজাজ জানতে হবে, তাদের সব কিছু জানতে হবে। তাদের জানতে পারলে আমরা বুঝতে পারব কিভাবে তাদের সমস্যা সমাধান সম্ভব। জনতার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। নেতারা কোন সময়ই জনতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করবে না। শ্রমিকেরা হল সমাজতন্ত্রের সৈনিক, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার অর্থ সমাজতন্ত্রকে পিছিয়ে দেওয়া।

সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের ওপর লেনিনের দৃষ্টি পড়ল। নতুন করে ঢেলে সাজার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেশের উন্নতির জন্য প্ল্যানিং কমিশন গঠন করা হল। অর্থনৈতিক কমিশারদের পুনর্গঠন করা হল, কাউন্সিল অব লেবার এবং দেশরক্ষী সংসদ গঠন করে শ্রমিকদের উন্নতি তথা দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা হল। চাষীদের পুনর্বাসন দেওয়া একটা বড় কাজ। তার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে লেনিনের কোন পার্থক্য ছিল না। সাধারণ চাষী যেমন সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে তেমন জীবন ছিল লেনিনের সেজন্য চাষীদের অবস্থা লেনিন ভাল করে জানত,

চাষীরা কি করতে পারে তাও ভালভাবে বুঝত, কোথায় চাষীদের দুর্বলতা, কোথায় তাদের সরলতা তাও মাঝে মধ্যে বলত। লেনিনের সরলতা ও আন্তরিকতা সবাইকে মুগ্ধ করত। যে কোন লোক পাঁচ মিনিট তাঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হত লেনিন তার নিকট আত্মীয়। মন খুলে কথা বলার সুযোগ থাকত সব সময়— মনে হত একজন জ্ঞানী বয়োবৃদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে প্রাণ খুলে তারা কথা বলছে।

সাহিত্য ও শিল্প জনমনে সর্বাধিক ছাপ রাখে। লেনিন এই সত্য স্বীকার করত। বাস্তব শিল্পসৃষ্টি সত্যকে উদ্ঘাটন করে যে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি হত তাকে সমর্থন জানাত, প্রশংসা করত, পুরস্কৃত করত কিন্তু বিকৃত সত্য, অবাস্তব কোন কিছুই তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। নতুন বলে সবই যে ভাল হবে তা নয়। আদর্শের দিক থেকে খাঁটি জনতার রুচিকে সুস্থ রাখার মত শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োজন সোবিয়েত রাষ্ট্রে।

লেনিন বলল, শিল্পী মাত্র কয়েকজনের জন্য শিল্প সৃষ্টি করবে না। তাদের সৃষ্ট শিল্প হবে সার্বজনীন আনন্দ সৃষ্টির জন্য। শিল্পের ব্যঞ্জনা মানুষ সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে তা কোন ক্রমেই শিল্প নয়। লোকে বুঝবে, ভালবাসবে শিল্পীর কাজ তবেই তো সার্থকতা। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা, অভিলাষ, চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে শিল্প সাহিত্যের মাঝ দিয়ে।

গোর্কির রচনাকে লেনিন খুবই সমাদর করত।

সর্বহারাদের জন্য গোর্কিই সাহিত্য সৃষ্টি করেছে সবার আগে। গোর্কি সর্বহারার সাহিত্যের স্রষ্টা। অকটোবর বিপ্লবের পর গোর্কি রাশিয়াকে সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। লেনিন বন্ধুর মত অনেক উপদেশ ও প্রস্তাব রেখেছে গোর্কির সামনে তার সাহিত্যকে সফল করে তুলতে। নতুন জীবন গড়ে তোলার স্থপতি হবার উপদেশও দিয়েছে গোর্কিকে। যখনই

গোর্কি লেনিনের কাছে এসেছে তখনই আন্তরিকভাবে আলোচনা করেছে লেনিন। গোর্কি তার বই ছেপে বের হওয়া মাত্র একখণ্ড লেনিনকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। বর্তমানে দেশের প্রয়োজনের চেয়ে প্রশাসক জনসংখ্যা বেশি, প্রশাসনের ব্যয় কমাতে হবে। আমলা-তন্ত্র ও লাল ফিতের পীড়ন থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতেই হবে। অলাভজনক ব্যয় বন্ধ করতে হবে।

লেনিন ছিল আমলাতন্ত্রের কঠিন শত্রু। লালফিতার বন্ধন ছিল তার পক্ষে অসহ্য। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। ফাইলের পর ফাইল গাদা দিয়ে মানুষকে দম বন্ধ করে মারতে দেওয়া হবে না। কাজ চাই, ফাইল চাই না। সততা চাই, খোসামোদ আর বাক্য-বাগীশতা চাই না। দক্ষতা চাই, দক্ষের অভিনয় চাই না। আমলা-তন্ত্রকে সংশোধন করা দুরূহ ব্যাপার। আমলাদের অদক্ষতা লাল-ফিতের ব্যাধি আর মন্থরতা রোধ করতে প্রয়োজন ওদের কর্মচ্যুত করা আর আদালতে অভিযোগ করে শাস্তি দেওয়া। এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধ চলবে অনেক বৎসর ধরে তবেই ওদের হাত থেকে রেহাই পাবে মানুষ, তবেই দক্ষতা আসবে, সততা আসবে, ক্ষিপ্রতা আসবে। এই কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেকটি নাগরিককে শেখাতে হবে, প্রত্যেককে প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। জনসাধারণকে এগিয়ে আঁসতে হবে এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তারাই দেখিয়ে দেবে কি করে লাল ফিতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা যায়।

সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিল লেনিন, যে কোন চিঠি অথবা সংবাদ আসুক তাতে মনোযোগ দিতে হবে। তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিক-কৃষকদের সুখ-সুবিধার জন্যই প্রশাসন। প্রশাসন কোনক্রমেই জনসাধারণের ওপরওলা মালিক নয়।

প্রশাসকরা ঘর-জামাই নয়। শোভাবর্ধন করতে তাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। প্রশাসকদের সর্বপ্রথম কাজ হল শ্রমিক-কৃষকদের অভাব অভিযোগ দূর করা। তা না করা তাদের অপরাধ. বিলম্বিত করাও অপরাধ। ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবেনা।

গুরুতর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত লেনিন। সবার অজান্তে তার দেহ অক্ষম হয়ে উঠল। শয্যাগ্রহণ করল সে।

শয্যাশায়ী লেনিন।

তার কাছে লালফৌজের একজন সৈনিক অভিযোগ করল, স্থানীয় প্রশাসকরা আইন ভঙ্গ করছে, স্থানীয় কৃষক ও মেহনতী মানুষেরা খুবই বিক্ষুব্ধ।

অসুস্থ লেনিন সঙ্গে সঙ্গে তার সেক্রেটারীকে ডেকে প্রতিবিধান করার নির্দেশ দিল।

যে কোন বিষয়ে নির্ভুল মতামতে আসা লেনিনের বড় কৃতিত্ব। বহু ব্যস্ততার ও অসুস্থতার মাঝে সামান্য জিনিস কখনও তার দৃষ্টি এড়াত না। তার কাছে কোন জিনিসই উপেক্ষার জিনিস নয়, কোন ঘটনাকেই ছোট করে কখনও দেখত না।

সহকর্মীদের দিকেও লেনিনের সজাগ দৃষ্টি থাকত সব সময়। তার একজন মহিলা কমরেড অসুস্থ। সংবাদ পেয়ে তার জন্য ভাল বাসস্থান দেবার ব্যবস্থা করতে মোটেই বিলম্ব করল না। সব সময়ই তার নির্দেশ পালন করা হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য সবাইকে আদেশ দিত কাজের ফলাফল সোজাসুজি তার সেক্রেটারী কাছে পাঠাতে হবে।

বিচার বিভাগের দিকেও নজর দিতে হয়েছিল। সমগ্র রাষ্ট্রে একই আইন চালু হওয়া দরকার। প্রত্যেক প্রদেশে আলাদা আলাদা আইন থাকলে এক জাতি এক মন একতা সৃষ্টি হতে পারে না। সেজন্য সমগ্র সোবিয়েত রাশিয়ার জন্য একই ধরণের আইন

প্রবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হল। এই আইন হবে জনসাধারণের সামাজিক অধিকার রক্ষার, স্বাধীনতা রক্ষার এবং মেহনতী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। আইনের উদ্দেশ্য পেষণ নয়।

নতুন আইনে চুরি অমার্জনীয় অপরাধ।

চুরি, তহবিল তছরূপ, ঘুঁষ নেওয়া গুরুতর অপরাধরূপে বিবেচিত। সে সকল পার্টি সদস্য এই ধরণের অপরাধ করবে তাদের গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে। পার্টি সদস্য ও সরকারী কর্মচারীদের নিষেধ করা হল প্রভাব বিস্তার করে বিচার ব্যবস্থাকে কলুষিত যাতে না করে তারা।

সমাজের, জীবনের, রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে লেনিনের সজাগ দৃষ্টি ছিল। সমাজতান্ত্রিক অবস্থা গড়ে তুলতে সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা চির উড্ডীন রাখতে লেনিন কোন সময়ই ক্লান্তিবোধ করে নি এবং কোন বিষয়কে উপেক্ষা করেনি। এমনি প্রতিভাধর কর্মী জগতে বিরল।

লেনিন ছিল সর্বজনপ্রিয়।

বহু ব্যক্তি তাকে ভালবেসে তাকে উপহার পাঠাত।

স্টোভল পশম কারখানায় শ্রমিকরা বাইশ সালের নবেমবর মাসে লেনিনকে সম্বর্দ্ধনা জানতে এসে তাদের হাতে তৈরী কাপড় উপহার দিয়েছিল। লেনিন তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছিল ঃ

> I heartily thank you for your greetings and for your gift. I must tell you in secret that you ought not to send me presents. I would kindly ask you to let all your workers into this secret. (Biography).

লেনিন শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সেজন্য কোন উপহার নিতে সে কোন সময়ই রাজি হত না।

বাইশ সালের নবেমবর মাসে লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু

রোগকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। এই অসুস্থ অবস্থায় দিনের পর দিন পার্টি ও মেহনতী মানুষদের জন্য কাজ করে গেছে। কোন সময়ই অসুস্থতার দরুণ তার কর্তব্যে অবহেলা করেনি।

ডিসেমবর মাসের সাত তারিখে চিকিৎসকরা তাকে বাধা দিল। তারা নির্দেশ দিল, তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

বিশ্রাম! লেনিন স্বগতোক্তি করল।

বিশ্রাম চাই তোমার। নইলে তোমার দেহ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তোমার মৃত্যু রাশিয়ার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।

কুরুপস্কায়াও ব্যস্ত হয়ে উঠল স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য। সেও বারবার লেনিনকে বিশ্রাম নেবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চলতে অনুরোধ জানাল পার্টির সদস্যরা।

অবশেষে লেনিন বাধ্য হল মস্‌কো ছেড়ে গোর্কিতে যেতে।

কিন্তু তার কাজ বন্ধ হল না।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই লেনিন অস্থির হয়ে উঠল। ডিসেম্বরের বার তারিখে লেনিন ফিরে এল মস্‌কোতে। সেদিন ক্রেমেলিনে বসে কাজও করল। কমরেডদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করল।

তের তারিখে আবার শরীরের অবস্থা খারাপ হল।

ডাক্তাররা বিশেষ চিন্তিত। লেনিন নিজেও। কিন্তু কোন সময়েই তার মুখ বন্ধ থাকছে না, কোন সময়ই সে কাজ বন্ধ করতে চায় না। কিছুতেই লেনিনকে বিশ্রাম দেওয়া যাচ্ছে না। সবাইয়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে লেনিন কাজে মগ্ন হয়ে যায়। সবাই তখন বাধা দিল তাকে। আর কাজ নয়। বিশ্রাম!

তের তারিখে আর ক্রেমেলিনে যাওয়া হল না।

ঘরে বসেই কাজ করল লেনিন।

বার তারিখের পর লেনিন আর ক্রেমেলিনে যেতে পারেনি।

বাড়িতেই বসে কাজ করতে হয়েছে তাকে। চিকিৎসকের নিষেধ, পার্টি সদস্যদের অনুরোধ, কুরুপস্কায়ার প্রার্থনা। লেনিন তের তারিখ থেকে আর ক্রেমেলিনে গিয়ে বসেনি। শুয়ে শুয়ে চিঠি পত্রের জবাব মুখে মুখে বলে যেত, সেক্রেটারীরা তা লিখে নিত, মুখে মুখে কাজের উপদেশ দিত। কখনও কখনও কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষাত করত, অতি প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করার চেষ্টা করত।

চিকিৎসকরা এতেও বাধা দিল।

এও তো পরিশ্রম। বিশ্রাম চাই।

লেনিন মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হল।

তেইশ তারিখে চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে লেনিন পাঁচ মিনিটের জন্য তার বক্তব্য বলল তার সেক্রেটারীকে। বিষয়টা অত্যধিক জরুরী, সেজন্য তার রাতের ঘুম নষ্ট হচ্ছিল।

পর পর কয় দিন তার স্টেনোগ্রাফারকে ডিকটেশন দিয়ে চলল।

বিশ্রাম মিথ্যা হল।

জানুয়ারী মাসেও লেনিন তার কাজ করে চলেছে।

ফেব্রুয়ারীতেও।

বিছানায় শুয়ে যে সব রচনা মুখে মুখে বলেছে লেনিন তার সমকক্ষ রচনা খুব কমই আছে ইতিহাসে। এত বলাতেও তার পরিতৃপ্তি নেই। আরও কিছু করতে হবে পার্টির জন্য ও মেহনতী মানুষের জন্য। অনেক কাজ যে তখনও বাকি।

সবার শেষে লেনিন দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করল। ভারী শিল্প গড়ে তুললে সমাজতন্ত্র এগিয়ে যাবে। এই জন্যই ভারী শিল্পের প্রতি মেহনতী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তার এই রচনা। এই রচনাই শেষ রচনা।

তেইশ সালের মার্চমাসে লেনিন আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

সরকারী ব্যবস্থা সতর্ক হল। তারা জনসাধারণকে জানাল, ভ্লাডিমির ইলিচ লেনিনের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়। জনসাধারণ

যাতে তার অবস্থা জানতে পারে সেজন্য প্রতিদিন চিকিৎসকদের রিপোর্ট জনসাধারণকে জানান হবে।

এপ্রিল মাসে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। লেনিন এই কংগ্রেসে হাজির হতে পারল না। অক্টোবর বিপ্লবের পর এই প্রথম লেনিনের চেয়ার খালি থাকল।

চিকিৎসকরা তাকে ঘিরে রেখেছে।

কথা বলা নিষেধ, নড়াচড়া নিষেধ।

লেনিন বিশ্রাম নিচ্ছে।

মে মাসে লেনিনের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হল। চিকিৎসকদের পরামর্শে লেনিনকে মসকো থেকে গোর্কিতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল।

আকাশ সেদিন পরিষ্কার।

রোদের আলোতে ঝলমল করছে দশদিক।

পঞ্জিকার পনরই তারিখ।

কুরুপস্কায়া আর ডাক্তাদের সঙ্গে দিয়ে লেনিনকে পাঠান হল গোর্কিতে বিশ্রাম করতে। লেনিনের গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল গোর্কির দিকে।

গোর্কির খোলা আলো বাতাস, চিকিৎসা, পথ্য লেনিনের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাল। রাতের বেলায় ঘুম নেমে আসত তার চোখে, খিদেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। জুলাই মাসে বোঝা গেল লেনিন তার স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছে। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

গোর্কি থেকে লেনিনের স্বাস্থ্যের খবর যখনই রাজধানীতে পৌঁছত তখনই সবাই উদগ্রীব হত। যখনই শুনত তার দেহের অবস্থা ভাল তখনই আনন্দে উৎফুল্ল হত।

কর্মীরা বলল, "We are looking forward impatiently to the speedy recovery of our Ilych"—লেনিনের ক্ষিপ্র আরোগ্য কামনা করত সবাই।

গোর্কিতে বাস করার সময় সাহিত্যিক বন্ধু গোর্কির My Universities বইখানা বার বার পড়ত। বন্ধুর সংবাদ জানতে চাইত। যখন শুনত গোর্কি অসুস্থ তখন নিজেই কেমন অসুস্থতা বোধ করত।

বিশ্রামের দিন গুলো সংবাদ শুনে সময় কাটাত। সংবাদ চিত্র দেখত। বসে থেকে দূরের খামার গুলোর চাষ দেখত।

অকটোবর মাসে লেনিন মস্কোয় ফিরে যেতে চাইল।

শরীর তখন অনেকটা ভাল।

কুরুপস্কায়া ও লেনিন ভগ্নী মারিয়া উলিয়ানোভ চলল তার সঙ্গে মস্কোতে।

সেই দিন বিকেলেই আবার ফিরে এল গোর্কিতে তার পাঠাগার থেকে কিছু বই সঙ্গে নিয়ে। তার এই পথ চলাচলে কোন অসুবিধা দেখা দেয় নি। লেনিনকে সম্পূর্ণ সুস্থই দেখাচ্ছিল।

নবেমবর মাসের দুই তারিখে গ্লুকোভো কাপড় কলের শ্রমিকরা এসে দেখা করল লেনিনের সঙ্গে।

লেনিন সাদরে তাদের করমর্দন করে বসতে দিল।

কুরুপস্কায়াকে বলল, আমার বন্ধুদের কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।

শ্রমিক কুজনেতসভ সব চেয়ে বয়স্ক। হাতে করে এনেছিল আঠারটা চেরিগাছ লেনিনকে উপহার দিতে। অন্যান্য শ্রমিকরা অভিনন্দন জানাতে এসেছিল তার সঙ্গে। লেনিন তাদের খাবার ব্যবস্থা করল। তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করল।

যাবার সময় শ্রমিকরা লেনিনের গণ্ডে চুম্বন দিয়ে বিদায় নিল। লেনিনকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল কুজনেতসভ। তার দুই চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে লেনিনের মুখ ভিজিয়ে দিল। বৃদ্ধ শ্রমিক বার বার বলতে লাগল, আমি একজন শ্রমিক, আমি লোহার কামার, তুমি যেভাবে কাজ করতে বলবে সেই ভাবেই কাজ করব।

লেনিনও আনন্দাশ্রু রোধ করতে পারল না।

নিজে অসুস্থ হলেও কোন সময়ই তার স্ত্রী ও ভগ্নীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন ছিল না। স্ত্রীর ও ভগ্নীর জন্য চিন্তা করত। ডাক্তারদের উপদেশ দিত তার স্ত্রীর ও ভগ্নীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে। শহর থেকে যারা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের খাওয়া হয়েছে কিনা সংবাদ নিত।

শিশুদের বড়ই ভালবাসত লেনিন।

নববর্ষ উৎসবে গোর্কির শিশুরা উৎসবে মেতে উঠল। তারা গান গাইলো, হৈ-হুল্লোর করল, খেলাধুলা করল। লেনিন তাদের সঙ্গে বসে এই উৎসব উপভোগ করল, মারিয়া ও কুরুপস্কায়া শিশুদের চিৎকারে লেনিনের অসুবিধা হবে মনে করে বার বার তাদের থামাতে চেষ্টা করছিল। লেনিন তাদের বাধা দিয়ে বলল, শিশুদের বাধা দিও না। ওদের খেলতে দাও।

বাড়িতে সবাইয়ের সঙ্গে গল্প করত, হাসি তামাসা করত, যৌবনের দিনে যেমনটি ছিল লেনিন তার কোন পরিবর্তন হয়নি সেদিন অবধি। নিজে হাসত, অপরকে হাসাত। এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে কজন!

অকটোবর মাসের শেষে আবার লেনিনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল।

কুরুপস্কায়া সারাদিন বসে থাকত তার পাশে। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে শোনাত। ট্রটস্কি কিভাবে পার্টির ওপর জোর করে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে সে আলোচনাও শুনত। ট্রটস্কির কাজ কেন্দ্রীয় কমিটি মোটেই সমর্থন করত না।

চব্বিশ সালের জানুয়ারী মাসে মাঝামাঝি পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনে ট্রটস্কির আচরণ নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সময়ই ট্রটস্কির কাজকে নিন্দা করাও হয়। কুরুপস্কায়া ট্রটস্কির চিন্তাধার ও কার্যাবলী পছন্দ করত না। লেনিনকে সব বিষয় জানাত

লেনিনের জ্ঞাতসারেই কুরুপস্কায়া ট্রটস্কিকে প্রতিবাদ জানাত তার কাজের জন্য।

জানুয়ারী মাসেই মনে হল লেনিন যেন নিরোগ হয়ে আসছে।

উনিশে জানুয়ারী All Russia Congress of Soviets-এর সভায় কালিনিন ঘোষণা করল লেনিন বিপদমুক্ত হয়েছে। তার ঘোষণা শুনে সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিতে আরম্ভ করল।

কিন্তু !

সেদিন একুশে জানুয়ারী উনিশশ' চব্বিশ সাল।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, লেনিন আর ইহজগতে নেই।

একুশ তারিখ সকাল থেকেই হঠাৎ তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ দরুণ লেনিন অজ্ঞান হয়ে গেল। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্যই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। এর ফলেই মৃত্যু।

সারা জীবন ধরে লেনিন যে ভাবে মানসিক পরিশ্রম করেছে, যে ভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে তার পরিণাম হল এই অকাল মৃত্যু। মহা জোতিষ্ক পতন ঘটল পৃথিবীতে।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্বে। শোষিত নিপীড়িত মানুষ যে যেখানে ছিল সে নীরবে অশ্রুপাত করল, প্রতিশ্রুতি নিল লেনিনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার। বিরাট পুরুষ গৌরবদীপ্ত জীবন দিয়ে মনুষ্য জাতির মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেল, তার কাছে মানব সমাজের ঋণ কোন কালেই পরিশোধ হবে না।